



The sweetest Children!
Manmana Bava! Mathyaji Bava!
Daily Murli Bengali
April 2017

"মিষ্টি বাচ্চারা — তোমাদের বুদ্ধিতে সারাদিন ধরে সার্ভিসের(সেবা কাজ) চিন্তা ভাবনা চলা উচিত, তোমাদের সকলের কল্যাণ করতে হবে, কেননা তোমরা হলে অন্ধের লার্চি ।"

প্রশ্ন :- উচ্চ পদ প্রাপ্ত করার জন্য কি কি মুখ্য ধারণা থাকা দরকার ?

উত্তর :- উচ্চ পদ তখনই প্রাপ্ত হবে, যখন নিজের কর্মেন্দ্রিয়ের ওপর পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ থাকবে। যদি কর্মেন্দ্রিয় বশে না থাকে, চাল চলন ঠিক না হয়, অনেক বেশী কামনা বাসনা, লোভ থাকে তাহলে উচ্চ পদ প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত থেকে যাবে । উচ্চ পদ পেতে হলে মাতা পিতাকে অনুসরণ করো ।

গীত :- দৃষ্টিহীনকে পথ দেখাও প্রভু....

ওম শান্তি । প্রদর্শনীর জন্য এই গানটা খুব ভালো । এমনও না যে প্রদর্শনীতে রেকর্ড বাজানো যাবে না । একে আধার করেও তোমরা বোঝাতে পারো, কেননা সবাই আহ্বান করছে । কিন্তু এটা কেউ জানে না যে কোথায় যেতে হবে, আর কে নিয়ে যাবে । যেমন নাকি ড্রামাতে আছে বা ভাগ্যে রয়েছে বলে ভক্তরা ভক্তি করে থাকে । যখন ভক্তি সম্পূর্ণ হয়ে যাবে তখনই বাবা আসবেন। কত দ্বারে দ্বারে বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরতে থাকে । মেলা, আখড়া বসে । দিন প্রতিদিন বৃদ্ধি হতেই থাকে । শ্রদ্ধাশীল মানুষের তীর্থে আসা যাওয়া লেগেই থাকে । অনেক অনেক সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও গভর্নমেন্ট স্ট্যাম্প ইত্যাদি বানাতে থাকে । সাধুদের স্ট্যাম্পও বানাতে থাকে । জন্ম দিন পালন করা হয় । এইসব হল রাবণ রাজ্যের অথবা মায়ার জাঁকজমক পূর্ণ চমক । ওদেরও মেলা, আখড়া ইত্যাদি দরকার হয় । অর্ধ কল্প ধরে রাবণ রাজ্যে বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরেছ । এখন বাবা এসে রাবণ রাজ্য থেকে মুক্ত করে রাম রাজ্যে নিয়ে যাবেন । এটা তো দুনিয়া জানে না যে স্বয়ংই পূজ্য আবার স্বয়ংই পূজারী । এই মহিমা কার ? প্রথমে ১৬ কলা সম্পূর্ণ পূজ্য থাকে । তারপর আবার দুই কলা কম হয়ে যায় । তাই তাকে সেমী বা আধা বলা হয় । সম্পূর্ণ পূজ্য থাকলে তার থেকে দুই কলা কম হলে আধা বা সেমী পূজ্য বলা হবে । তোমরা তো জানো যে পূজারী থেকে আবার পূজ্য হয়ে যাবে । তারপর আবার সেমী বা আধা পূজ্য হয়ে যাবে । এবার এই কলিযুগের অন্তিমে আমাদের পূজারীর পার্ট সমাপ্ত হয়ে যাবে । পূজ্য বানাবার জন্য বাবাকে আসতে হয়। এখন বাবা বিশ্বের মালিক বানাচ্ছেন । বিশ্ব তো এটাও আবার ওটাও বিশ্ব । ওখানে মানুষ সংখ্যায় কম থাকে । একটাই ধর্ম থাকে । অনেক ধর্ম হলে পরে আবার দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যায়।

এবার বাবা এসেছেন যোগ্য বানাতে । যত বাবার স্মরণ করবে ততই নিজের কল্যাণ করবে । এখন দেখতে হবে যে কে কতটা নিজের কল্যাণ করতে পারবে ! যেমন আর্টিস্টরা কল্পনা করে নেয় যে এমন এমন চিত্র বানানো হবে যাতে মানুষ ভালো ভাবে বুঝতে পারে । ভাবে যে আমরা বেহদের বাবার সার্ভিস করছি । ভারতকে স্বর্গ বানাতে হবে । প্রদর্শনীতে দেখো কত কত লোক আসে । তাহলে প্রদর্শনীতে এমন চিত্র দেখলে বুঝতে পারবে যে এই চিত্র একদম সঠিক পথ দর্শাতে পারবে । মেলা, আখড়া ইত্যাদি সব এর তুলনায় কিছুই না । যে আর্টিস্ট এই

জ্ঞান বুঝতে পারে, তার বুদ্ধিতে থাকে যে — এমন এমন চিত্র বানাতে সবার অনেক কল্যাণ হয়ে যাবে । দিন রাত বুদ্ধিতে এই সব বিষয়ে মনন করা উচিত । এই সব বিষয়ে অনেক শখ থাকা দরকার । মৃত্যু তো হঠাৎই আসে । যদি জুতো ইত্যাদি নিরর্থক বিষয়ে চিন্তারত থাকে, মৃত্যু এসে হাজির হলে জুতো ইত্যাদির মতন নিরর্থক জন্ম হবে। এখানে তো বাবা বলেন দেহ সহিত সব কিছু ভুলতে হবে । এবার তোমরা ভবছো যে বাবা কে ? কারোর থেকে জিজ্ঞেস করো যে আমাদের পিতাকে জানো ? বলে যে না জানি না । কত স্মরণ করা হয়, কত চাওয়া হয় । দেবীদের কাছে গিয়ে চাওয়া হয় । দেবী পূজা করা হলে তারপর কিছু প্রাপ্তি হলে পরে তারা নিজেদের তাঁর কাছে সব সমর্পণ করে দেয় । তারপর পূজারী ধরে বসে, উনিও আশীর্বাদ ইত্যাদি করেন । কত অন্ধশ্রদ্ধা । তাহলে এমন গানের ওপর প্রদর্শনী করে বোঝানো যেতে পারে । এই প্রদর্শনী তো গ্রামে গ্রামে গিয়ে হতে পারে । বাবা তো গরীবের রক্ষাকর্তা । তাই তারা বাবার দ্বারা উঁচুতে উঠে যায় । সাহকার বা ধনবান তো কোটিতে কেউ কেউ বের হয় । প্রজা তো ঢের ঢের আছে । এখানে তো মানুষ থেকে দেবতা হতে হবে । বাবার থেকে বর্সা (উত্তরাধিকার) প্রাপ্ত হয় । প্রথমে তো বাবাকে জানতে হবে কেননা উনি আমাদের পড়াশোনা করান । এই সময়ে মানুষের কত পাথরের মতন বুদ্ধি হয়ে গেছে । তোমরা দেখছো যে কত কত সব সেন্টারে আসে , সবার দৃঢ় নিশ্চয়ই আছে যে বাবাই হলেন শিক্ষক, সদগুরু, তাসত্ত্বেও বুঝতে পারে না । একটা অন্য গানও আছে যে, এই পাপের দুনিয়া থেকে আমাদের দূরে নিয়ে চলো সেটা অনেক ভালো হবে, এই পাপের দুনিয়া তো আছেই । ভগবানুবাচ - এটা হল আসুরী সম্প্রদায়, আমি এদেরকে দৈবী সম্প্রদায়ের বানিয়ে দিই। তারপর দেখি মানুষের কমিটি ইত্যাদি এই সব কার্য কেমন করে পারে । এখানে তো সব কথাই বুদ্ধির ব্যাপার । ভগবান বলেন তোমরা পতিত হয়ে আছো, তোমাদের ভবিষ্যতের জন্য পবিত্র দেবতা বানাই । এই সময়ে সবাই পতিত হয়ে আছি । পতিত শব্দটাই বিকারের জন্য । সত্যযুগে তো বিদ্রোহী দুনিয়া হয় । এখানে হলো বিদ্রোহপূর্ণ দুনিয়া। কৃষ্ণকে তো ১৬ হাজার ১০৮ জন রানী দিয়ে দেওয়া হয়েছে । এটা তো ড্রামা গথিত আছে । যা কিছু শাস্ত্রে আছে, তাকে গ্লানিময় করে দিয়েছে । বাবা যে স্বর্গ তৈরি করেছেন তার সম্পর্কে অনেকে অনেক কিছু বলতে থাকে । এখন তো তোমরা জানো যে বাবা আমাদের কত উচ্চ বানিয়েছেন । কত ভালো শিক্ষা প্রদান করেন । সত্যিকারের সংসঙ্গ এটাকেই বলে । বাদবাকি সব মিথ্যা সংস । এমন সবাইকে পরমপিতা পরমাত্মা এসে বিশ্বের মালিক বানিয়ে দেন । বাবা বোঝাচ্ছেন যে বাচ্চারা , তোমাদের এবার অন্ধের লার্টি হতে হবে । নিজেই যদি অন্ধ সমান হয়, সে কি করে অপরের জন্য সাহায্যের লার্টি হবে ! যদিও জ্ঞানের বিনাশ হয় না । একবার যদি "মা - বাবা" বলা হয়, তাহলে কিছু না কিছু প্রাপ্তি হবেই । তবে নশ্বরের ভিত্তিতেই পদ প্রাপ্তি । চাল চলন দেখেও কিছুটা বোঝা যায় । তাসত্ত্বেও পুরুষার্থ করানো হয় । এমন নয় যে - যা পাওয়া গেল, পাওয়া গেল - ঠিক আছে । পুরুষার্থ (বিনা কষ্টে) ছাড়া জলটুকুও পাওয়া যাবে না । একে বলা হয় কর্মক্ষেত্র। এখানে কর্ম ব্যতীত মানুষ থাকতে পারবে না । "কর্ম সন্ন্যাস" কথাটাই ভুল । অনেক রকমের হঠযোগ করে । জলের ওপর হাঁটা , আগুনের ওপর হাঁটা - এ সব শিখতে থাকে । কিন্তু কি লাভ হয় ? বিনা কারণেই আয়ু ক্ষয় করে । ভক্তি করা হয় রাবণের কারণে দুঃখ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য । মুক্ত হয়ে সবাইকে ফিরে যেতে হবে। সেইজন্যই সবাই স্মরণ করে যাতে মুক্তিধামে অথবা সুখধামে যেতে পারি । দুটোই গত হয়ে গেছে । ভারত সুখধাম ছিল। এখন নরক হয়ে গেছে। তাই নরকবাসী তো বলা হবে, তাইনা । তোমরা তো নিজেরাই বলো যে

ওমুকে স্বর্গবাসী হয়েছে । আচ্ছা, তোমরা তো নরকে আছ, তাইনা । স্বর্গের বিপরীত হল নরক । আর বাকি হল শাস্তিধাম । বড় বড় লোকেরা এটাও বুঝতে পারে না । নিজেরাই প্রমাণ করে দেয় যে আমরা নরকে আছি । তোমাদের এই সমস্ত কিছু খুব যুক্তি পূর্ণ ভাবে প্রমাণ দিয়ে বোঝাতে হবে । এসব ক্ষেত্রে প্রদর্শনী খুব কার্যকরী হবে । এই সময়ে মানুষ কত পাপ কাজ করেছে। স্বর্গে এ সব কিছু হয় না । ওখানে তো হল প্রালব্ধ । তোমরা এখন আবার স্বর্গে যাচ্ছ। তোমরা বলবে আমরা তো অনেক বার বিশ্বের মালিক হয়েছিলাম, আবার এখন বিশ্বের মালিক হচ্ছি । দুনিয়ায় কেউ জানে না । তোমাদের মধ্যেও কেউ কেউ বুঝতে পারে । এই খেলার থেকে কেউ বেরিয়ে যেতে না । মোক্ষ মানুষ তখনই চায়, যখন দুঃখের মধ্যে থাকে । *বাবা তো বলেন - "খুব ভালো ভাবে পুরুষার্থ করো ।* মা বাবাকে অনুসরণ করে খুব ভালো পদ প্রাপ্ত করে নাও, নিজের চাল চলন শুধরে নাও" । বাবা তো পথ দেখাচ্ছেন, তাহলে সেই পথ কেন অনুসরণ করছো না । *অধিক কামনা বাসনা পোষণ করা উচিত নয় ।* যজ্ঞের থেকে যা পাওয়া যায় তাই খাওয়া উচিত । লোভ যদি থাকে, কর্মেন্দ্রিয় যদি বশে না থাকে, উচ্চ পদ প্রাপ্ত হবে না । তো এমন এমন গান প্রদর্শনীতে বাজাবে তার আধারে তোমরা যাতে বোঝাতে পারো ।

তোমরা হলে শিববাবার পরিবার, শিববাবার ওপরে কেউ নেই । বাকি অন্য সকলের ওপরে তো কেউ না কেউ থাকেই । ৮৪ জন্মের মধ্যে তোমরা দাদা, এবং বাবাকেও পাও । শিববাবা হলেন রচয়িতা, এখন নতুন রচনার রচনা করছেন, অর্থাৎ পুরানোকে নতুন বানাচ্ছেন । তোমরা তো জানো যে আমরা শ্যামলা(অপবিত্র) থেকে গোরা(পবিত্র) হচ্ছি। স্বর্গে কৃষ্ণ হলেন নম্বর ওয়ান । তারপর একেবারে শেষে ওনার জন্ম হয় । তারপর আবার তিনি প্রথম নম্বরে থাকেন । পুরোপুরি ৮৪ জন্ম শ্রীকৃষ্ণ গ্রহণ করেছেন । সূর্যবংশী দৈবী সম্প্রদায়ের সব পুরো পুরো ৮৪ জন্মগ্রহণ করেছে । বাবা বলেন - যে শ্রীকৃষ্ণ নম্বর ওয়ান ছিলেন, ওনারই অন্তিম জন্মে প্রবেশ করে আবার ওনাকে শ্রীকৃষ্ণ বানিয়ে দিই । আচ্ছা ।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার ভালোবাসা ও স্মরণ আর সুপ্রভাত । রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) কোনো বিনাশী বাসনা রাখবে না । নিজের আর সকলের কল্যাণ করতে হবে ।

২) দেহ সহ সব কিছু ভুলে ঘরে ফেরত যেতে হবে - এই জন্য চেক করতে হবে যে বুদ্ধি কোথাও আটকে তো নেই ।

বরদান :- যে কোনো বিষয়ে ফুলস্টপের বিন্দু লাগিয়ে সমাপ্ত করতে সক্ষম সহজ যোগী ভবঃ।

*সমস্ত পয়েন্টের সার হল — পয়েন্ট (বিন্দু) হয়ে যাওয়া । পয়েন্ট রূপে স্থির থাকো, তাহলে প্রশ্ন চিহ্নের যে সারি (queue) তা সমাপ্ত হয়ে যাবে । যখনই কোনো কথায় প্রশ্ন উদয় হবে সেখানেই ফুলস্টপ লাগিয়ে দাও । ফুলস্টপ লাগানোর সহজ স্লোগান হল — যা হয়ে গেছে যা কিছু হচ্ছে, যা কিছু হবে সেটা ভালোই হবে- যেহেতু সঙ্গমযুগ হলই ভালো আর ভালো । ভালো ভালো

বললে ভালো হয়ে যায়। আর এর জন্যই সহজযোগী জীবনের অনুভব করতে থাকবে ।*

স্লোগান :- স্নেহই হল সহজে স্মরণের সাধন, স্নেহে নিমজ্জিত থাকা মানে সহজ যোগী হওয়া ।

সঙ্গমযুগের বিশিষ্ট বরদান:- অমর ভব

আজ, বাপদাদা প্রতি কল্পের অধিকারলব্ধ আত্মাদের দেখছেন। কারা কারা শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের অধিকারী হয়েছে তা দেখে পুলকিত হচ্ছেন। আজ বাবা এবং দাদা সর্বাধিকারী আত্মাদের দেখে নিজেদের মধ্যে মৃদুহাস্যে আন্তরিকভাবে (রুহরিহান) আলাপ-আলোচনা করছিলেন। ব্রহ্মাবাবা বললেন, এমন বাচ্চাদের ওপর আপনার দৃষ্টি পড়েছে, যাদের জন্য বিশ্ববাসীর এটা ভাবা অসম্ভব যে এইরকম আত্মাও শ্রেষ্ঠ হতে পারে! যারা বিশ্বের নজরে একেবারেই সাধারণ আত্মা, তাদেরই বাপদাদা নিজের নয়নের মণি বানিয়েছেন। একদম ভরসাহীন আত্মাদের তিনি বিশ্বের দরবারে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ আত্মায় পরিণত করেছেন। সেইজন্য বাপদাদা তাঁর সেনাবাহিনীর মহাবীর আত্মাদের, অস্ত্রধারী আত্মাদের দেখছিলেন এবং লক্ষ্য করছিলেন কোন্ কোন্ আত্মারা অলমাইটি অর্থরিটির পাণ্ডবসেনাতে যুদ্ধক্ষেত্রে উপনীত হয়েছে। তিনি কি দেখে থাকবেন? এক ওয়ান্ডারফুল সেনানী অর্থাৎ সৈন্যদল! জাগতিক শিক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে তোমাদের অশিক্ষিত বলে মনে হতে পারে অথচ পাণ্ডবসেনায় তোমাদের টাইটেল হল 'নলেজফুল'! তোমরা সকলেই নলেজফুল, তাই না! চলাফেরা করতে বা উঠতে সমস্যা হতে পারে কিন্তু পাণ্ডব সেনাদলের একজন প্রকৃত সেনা হয়ে তোমরা এক সেকেণ্ডে পরমধামে গিয়ে আবার এক সেকেণ্ডে এখানে চলে আসতে পারো। ওই সমস্ত মানুষ কেবল হিমালয়ের ওপরে তাদের পতাকা উড়িয়েছে কিন্তু শিবশক্তি পাণ্ডবসেনা ত্রিলোকে নিজেদের ধ্বজা উড়িয়ে দিয়েছে। তোমরা খুব সাধাসিধে হলেও তোমাদের নৈপুণ্য এমনই যে তোমরা বিচিত্র বাবাকে তোমাদের করে নিয়েছ। তাই তো বাপদাদা এইরকম সেনাদল দেখে মৃদু মৃদু হাসছিলেন। দেশের হোক বা বিদেশের, সাধারণ আত্মারা প্রকৃত ব্রাহ্মণ হয়। বর্তমান সময়ে যারা ভি.আই.পি বলে বিবেচিত, তাদের ওপর সকলের নজর। কিন্তু বাবার নজরে কে আছে? কলিযুগী আত্মারা তাদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য সেইসব বিখ্যাত লোকেদের মান্য করে এবং স্মরণ করে। তাদের হল অল্পকালের কলিযুগীয় সময়ের মহিমা। তাদের প্রশংসা আজ আছে, কাল নেই। কিন্তু সঙ্গমযুগী পাণ্ডব সেনার পাণ্ডবরা, তোমাদের এবং তোমাদের শক্তির মহিমা কল্পের শেষ পর্যন্ত কায়ম থাকে কেননা অবিনশ্বর বাবার মুখনিঃসৃত মহিমা অমর হয়ে যায়। সুতরাং তোমাদের কত উল্লসিত হওয়া উচিত! আজকের দুনিয়ায় যদি কোনও প্রখ্যাত শ্রেষ্ঠ আত্মা যাকে গুরুরূপে মান্য করা হয়, সেই গুরু কাউকে কিছু বললে, তখন সেই ব্যক্তি এটা সত্য বলে মেনে নেয়, কারণ তার বিশ্বাস গুরু যখন তাকে বলেছেন তখন এটা সত্যিই হবে এবং সে সেই বিশ্বাসে মত্ত থাকে। বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করেই তার মততা। তোমরাও ঠিক এইভাবে ভাবো, তোমাদের মহিমা কে করেন? কে বলেন শ্রেষ্ঠ আত্মারা! সুতরাং, তোমাদের সকলের কত উল্লাস থাকা উচিত!

বরদাতা বলো বা বিধাতা বলো অথবা ভাগ্যদাতা, তোমরা শ্রেষ্ঠ আত্মারা বাবার থেকে অনেক টাইটেল লাভ করো। টাইটেল কতো বড় - সেটা কোনও সমস্যার কথা নয়, জাগতিক টাইটেল একেকজনের একেকরকম, শ্রেষ্ঠ আত্মারা তোমাদের এক টাইটেলের তুলনায় সেই সব টাইটেল তুচ্ছ। এইরকম খুশি তোমাদের থাকে?

সঙ্গমযুগের বিশিষ্ট বরদান কি? অমর বাবার দ্বারা "অমর ভব"। এই সঙ্গমযুগেই তোমরা অমর হওয়ার বরপ্রাপ্ত হও। এই বরদান সদা স্মরণে থাকে? নেশা রয়েছে, খুশী রয়েছে, স্মরণে আছে, কিন্তু

"অমর ভব"র বরদানী হয়েছ ? যে যুগের যে বিশেষত্ব, সেই বিশেষত্বকে কি কাজে ব্যবহার করছ ? যদি এখন তোমরা এই বরদান লাভ না করো তবে কখনও এটা লাভ করতে পারবে না । সুতরাং, এই সময়ের বিশেষত্বকে জেনে অবিরত চেক করো যে, "অমর ভব"র বরদানী (দেবোপম মাহাত্ম্যযুক্ত) হয়েছ কিনা ! তোমরা যখন অমর বলছো বা চিরন্তন বলছো তখন এই বিশেষ শব্দটাকে বিশেষভাবে তোমাদের বারবার আন্ডারলাইন করতে হবে । অমরনাথ বাবার বাচ্চারা যদি স্বর্গসুখে সুখী হওয়ার অধিকার লাভ করতে না পারে তবে কি বলা হবে ! সেটা কি বলে দিতে হবে ! সুতরাং, মধুবনে, গৌরবান্বিত এই বরদান ভূমিতে এসে সদা বরদানী হও ।

আচ্ছা - এইভাবে সর্বদা বাপদাদার নয়নে ডুবে থাকা আলোক রত্ন, সর্বদা বরদাতার দ্বারা বরদান লাভ করে বরদাতা মূর্ত, ভাগ্যবান মূর্ত, বিশ্বের সামনে সর্বদা জ্বলজ্বলে নক্ষত্র হয়ে বিশ্বকে আলোকিত করে, এইরকম সঙ্গমযুগী শিবশক্তি পাণ্ডব সেনাকে বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ আর নমস্কার ।

দিদিজীর সাথে বাপদাদার সাক্ষাৎকার -

তোমরা হলে চক্রধারী। আর এই চক্রধারী হওয়ার সাথে সাথে চক্রবর্তীও হয়ে গেছ । তোমরা ডাবল পরিচয় করেছ ? যেমন স্থূলভাবে তেমনই বুদ্ধির দ্বারাও ? চক্রধারী প্রত্যেককে পবিত্রতার দৃষ্টিতে দেখে বাণী, কর্ম এবং দৃষ্টি দ্বারা দান দিয়ে তাদের ঝুলি পরিপূর্ণ করে দেয় । সুতরাং, বর্তমান সময়ে বিধাতার সন্তান বিধাতা হয়েছ অথবা বরদাতা বাবার সন্তান বরদাতা মূর্ত হয়েছ ? কোন্ ভূমিকাটি তোমরা অধিক প্লে করো ? তা' কি দাতার না বরদাতার ? মহাদানী নাকি বরদাতার ? তোমরা উভয় পার্ট প্লে করছ নাকি দুটোর মধ্যে বিশেষ একটা পার্ট ? লাস্ট পার্ট কোনটা ? বিধাতার নাকি বরদাতার ? বরদান লাভ করা সহজ কিন্তু যিনি বর দেন তাঁকে সমস্ত প্রাপ্তি স্বরূপের স্টেজে স্থিত হতে হবে । গ্রহীতার কাছে বরদান একটা গোল্ডেন লটারি, কারণ যে সমস্ত আত্মারা চূড়ান্ত পর্যায়ে আসবে সেই সকল আত্মারা সম্পূর্ণভাবে দুর্বল । সময় কম অথচ দুর্বলতা অধিক । এই কারণে তাদের গ্রহণ করার মতো সাহসও থাকে না । উদাহরণস্বরূপ, কারও হার্ট দুর্বল হলে, তাকে যত ভালো জিনিসই দাও তবুও সে নিতে পারেনা । তারা বুঝতে পারে যে, সেইগুলো খুব ভালো জিনিস কিন্তু তবুও তারা সেইসব নিতে অপারগ । অন্তিম পর্যায়ের আত্মারা সর্বক্ষেত্রে দুর্বল হবে । অতএব, তোমরা অধিক মাত্রায় বরদাতার ভূমিকা পালন করবে । একমাত্র যে সকল আত্মারা নিজেরা সম্পূর্ণ হবে তারা অন্যদের বরদাতা হবে । সম্পূর্ণ হওয়ার স্টেজই হল বরদাতা । তোমার নিজের যদি কোনো কিছুই অভাব থাকে তথাপি অন্যদের দেখলেও তোমার অ্যাটেনশন নিজের অভাবের দিকেই যাবে এবং তখন নিজেকে সম্পূর্ণ করতে তুমি সময় নেবে । এই কারণে যখন তুমি নিজেকে সকল প্রাপ্তির দ্বারা পরিপূর্ণ করতে পারবে তখনই তুমি বরদাতা হতে পারবে । আচ্ছা ।

পার্টির সাথে বাপদাদার সাক্ষাৎকার-

১) *প্রকৃত ব্রাহ্মণদের সুদীর্ঘ ভাগ্য রেখা - ২১ জন্মের জন্য*

তোমরা কত সৌভাগ্যবান যে, ভগবানের সাথে পিকনিক করছ ! তোমরা কখনও ভেবেছ, যে, এমন একদিন আসবে যখন সাকার রূপে ভগবানের সাথে ভোজন করবে, খেলবে, হাসবে ? এমনকি তোমরা স্বপ্নেও ভাবনি। কিন্তু তোমরা এতই সৌভাগ্যবান যে, সাকারে তোমরা অনুভব করছ । কতখানি শ্রেষ্ঠ

ভাগ্যরেখা তোমাদের - কেননা তোমরা সর্বপ্রাপ্তিতে সম্পন্ন হয়েছ। যারা ভাগ্য পড়তে পারে তাদেরই কেউ একজন বলবে যে, এর জীবনে সন্তান এবং ধনসম্পত্তি লেখা আছে, আয়ুও আছে, কিন্তু জীবনকাল ছোট। তাই কিছু জিনিস পূর্ণ হবে কিছু হবে না ; সেখানে তোমাদের ভাগ্যরেখা সুদীর্ঘকালের। এই ভাগ্যরেখা ২১ জন্মের সর্বপ্রাপ্তিতে পূর্ণ। তোমাদের ২১ জন্মের গ্যারান্টি আছে, এমনকি তার পরেও তোমাদের সেইরকম কোনো দুঃখ পেতে হবেনা। সমগ্র কল্পের তিন ভাগ সুখই তো তোমরা লাভ করো। এমনকি এই শেষ জন্মেও তোমরা অতি দুঃখীর লিস্টে নও। অতএব, তোমরাই সেই শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান ! ক্রমাগত এই শ্রেষ্ঠ ভাগ্যকে দেখে সর্বদা হর্ষিত থাকো।

২) *ভালবাসার সাগরের থেকে ভালোবাসা লাভের বিধি - সবকিছু থেকে পৃথক হও (detach)*

কোনো কোনো বাচ্চার কমপ্লেক্স আছে যে তারা স্মরণ করে, কিন্তু বাবার ভালোবাসা তারা পায়না। যদি ভালোবাসা না পায় তবে নিশ্চয়ই ভালোবাসা পাওয়ার পথে কোনও কিছুর ঘাটতি আছে। বাবা হলেন ভালোবাসার সাগর, সুতরাং, তাঁর সাথে যোগযুক্ত হলে বাচ্চারা ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হবে সেটা তো কখনই সম্ভব নয়। তবে ভালোবাসা পাওয়ার উপায় হল সবকিছু থেকে আলাদা হয়ে যাওয়া (detach)। যতক্ষণ তুমি দেহ এবং দেহের সম্বন্ধ থেকে আলাদা না হচ্ছ, তুমি ভালোবাসা লাভ করতে পারবেনা। এই কারণে কারও প্রতি মোহ রেখোনা। সম্বন্ধ থাকলে, তবে তা অবশ্যই বাবার সাথে থাকতে হবে যাঁর সাথে তোমরা সর্ব সম্বন্ধে জুড়ে আছ। একমাত্র বাবা। দ্বিতীয় কেউ নয় এটা শুধু বলা নয়, অনুভব করতে হবে। খাও-দাও-ঘুমাও - যাই করো বাবার প্রিয় হয়ে অর্থাৎ সব কিছু থেকে অনাসক্ত হয়ে। তাতেই তুমি নষ্টমোহা হবে। দেহ-সম্বন্ধীয় সম্পর্কে মোহ রেখে দুঃখ আর অশান্তিই প্রাপ্ত হয়েছে। এখন তোমরা সব কিছু শুনেছ, দেখেছ, সব কিছুর অভিজ্ঞতা হয়েছে। তাসত্ত্বেও কিভাবে তোমরা আবারও সেই বিশ্বের বশীভূত হতে পারো ? সেইজন্য অবিরত সবকিছু থেকে অনাসক্ত হয়ে বাবার প্রিয় হয়ে ওঠো।

৩) *মেহনত থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় - আমিত্বকে বিসর্জন দাও*

বাপদাদা সব বাচ্চাদের মেহনত থেকে মুক্ত করতে এসেছেন। তোমরা অর্ধকল্প অনেক মেহনত করেছ। এখন সব মেহনতের সমাপ্তি। এই সমাপ্তির সহজ উপায়, শুধুমাত্র একটি শব্দ স্মরণ করো, 'আমার বাবা'। 'আমার বাবা' বলায় কোনও মেহনত নেই। তোমরা যখন "আমার বাবা" বলছ, তখন যে আমিত্ব এতকাল তোমাদের দুঃখ দিয়েছে সেই আমিত্ব ভাব শেষ হয়ে যায়। যখন বহুর মধ্যে এই আমিত্ব জেগে থাকে তখনই সমস্যার সৃষ্টি হয়। আর যখন এই আমিত্ব একের সাথে জুড়ে যায়, সবকিছু সহজ হয়ে যায়। শুধু মাত্র যদি "বাবা, বাবা" বলতে থাকো, তাহলেও তোমরা সত্যযুগে চলে আসবে। এখন 'আমার' 'আমার' বলে যে লম্বা লিস্ট আছে, যেমন "আমার নাতি", "আমার পুতি", "আমার ঘর", "আমার বাড়ী", "আমার পুত্রবধূ" ইত্যাদি ইত্যাদি - এখন এই যে *আমার - আমার" এর লম্বা লিস্ট - একে সমাপ্ত করো। 'অনেক'কে ভুলে এক বাবাকে স্মরণ করে তোমরা দুঃখ -দুর্দশা থেকে মুক্ত হয়ে অবিশ্রান্ত সুখের দোলায় আরামে দুলবে। সর্বদা বাবার স্মরণে সুস্থ এবং রোগমুক্ত থাকো অর্থাৎ আরামে থাকো। আচ্ছা।

৩) *ডাবল্ ফরেনারদের সাথে:* - এই গ্রুপটা ভালো। ডাবল্ ফরেনারদের দেখে বাপদাদার নিজের একটা টাইটেল স্মরণে এসেছে। কোন্ টাইটেল ? বিশ্ব কল্যাণকারী। তোমরা যখন আসনি

বাবা তখন কেবল ভারত কল্যাণকারী ছিলেন, যখন থেকে তোমরা এসেছ বাপদাদা বিশ্ব কল্যাণকারী হয়ে গেছেন। তাহলে, এই চমত্কার কে করলো? এই চমত্কার করেছে তোমরা, তাই না! আর তোমরাও খুব ভালো মেহনত করছ। সাকাররূপে তোমাদের ব্যাকবোন, জানকী দাদি, তিনিও অতি বিচক্ষণ। তিনি কোথাও তোমাদের খালি বসতে দেননা। তিনি ব্যাকুল, যেন কোথাও কোনও কোণ বাদ না পড়ে যায়। সার্ভিসে নির্বিল্ল হওয়াই সার্ভিসের সাফল্য। যে কোনো প্রকার সেবা করার পূর্বে তা'দেশেই হোক বা বিদেশে, বাপদাদা এটাই বলেন যে, সর্বাগ্রে সার্ভিসে তোমাদের সহযোগীদের সাথে এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাথে *একমত, একবল, এক ভরসা এবং একতার সামঞ্জস্য* রাখতে হবে। ঠিক যেমন তোমরা নারকেল ভেঙে, রিবন কেটে উদঘাটন করো, সেরকমই প্রথমে এই চার বিষয়ের রিবন কাটো, তারপরে সকলের সন্তুষ্টি আর প্রসন্নতার নারকেল ভাঙো। তার জল ধরণীতে ঢালো। যেমন কার্যেরই ধরণী হোক না কেন, তাতে আগে নারকেলের জল (সকলের সন্তুষ্টি আর প্রসন্নতা) ঢালো তারপরে দেখ কেমন সফলতা আসে। তা নাহলে, কোনও না কোনও বিঘ্ন অবশ্যই হবে। তোমরা সবাই সেবা করছ, কিন্তু নির্বিল্ল সেবাধারী হয়ে যারা সেবা করছে তাদেরই বাপদাদার রেজিস্টারে নোট করা হয় অর্থাৎ তাদের বৈশিষ্ট্য বাপদাদার রেজিস্টারে গৃহীত হয়। বাপদাদার কাছে সেইরকম সেবাধারীদের লিস্ট আছে কিন্তু এখন সেই লিস্ট খুব ছোট; লম্বা লিস্ট তৈরি হয়নি। বক্তৃতাকারীদের লম্বা লিস্ট তোমাদের কাছে আছে। বাপদাদা তাকেই বক্তা বলেন, যে ভাষণ দেওয়ার আগে নিজের অনুভব ব্যক্ত করে, তারপরে বক্তৃতা দেয়। আজকাল স্কুল কলেজের ছেলেমেয়েরাও ভালো ভাষণ দেয়। তারাও সকলরূপে অর্থাৎ করতালি ধ্বনিতো প্রশংসিত হয়। যেমনই হোক, বাপদাদা তাদেরই লিস্ট রেখেছেন যারা সমস্ত প্রতিবন্ধকতা থেকে মুক্ত হয়ে প্রত্যেকের সন্তুষ্টি এবং পরিতৃপ্তি তৈরি করতে পেরেছে; সেই জন্য তোমরা মালার জন্য হাত তোলোনি (did not raise your hands)। ডাবল্ বিদেশীদের সেবার ক্ষেত্রে নিজেদের মধ্যে তেমন কোনো বিঘ্ন আসেনা। কিন্তু অল্প স্বল্প মনের বিঘ্ন আসে। এছাড়াও বেশীরভাগটাই ঠিক আছে। তাদের মনের সঙ্কল্প, মনের স্থিতি অচল, অটল। শুনলে তোমরা? তোমরা ডাবল্ বিদেশীরা খুব ভালো সেবা করছ। সেবার প্রসারের জন্য অভিনন্দন। আচ্ছা।

অব্যক্ত বাপদাদার মহাবাক্য থেকে প্রশ্নোত্তর:-

প্রশ্ন: - চলতে চলতে কোনও বাধা আসলে কী করা উচিত? বাধা আসার কারণ কী?

উত্তর: - তোমাদের সামনে অনেক রকম (পরীক্ষার) পেপার আসে, সেই বিশেষ পেপারের সম্মুখীন হওয়ার শক্তি যদি তোমাদের না থাকে তবে পুরুষার্থে তোমাদের অচলাবস্থা আসে। এইরকম সময়ে অন্যদের সহায়তা নেওয়া অবশ্যই প্রয়োজন হয়। যেমন গাড়িতে ব্যাটারী যদি কমে যায় তাহলে গাড়ি নিজে থেকে চলতে চায় না। তখন অন্যদের সহায়তায় সামান্য ধাক্কা দেওয়াতে হয়, তাই না! ঠিক একই রকম ভাবে, যে আত্মার উপর তোমার ফেখ আছে এবং অনুভব করতে পারছ যে এই আত্মার থেকে তুমি সহায়তা পেতে পারো তবে তার থেকে যেটুকু প্রয়োজন সেইটুকু সহায়তা নিয়ে এগিয়ে যাওয়া উচিত। প্রথমে তাকে স্পষ্টভাবে সব কিছু তোমার নিজের সম্বন্ধে বলা এবং তারপর সহযোগিতা এলেই এগিয়ে যেতে পারবে। আসলে কি হয় - যখন তোমাদের এই রকম স্টেজ আসে, সেই সময় ডাইরেক্ট বাবার থেকে সহযোগ নেওয়ার সাহস তোমাদের থাকে না। অতএব,

তখন সাকারে সামান্য সাহায্য নিলে, পরে বাবার থেকে ডাইরেক্ট নিতে গেলে সাহায্য পেয়ে যাবো আচ্ছা ।

বরদানঃ- ভাগ্য এবং ভাগ্য-বিধাতার স্মৃতি দ্বারা সর্বদা খুশি বিতরণকারী সহজযোগী ভব

সঙ্গমযুগ হল খুশির যুগ, সুখ অনুভবের যুগ । সুতরাং, সর্বদা খুশিতে থেকে খুশি বিতরণ করো । বাবাকে খুঁজে পেয়েছ তো সব কিছু খুঁজে পেয়েছ, এই স্মৃতিই সহজযোগী বানিয়ে দেবে । দুনিয়ার মানুষ বলে যে, কষ্ট ছাড়া পরমাত্মাকে পাওয়া যায় না। আর সেখানে তোমরা বলছ ঘরে বসে বাবাকে খুঁজে পেয়েছ, যা তোমরা স্বপ্নেও কখনও ভাবতে পারনি । তোমরা খুশির সাগরকে খুঁজে পেয়ে গেছ..... এই খুশিতে থাকো । এটাও সহজযোগ ।

স্লোগানঃ- স্বচ্ছতা(শুদ্ধি) আর বিধিপূর্বক সমস্ত কার্য নির্বাহকারীই - প্রকৃত ব্রাহ্মণ ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা দুঃখহরণ সুখদাতা বাবার সন্তান, মম্মা-বাচা-কর্মণায় কাউকে দুঃখ দিও না, সবাইকে সুখ দিও"

প্রশ্নঃ - বাচ্চারা, তোমাদের মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত হওয়ার জন্য মুখ্য ধারণা কি হওয়া উচিত ?

উত্তরঃ - তোমাদের মুখ থেকে বেরোনো প্রতিটা শব্দ মানুষকে হীরেসম তৈরি করে । তাই তোমাদের অতি মধুর হতে হবে । সকলকে সুখ দিতে হবে । এমনকি কাউকে দুঃখ দেওয়ার চিন্তাও তোমাদের করা উচিত নয় । তোমরা এখন সত্যযুগে, স্বর্গের দুনিয়ায় যাচ্ছ যেখানে সর্বদা সুখই সুখ, যেখানে দুঃখের কোনও অস্তিত্ব নেই । তোমরা বাবার শ্রীমত্ পেয়েছ, বাচ্চারা, বাবার মতো দুঃখহর্তা সুখকর্তা হও । তোমাদের কাজ হ'ল সবার দুঃখ হরণ করে সুখ দেওয়া ।

গীতঃ- এই পাপের দুনিয়া থেকে আমাদের শান্তি এবং নীরবতার দুনিয়ায় নিয়ে চলো . . .

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা তোমরা এই গীত শুনেছ । বাচ্চারা তোমরা জানো যে, তোমরা এমন এক নতুন দুনিয়ায় যাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছ যেখানে প্রথমতঃ মায়া নেই এবং মম্মা-বাচা -কর্মণায় কারও কোনও দুঃখও নেই । এই কারণেই তার নাম হয় স্বর্গ, প্যারাডাইস, বৈকুন্ঠ এবং সব সময় সেই দুনিয়ার মালিক লক্ষ্মী-নারায়ণেরই ছবি দেখানো হয় । প্রজাদের ছবি দেখানো হয় না । লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্রে এটাই প্রমাণ হয় যে তাঁদের রাজধানীতে অবশ্যই সেইরকম মানুষই থাকবে । ভারতে তাঁরাই ছিলেন স্বর্গের মালিক, যেখানে দুঃখের লেশমাত্র ছিলনা । মম্মা-বাচা-কর্মণায় কারও কোনও দুঃখের কারণ নেই আর বাবাও কাউকে কখনও দুঃখ দেননা । তাঁর নামও মহিমান্বিত, দুঃখহর্তা সুখদাতা । বাচ্চারা, তিনি এখানে বসে তোমাদের পড়াচ্ছেন । এই দুনিয়ার সকলে তাদের একে অপরের সংকল্প, রুঢ় কথার অথবা কর্মের আদান-প্রদানে দুঃখ পায় । পরমপিতা পরমাত্মা ছাড়া আর অন্য কেউ তোমাদের স্বর্গের মালিক বানাতে পারবে না । স্বর্গ নিশ্চয়ই ছিল । শুধু তাকিয়ে দেখ, সায়েন্স দ্বারা এখানে কত কিছু তৈরি হচ্ছে । দেখ কিভাবে এরোপ্লেন, মোটর-কার এবং অটোমোবাইল ইত্যাদি তৈরি হয়ে যাচ্ছে ! সায়েন্স ওখানেও কার্যকর হবে । এইরকম নয় যে বৈকুন্ঠ মাটির তলদেশ থেকে বেরোবে । যেমন দেখানো হয়েছে দ্বারকা সমুদ্রের তলায় ডুবে গেছে । যা কিছু সমুদ্রের নিচে যাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে শেষ হয়ে যাবে । সবকিছু আবার প্রথম থেকে শুরু হবে। সুতরাং, যখন বাবার থেকে তোমরা বাদশাহী লাভ করছ তখন কারও প্রতি তোমাদের বুদ্ধিতে সংকল্প, কঠোর শব্দ বা কর্মের আদানপ্রদানে দুঃখ দেওয়ার চিন্তাও যেন না আসে । যদিও এটা মায়ার রাজ্য, মনে তুফান আসবে অর্থাৎ মনে প্রচণ্ড অস্থিরতা দেখা দেবে কিন্তু তবুও তোমাদের হৃদয়ে কারও প্রতি কোনরূপ দুঃখদায়ী সংকল্প যেন প্রবেশ না করতে পারে । এই সময়, প্রত্যেকে একে অপরকে দুঃখ দিচ্ছে । তারা ভাবছে এটাই সুখ, আসলে তা' দুঃখ । তারা সবাইকে বাবার প্রতি বিমুখ করে তুলছে । এই ভক্তিমার্গও ড্রামায় নির্ধারিত । ড্রামা কেউ বুঝতে পারেনা । যখন সেই সমস্ত মানুষ শান্ত শোনায়ে, তারা মনে করে যে তারা জ্ঞান দান করছে । মানুষ ভাবে জপ, তপ ইত্যাদির দ্বারা তারা মুক্তি এবং জীবনমুক্তি লাভ করবে । তারা নানারকম পথ দেখায় । তারা বলে, বহু সময় ধরে তারা ভক্তি করেছে বলেই ভগবান এসেছেন । আমরা বলি, ভক্তি যখন শেষের দোরগোড়ায় তখন তাঁকে আসতেই হয় । তিনি এসে ভক্তির

ফল দেন । তারা সবাই ভক্তির লাইনে চলে আসে । একে জ্ঞান বলা যায়না । শাস্ত্রের জ্ঞান থেকে সদগতি হয়না । সৃষ্টির আদি, মধ্য, অন্তের জ্ঞান তাদের নেই । তোমরা এখন বুঝতে পারছ যে, প্রাচীন জ্ঞান আর যোগের মাধ্যমে ভারত স্বর্গ হয়েছিল, সুতরাং এটা নিশ্চয় ভগবানই শিখিয়ে থাকবেন । মানুষ রাজযোগ শেখাতে পারেনা । ভগবান যে সহজ রাজযোগ শিখিয়েছিলেন সেটাই পরে শাস্ত্র তৈরি হয়েছিল । এখানে বসে ভগবান স্বয়ং নলেজ বুঝিয়ে দেন । গীতায় শুধু একটা ভুল হয়েছে, নাম বদল করে দিয়েছে এবং সময়ও আলাদা উল্লেখ করেছে ।

তোমরা বুঝতে পারছ, ভগবান আমাদের রাজযোগের জ্ঞান শেখাচ্ছেন । সৃষ্টির আদি, মধ্য, অন্তের জ্ঞান কোনও শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়নি । তারা কল্পের সময়কাল অনেক বড় করে লিখেছে । মানুষ সেই শাস্ত্রই পড়ে চলেছে । বাবা বুঝিয়েছেন, এটা সৃষ্টিক্রমী ঝাড় । প্রথমে, ঝাড়ে অল্প পাতা থাকে তারপরে ধীরে ধীরে পাতা বাড়তে থাকে । মানুষ বিভিন্ন ধর্মের পাতা দেখিয়ে থাকে । বাস্তবে, সমগ্র বেদ এবং শাস্ত্র ইত্যাদি ভাগবত গীতার পাতা, সুতরাং, সমস্ত শাস্ত্র তার থেকেই বেরিয়েছে । তোমরা জানো, নতুন ঝাড় অবশ্যই স্থাপনা হবে । প্রবল ঝাড়ে অর্থাৎ পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির অস্থিরতায় কিছু কিছু খুব তাড়াতাড়ি শুকিয়ে ঝরে যায় । তোমরা জানো যে, তোমাদের দৈবী ঝাড়ের ফাউন্ডেশন এখন স্থাপন হচ্ছে । যারা ধর্ম স্থাপনা করে তারা জানেনা যে তারা খ্রিস্টান ধর্মের অথবা অন্য ধর্মের স্থাপনা করছে । এটা পরে বোঝা যায় যে, অমুক ধর্মের ফাউন্ডেশন স্থাপিত হয়েছে । এখানে তোমরা কাঁটা থেকে ফুলে পরিবর্তিত হও । তোমরা বুঝেছ যে, তোমাদের দেবী-দেবতা হতে হবে । তোমাদের সকলকে সুখী করতে হবে কাউকে দুঃখী করার কথা চিন্তাও করবেনা । তোমাদের মুখের এক একটা কথা এমন হবে যা মানুষকে হীরে সমান করে । বাবাও আমাদের নলেজ দেন, যে নলেজ ধারণ করতে করতে আমরাও হীরেসম হয়ে যাই । বাস্তবে, কেন একজন টিচার অন্য কাউকে দুঃখ দেবে ? তিনি তো প্রত্যেককে পড়ান । হ্যাঁ, এটা বোঝানো হয় যে, যথার্থভাবে পড়া না করলে ২১ জন্মের জন্য লোকসান হয়ে যাবে । ২১ জন্মের জন্য এখন তোমাদের পুরুষার্থ করতে হবে । এখন তোমরা বাবাকে খুঁজে পেয়েছ যাঁকে ভক্তিমার্গে তোমরা স্মরণ করতে - "হে ভগবান" । সাধু সন্ত ইত্যাদি সকলে তাঁকে স্মরণ করে । ভগবান এক, কিন্তু তারা জানেনা তিনি কে । শ্রীকৃষ্ণ সত্যযুগের রাজকুমার ছিলেন । কেউ একথা বলবে না যে তিনি সবার দুঃখহর্তা সুখকর্তা । যে শ্রীকৃষ্ণ আত্মা সুখে ছিল, সে এখন দুঃখে আছে । ভগবানের প্রতি এই কথা বলা যায়না; তিনি সুখ দুঃখের উর্ধে । তাঁর মানুষের দেহ নেই । বাবা যা স্থাপনা করেন, সেখানে সুখই সুখ । সেই কারনে গাওয়া হয় দুঃখহর্তা সুখকর্তা ।

তোমরা জানো যে, রাবণ রাজ্যে অর্ধ কল্প ধরে আমরা অসুখী ছিলাম, সুখ ছিল সাময়িক, আদতে দুঃখ ছাড়া কিছু ছিলনা, যার কারণে সন্ন্যাসীরা বলে সুখ হলো কাকবিষ্ঠাসম কেননা সকলের জন্ম হয় বিকার থেকে । সেখানে অবশ্যই প্রবৃত্তি মার্গ থেকে থাকবে যেখানে কোনও বিকার ছিলনা এবং সেটা নিশ্চয়ই সত্যযুগে ছিল । তার নাম ছিল স্বর্গ । সেটাই প্রবৃত্তি মার্গ, স্বর্গ, আর তারপর পতিত হলে তাকে বলা হয়ে থাকে ব্রহ্মচারী মার্গ, নরক । এই সুখ - দুঃখের খেলা পূর্ব নির্ধারিত । মানুষ এই মুহূর্তে সুখ তো পরমুহূর্তে দুঃখ অনুভব করে । তারা জানেনা যে, স্বর্গে অবিরাম সুখ এমনকি কোনরকম দুঃখের চিহ্নমাত্র থাকেনা, অথচ এখানে সুখের লেশমাত্র নেই । বিকারে যাওয়ার অর্থই হলো দুঃখ । এই কারনে সন্ন্যাসীরা সন্ন্যাস নেয় অর্থাৎ তাদের পথ নিবৃত্তি মার্গের । সত্যযুগে প্রবৃত্তি মার্গ ছিল, তা ছিল শিবালয় । মন্দিরে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হীরে-মানিক্য বিজড়িত মুকুটে সজ্জিত লক্ষ্মী-নারায়ণ আদি দেবী-দেবতাদের জড় চিত্র দেখানো হয়েছে । একমাত্র ভারতে দেবী-দেবতা সম্প্রদায়ে রাজা রাণী ছিলেন, আর অন্য কোনও ধর্মে এমন ছিলনা । রাজা অনেক হয়েছে কিন্তু ডাবল

তাজধারী নয় । সত্যযুগের প্রারম্ভকাল থেকেই রাজত্ব শুরু হয় । আর সেটাই ছিল আদি সনাতন ডাবল্ তাজধারী দেবী-দেবতা ধর্ম । কিভাবে সেই ধর্ম স্থাপনা হয়েছিল ? একমাত্র তোমরা বাচ্চারা এখন এই সবকিছু জানো । বাবার শ্রীমত্ অনুসরণে তোমরা দুঃখহর্তা সুখদাতা হয়েছ । তোমাদের কাজ হলো সকলের দুঃখ হরণ করে সুখ দেওয়া । তোমরাই যদি কাউকে দুঃখ দাও তবে কে বলবে, তোমরা দুঃখহরণ সুখদাতার সন্তান ! প্রথমে মন্মায় সংকল্প আসে পরে অ্যাঙ্কে আসে । বাচ্চারা তোমাদের অতি মধুর হতে হবে । ভগবান তোমাদের পড়ান, তাই যতক্ষণ না পর্যন্ত তোমাদের স্বভাব দৈবী গুণ সমৃদ্ধ হচ্ছে মানুষ কিভাবে তোমাদের বিশ্বাস করবে ! গীতাতেও লেখা হয়েছে, ভগবানুবাচঃ আমি তোমাদের সাধারণ নর থেকে নারায়ণ বানাতে আসি । ভগবান নিশ্চয়ই সঙ্গমে আসবেন । ভগবানুবাচঃ আমি তোমাদের রাজযোগ শেখাই । সুতরাং , নিশ্চিতভাবে পুরনো দুনিয়ার বিনাশ হতেই হবে । এই কাজ শ্রীকৃষ্ণের নয় । তারা ত্রিমূর্তি দেখায় কিন্তু শিবকে বাদ দিয়েছে । তারপর তারা বলে ব্রহ্মা ত্রিমুখ বিশিষ্ট । তাহলে, এই একমুখ বিশিষ্ট ব্রহ্মা কোথা থেকে এলেন ! মানুষের কিভাবে তিন মুখ হতে পারে ? বাবা বলেন, তোমরা আমার অভিজ্ঞ এবং বিচক্ষণ বাচ্চা । তোমরাই সারা বিশ্বকে শাসন করতে । বাবা এখন তোমাদের দেহী-অভিমানী বানাচ্ছেন । এখন নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো । বাবা সবাইকে বি-দেহী বানিয়ে মুক্তিধামে ফিরিয়ে নিয়ে যান । এখানে এসে তোমরা শরীর ধারণ করো । বিভিন্ন দেহ ধারণ করতে করতে দেহ-অভিমানের অভ্যাস কঠোর হয়ে যায় । এখন নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো । আমি আত্মা ৮৪ জন্মের পার্ট প্লে করছি ; এটা এখন অন্তিম জন্ম । এইভাবে নিজের সাথে কথা বলো । বাবা বলেন, আত্মা-অভিমানী হও ; এখন তোমাদের ঘরে ফিরে যেতে হবে তারপর সত্যযুগে আসবে । তোমরা আমার থেকে স্বর্গ রাজ্যের উত্তরাধিকার নিতে পুরুষার্থ করছ । যখন বাবাকে তোমরা ভুলে যাও তোমাদের খুশির পারা উঠতে পারেনা । শাস্ত্রে তারা একটা বিরাট ভুল করেছে শিব বাবার নাম বাদ দিয়ে । তারা তাঁর পূজা করা সত্ত্বেও বলে, তিনি নাম রূপ থেকে পৃথক । তবে তারা কার পূজা করছে ? তারা কার স্মরণ করছে ? তারা বলে, আত্মার অবস্থান ব্রহ্ম যুগলের মাঝখানে । কিন্তু তারা জানেনা আত্মা কার সন্তান । আমি আত্মা ব্রহ্মকুটির মাঝে বসে এই শরীর দ্বারা আমার নিজের পার্ট প্লে করি । শরীররূপী এই পুতুলকে আমি নাচাই অর্থাৎ একে সঞ্চালন করি । কাঠপুতুলের ডাম্প যেমন হয় । অন্য ব্যক্তি সেই পুতুল নাচায় । সর্বাগ্রে তোমাদের দেহী -অভিমানী হয়ে বাবা যা বোঝাচ্ছেন তা ধারণ করতে হবে । প্রদর্শনীতে প্রথমে বাবার পরিচয় দিয়ে বলো, তিনি সকলের পিতা, তিনি নিরাকার । আর দ্বিতীয়, সাকার প্রজাপিতা ব্রহ্মা । আমাদের দুই পিতা । তোমরা জানো, একজন লৌকিক বাবা এবং আর এক পারলৌকিক বাবা । একজন হদের আর এক বেহদের । এখন নতুন রচনা রচিত হচ্ছে । আমরা শিববাবার থেকে আমাদের উত্তরাধিকার নিচ্ছি । নিজের সাথে এই কথাগুলো পাকাপোক্ত করে নিতে হবে - আমাকে দেহী-অভিমানী হতে হবে । আমি শিববাবার কাছে পড়তে যাই । পরমপিতা পরমাত্মা নিরাকার এবং প্রজাপিতা ব্রহ্মা সাকার । তোমরা প্রজাপিতা ব্রহ্মার মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ । ব্রহ্মা তোমাদের অ্যাডপ্ট করেছেন । তোমরা নতুন রচনা, ব্রাহ্মণ । অন্যান্যরা হলো শরীরী ব্রাহ্মণ । ওরা শরীরের যাত্রা করায়, তোমরা করাও রহানী । তোমরা বাচ্চারা এখন শ্রেষ্ঠ তৈরি হচ্ছে । ঈশ্বরীয় মিশন তোমাদের ব্রহ্মচারী থেকে শ্রেষ্ঠাচারীতে পরিবর্তন করছে । মানুষ শ্রেষ্ঠাচারী বানাতে পারেনা । বাস্তবে, তোমাদের সদাচার সমিতি পাপাচার দূর করে । দেখ তোমাদের লিডার কে ! বাবা বলেন, আমি আবারও এসেছি তোমাদের রাজযোগ শেখাতে । এটা সেই সঙ্গমেয়ুগ । আমি এখন তোমাদের মানুষ থেকে দেবী দেবতা বানাই । তোমরা জানো যে, তোমরা এখন শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণে পরিণত হচ্ছে । ব্রাহ্মণরা হলো উচ্চ শিখর । ব্রহ্মাও উচ্চ শিখা । ব্রহ্মার মধ্যে যিনি প্রবেশ করেন তাঁকে এই সাধারণ

চর্মচক্ষে দেখা যায়না । বাকি সবকিছু দৃশ্যমান । বুদ্ধির দ্বারা জনতে পারো যে, নিরাকার বাবা তোমাদের পড়াচ্ছেন । ব্রহ্মার এখানে ব্রাহ্মণ প্রয়োজন । তারা সূক্ষ্মবতনে হতে পারেনা ; তাদের এখানে অ্যাডপ্ট করা হয়েছে । সাকার ব্রহ্মা যিনি তিনিই অব্যক্ত । এইসব কিছু বুঝতে হবে । প্রথমেই যদি লক্ষ্য কি বুঝতে পারো তবে যে কোনখানে পড়া করতে পারো । প্রতিদিন তোমাদের মুরলি শুনতে হবে । এমনকি তোমরা যদি একদিনও এই মুরলি শুনতে মিস করো তবে অনেক লোকসান হয়ে যাবে কেননা প্রতিদিন গুহ্য পয়েন্টস বেরিয়ে আসে । হীরে- রত্নাদি অবিরত বেরোতে থাকে । যদি ফার্স্ট ক্লাস রত্ন বেরোয় আর তোমরা মিস করলে লোকসান হবে । রেগুলার স্টুডেন্ট খুব অ্যাক্যুয়েট হয় । যদি তোমরা যথার্থ রীতিতে পুরুষার্থ না করো তবে তোমরা উচ্চ পদ লাভ করতে পারবে না । এই পড়া অনেক উচ্চস্তরের । তারা সরস্বতীর হাতে বীণা আর কৃষ্ণের হাতে বাঁশুরী দিয়েছে । বাস্তবে, তারা ভুল করে কৃষ্ণকে দিয়েছিল । এটা ব্রহ্মাকে দেওয়া উচিত ছিল । তোমরা জানো যে, এই মুখ হলো শিববাবার মুখ । কৃষ্ণ এবং সরস্বতীর কোনও কানেকশন নেই । তারা সবকিছু তালগোল পাকিয়ে দিয়েছে । আচ্ছা ।

মিষ্টি -মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্মরণ -স্নেহ আর গুড মর্নিং । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সারঃ-

১) আমি আত্মা এই শরীররূপী পুতুলকে নাচাচ্ছি । আমি এর থেকে পৃথক, এইরকম অভ্যাস করতে করতে দেহী-অভিমানী হতে হবে ।

২) মুরলি কখনও মিস করো না, রেগুলার হতে হবে । পড়ায় একদম অ্যাক্যুয়েট হতে হবে ।

বরদানঃ- "এক বাবা, দ্বিতীয় কেউ নয়" - এই স্থিতি দ্বারা সদা একরস এবং ভালবাসায় পূর্ণ থেকে সহজযোগী ভব

"এক বাবা দ্বিতীয় কেউ নয়" - যে বাচ্চারা এইরকম স্থিতিতে সর্বদা থাকে তাদের বুদ্ধি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যে সহজে স্থিত হয়ে যায় । যেখানে এক বাবা সেখানে স্থিতি একরস আর প্রেমপূর্ণ হয় । যদি একের পরিবর্তে দ্বিতীয় বা তৃতীয় কেউ আসে, তখন দ্বন্দ্ব শুরু হবে এবং এই কারনে তোমরা নানাবিধ বিস্তারে না গিয়ে মূল উপাদানের অনুভব করো, একের স্মরণে একরস থাকলে সহজ যোগী হয়ে যাবে ।

স্লোগানঃ- হৃদয়ে সর্বদা এই অনন্ত গীত বাজুক, আমি বাবার, বাবা আমার ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে কামাল করে দেখাতে হবে, শ্রেষ্ঠাচারী দেবতা হওয়ার এবং অন্যকে বানানোর সেবা করতে হবে।"

প্রশ্ন:- রাজত্বের উত্তরাধিকার কোন্ বাচ্চাদের প্রাপ্ত হয় ?

উত্তর:- যে বাবার নিকট সম্বন্ধে আসে, নিজের চাল চলন এবং আয়ের সম্পূর্ণ খবর বাবাকে দেয়, এইরকম প্রকৃত বাচ্চাই রাজত্বের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে পারবে। যে বাবার সামনেই আসে না, নিজের খবর শোনায় না, তার রাজত্বের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবে না। সে হল সৎ-বাচ্চা(stepchildren)। বাবা বাচ্চাদের বলছেন, নিজের সম্পূর্ণ খবর দাও, তাহলে বাবা বুঝতে পারবেন যে সে কি সেবা করছে। বাবা যে কোনো পরিস্থিতিতেই বাচ্চাদেরকে উঁচু পদ পাওয়ার পুরুষার্থ করান।

গীত:- কে এল আজ আমার মনের দুরারে...

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা জানে যে পরমপিতা পরমাত্মার সাথে আমাদের কি সম্বন্ধ? পরমপিতা তো বলাই হয়, তার সাথে পতিত-পাবন কথাটাও যোগ কর। আমাদের হৃদয়ে আছে যে পতিত-পাবন পরমপিতা পরমাত্মার সাথে আমাদের সম্বন্ধ হল পিতার। বাবা বলেন আমি বাচ্চাদের সামনে প্রত্যক্ষ হই। বাবা বাচ্চাদের সাথে রুহরিহান করেন, মিলিত হন। বাবা যে কথাটা বোঝান সেটা আবার অন্যকে বোঝাতে হবে। তোমরা এখন জগৎ মাতা এবং জগৎ পিতাকেও জান। শিবকে জগৎ পিতা বলা যাবে না কারণ জগতে প্রজারা থাকে। তাই প্রজাপিতা ব্রহ্মা এবং জগৎ মাতা বলা হয় - সমগ্র জগতের মাতা। এটা থেকেই প্রমাণিত হয় যে তিনি হলেন রচয়িতা। এটাও বুঝতে হবে। সকল মানুষই পরমাত্মাকে স্মরণ করে, কিন্তু তাকে জানেনা। তোমরা এখন পরমপিতা পরমাত্মাকে, জগৎ মাতাকে এবং প্রজাপিতা ব্রহ্মাকে জানো। এখানে এসে তাদের সন্তান হয়েছ। লৌকিক মা বাবা তো সকলেরই আছে। তাদেরকে জগৎ মাতা, জগৎ পিতা বলা হয় না। অতীতে জগৎ মাতা এবং জগৎ পিতা ছিলেন। এই সময়ে তোমরা এসে পুনরায় তাদের হয়েছ। ইতিহাস-ভূগোলের পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। তোমরা জানো যে আমরা এখন বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিচ্ছি। বাবা স্বর্গের স্থাপনা করেন, যেখানে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব ছিল। তোমরাও বাদশাহী পেয়েছিলে। এখন তোমরা পুনরায় নিচ্ছি। তোমাদেরকে প্রশ্ন করতে হবে, পরমপিতা পরমাত্মাকে জানেন? এই কথাটা এমনই যে বুঝতে পারলেও ভুলে যায়। নিজেকে ভুলে গিয়ে, মা-বাবাকে ভুলে গিয়ে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। এটা তো যুদ্ধক্ষেত্র। তোমরা এই সময়ে মায়ার ওপর বিজয়ী হওয়ার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে আছ। যতক্ষণ না অস্তিম সময় আসছে লড়াই চলতে থাকবে। যারা ঐভাবে যুদ্ধ করছে তারাও জানে যে আমরা চাইলেই এক সেকেন্ডে সবাইকে উড়িয়ে দিতে পারি। এখন তো একে অন্যকে অস্ত্র দেয়, ঋণ দেয়। যদি কেউ মেরে দেয় তাহলে আর ঋণ থাকবে না। বাবাও খবরের কাগজ পড়েন। বাচ্চাদেরকেও খবরের কাগজ পড়ে সেটা থেকে সেবা করতে হবে। বাবাকে জিজ্ঞেস করা উচিত বাবা আপনি তো মালিক, তাহলে রেডিও কেন শোনেন? কিন্তু বাচ্চারা, মালিক তো শিববাবা, আমি কিভাবে জানতে পারব যে পরিবেশ কিরকম, লড়াই ইত্যাদির প্রভাব কতটা। এই সময়ে মানুষ অনেক কথা বানিয়ে বানিয়ে অর্থাৎ মিথ্যে কথা বলে। সদাচার কমিটি তৈরি করে। তাদের লেখা উচিত এই দুনিয়াটাই

হল ব্রষ্টাচারী। এখানে কেউ কিভাবে সদাচারী হবে। বিকারীকে ব্রষ্টাচারী বলা হয়। এই সকল কথা তোমরা বাচ্চারা জানো। বাচ্চাদের মধ্যেও ক্রম আছে। তোমরা সবাইকে জিজ্ঞেস করো যে পরমপিতা পরমাত্মার সাথে আপনার কি সম্বন্ধ? যেমন খ্রিস্টানরা জানে যে ক্রাইস্ট অমুক সময়ে জন্ম নিয়ে ছিলেন। আচ্ছা, তার আগে কে ছিলেন? কত দিন আগে লক্ষ্মী-নারায়ণ রাজত্ব করেছিলেন। এই সময়ে যারা আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের তারাই ধর্মব্রষ্ট, কর্মব্রষ্ট হয়ে গেছে। শাস্ত্রতেই লক্ষ বছর বলে দিয়েছে। তোমরা এখন সজাগ হয়ে গেছ, এরপর অন্যদেরকেও সজাগ করতে হবে।

তোমরা জানো যে শিববাবা হলেন আমাদের বাবা। প্রজাপিতা ব্রহ্মা এবং জগদম্বাও আমাদের মাম্মা-বাবা। এরপর প্রশ্ন করা হয় লক্ষ্মী-নারায়ণ সত্যযুগের উত্তরাধিকার কোথা থেকে পেয়েছিলেন? ৫ হাজার বছর হয়ে গেছে, উত্তরাধিকার পেয়েছিলেন কিন্তু এখন নেই। এখন আবার প্রাপ্ত হচ্ছে, ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। কিভাবে আমরা সবাইকে বাবার পরিচয় দেব! ঘরে ঘরে গিয়ে কি ঢাক ঢোল বাজাব ! আচ্ছা, *তোমরা বোর্ডও লাগাতে পার। কারণ তোমরা হলে মাস্টার অবিনাশী সার্জন*। পরমপিতা পরমাত্মা হলেন নিরাকার। এটা তো কেউই জানেনা যে শিববাবা কার শরীরের মধ্যে জন্ম নিয়েছেন। এইরকমও বলতে পারবেনা যে কৃষ্ণের শরীরে প্রবেশ করে জন্ম নিয়েছেন। এটা তো তোমরা ক্রমানুসারে জানো যে উনিই আমাদের পরমপিতা আবার উনিই আমাদের শিক্ষক। তিনি আমাদেরকে খুব সুন্দর শিক্ষা দিচ্ছেন। বাবা এক কল্প পরে পুনরায় এসেছেন। তোমরা বুঝতে পার, পাক্ষা নিশ্চয়ও আছে, কিন্তু ঘরে গেলেই সেই নেশা উড়ে যায়। ঘর-গৃহস্থতে থেকে, কাজকর্ম করতে করতে কতটা নেশা থাকে সেটা তো বাবাকে অবশ্যই লিখতে হবে। কিন্তু বাচ্চারা বাবাকে পুরো খবর দেয়না। তোমরা বাচ্চারা যখন বাবাকে পুরোপুরি জানো তখন বাবারও তোমাদের বিষয়ে সব কিছু জানা দরকার। যেহেতু উনি তোমাদের দাদু তাই তোমাদের চালচলন এবং আয়ের সব কিছু তাঁর জানা উচিত, তবেই তো মতামত দেবেন। তোমরা বল যে শিববাবা তো অন্তর্যামী, কিন্তু এই ব্রহ্মাবাবা কিভাবে জানবে? কেউ তো বাবার সামনেই আসেনা, বোঝা যায় যে সে হল সৎ-ছেলে, তাই রাজত্বের উত্তরাধিকার পাবেনা। যদি শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হয় তবে সম্পূর্ণ খবরাখবর দিতে হবে। বাচ্চারাও বাবার সবকিছু জেনে নেয়। তাই বাবাকেও খবর দেওয়া উচিত। এটা হল আমাদের রুহানি গৃহস্থ ব্যবহারের সম্বন্ধ।

এটা হল ঈশ্বরীয় পরিবার। পরমাত্মার (সুপ্রিম রুহ) সাথে তো সকল আত্মার সম্বন্ধ আছে, তাই না। সবাইকে এই প্রশ্নই কর যে তোমরা এই লক্ষ্মী-নারায়ণকে জান ? পরমপিতা পরমাত্মাকে জান ? তোমরা কি সত্যযুগী শ্রেষ্ঠাচারী দেবী দেবতাদেরকে জান ? তোমরা লিখে দিতে পারো যে এই সকল কথা জানলে তোমরা শ্রেষ্ঠাচারী হতে পারবে, নয়তো কোনোদিনও হতে পারবেনা। এইভাবে সেবা করলে তোমরা উঁচু পদ পেতে পারবে। ব্রষ্টাচারীকে শ্রেষ্ঠাচারী বানানো - এটাই তোমাদের কর্তব্য। তাহলে কেন বোর্ড লাগাবে না! স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই এই সেবা করছে। বাবা নির্দেশ দিচ্ছেন কিন্তু বাচ্চারা আবার ভুলে যাচ্ছে। নিজের কারবারে ব্যস্ত হয়ে যায়। যে সেবা করা উচিত সেটা করেনা। না সম্পূর্ণ খবরাখবর দেয় আর না বোর্ড লাগায়। যদি বোর্ড না লাগায়, সেবা না করে তাহলে বুঝতে হবে অনেক দেহ-অভিমান আছে। মুরলী তো সবাই শোনে, বাবা কি বলেন। সেটা থেকে অনেক মত পাওয়া যায়। প্রদর্শনীর জন্য বাবা বলেন বাচ্চারা, যদি খুব গরমের দিন হয় তবে পাহাড়ে গিয়ে ব্যবস্থা কর। এখন দেখ কোথা থেকে কোথায় খবর আসছে যে বাবা আমি এই ব্যবস্থা করতে পারব। চেনা জানা থাকলে হল বা ধর্মশালা নিয়ে ব্যবস্থা করতে পার, তাহলে

অনেকের কাছে বার্তা পৌঁছাবে। এখানেও বোর্ড লাগানো থাকবে যে জ্ঞানের সাগর পরমপিতা পরমাত্মার সাথে তোমার কি সম্বন্ধ? জগৎ পিতা এবং জগৎ মাতার সাথে তোমার কি সম্বন্ধ? তাঁদের থেকে কি পাওয়া যায়? অবশ্যই জগতের মালিক বানাবেন। তোমরা এখন সেইরকম হচ্ছে। আগের কল্পেও হয়েছিলো। তোমরা এটা বোর্ডে লিখে দিলে সকল প্রশ্নই সমাপ্ত হয়ে যাবে। লক্ষ্মী নারায়ণ বিশ্বের মালিকানার এই উত্তরাধিকার কিভাবে পেলেন? যে প্রশ্ন করে সে তো নিশ্চয়ই জানবে। এতো সেবা না করলে গদিতে বসবে কিভাবে? এটা হল রাজযোগ, যা নর থেকে নারায়ণ বানায়। প্রজা হওয়ার জন্য নয়। তোমরা কি এখানে প্রজা হওয়ার জন্য এসেছ? বাবার কাছে খবর পৌঁছালে বাবা বুঝবেন যে সে সেবা করছে। ঘরের খবর, সেবার খবর না দিলে কিভাবে বোঝা যাবে যে সে বিজয় মালাতে আসবে কিনা। কথায় আছে *নিশ্চয়বুদ্ধি বিজয়ন্তী, সংশয়বুদ্ধি বিনাশন্তী*।

তোমরা জান এখন আমাদের রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। তোমাদেরকে সেই রাজধানীতে উঁচু পদ পাওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে। কিন্তু কারোর ভাগ্যে না থাকলে শিক্ষক কি করতে পারবে। তুমিই এমন কোনো খারাপ কাজ করেছ যার জন্য তোমাকে ভুগতে হচ্ছে। মাঝে মাঝে কাজ করেছেন তাই কত মনোযোগ সহকারে মাঝে মাঝে উঁচু পদ প্রাপ্ত করেছেন। তোমাদেরকে অর্থাৎ বাচ্চাদেরকে যেকোন পরিস্থিতিতে অনেক পুরুষার্থ করতে হবে। বাবা নির্দেশ দিয়েছেন যে বোর্ড বানিয়ে লাগাতে হবে আর ছোট ছোট পর্চা বানিয়ে বিলি করতে হবে, যাতে লেখা থাকবে এই লক্ষ্মী নারায়ণকে জানলে তোমরা শ্রেষ্ঠাচারী দেবতা হয়ে যাবে। শুভ কার্যতে দেরি করা উচিত নয়। তোমাদের মতো মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চাদেরকে অনেক সেবা করতে হবে। গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে কামাল করে দেখাতে হবে। *কখনও পড়া ছেড়ে দেওয়ার চিন্তা করা উচিত নয়*। তোমরা জানো যে বাবা আমাদেরকে ব্রহ্মার দ্বারা শেখাচ্ছেন। শিববাবা যখন ভারতে আসেন তখন কি নিরাকার রূপে আসেন? কিভাবে আসেন? এসে কি করেন? কেউই জানেনা। শিবরাত্রি পালন করে কিন্তু কিছুই জানেনা। পরমাত্মা পবিত্র বানানোর জন্যই আসেন। বাবা বলেন, যদি কোনো ব্যাপারে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয় তাহলে বাবাকে জিজ্ঞেস করো যে বাবা আমি এই কথাটা বুঝতে পারছি না। ৮৪ জন্মের রহস্যও তোমাদেরকে বোঝানো হয়েছে। বিভিন্ন বর্ণতেও আসতে হবে। তোমরা এটা ধারণ করো। আমরা বরাবর এইরকম ৮৪ জন্ম পেয়েছি। এখন আবার আমরা সূর্যবংশী হচ্ছে। যে যত পুরুষার্থ করবে সে তত উঁচু পদ পাবে। কত সহজ কথা, তা সত্ত্বেও যদি বুদ্ধিতে না বসে তাহলে এসে জিজ্ঞাসা করো - বাবা, আমি এই কথাটাতে বিভ্রান্ত হয়ে যাই। প্রথমে বাবার পরিচয় দিতে হবে। এই জ্ঞানের দ্বারা তোমরা সর্বদা সুখী, শ্রেষ্ঠাচারী হয়ে যাও - এইরকম বোর্ড সবাই লাগিয়ে দিলে তো ভালোই হবে, তাই না? তারা প্রভাবিত হবে যে কেননা আমরা এই ব্যাপারটা গিয়ে বুঝে আসি। বাবা সেবার দ্বারাই বুঝে যান যে কে কে সত্যিকারের বাচ্চা। যে মনোযোগ দেয় সেই বিজয়মালার দানা হয়। করে দেখাতে হবে। তোমরা তো বাস্তবে সামনে বসে শুনছ। অন্যান্য বাচ্চার মুরলীর মাধ্যমে শোনে। এইগুলো সব বোঝার বিষয়। পরমাত্মা হলেন বাবা, আবার পতিত থেকে পবিত্র বানিয়ে ঘরে নিয়ে যান তাই তিনি গুরুও। শিক্ষক রূপে সৃষ্টির আদি মধ্যে অন্তের জ্ঞান দেন তাই তিনটে সম্বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু অনেক বাচ্চাই ভুলে যায়। বুদ্ধি থেকে সেই নেশা চলে যায়। নাহলে তো সর্বদা খুশী থাকা উচিত। আচ্ছা -

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্যসার:-

১) বিজয় মালার দানা হওয়ার জন্য নিজের ওপর সম্পূর্ণ মনোযোগ দিতে হবে। শ্রেষ্ঠাচারী হওয়ার এবং অন্যকে বানানোর সেবা করতে হবে।

২) এমন কোনো খারাপ কাজ করা উচিত নয় যার জন্য ফল ভুগতে হবে। প্রতি পদক্ষেপে বাবার নির্দেশ অনুসারে চলতে হবে।

বরদান:- প্রাপ্তি সমূহকে স্পষ্টরূপে স্মরণে রেখে(ইমার্জ করে) সর্বদা খুশির অনুভবকারী সহজযোগী হও।

সহজযোগের আধার হল স্নেহ আর স্নেহের আধার হল সম্বন্ধ। সম্বন্ধের দ্বারা স্মরণ করা সহজ হয়ে যায়। সম্বন্ধের দ্বারাই সর্ব প্রাপ্তি হয়। যেখানে প্রাপ্তি হয় মন বুদ্ধি সহজেই সেখানে চলে যায়। তাই বাবা যে সমস্ত জ্ঞান, গুণ, শক্তি, সুখ-শান্তি, আনন্দ, প্রেমের খাজনা দিয়েছেন, বিভিন্ন ধরনের যে সকল প্রাপ্তি হয়েছে, সেই সকল প্রাপ্তিকে বুদ্ধিতে স্পষ্ট ভাবে নিয়ে আসলে খুশির অনুভূতি হবে এবং সহজযোগী হয়ে যাবে।

স্লোগান:- যে সকল প্রশ্ন থেকে বাইরে থাকে সে-ই প্রসন্নচিত্ত থাকে।

"মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা - যোগবলের দ্বার তোমাদের ঘাটতি হওয়া খাতার হিসাব মিটিয়ে দিয়ে, নতুন করে সুখের খাতায় জমা কর এবং ব্যাপারী হয়ে নিজের হিসাব-নিকাশ ভালো করে চেক করো।"

প্রশ্ন :- বাচ্চারা, তোমরা বাবার কাছে কি এমন প্রতিজ্ঞা করেছো আর তা পালন করার সহজ উপায়ই বা কি?

উত্তর :- বাচ্চারা, তোমরাই তো প্রতিজ্ঞা করেছিলে- "একমাত্র শিববাবাই আমাদের পিতা, উনি ভিন্ন আর দ্বিতীয় কেউই নয়।" এমন কি, ভক্তিমার্গেও তোমরা বলেছিলে- "বাবা যখন আপনি আসবেন, তখন আমরা অন্য সব সম্বন্ধ-সম্পর্ক ছেড়ে, একমাত্র আপনার সাথেই সম্বন্ধ-সম্পর্কে ব্যস্ত থাকবো।" তাই এখন বাবা জানাচ্ছেন- "বাচ্চারা, তোমরা দেহের সব সম্পর্ক ছেড়ে দিয়ে দেহ সহিত দেহের সব ভাবকে বুদ্ধির দ্বারা ত্যাগ করে, একমাত্র আমার স্মরণে আসো। এই পুরানো শরীরের মায়াও ত্যাগ কর, যদিও এর জন্য তোমাদেরকে যথেষ্ট পুরুষার্থও করতে হবে। আর এই প্রতিজ্ঞা পালন করার জন্য সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে নিজের সাথে কথা বলে আর এটা মনে রাখার চেষ্টা কর - এবার আমার এই শরীরের কর্ম-কর্তব্যের অভিনয় সমাপ্ত হওয়ার সময় যে হয়েছে।

গীত :- তোমার ওই আকাশ সিংহাসন ছেড়ে এবার নীচে নেমে এসো....।
(ছোড় ভি দে আকাশ সিংহাসন)

ওম্ শান্তি! বাবাকে পরমধাম থেকে এখানে নেমে আসার আহ্বান জানাচ্ছে বাচ্চারা। যদিও পতিত মানুষেরাই এই গান গেয়ে আহ্বান করে থাকে। কিন্তু তারা নিজেরাই এর মর্মার্থ জানে না। বর্তমানের রাবণ-রাজ্যের এই পতিত দুনিয়া থেকেই তারা বাবাকে আহ্বান করে বলে, বাবা এসো, এসে সকল পতিত আত্মাদেরকে পাবন বানাও। যদিও বাচ্চারা এটা জানে যে, এই ভারত-ই একসময় শ্রেষ্ঠাচারী দৈবী রাজ্য ছিল। তোমরা তাই এখন সেই শ্রেষ্ঠাচারী হওয়ারই পুরুষার্থ করছো। বাবা বলেন- "বাচ্চারা, এবার যে তোমাদের নিজধামে ফিরতে হবে। অতএব এখন তোমাদের পুরানো খাতার সব হিসাব-নিকাশ মিটিয়ে ফেলতেই হবে।" ব্যবসায়ীরাও তো প্রতি বারো মাস অন্তর লাভ-ক্ষতির হিসাব-নিকাশ বের করে, পুরানো খাতা বন্ধ করে দেয়। ফলে তারা লাভ-ক্ষতির হিসাবটাও জানতে পারে। তোমরা বাচ্চারা এখন জানো যে, পূর্বে এই ভারতেই তোমরা অর্ধকল্প লাভ অর্থাৎ সুখভোগ করেছ এবং বাকী অর্ধকল্প লোকসান অর্থাৎ দুঃখভোগ করছ। অর্থাৎ অর্ধকল্প সুখ আর অর্ধকল্প দুঃখ। কিন্তু, সেখানেও তোমরা দুঃখ অনেক কমই পেয়ে থাকো, তাও যখন তমোপ্রধান অবস্থায় পরিণত হও তখন। তখন ব্যভিচারী ভক্তিতে চলে যাও। তাই তো বাবা বসে বাচ্চাদেরকে এগুলিই বোঝাচ্ছেন। তোমাদেরকে এখন লাভের পথ অনুসরণ করতে হবে। আর লোকসানের হিসাবকে যোগবলের দ্বারা মিটিয়ে ফেলতে হবে। তোমাদের পাপের খাতা এখন কাটিয়ে ফেলে আবার সুখের খাতায় পুণ্য জমা করতে হবে। তোমরা যতই আমাকে স্মরণ করবে, ততই তোমাদের পাপের খাতা ভস্ম হতে থাকবে এবং যার ফলে তোমরা পবিত্র স্বরূপ হয়ে গীতার জ্ঞান ধারণ করতে পারবে। বর্তমান জগতে এখানে তো কেউ প্রকৃত গীতা-শাস্ত্র শোনাতেই পারে না। যেহেতু এই গীতার জ্ঞান একমাত্র ভগবানই দিতে পারেন। এই সময় মানুষদের বুদ্ধি তমোপ্রধান হওয়ার কারণে

আত্মারা তাদের পিতা পরমাত্মা বাবাকেই জানে না, তাই তো তাদেরকে অনাথ বলা হয়। তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চারা তো বুঝতে পেরেছ যে, এই ভারতই একসময় কত পূণ্য-আত্মা এবং শ্রেষ্ঠাচারীদের দুনিয়া ছিল, সেই সব ছবিও তো চিত্রিত আছে। সত্যযুগের শুরুতে ভারত খুবই সম্পদশালী ছিল, এছাড়া যে সকল ইসলামী, বৌদ্ধ ইত্যাদি ধর্ম আছে, সত্যযুগের শুরুতে তাদের কোনও নাম-নিশানও থাকে না। সেইসব ধর্মের ধর্ম-স্থাপকরা অনেক পরে প্রথমে ধীরে ধীরে আসেন এবং তারও পরে তাদের অনুগামী আত্মারাও আসতে-যেতে থাকে। কিন্তু তারা রাজার পদের অধিকারী হতে পারেন না। তারা কেবল নিজেদের ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যেই এসে থাকেন। যখন তারা লক্ষ কোটিতে পৌঁছে যায়, কেবল তখনই তারা নিজেদের মধ্যেই রাজা-রানী ইত্যাদি পদের প্রচলন করে। কিন্তু, এখানে এই জ্ঞানের পঠন-পাঠনে তো তোমরা (যুগের) শুরু থেকেই রাজা, রাজাধিরাজ ইত্যাদি হতে পারো। সত্যযুগের শুরুতেই লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিল। ভারত যখন শ্রেষ্ঠাচারী ছিল, তখন তারা মহান ও উচ্চপদের অধিকারী ছিল। কিন্তু একমাত্র ভগবানকেই উচ্চ থেকেও অতি উচ্চ অর্থাৎ সর্বোচ্চ বলা হয়। তাই একমাত্র তাঁকেই সত্য বলে মানা হয়। যেহেতু একমাত্র তিনিই এসে সেই সত্য জ্ঞান দিয়ে থাকেন আর অন্যান্যরা সবাই বাবার সম্বন্ধে কেবল মিথ্যা জ্ঞানই প্রচার করে। যদিও সবাই সেই এক গড-ফাদারকেই স্মরণ করে থাকে। অথচ সেই ফাদারকেই কেউ কিন্তু সঠিক ভাবে জানে না। কখনও যদি তোমরা জিজ্ঞাসা করো - "আত্মা, লৌকিক বাবাকে তোমরা কিভাবে চেন"? তাহলেই তো তারা বলবে যে, তিনি হলেন সর্বব্যাপী! বাবা সে তো বাবাই। বাবার থেকে তো আশীর্বাদও পাওয়া যায়। আর এই বাবা বোঝান, "আমি-ই হলাম অসীম-বেহদের রচয়িতা। আমাকে ডাকাই হয় এই পতিত দুনিয়াতে আসার জন্য। বাস্তবে প্রলয় তো আর হয় না। এই দুনিয়া এখন সম্পূর্ণ পতিত দুনিয়াতে পরিণত হয়ে আছে। আমাকে তো শুধুমাত্র তোমাদের (বাচ্চাদের) জন্যই এই পতিত দুনিয়াতেই আসতে হয়। আর তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বাচ্চাদেরই এসব বুঝিয়ে থাকি। জগতের মানুষ তো নিজেদের শান্তি লাভের জন্য কতই না গুরু-গোঁসাই ইত্যাদির শরণাপন্ন হয়। কিন্তু সেসব তো হল ভক্তি-মার্গের জন্য, যেখানে হঠযোগ ইত্যাদি শেখানো হয়ে থাকে। কিন্তু, তাদের থেকে কখনই বেহদের আশীর্বাদী-বর্ষা পাওয়া যায় না। তবুও জগৎবাসীরা সেই সব গুরুর শরণাপন্ন হয়, অল্প সময়ের জন্য সুখ পাওয়ার জন্য। কেননা তারা সকলেই হলেন এই জাগতিক দুনিয়ার সাময়িক সুখ দাতা। একমাত্র বেহদের বাবাই হলেন বেহদের সুখ দাতা। বাবা বাচ্চাদের কাছে মুক্তি তথা জীবন মুক্তির উপহার নিয়ে আসেন। সত্যযুগে কেবল একটাই ধর্ম থাকে। আর বর্তমানে এখানে তো কতই না অনেক ধর্ম আছে, দিন প্রতিদিন তাদের আবার বৃদ্ধিও হয়েই চলেছে। এখন আবার এই সমস্ত আত্মাদেরকেই তাদের নিজধামে তথা শান্তিধামে ফিরে যেতে হবে। যা এখানে কেবল তোমরা বাচ্চারাই এই সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান লাভ করছো। পরমাত্মা শিববাবা হলেন এই মনুষ্য সৃষ্টির বীজ রূপ। একমাত্র তাঁর কাছেই সমস্ত প্রকারের জ্ঞানই সঞ্চিত আছে। কিন্তু বাবাকে সর্বব্যাপী বলার অর্থ হলো, তারা সম্পূর্ণ রূপে জ্ঞান অথবা ভক্তি সম্বন্ধে অজ্ঞানী। ভগবান যদি সর্বব্যাপীই হোন, তাহলে আর আলাদা করে ভগবানকে ভক্তি করার কি বা প্রয়োজন! লোকেরা ভক্তি করে আবার ভক্তি করার কথাও তো বলে, কিন্তু তার সঠিক অর্থটাই তো তারা বোঝে না। তাই তো তারা কাঠ, নুড়ি, পাথর ইত্যাদি যা কিছু দেখে, সব কিছুকেই ভক্তি করতে শুরু করে। এমনকি কত বিশাল সংখ্যক, তারা তো পবিত্র হবার উদ্দেশ্যে গঙ্গাতে স্নান করতেও যায়। গঙ্গা যদি পতিত আত্মাদেরকে পবিত্র-পাবন বানাতে সক্ষম হতো, তা হলে তো সকল আত্মাই পবিত্র-পাবন হয়ে মুক্তিধাম তথা জীবন মুক্তিধামে চলেই যেত- তাই না! কিন্তু এভাবে কেউই সেখানে যেতে পারে না। তা না হলে একজন গুরু নিজধাম তথা পরমধামে যদি ফিরে যেতে

পারতেন, তবে তিনি তার সাথে তার শিষ্যদেরকও অবশ্যই নিয়ে যেতেন। কিন্তু তিনি নিজে না পারেন পরমধামে ফিরে যেতে, না পারেন শিষ্যদেরকে সঠিক ভাবে কিছু বলতে। কারণ, তাদের মধ্যে বেশীরভাগ আত্মারাই হলো ভীষণ ভাবে দেহ-অভিমানী। তাই এরকম জোরের সাথে তারা কেউ-ই বলতে পারে না যে, *আমিই হলাম নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা, যে তোমাদের সকল আত্মাদের বাবা। তাই আমি এসেছি, তোমাদেরকে সাথে করে পরমধামে নিয়ে যেতে। এই কথা বলতে পারেন একমাত্র শিববাবা-ই। এখন তোমাদের এই পুরনো দুনিয়া ছাড়ার সময় হয়েছে। আর এর জন্য তোমাদের যথেষ্ট পরিমাণে যোগবলের প্রয়োজন। গাফিলতি করলে তো আর উচ্চ পদের প্রাপ্তি লাভ করতে পারবে না।*

তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চারা জানো যে, বাবা আমাদের স্বর্গের উপযুক্ত করে তুলছেন ! যেসব বাচ্চারা বাবার অবাধ্য হয়, তারা দেউলিয়া হয়ে যায়। প্রতি কল্পেই তোমাদের ১০০ শতাংশ পবিত্র গুণ ও শক্তি সম্পন্ন আত্মা বানিয়ে থাকে। কিন্তু রাবণ এসে তোমাদেরকে বিকারী বানিয়ে দেউলিয়া করে দেয়। যদিও তোমরা বাচ্চারাও তা বোঝো যে এটা সঠিক। কেননা এটা হল কলিযুগের শেষ আর সত্য যুগের শুরু তথা সঙ্গমযুগ। যেমন কোনও বাড়ির গড় আয়ু যদি হয় ১০০ বছর। আর যদি তার থেকে ২৫ বছর পার হয়ে যায়- তা হলে বলা হয় সেই বাড়ির ১/৪ ভাগ (এক চতুর্থাংশ) অংশ পুরানো হয়েছে। আর ৫০ বছর অতিক্রম করলে সেই বাড়িটাকেই তখন পুরানো বলে ঘোষণা করা হয়। সেইরকম এই দুনিয়াকেও চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে, সতোপ্রধান, সতো, রজো, তমো। এখন আবার এই পুরানো দুনিয়াকে নতুন দুনিয়া বানাতে হবে। অর্থাৎ সমগ্র দুনিয়াটারই আবার নতুন রূপে জন্ম হবে। তেমনি বর্তমানের এই দুনিয়াটাও হলো সব থেকে পুরনো দুনিয়া। তাই বাবা বলেন, এখন আমি আবার তোমাদের সেই নতুন দুনিয়ার জন্ম দিচ্ছি। এই দুনিয়া এখন পুরনো থেকে নতুনে পরিবর্তিত হতে যাচ্ছে। তাই তো তোমরা বাচ্চারা এখানে এসেছো রাজযোগ শিখতে। বাচ্চারা, এখন তোমরাও জানতে পেরেছো, এই সম্পূর্ণ নাট্যশালার নাটকে আমরা হলাম এক একজন অভিনয়কারী আত্মা। আমরা আত্মারা শরীর ধারণ করে এখানে নিজ নিজ অভিনয়ে অংশগ্রহণ করতে এসেছি। একথা দুনিয়াতে আর অন্যেরা কেউ ই জানে না। নিজেদেরকে যদি অভিনেতা ভাবো, তাহলে সৃষ্টিকর্তা ও পরিচালকেও তখন জানতে পারবে। শুধুমাত্র কথার কথা হিসাবে বলা হয় যে, এটা হলো কর্মক্ষেত্র, কিন্তু কবে থেকে তার শুরু এবং এর সৃষ্টিকর্তাই বা কে, সে ব্যাপারে তারা কিছুই জানে না! এই সবকিছুই তো মানুষদেরকে জানতে হবে,- তাই না! তা না হলে নিজেদের মধ্যে লড়াই-ঝগড়া করা তো অনাথ বাচ্চাদের মতন কাজই হবে। দেবতাদের কিন্তু কখনও অনাথ বলা যায় না। দৈবীরাজ্যে, সেখানে তো কোনো লড়াই ঝগড়ার প্রশ্নই ওঠে না। আর এখানে দ্যাখো, বাচ্চারা তাদের নিজেদের বাবাকেই মেরে ফেলে। এখানে সকল আত্মাই এখন পতিত ব্রষ্টাচারী হওয়ার কারণে সকলেই সকলকে কেবল দুঃখই দিতে থাকে। অর্ধকল্প ছিল সম্পূর্ণ নির্বিকারী দেবী-দেবতাদের রাজত্ব। কিন্তু এখানে এখন কোনও আত্মাই সম্পূর্ণ নির্বিকারী নয়। এখন বাবা তোমাদের শ্রীমৎ দিয়ে জানাচ্ছেন, যেহেতু এই পুরনো দুনিয়া শেষ হতে চলেছে, তাই আমি এসেছি নতুন দুনিয়া স্থাপনা করতে। তোমরা তো একদা প্রতিজ্ঞাও করেছিলে, 'বাবা তুমি এখানে এলে আমরা অন্য সবারর সঙ্গ ছেড়ে, একমাত্র তোমার সাথেই চলবো। আমাদের তো কেবল এই এক বাবা ছাড়া আর দ্বিতীয় কেউ নেই।' তাই এখন বাবা এসে বলছেন- বাচ্চারা, তোমরা দেহ সহিত দেহের সাথে সম্পর্কিত দেহ সম্বন্ধীয় সকল সম্পর্কেই ত্যাগ করে এক ও একমাত্র আমার স্মরণে আসো। যদিও এর জন্য তোমাদের যথেষ্ট পুরুষার্থ করতে হবে। তখন বাচ্চারা বলে, বাবা আমরা তো জানি এই

সব মিত্র-সম্বন্ধী, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, ইত্যাদি যারা আছে, এরা সবাই অনেক আগে থেকেই তো মৃত। তাদের এই শরীরও পুরানো হওয়ার কারণে, তারাও তো শেষ হয়ে যাবে। এখন আমরা এই পুরনো শরীর ছেড়ে আবার নতুন শরীর ধারণ করব। তাই পুরোনো শরীরের আকর্ষণ থেকে মনও সরে যাচ্ছে। এখন আমাদের এই গেল তো ঐ গেল অবস্থা। এই পুরনো দুনিয়াও তো ভগ্নে পরিণত হতে চলেছে। তাই তো বাবা বোঝান যে, সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে এইসব কথা স্মরণ করতে থাকো। যেহেতু এই নাটক এখন সম্পূর্ণ অর্থাৎ শেষ হতে চলেছে, তোমাদেরও এবার নিজধামে ফিরে যেতে হবে। তাই এখন কেবলমাত্র বাবার শ্রীমত অনুসারেই চলতে হবে। যেহেতু এখন আমাদেরকে নতুন দুনিয়াতে যেতে হবে, তাই জীবিত থাকা কালীন-ই সবার সাথে বুদ্ধিযোগ ছিন্ন করে এক বাবার সাথে সর্ব-সম্বন্ধ, সকল-সম্পর্ক জুড়তে হবে। যদিও এরজন্য অনেক বেশী করে অভ্যাসও করতে হবে। আর সেই অভ্যাস করার জন্যই বাবা বলেন, সকালে তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে ওঠো। দিনের বেলা তো শরীর নির্বাহের কারণে অর্থ উপার্জনের নিমিত্তে কর্ম তো করতেই হবে। তাই রাতের বেলাতেই বাবাকে স্মরণ করার অভ্যাস বুদ্ধিতে রাখতে হবে। যতটা সময় সম্ভব এই এক বাবাকেই স্মরণ করতে থাকো। বাবাকে স্মরণ করার জন্য তুমি যতই না হাঁটতে থাকো, কিন্তু, কখনই তাতে পরিশ্রান্ত মনে হবে না। কখনও হাঁপিয়ে বা ক্লান্ত হয়ে পড়বে না। যেহেতু এতে যোগবলের পরম আনন্দ অনুভূত হয়। একবার যদি বাবাকে স্মরণ করার অভ্যাসে অভ্যাসী হয়ে যাও, তা হলে যেখানেই যখন বসবে, একমাত্র তাঁকেই স্মরণে আসবে। খাওয়ার সময়েও তাঁর স্মরণে থাকবে। কোনো রকম বেকার বা ফালতু কথার আলোচনা করবে না। একমাত্র বাবাকে স্মরণ করলেই সব বিকর্ম বিনাশ হবে। তারপর যে যেমন মানসিক অবস্থায় পৌঁছবে, সে তেমন লক্ষ্যেই পৌঁছতে সমর্থ হবে। কারণ এখন যে তোমাদের নিজধামে ফিরে যেতে হবে। সকলের সদগতিদাতা, সবাইকে শ্রেষ্ঠাচারী বানানোর কারিগর, শান্তির দেশে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা একমাত্র এই বাবার-ই আছে। জন্ম-জন্মান্তর ধরে তো তোমরা বাবা, শিক্ষক ও গুরুকে পেয়েছ, কিন্তু তারা সবাই হলো জাগতিক দুনিয়ার শরীরধারী। তাই তারা কেউই দেহী-অভিমানী হওয়া শেখাতে জানে না। তা একমাত্র বেহদের বাবা জ্ঞানের সাগরই শেখাতে পারেন। সকল আত্মার মধ্যেই তাদের সংস্কারগুলি ভরা থাকে। পুনরায় শরীর ধারণ করলে তা ইমার্জ হয়ে (পুনরায় জাগ্রত হয়ে) প্রকৃত স্বরূপকে জানতে পারে। এখন তোমাদের বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ ড্রামার জ্ঞান আছে। এছাড়া অন্য সকল মনুষ্য আত্মারা, তারা তো ঘোর অন্ধকার আচ্ছন্নের মধ্যেই আছে। যদিও তারা বাবাকে উদ্দেশ্য করে গুণগানও কীর্তন করে- 'জ্ঞান অঞ্জন', তা তো সদগুরুই দেওয়া। তাহলে তো সেই জ্ঞান অঞ্জনদাতা হলেন এই জ্ঞানসূর্য স্বরূপ শিববাবা-ই। সত্যযুগকে দিন আর কলিযুগকে রাত বলা হয়ে থাকে। সকল আত্মারাই এক নিরাকারী বাবাকেই স্মরণ করে। বাবা বোঝান, আমি তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের ব্রহ্মার মুখের দ্বারা আগের কল্পের মতই ভক্তিমার্গের শাস্ত্রগুলির তাৎপর্যপূর্ণ গুঢ় তথ্যগুলি বুঝিয়ে থাকি। এই সব হলো ভক্তিমার্গের সামগ্রী, যা অর্ধকল্প ধরে চলে আসছে। কিন্তু, জগতের মানুষেরা বলে, এসব তো পরম্পরা অনুযায়ী চলে আসছে। তাদের বক্তব্য, রাবণকেও তারা পরম্পরা অনুযায়ী জ্বালিয়ে আসছে। যে সব উৎসব ইত্যাদির রীতি-রেওয়াজ প্রচলিত আছে, তারা বলে এসবও নাকি পরম্পরা অনুযায়ীই চলে আসছে। কিন্তু পরম্পরার প্রকৃত অর্থটা কি ? সেটাই তো কেউ বোঝে না। তারা তো সত্যযুগের আয়ু লক্ষ লক্ষ বছর লিখে রেখেছে, আসলে তারা সকলে যে ঘোর অন্ধকার আচ্ছন্নের মধ্যেই ডুবে আছে। ভক্তির শুরু কবে থেকে হয়েছে, পবিত্র-পাবন তারা কখন হয়েছিলো, অথচ এসবের কিছুই তারা জানে না। ভগবান কখন আসেন পতিতদের পবিত্র-পাবন বানাতে ? যদিও তারা বলে যে, যীশু-খ্রীষ্টের জন্মের ৩ হাজার বছর আগে এই দুনিয়াই ছিল

স্বর্গরাজ্য, কিন্তু তবুও নানা জনের নানা মত অনুসারে দুনিয়াতে এই সকল কাজ সম্পন্ন হচ্ছে। এমন সময়ে বাবা এসে আমাদেরকে আবার শ্রেষ্ঠ মত দেন। শ্রীমত অনুসারী তোমরা ব্রাহ্মণেরা হলে শ্রেষ্ঠ, তাই তোমরাই দেবতা হতে চলেছো। যে রকম জপের মালাতে রুদ্রমালাও থাকে, সেই রুদ্রই হলেন এই নিরাকার শিববাবা। তিনি হলেন শ্রী-রও শ্রী। দেবতাদেরকেও শ্রী বলা হয়, শ্রী অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ। বাচ্চারা, এখন তোমরা জেনেছ যে, এই শ্রী শ্রীর দ্বারাই শ্রেষ্ঠ দুনিয়া রচিত হয়। শ্রী শ্রী বাবা হলেন এই শ্রী বানানোর কারিগর অর্থাৎ পরমাত্মা। এইসব কথা তোমাদের সর্বদা স্মরণে রাখতে হবে। আগের কল্পে যে সকল আত্মারা এসব বুঝেছিল, তারাই কেবল এসব বুঝতে পারবে। *এই জ্ঞান সকল ধর্মের আত্মাদেরই জন্য।* তাই বাবা সকল আত্মাদেরকেই তা বলেন, নিজেকে প্রথমে আত্মা নিশ্চিত কর। বেহদের বাবার কাছ থেকে তোমরা কতই না সুখের অধিকারী হচ্ছ। বেহদের বাবা স্বয়ং এসে এত বাচ্চাদের এডপ্ট তথা দত্তক নিয়ে নেন, কারণ তারা তো সবাই বাবার মুখ বংশাবলী বাচ্চা। তাই তো কত অনেক সংখ্যায় এত বি কে হয়েছে, যারা পরবর্তী কালে দেবতা পদ লাভ করবে। এটা হলো ঈশ্বরীয় কুল বা বংশ। দাদামশায় তথা পরমাত্মা শিববাবা হলেন নিরাকার এবং তাঁর সন্তানের নাম হলো প্রজাপিতা ব্রহ্মাবাবা, আর এঁনার মাধ্যমেই নিরাকার শিববাবা বি কেদের এডপ্ট তথা দত্তক করিয়ে থাকেন। মূল অর্থে তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চারা হলে শিববাবার পরিবার, এবং এই ভাবেই পরিবারের বিস্তৃতি হতে থাকে। এখন তোমরা প্রথম ও প্রধান সম্প্রদায় ভুক্ত হয়েছো। তোমরা তোমাদের সেবার মাধ্যমে জগতের সকলের কল্যাণ সাধন করে থাকো। তোমাদের স্মৃতি রক্ষাকারী চিহ্ন হিসাবে মন্দিরগুলো একদম সঠিক ভাবেই বানানো হয়েছে। যেখানে তোমরা চৈতন্য তথা জীবন্ত অবস্থাতেও বসতে পারো। কারণ, এটা তো জানো, আমরাই পুনরায় সেই স্বর্গরাজ্যের স্থাপনার কাজে যুক্ত আছি ! তাই ভক্তিমার্গে আমাদের স্মরণের উদ্দেশ্যেই এইরূপ মন্দির আবারও নির্মাণ করা হবে। শিববাবা এখানে না থাকলে, তখন তোমরাই বা কোথায় যেতে ! ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শংকর এখন কোথায় আছেন ? শিববাবা তো এখন সৃষ্টির রচনা করছেন। প্রজাপিতা ব্রহ্মার চিত্র পৃথক হওয়া প্রয়োজন। যেখানে ওনাকে ত্রিমূর্তি ব্রহ্মা বলা হয়, কিন্তু তার প্রকৃত কোন অর্থই হয় না।

তোমরা তো জানো পরমপিতা পরমাত্মা ব্রহ্মার দ্বারাই এই স্থাপনার কার্য করান। যেহেতু শিববাবা হলেন করনকরাবনহার অর্থাৎ যাবতীয় সব কিছুই করাবার মালিক। এই সব কথা নিজের মধ্যে ধারণ করতে হবে। শিববাবা স্বয়ং এই রাজযোগের শিক্ষা দিয়ে থাকেন। তিনি আমাদের যে জ্ঞান দিচ্ছেন, তা অবশ্যই জীবনে ধারণ করতে হবে, এবং এরজন্য পবিত্রতা রক্ষা করার সাহসও দেখাতে হবে সবার আগে। গৃহস্থ পরিবারে থেকেও পবিত্র হয়ে দেখাতে হবে। কেউ কেউ আবার তাদের মেয়েদের বাঁচানোর জন্যও স্বয়ম্ভুর করে থাকে, যাকে গান্ধর্ব বিবাহ বলা হয়। তবে সেখানেও কেউ কেউ ফেল অর্থাৎ অকৃতকার্য হয়ে পড়ে। আবার এমনও অনেক আত্মারা আছে, যারা বিবাহ করেও পবিত্রতা রক্ষা করে। পবিত্র থাকার সাথে সাথে জ্ঞানও অর্জন করতে হবে। বাবার জ্ঞান নিজের মধ্যে ধারণ করে, অন্যদেরকেও নিজের মত হওয়ার অনুপ্রেরণা দেবে, তবেই তো উচ্চ পদের অধিকারী হতে পারবে। এই জ্ঞান যজ্ঞতে নানা ধরণের বিদ্ব-বিপত্তি দেখা দিতে পারে। অবশ্য এসব যে হবেই, তা আগে থেকেই অবিনাশী নাটকের চিত্রপটের ড্রামাতে তা খোঁদিত আকারে লিপিবদ্ধও আছে। কোনো কোনো কন্যারা বলে, 'আমরা ধনসম্পত্তি নিয়ে কি করবো, এর থেকে বাসন মেজে খাবার খাওয়া অনেক ভালো, কিন্তু পবিত্র তো থাকতে পারবো।' যদিও এর জন্য যথেষ্ট সাহস থাকার প্রয়োজন। *আচ্ছা।*

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি তাদের মাতা-পিতা ও বাপদাদার স্নেহ-সুমন
স্মরণের ভালোবাসা আর সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের প্রতি নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

*১) আহার করার সময় বাবাকে স্মরণ করতে করতে আহার গ্রহণ করতে হবে। অযথা বা
ফালতু বার্তালাপ করবে না। স্মরণের দ্বারা পাপের খাতার হিসাব-নিকাশ মিটিয়ে ফেলতে হবে।*

*২) দিনে শরীর নির্বাহের কারণে অর্থ উপার্জন করার জন্য কর্ম তো করতেই হবে, কিন্তু রাত
জোগেও নিজেই নিজের সাথে বার্তালাপ করবে। আর এটাও খেয়াল রাখতে হবে যে, এই অবিনাশী
নাটক এখন সম্পূর্ণ (শেষ) হওয়ার সময় হয়ে এসেছে। তাই , এবার আমাদেরকে পরমধামে ফিরে
যেতে হবে, অতএব জীবিত থাকাকালীনই সকল প্রকারের মমত্বকে মিটিয়ে ফেলতে হবে।*

*বরদান:- এক বাবার মধ্যেই সমগ্র জগত-সংসারের অনুভূতি করে একমাত্র তাঁরই স্মরণে
থাকতে পারা সহজ যোগী ভব।*

ব্যাখ্যা :- সহজ যোগের অর্থ হল, কেবলমাত্র একজনকেই স্মরণ করা। অর্থাৎ এক ও একমাত্র বাবা
ছাড়া দ্বিতীয় আর কেউই নয়। তন-মন-ধন সবই তোমার। এইরকম ট্রাস্টি হয়ে ডবল লাইটের
অধিকারী হয়ে থাকতে পারা আত্মাই হল সহজযোগী । সহজযোগী হওয়ার সহজ বিধি হল, কেবলমাত্র
একজনকেই স্মরণ করতে হবে, আর তার মধ্যেই সবকিছু, এমনটাই অনুভব করতে হবে। বাবা-ই
আমার সমস্ত জগত সংসার - এমন ভাবধারায় স্মরণের যোগ সহজ হয়। তোমরা অধ্বকল্প ধরে এত
যে পরিশ্রম করেছ, তাই এখন বাবা তোমাদের সেই পরিশ্রম থেকে মুক্ত করাচ্ছে। কিন্তু তবুও যদি
আবারও স্মরণের যোগে পরিশ্রম করতে হয়, তাহলে তার মূল কারণ হল তোমাদের নিজেদের মধ্যেই
কোনও দুর্বলতা আছে।

স্লোগান:- মহান আত্মা হলেন তিনি, যিনি পবিত্রতা রূপী ধর্মকে নিজের জীবনে ধারণ করেন।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমরা হলে দেবী দেবতা কুলের, তোমাদের এখন পূজ্য থেকে পূজারী হতে হবে, তাই বাবা এসেছেন তোমাদের সেই ভক্তির ফল দিতে"।

প্রশ্ন :- দেহের সঙ্গে সঙ্গে দেহের সর্ব সম্বন্ধ থেকে বুদ্ধিযোগ মুক্ত করার সহজ বিধি কি ?

উত্তর :- "আমার তো এক শিব বাবার, দ্বিতীয় আর কেউ নয়" এই পাঠ মনের মধ্যে পাকা করো। বাবা তোমাদের বলেন বাচ্চারা, দেহ আর দেহ সম্বন্ধীয় সমস্ত সম্পর্কই হল দুঃখ প্রদায়ী। তোমরা আমাকে যদি তোমাদের সন্তান বানাও তাহলে আমি তোমাদের এতো সেবা করবো যে ২১ জন্ম তোমরা সদা সুখী থাকবে। যদি উত্তরাধিকারী করো তাহলে বর্ষা বা সম্পত্তির অধিকারী করবো। যদি আমাকে তোমাদের সাজন (প্রিয়তম) বানাও তাহলে তোমাদের সুন্দর করে সাজিয়ে(শৃঙ্গার করে) স্বর্গের মাহারানীর আসনে বসাবো। যদি আমাকে ভাই বা সখা বানাও তাহলে তোমার সাথে খেলা করবো। তোমরা যদি আমার সাথে সর্ব সম্বন্ধ স্থাপন করো তাহলে দেহের সম্বন্ধের থেকে তোমাদের বুদ্ধি পৃথক হয়ে যাবে।

গীত :- কত মিষ্টি, কত প্রিয় আমাদের শিব ভোলা ভগবান

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা কার মহিমা শুনলে ? বাচ্চারা তাদের বেহদের বাবার মহিমা শুনছে। তাঁকেই বলা হয় শিব বাবা। ব্রহ্মাকেও কিন্তু বাবা বলা হয়। তিনি প্রজাপিতা অর্থাৎ সকল মানুষের পিতা। তাই পিতা মানেই হল বাবা। প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমার আর কুমারী। এখন তোমরাই তো বসে আছ। বরাবর তোমারই হলে ব্রহ্মার দত্তক নেওয়া সন্তান। শিববাবা আবার তোমাদের ব্রহ্মার দ্বারা দত্তক নিয়েছেন। শিব বাবার তো নিজের কোনো শরীর নেই। ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শংকরের কিন্তু নিজের শরীর আছে। নিরাকার পরমাত্মার কিন্তু কোনো আকারী বা সাকারী শরীর নেই। তাঁকে পরমপিতা বলা হয়। প্রজাপিতাকে পরমপিতা বলা হয় না। পরমপিতার অর্থই হল অনেক উর্ধ্বে থাকা একজন। তোমরা আত্মারাও আসলে সেখানকার অধিবাসী। ওই বাবা হলেন খুবই মিষ্টি, তাই তাঁর জন্য এই মহিমা গাওয়া হয় যে স্বর্গের মাতাশচ পিতা বলা হয় যিনি পড়াবেন তিনিও যেন তোমার মত গুণ সম্পন্ন হয়। ভাইও যেন তোমারই মতো হয়, বাবাও যেন তোমারই মতো হয়। যেমন লৌকিক বাবা তার সন্তানদের বর্ষা বা সম্পত্তি দিয়ে থাকে। এখনকার বাচ্চারা তো বাবার থেকে বর্ষা বা সম্পত্তি পেয়ে থাকে কিন্তু তারা বাবার সম্পূর্ণ সেবাও করে না। স্ত্রী পেল(বিবাহ হল), তারপর সংসারে কিছু অশান্তি হল, সংসার আলাদা করে নিল। এখন তোমরা শিব বাবাকে নিজের সন্তান বানাও তাহলে তিনি তোমাদের এতো সেবা করবেন যে তোমরা ২১ জন্মের জন্য অনেক সুখী হতে পারবে। ঠিক আছে, সন্তানের পরিবর্তে শিব বাবাকে যদি তোমরা বাবার স্থান দাও তাহলেও শিব বাবা তোমাদের স্বর্গে সদা কালের জন্য সুখী করে দেবেন। শিববাবাকে যদি তোমরা সাজন বা প্রিয়তম বানাও তাহলে তিনি তোমাদের সুসজ্জিত করে স্বর্গের মাহারানী বানিয়ে দেবেন। দেহের সঙ্গে সঙ্গে দেহের সর্ব সম্বন্ধের থেকে বুদ্ধিকে মুক্ত করো - কেননা এইসব সম্পর্ক তোমাদের দুঃখের কারণ হয়ে থাকে। আমি তোমাদের সুখই সুখ দেব। তোমরা দেখো, বাবা তোমাদের সঙ্গে খেলাও করেন। তোমরা ভাবো যে তোমরা ভাইয়ের সাথে খেলা করছ। বাবাকে যদি ভাইও বানাও তাহলেও তিনি সুখ দিয়ে থাকেন। তিনি তোমাদের এই বিশ্বের মালিক বানান। তাই সমস্ত সম্পর্ক তাঁর সঙ্গে রেখেই

অন্য সব সম্বন্ধ তোমাদের ছাড়তে হবে। ব্যাস আমার তো এক শিব বাবা আমিই কল্পে কল্পে বাচ্চারা তোমাদের সামনে এসে তোমাদের সব দুঃখ থেকে মুক্ত করি এবং সর্বদার জন্য সুখী বানাই। এমন বাবার সঙ্গে তোমাদের বুদ্ধির যোগ রাখতে হবে আর তিনি নিজে ব্রাহ্মণ হয়ে এসেই আত্মাদের বিবাহের বাগদান করেন। তিনি হলেন এক নম্র ব্রাহ্মণ। তোমাদের কতো সুন্দর নাম রাখেন। নাটক অনুসারে এই নাম রাখার প্রয়োজন হয়। কারণ তোমরা তোমাদের আত্মীয়দের ছেড়ে ঈশ্বরের আশ্রয়ে এসেছো। তাই তোমাদের নামও ততখানি আনন্দদায়ক হওয়া চাই। তোমরা স্মরণও করো যে হে পতিত - পাবন এসো, এসে আমাদের পবিত্র বানাও। শ্রীকৃষ্ণকে মানুষ কতো ভালোবাসে। তারা বলে শ্রীকৃষ্ণের মতো যেন স্বামী হয়, সন্তানও যেন শ্রীকৃষ্ণের মতনই হয়। এটাও তারা বোঝে যে শ্রীকৃষ্ণ স্বর্গের মালিক, তবুও তাঁকে দ্বাপরে নিয়ে গেছে। এ হল ভুল। এইসব ভুলের নিবারণ করে বাবা তোমাদের ত্রুটিহীন বানান। স্বর্গে কিন্তু এই ধরনের ভুল কেউ করে না। এই ভুল করায় মায়া। স্বর্গে কোনো মায়া থাকে না। লক্ষ্মী -নারায়ণের ছবি দেখিয়ে তোমরা সকলকে বুঝিয়ে বলতে পারো। এনারাই ছিলেন স্বর্গের মহারাজা এবং মহারানী। এনাদের এমন কে বানিয়েছেন? অস্ত্রান অবস্থায় যদি কেউ অনেক ধন সম্পত্তির প্রাপ্তি করে, তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হয় যে কে দিয়েছে? সে বলে ভগবান দিয়েছে। বাবা তো দাতাই, তিনি আমাদের বেহদের স্বরাজ্য দিয়ে থাকেন। তিনি আমাদের মন্দিরে পূজার যোগ্য বানান। বেহদের শিবালয়ে রাজত্ব করে ভক্তিমার্গে জড় চিত্রের শিবালয় বানানো হয়। সেই সময় দেবতারাও বাম মার্গে চলে যায়। পতিত মানুষদের কিন্তু কখনো দেবতা বলা হয় না। এখন তোমরা জানো যে তোমরা হলে দেব কুলের। তোমারই পূজ্য ছিলে আবার তোমারই পূজারী। এখন আবার বরাবরের মতো পূজারী থেকে পূজ্য হতে চলেছো। তোমরা অর্ধেক কল্প পূজারী থাকো আবার অর্ধেক কল্প পূজ্য হও। আমি তো সর্বদা পূজ্য। ভক্তি মার্গে তোমরা আমাকে স্মরণ করো -আর আমি তোমাদের সেই স্মরণের ফল প্রদান করি। আমি তোমাদের বলি তোমরা নিরন্তর আমাকে স্মরণ করো তাহলেই তোমরা অনেক ফল প্রাপ্ত করবে। তোমাদের কি এই পুরানো দুনিয়াতে থাকতে ভালো লাগে? আমি তোমাদের সর্ব দিক থেকে সুখী করতে এসেছি। দুনিয়ার লোক তো তোমাদের দুঃখই দেয়। এখন আমি তোমাদের সুখের বর্ষা বা সম্পত্তি দিচ্ছি। শিব বাবা কতোখানি মিষ্টি আর তোমাদের প্রিয় যে তোমরা তাঁকে স্মরণ করো আর বলো হে ভোলা ভান্ডারী আমাদের ঝুলি ভর্তি করে দাও। তোমরা জানো যে আমরা এই বিশ্বের মালিক হওয়ার যোগ্য বলে চিহ্নিত হয়েছি। বাবা অযোগ্যকে যোগ্য করে তোলেন। রাজযোগ শিখিয়ে তিনি তিনি ২১ জন্মের জন্য মহারানী বানান। তিনি শিক্ষা দেন যে উঁচু পদ পেয়ে তোমাদের নাম উজ্জ্বল করো। বাচ্চাদের মধ্যে জ্ঞান তো ক্রমানুসারেই হয়ে থাকে। যে যত পড়বে, ভালো বাচ্চারা বাবা মায়ের আশ্রয়কারী হয়ে থাকে। তাহলে তোমরা যখন বেহদের বাবাকে পেয়েছো তাহলে তোমাদের কতোখানি আশ্রয়কারী হওয়ার প্রয়োজন। বাবার নাম হলো কল্যাণকারী। তিনি নরককে স্বর্গে পরিণত করেন। তোমরা সেই স্বর্গের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। যত তোমরা শ্রীমতে চলবে তত সকলের উপর থেকে মমত্ব দূর করে ফেলতে হবে। তোমরা বলো, বাবা কি করে এই মমত্ব দূর করবো? বাবা বলেন যে তোমরা আমাকে তত্ত্বাবধায়ক (ট্রাস্টী) বানিয়ে নাও, তারপর আমার থেকে রায় নিতে থাকো কোন্ সময় কি করতে হবে। বাবা বলেন যে সব ছেড়ে দিলে তো সন্ন্যাসীদের মতো হয়ে যাবে। গৃহত্যাগের সন্ন্যাস তোমাদের করতে হবে না। আমি তোমাদের এই পুরানো দুনিয়ার সন্ন্যাস করাই। সন্ন্যাসীরা বাড়ি ঘর ছেড়ে অনেক ক্ষতি করে দেয়। তবুও তারা যেহেতু পবিত্র থাকে তাই কিছু সাহায্য করতেই পারে। কিন্তু এমন নয় যে গুরু হয়ে কারোর সঙ্গতি করে দিল। তারা কেবল পুরুষদেরই পবিত্র বানান। *বাবা তো পুরুষ, স্ত্রী উভয়কেই অপবিত্রতার

হাত থেকে রক্ষা করেন* । বাবা এই শিক্ষা দেন যে যদি তোমরা পবিত্র হয়ে দেখাতে পারো তবেই পবিত্র দুনিয়ার মালিক হতে পারবে । স্বর্গে সকলেই সুখী থাকে । খুব ভালোভাবে পুরুষার্থ করবে, এনাকে তোমাদের বাচ্চা বানাবে তবেই তো বর্সা বা সম্পত্তির অধিকারী হবে । তোমরা যে যতটা দেবে আমিও ঠিক তার পরিবর্তে ততটাই দেবো । কিন্তু সে সবই স্বর্গে দেবো, এখানে নয় । তোমরা আমাকে যা যা দাও সে সবই আমি তোমাদের কাজেই লাগাই । আমি কিন্তু এই বিশ্বের মালিক হই না, তোমরাই হও । এই সমস্ত বড় বড় বাড়ি তোমাদের জন্যই তৈরী হয়েছে । এই যে প্রদর্শনী, এখানেও তোমরা বাচ্চারা সেবা করো, আমি আবার তোমাদেরই স্বর্গের মালিক বানাই । যত চাও তোমরা আমার থেকে নিয়ে নিতে পারো । আমাকে তোমরা উত্তরাধিকারী বানাও আর নাই বানাও । তোমরা তোমাদের নিজেদের বাচ্চাদের নিয়েই সুখী থাকো । পবিত্র থাকো আর এই এক শিব বাবাকেই স্মরণ করো তাহলেই অন্ত মতি সেই মতোই গতিই হবে । বাকি মিথ্যা মন্ত্র কোনো কাজেই আসবে না । আমি তোমাদের এই কল্যাণকারী মন্ত্র প্রদান করছি -- বাবা আর তাঁর বর্সা বা সম্পত্তিকে স্মরণ করো । সন্তানের জন্ম হলে সে তো সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় । তোমরা জানো যে আমরা শিববাবার ছিলাম, আমরাই একদিন স্বর্গে রাজত্ব করেছিলাম আবার হারিয়েছিলাম । এখন বাবা বলছেন - আমাকে স্মরণ করো । তোমরা আমার হয়ে যাও, আমার হতে পারলে তোমাদের অনেক লাভ হবে । গুরু, গোঁসাই সকলের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করো । আমি এঁর শরীরের দ্বারা আত্মাদের সাথে কথা বলি । বাবা এনার মধ্যেই প্রবেশ করেন । যেমন মৃত্যুর পর ব্রাহ্মণকে খাইয়ে কোনো স্ত্রী মনে করে তার স্বামীর আত্মা এই ব্রাহ্মণের মধ্যে প্রবেশ করেছে । মৃত শরীর তো আর আসতে পারে না । শিব বাবার তো নিজের শরীর নেই তাই তাঁকে অশরীরী বলা হয় । তোমরাও তেমন অশরীরী হও । দেহের অহংকার ত্যাগ করো । সমস্ত কল্প তোমরা দেহ অভিমানে ছিলে । একমাত্র সত্যযুগে আত্মা - অভিমানী ছিলে । তারপর আত্মার জ্ঞান ভুলে গিয়ে দেহ - অভিমানী হয়ে গিয়েছিলে । প্রথমে তোমরা খুশীর সঙ্গে শরীর ধারণ করতে আবার শরীর ত্যাগও করতে তোমাদের কোনো অসুবিধাই ছিলো না । আত্মারা অনাদি পাট পেয়েছে । স্বর্গে কাল্লার কোনো চিহ্নই থাকে না । এখন তোমরা এই ৬৩ জন্ম ধরে দুঃখে থাকতে থাকতে সম্পূর্ণ তমোপ্রধান হয়ে পড়েছো । এখন আবার নিজেকে আত্মা মনে করো, বাবাকে স্মরণ করো, অন্য কোথাও গেলে দেখবে অমুক সন্ন্যাসী তোমাদের বেদ শাস্ত্র শোনাচ্ছেন । এখানে নিরাকার পরমাত্মা তো কোনো শাস্ত্র পড়েন না । তিনি সমস্ত বেদ শাস্ত্রের সার শোনান । এই শাস্ত্র পড়তে পড়তেই তোমরা পতিত হয়ে পড়েছো, তখনই তোমরা ডাকতে থাকো হে সন্নতিদাতা, মুক্তেশ্বর, পাপ কাটেশ্বর এসো । আচ্ছা, বাবা তো এসেছেন । তিনি বলেন তোমরা আমার মতে চলো তাহলেই উঁচু পদ পাবে । এই হলো শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠ মত । বাবাই হলেন শ্রী শ্রী, যিনি এসেই ব্রহ্ম আচরণসম্পন্ন মানুষদের শ্রেষ্ঠ আচারণসম্পন্ন মানুষে পরিণত করেন । তোমরা জানো যে এখানে প্রত্যেকেই নিজের নিজের পাট পেয়েছে । এই সৃষ্টিচক্র ঘুরতেই থাকে । না আত্মার বিনাশ হয়, না তার এই পাটের বিনাশ হয় । এই খেলা সম্পূর্ণ বানানো, এর থেকে কেউই মুক্ত হতে পারবে না । বাবা বলেন যে আমিও এই পতিত শরীরে এসে তোমাদের সেবা করি । আমিই তোমাদের স্বর্গসুখ দিয়ে থাকি । তারপর তোমরা কতো হীরে জহরতের মন্দির বানাও আর সেখানে আমাকে প্রতিষ্ঠিত করো । আর এখন আমি যখন তোমাদের এই বিশ্বের মালিক বানাতে এসেছি তখন কেউই আমাকে চিনতে পারে না । তারা আমাকে ত্যাগ করে । তোমাদের সকলকে বাবার পরিচয় দিতে হবে । বাবা কিভাবে এই স্বর্গের স্থাপন করেন, এ কতো সহজ কথা । মায়া তো আসবেই, তোমাদের কাজ হলো এই মায়াকে দূর করা । যাতে শিববাবা ছাড়া আর কেউই স্মরণ না আসে । এক বা আধ মুহূর্ত..... বাবাকে স্মরণ করার অভ্যাস করো । অবশেষে অন্ত মতি সেই অনুযায়ী গতি হয়ে যাবে । যদি বুদ্ধি অন্য

কোথাও জুড়ে থাকে তাহলে অনেক সাজা খেতে হবে। যেমন কাশীতে লোকে কুয়োতে ঝাঁপ দেয় (কাশী কলবট), একে জীবঘাত বলা হয়। আত্মা জীবেরই ঘাতক হয়ে যায়। কিন্তু আত্মার ঘাত হয় না। আত্মা তো অমর। এইসব কথা ধারণ করে বাবার স্মরণে থাকতে হবে, সবার থেকে মমত্ব দূর করতে হবে। এই শরীর পুরানো তাই সাক্ষী হয়েই থাকতে হবে। এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে। এখানে কোনো আনন্দই নেই। ভূমিকম্পে সবাই মারা যাবে। তাই মারা যাবার আগে নিজের স্থিতিকে ভালো করতে হবে।

তোমরা সকলে হলে শিব শক্তি। পুরুষ - নারী উভয়েই পরিশ্রম করে শিব বাবার থেকে শক্তি নেবার জন্য। মায়েদের নাম অনেক বেশী হয়। তোমরা সকলেই হলে কন্যা। ব্রহ্মাকুমারীদের মধ্যে কন্যাও যেমন আছে, তেমনই অধরকুমারীরাও (বিবাহিতা হলেও কুমারী) আছে। তারা নির্বিকারী থাকে। যেমন ভীষ্ম পিতামহের নামে গায়ন আছে। এমনও অনেকে আছে যারা ছোটবেলা থেকেই ব্রহ্মচারী থাকে। বাবা যে কাজ ৫ হাজার বছর আগে করে গিয়েছিলেন, সেই কাজই এখন করছেন। এই মন্দিরও এখন ভেঙ্গে যাবে আবার ভক্তি মার্গে তৈরী হবে। এই সমস্ত কথা ধারণ করতে হবে। এই সমস্ত কথা নিজের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে। একেই বলা হয় বিচার সাগর মন্থন করা। ভগবানুবাচ: "আমিই তোমাদের নর থেকে নারায়ণ বানাই"। কোনো মানুষই এই জ্ঞান দিতে পারে না। এই ব্রহ্মা বাবার আত্মাও এই কথা শুনছে। তোমরা কিন্তু প্রতি মুহূর্তে এই কথা ভুলে যাও। কচ্ছপ, ভ্রমরীর উদাহরণ তোমাদের জন্যই। বাবার পরিচয় সবাইকে দিতে হবে। শিবের কার্যকলাপ না জেনে তাঁর পূজা করা - এ ঠিক নয়। আমরাও একসময় পূজা করতাম কিন্তু এখন তাঁর পরিচয় জানি। শিববাবা আমাদের মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত করছেন। বাবা বলেন যে "তোমরা এই দুনিয়ার কড়ির পিছনে কেন ছুটে মরছো, এ সবকিছুই ভস্ম হয়ে যাবে। নাতি, নাতনি কেউই আর থাকবে না। সকলেই মারা যাবে। তোমরাই হলে কল্যাণকারী বাবার সন্তান, তোমরাও হলে সকলের কল্যাণকারী"। আত্মা -

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) বাবাকে নিজের ট্রাস্টী(তত্ত্বাবধায়ক) বানিয়ে সকলের থেকে মমত্ব দূর করতে হবে। বেহদের শিব বাবার আশ্রয়কারী হতে হবে।

২) ধর্মরাজের কড়া সাজার থেকে বাঁচার জন্য নিজের স্থিতি এমন বানাতে হবে যে অন্তিম সময়ে এক বাবা ছাড়া অন্য কেউই যেন স্মরণে না আসে। তোমাদের বুদ্ধি যেন কোথাও জুড়ে না থাকে।

বরদান :- চারটি বিষয়েই প্রতিদিন কোনো না কোনো নতুনত্বের অনুভবকারী তীব্র পুরুষার্থী হও।

জ্ঞানে নতুনত্বের অর্থ হল বুঝদার হয়ে চলা অর্থাৎ নিজের মধ্যে যে দুর্বলতা আছে তার বিনাশ করা। যোগের প্রয়োগে নতুনত্বের অর্থ হল যোগের অনুপাতকে বাড়ানো। এমনভাবেই চারটি বিষয়েই

নতুনত্ব হল নিজের প্রগতিতে নতুনত্ব, বিধিতে নতুনত্ব, প্রয়োগে নতুনত্ব, সেবায় নতুনত্ব, অন্যকে সহযোগী বানানোর অনুপাত বাড়ানোর নতুনত্বের অনুভব করা, অর্থাৎ তীর পুরুষার্থী হওয়া, এতেই বাবার সমীপতার অনুভব করবে ।

স্লোগান :- পবিত্রতার অখরিটিই হল সবথেকে বড় পার্সোনালিটি ।

"মিষ্টি বাচ্চারা — ২১ জন্মের জন্য রাজস্ব প্রাপ্ত করতে হলে জ্ঞান ধনের দান করো, স্বয়ং ধারণা করো তারপর অপরকেও ধারণা করাও ।"

প্রশ্ন :- চলার পথে কি কারণে গ্রহের দশা এসে বসে ?

উত্তর :- শ্রীমত সম্পূর্ণ ভাবে অনুসরণ করে না বলে গ্রহের দশা এসে বসে । যদি নিশ্চয় বুদ্ধি হয়ে একমতে সর্বদা চলতে থাকে তাহলে তো গ্রহদশা লাগতে পারবে না, সর্বদা কল্যাণ হতে থাকবে। যারা দেরি করে এসেছে তারাও অনেক এগিয়ে যেতে পারবে । এ তো এক মুহূর্তের খেলা । যদি বাবার হয়ে গেছ, সুতরাং তাঁর উত্তরাধিকারের অধিকারী হলে। সুখ বলয়ের বর্সা(উত্তরাধিকার) প্রাপ্ত হয়ে যাবে । কিন্তু তার জন্য সর্বদা শ্রীমত অনুসরণ করতে হবে ।

গান :- তুমি তো প্রেমের সাগর, আর আমরা তার এক বিন্দুর পিয়াসী....
(তু প্যার কা সাগর হ্যায়....)

ওম্ শান্তি । ওম্ শান্তির অর্থ বাচ্চাদের তো বারবার বোঝানো হয়েছে । ওম্ অর্থাৎ অহম্ আত্মা মম শরীর(আমি হলাম আত্মা আর এই হল আমার শরীর) । বাবা বলবেন - ওম্ (অহম্-আত্মা) সে-ই পরমাত্মা । ওঁনার কোনো শরীর নেই কেননা উনি হলেন সকলের পিতা । তোমরা এমন বলবে না যে আমরা আত্মা সে-ই পরমাত্মা । এটা অবশ্য ঠিক — অহম্ আত্মা পরমাত্মার সন্তান । এছাড়া যে অহম্ আত্মা সে-ই পরমাত্মা বলাটা একদম ভুল হয়ে যায় । বাচ্চারা তোমরা বাবাকে তো জান । এটাও জানো যে এ হল পুরোনো দুনিয়া । নতুন দুনিয়াকে সত্যযুগ বলা হয় । কিন্তু সত্যযুগ কবে হবে, তা বেচারারা জানে না । ভাবে যে কলিযুগ তো এখনও ৪০ হাজার বছর অবধি থাকবে । বাচ্চারা তোমরা জানো যে আমরা শ্রীমত অনুসরণ করে নতুন দুনিয়ার স্থাপন করছি । বাবা বলছেন যে আমি তোমাদের দ্বারা নতুন দুনিয়ার স্থাপনা করছি । তোমাদের দ্বারা বিনাশ করাই না । সেই তোমরাই হলে শিব শক্তি প্রজাপিতা ব্রহ্মার মুখ নিঃসৃত (জন্ম গ্রহণ) বংশধর , অহিংসক শক্তি সেনাবাহিনী । তোমরাই হলে বাবার থেকে বর্সা (উত্তরাধিকার) প্রাপ্ত করার অধিকারী । তোমরাই হলে সেই ব্রাহ্মণ যারা শ্রীমত প্রাপ্ত করেছে । তোমরা কাম বিকার থেকে জয় প্রাপ্ত করে থাকো, সেই জন্যই তো এখানে কেউ আসলে তাকে জিজ্ঞেস করা হয় যে যদি তোমরা কাম বিকার থেকে জয় লাভ করে থাকো তাহলেই বাবার কাছে আসবে । নিজের সন্তান আর সৎ সন্তান যেমন হয়। নিজের সন্তান কখনো বিকারের পথে যেতে পারে না । এখন আমরা বাবাকে পেয়েছি, যিনি জ্ঞানের সাগর । কৃষ্ণকে জ্ঞানের সাগর বলা যাবে না । শিববাবার মহিমা আর দেবতাদের মহিমা একদম আলাদা সবার থেকে । দেবতাদের মহিমা হল সম্পূর্ণ নির্বিকারী । শিববাবাকে বলা হয় মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ, সৎ-চিৎ-আনন্দ স্বরূপ, জ্ঞানের সাগর। এই শরীর প্রথমে জড় থাকে, তারপর যখন শরীরে আত্মা প্রবেশ করে তখন চৈতন্য আসে । এই মনুষ্য সৃষ্টি রূপী ঝাড়ের উৎপত্তি কেমন করে হয়েছে, সেটা কেবলমাত্র বীজরূপ বাবা-ই জানেন । উনি তোমাদের জ্ঞান প্রদান করছেন । বাবা বলেন, "তোমাদের সামান্য জ্ঞান দিলেই তোমরা পুরানো দুনিয়া থেকে নতুন দুনিয়ায় চলে যাও । তাকেই শিবালয় বলা হয়" । শিববাবার দ্বারা স্থাপনা করা স্বর্গ, যেখানে চৈতন্য দেবতাগণ নিবাস করে থাকেন । ভক্তি মার্গে

ওনাদেরকেই মন্দিরে স্থাপনা করা হয়েছে । তোমরা হলে সত্যিকারের আধ্যাত্মিক (রুহানি) ব্রাহ্মণ । তোমাদের শিববাবা ব্রাহ্মার দ্বারা আপন করে নিয়েছেন । এই জাগতিক ব্রাহ্মণেরা যদিও বলে থাকেন যে আমরা হলাম মুখ নিঃসৃত বংশধর, তাসত্ত্বেও বলে যে "ব্রাহ্মণ দেবী দেবতায় নমঃ"। কেননা তারা বোঝে যে আমরা হলাম পূজারী ব্রাহ্মণ। আর তোমরা হলেন পূজ্য । বিকারী ব্রাহ্মণেরা নমন করে পবিত্রকে । তোমরা এখন ব্রাহ্মণ হয়েছ, একসময় আসবে তখন আবার তোমরাই বলবে " ব্রাহ্মণ দেবতায় নমঃ ", কেননা এই সময়ে তোমরা পূজ্যরাই আবার পূজারী হয়ে যাও । এ হল খুবই গুহ্য এবং রমণীয় কথা । যারা শ্রীমত অনুসরণ করে চলবে তারাই এই রীতি গ্রহণ করতে পারবে আর অপরকেও গ্রহণ করবার জন্য প্রেরণা দিতে পারবে । যেমন ব্যারিস্টার, সার্জনেরা যত পড়াশোনা করে ততই ওম্বু বা পয়েন্টস্ বুদ্ধিতে স্থায়ী হয় । উপাধি তো ব্যারিস্টার হবে কিন্তু তারমধ্যে কেউ লাখপতি হয় আবার কারোর কিছুমাত্র উপার্জন হয় না । এখানে আবার যে যেমন দান কর্ম করবে সে তেমনই ক্রমানুসারে বা নম্বর অনুযায়ী ফেরত পাবে । তাই তো বলা হয় যত বেশী দেবে, তার থেকেও বেশী লাভ করবে (ধন দিয়ে ধন না খুঁটে ...) ওখানে দান করলে অল্পকালের জন্য পরের জন্ম লাভ হবে, ধনীর গৃহে জন্ম হবে । কিন্তু এখানে ২১ জন্মের জন্য রাজত্বের অধিকারী হয়ে যাবে । তোমাদের এই সমস্ত পয়েন্টস্ নোট করে রাখতে হবে । তোমরা কাগজে লেখা দেখে ভাষণ দেবে না, এই সব বুদ্ধিতে ধরে রেখে ভাষণ দিতে হবে । যেমন শিববাবা স্ত্রানের সাগর, পতিত পাবন, তেমনই তোমাদেরকে হতে হবে ।

একটি বাচ্চা লিখছিল যে আমার বাবা শিক্ষক ছিলেন, আপনিও হলেন আমাদের পিতা, শিক্ষক। সেই পিতা হল হদের আর ইনি হলেন বেহদের । বেহদের বাবা বেহদের কথা শোনান । হদের বাবা হদের কথা শোনান । উনি হলেন হদের সুখ প্রদানকারী । হদের সেবা যারা করে তারা সর্বোদয়া নাম রাখবে, কিন্তু এটাও মিথ্যা । সর্ব মানে তো সমগ্র দুনিয়ায় দয়া করা। কিন্তু পুরো দুনিয়ার প্রতি তো দয়া করে না । একমাত্র বাবা-ই যিনি সকলের ওপর দয়া করে পবিত্র বানান । পাঁচ তত্বকেও পবিত্র বানান। দুনিয়া তো একটাই। সেটাই আবার নতুন হয়ে আবার পুরানো হয় । ভারতই স্বর্গ ছিল, ভারতই আবার নরক হয় । এমনও না যে বৌদ্ধ ভূখণ্ড, খ্রিস্টান ভূখণ্ড, স্বর্গ ছিল । একমাত্র বাবা হলেন সবাইকে দুঃখ থেকে মুক্তিদাতা হেভেনলি গড ফাদার । উনি মুক্তিদাতা, আবার পথ প্রদর্শক, ওনাকে সবাই স্মরণ করে । বাবা বলেন যে, বাচ্চারা সময় খুব অল্প বাকি আছে, এখন দেহ সহ সব কিছু থেকে বুদ্ধি যোগ সরিয়ে নাও । এখন আমরা নিজের বাবার কাছেই যাচ্ছি , তারপর আবার এসে রাজত্ব করব। প্রধান নায়ক নায়িকার চরিত্র হলে তোমরা । যেমন মা বাবা এবং বাচ্চারা হলো সব পুরুষার্থী । পুরুষার্থ করান একমাত্র পরমপিতা পরমাত্মা যিনি অত্যন্ত প্রিয়। ভক্তি মার্গেও ওনাকে স্মরণ করা হয়, কিন্তু ওনাকে জানতে বুঝতে পারে না । ঋষি মুনি ইত্যাদি গণ সব বলতেন যে — রচয়িতা আর রচনা, অনন্ত আর অনন্ত । তাহলে আজকালকার গুরুরা কেমন করে বলেন যে আমিই হলাম পরমাত্মা ! দিলবারা (Dilwara) মন্দিরে আদি দেবের চিত্র আছে , নীচের দিকে কালো পাথরের আর অচলাঘরে সোনার মূর্তি রাখা আছে, নীচে তপস্যা করছে ওপরে স্বর্গ রয়েছে । এই হলো আমাদের স্মৃতি ও স্মরণ । পতিতদের পবিত্র বানানো হয় তাই তো এটা সঙ্গমের যুগ হয়েছে । ভক্তি মার্গের লোকেরা থাকে । বাবা এই শরীরের দ্বারা নিজেকে জড় জগতের মন্দিরের স্মৃতিতে দেখেন । বোঝাচ্ছেন যে — এটা আমার স্মৃতিতে বানানো হয়েছে । তোমরাও নিজের নিজের স্মৃতির ধারণা করো । পূর্বে তো জানতেই না এটা তোমাদের স্মৃতির জন্য । এখন জানতে পারছ যে তোমরা যারা পূজ্য দেবতা ছিলে এবার সেই

আবার পূজারী হয়েছো । আমরা সেই দেবতা, আমরা সেই ক্ষত্রিয়... "আমরা সেই" এর অর্থ তোমরা জানো । নতুন দুনিয়া আবার পুরোনো কেমন করে হয় সেটা জানো । নতুন হলেই পুরোনোর বিনাশ হয়ে যাবে । এখানে তো ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা নিশ্চয়ই হওয়া উচিত । প্রজারা এখানে এখানে রচিত হয় । সূক্ষ্মবতনে তো ব্রহ্মা একাকী বসে আছেন । রচনা রচিত করে সম্পূর্ণ করলেই ফরিস্তা হয়ে যাবে ।

তোমরা হলে প্রজাপিতা ব্রহ্মার মুখ নিঃসৃত বংশধর, ব্রাহ্মণ কুলভূষণ । বাস্তবে তোমরাই হলে সর্বোদয়া লিডার । *শ্রীমতের সাহায্যে তোমরা নিজেদের ওপর দয়া করো আর সকলের ওপরও দয়া করো । শ্রী শ্রী শিববাবা বসে বসে তোমাদের "শ্রী" তৈরী করছেন ।* শ্রী শ্রী বাস্তবে একজনকেই বলা হয়ে থাকে । পতিত পাবন, সকলের সদগতি দাতা একজনই আছেন । বাদবাকি এই সব হলো অসত্য , মিথ্যা দুনিয়া । এখানে যা কিছু বলা হয় সেই সব হলো মিথ্যা আর মিথ্যা । রচয়িতা আর রচনার সম্পর্কে মিথ্যা বলে, বাবা সত্য বলেন । এটাকেই সত্য নারায়ণের "কথা" বলা হয়েছে । তোমরা গুণ চক্ষু দিয়ে দেখো কি থেকে কিসে পরিণত হচ্ছে । শ্রীমত অনুসরণ করে যত চলবে ততই উচ্চ পদ প্রাপ্ত করবে । বেহদের বাবার থেকেই বেহদের বর্ষা প্রাপ্ত হয়, এই জন্যই শ্রীমত ভাগবত গীতা বলা হয় । বাদবাকি শাস্ত্র হলো ওনার রচনা । গীতা হল সব শাস্ত্রের জনক জননী । গীতা খন্ডিত করলে বর্ষা কেউ প্রাপ্ত করতে পারবে না । বাচ্চারা তোমরা এই কথা সবই জান । এমনও হতে পারে না যে , যারা পুরানো হয় তারাই বুদ্ধিমান হয় । অনেক নতুনেরা পুরানোদের থেকে তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায় । দেরি করে আসলেও উচ্চ পদ প্রাপ্ত করতে সক্ষম হয় । সেকেন্ডের বা এক মুহূর্তের খেলা এটা । বাবার হও আর উত্তরাধিকারী হয়ে যাও । যদি কেউ অপেক্ষা করতে না পারে, তাহলে বাবা কি করবেন? *নিশ্চয় বুদ্ধি হয়ে শ্রীমত অনুসরণ করো তাহলেই ব্যাস, সব কিছু হয়ে যাবে ।*যেমন ওখানে উপার্জনের সময়ে অশুভ লক্ষণ দেখা যায়, তেমনই এখানেও অশুভ গ্রহদশা হয় । অশুভ গ্রহদশা হয়ে যায়। কেননা শ্রীমতে চলে না, বাদবাকি সবই খুব সহজ । বাবা মাঝার সন্তান হলে গহন সুখের বর্ষা প্রাপ্ত হয় । *এক-এর মত অনুযায়ী চললে কল্যাণ হয় । যাঁকে তোমরা অর্ধ কল্প ধরে স্মরণ করেছ, এখন তাঁকে তোমরা প্রাপ্ত করেছ, ওঁনাকে ধরে থাকা উচিত, এতে কোনো দ্বিধায় থাকা উচিত নয়।* বাবা বলছেন, - "আবার আমি ড্রামা অনুযায়ী রাজ্য ভাগ্য দিতে এসেছি । আমার মত অনুযায়ী চলতে হবে । বুদ্ধি দিয়ে আমাকে স্মরণ করো আর কোনো কষ্ট আমি দিইনা । স্বর্গের বর্ষা তোমরাই প্রাপ্ত করো । কালকে স্বর্গ ছিল, আজ নরক হয়েছে । এখন আবার স্বর্গ বানাতে হবে । কালকে এখানে মালিক ছিলে, আর আজকে ভিখারী হয়ে গেছো । প্রিন্স আর বেগার (beggar) হবার খেলা এটা । কত সহজ কথা । দেহী অভিমানী হও না যে, এর জন্য অনেক মেহনত করতে হয় । সন্ন্যাসীরা বলেন যে তোমাদের যদি ক্রোধ হয় তাহলে মুখে তাবিজ পুরে দাও । এই সমস্ত দৃষ্টান্ত এই সময়ের । ভ্রমরের উদাহরণ এখানের জন্য । বিষ্ঠার কীটকে নিজেদের মতন বানিয়ে দেওয়া হয় , আশ্চর্য ব্যাপার । এটা সত্যি যে এই সময়ে সবাই বিষ্ঠার কীটের মতন হয়ে গেছে । ওদের কানে, তোমরা ব্রাহ্মণীরা গুন গুন করতে থাকো । তার মধ্যে কোনো কোনো ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণী ওড়ার যোগ্য হয়ে যায় । আবার কেউ শূদ্র তো শূদ্র ইথেকে যায় । সাপের উদাহরণও এখানকার জন্য । তোমরা নিজেকে আত্মা ভাবো । এই পুরানো চামড়া ছেড়ে, সত্যযুগে নতুন চামড়া নিতে হবে । বাবা হলেন গুণের সাগর। কিন্তু গীতা কত ছোট ভাবে বানিয়েছে । শ্লোক সমস্ত কণ্ঠস্থ করে নেওয়া যায় । সবাই ওঁনার কাছে সমর্পিত হয়ে যায় । গীতা পড়তে পড়তে কলিযুগের অন্তিম চরণ এসে গেছে । সদগতি কেউ প্রাপ্ত করে না । আর আমি তোমাদের সামান্য গুণ দিচ্ছি— তাতেই

স্বর্গে চলে যাচ্ছে। কত মিষ্টি হতে হবে। ধারণা করতে হবে। বিচার সাগর মন্থন করতে হবে। দিনের বেলা কাজকর্ম করো, অনেক উপার্জন হবে। সকাল সকাল আত্মা তরতাজা থাকে। বারংবার অভ্যাসের দ্বারা স্বভাবে দাঁড়িয়ে যাবে। এখন যে করবে সেই উচ্চ পদ প্রাপ্ত করবে। "নিশ্চয়ই বুদ্ধি বিজয়ন্ত্রী, সংশয় বুদ্ধি বিনাশন্ত্রী"। বেহদের বাবা প্রাপ্ত হয়েছে, এতে আর কেন সংশয় থাকবে। শিববাবা বিশ্বের অধীশ্বর বানিয়ে দেন, ওঁনাকে কেন বিস্মৃত হবে? এই সমস্ত জ্ঞান রঞ্জের প্রতি অগাধ ভালোবাসা থাকা প্রয়োজন। মহাদানী বাবা তোমাদের বিশ্বের মালিক বানিয়ে দেন। এই সব জ্ঞানের এক একটা রত্ন লাখ লাখ টাকার। আচ্ছা।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি(সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি বাপদাদার ভালোবাসা ও স্মরণ আর সুপ্রভাত। রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) শ্রীমত অনুযায়ী চলে নিজের ওপর নিজেকেই দয়া করতে হবে। সর্ব-দয়াময় হয়ে পতিত দুনিয়াকে পবিত্র করতে হবে।

২) অমৃত বেলায় রুহানি রোজগার করে উপার্জন জমা করতে হবে। বিচার সাগর মন্থন করতে হবে।

বরদান :- বাবার ভালোবাসার পালনার দ্বারা সহজ যোগী জীবন গড়ে তোলার জন্য স্মৃতি আর সমর্থী স্বরূপ ভবঃ

সমগ্র বিশ্বের আত্মারা পরমাত্মাকে বাবা বলে সম্বোধন করে কিন্তু পালনা আর পড়াশোনার জন্য যোগ্য পাত্র হতে না। সমগ্র কল্পে তোমরা কিছু সংখ্যক আত্মারা এখন এই সৌভাগ্যের পাত্র হয়েছে। তো এই পালনার প্র্যাকটিকাল স্বরূপ হল — সহজ যোগী জীবন। বাবা তো বাচ্চাদের কোনো অসুবিধাজনক অবস্থা সহ্য করতে পারেন না। বাচ্চারা তো নিজেরাই চিন্তা করে করে অসুবিধাজনক অবস্থা তৈরী করে। কিন্তু যদি স্মৃতি স্বরূপের সংস্কার উদ্ভব(ইমার্জ) করা হয় তাহলে সমর্থ হয়ে যাবে।

স্লোগান :- সর্বদাই নিশ্চিত স্থিতির অনুভব করতে হলে আত্ম-চিন্তন আর পরমাত্ম-চিন্তন করো।

"মিষ্টি বাচ্চারা - নিশ্চিত করো যে আমাদের যা কিছু আছে সব বাবার, তারপর ট্রাস্টি হয়ে সামলাও। তাহলে সবকিছু পবিত্র হয়ে যাবে, শিববাবার ভান্ডারী থেকে তোমাদের পালনা হবে।"

প্রশ্ন:- শিববাবার কাছে সম্পূর্ণ সমর্পিত হয়ে যাওয়ার পরে কোন্ সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন ?

উত্তর:- তোমরা যখন সমর্পিত হয়েছ তখন সবকিছু শিববাবার হয়ে গেছে, তাই প্রতিটি পদক্ষেপে মত নিতে হবে। কোনো কুকর্ম করলে অনেক পাপ হয়ে যাবে। যে অর্থ শিববাবার হয়ে গেছে তা দিয়ে কোনো পাপ কর্ম করতে পার না, কারণ এক একটা পয়সা হীরেতুল্য, এই অর্থ ভালো ভাবে সামলাতে হবে। কোনো কিছু যেন ব্যর্থ না হয়। বাবা তোমাদের কাছ থেকে কিছুই নেন না কিন্তু তোমাদের কাছে যে অর্থ আছে তা মানুষকে কড়ি থেকে হীরে তুল্য বানানোর সেবাতে ব্যবহার করতে হবে।

গীত:- মানুষ আজ আছে অন্ধকারে...

ওম্ শান্তি। যারা ভক্তি করছে এটা তাদের গান। তোমরা তো এই গান গাইতে পার না। কারণ বলা হয় যে ভগবান এসে পরিচয় দাও। প্রভুই এসে নিজের পরিচয় দেন। প্রভু, ঈশ্বর, ভগবান - আসলে তো একই কথা। প্রভুর পরিবর্তে তোমরা বল "বাবা", তখন কথাটা একদম সহজ হয়ে যায়। "বাবা" মানে বোঝায় - পরিবার। সব তো বাবারই রচনা, তাই সবাই তার সন্তান। বাবা বলা খুব সহজ। কেবল প্রভু কিংবা গড বললে বাবা বলে বোঝা যায় না, এতে বাবার ভালোবাসা এবং সম্পত্তির ওপর অধিকারও প্রকাশ পায় না। বাবা তো স্বর্গ রচনা করেন। এতো ছোট কথাটাও কেউ বুঝতে পারে না। অর্ধেক কল্প ধাক্কা খেতে থাকে। বাবা এসে এক মুহূর্তের মধ্যে নিজের পরিচয় দেন। বাবার সামনে বাচ্চারা বসে আছে, কিন্তু চলতে চলতে নিশ্চয় ভেঙে যায়। যদি পাক্কা নিশ্চয় থাকে তাহলে সত্যিকারের ব্রাহ্মণ হয়ে যাবে। আমরা তো শিববাবার নাতি। বাবার ঘরের হয়ে গেছি। বোঝে যে আমরা শিববাবার ভান্ডার থেকে খাই। যখন ব্রাহ্মণ হয়ে গেছে তখন ভোজনও ব্রহ্মাভোজন হয়ে গেছে। শিববাবার ভান্ডারীর ভোজন হয়ে গেছে, এই নিশ্চয় রাখতে হবে। আমরা তো শিববাবার। ছেড়ে দেওয়ার প্রশ্নই নেই। আমরা ব্রাহ্মণরা হলাম শিববাবার সন্তান। আমাদের সবকিছু বাবার আর বাবার সবকিছু আমাদের। ব্যবসায়ীদের হিসাব করা উচিত। আমাদের সবকিছু বাবার আর বাবার সবকিছু আমাদের, তাহলে কার পাল্লা ভারী হল ? আমাদের কাছে তো কটুতা আছে(বা খড়কুটো), আর আমরা বলি যে বাবার রাজ্য আমাদের। তাহলে তো তফাৎ হয়ে গেল, তাই না ? তোমরা জানো যে আমরা ঈশ্বরের দ্বারা বিশ্বের মালিক হয়ে যাই। আমাদের কাছে যা কিছু আছে তা বাবাকে দিয়ে দিই। বাবা তারপরে বলেন তুমিই ট্রাস্টি হয়ে সামলাও। বুদ্ধিতে রাখো এইসব শিববাবার। নিজেকেও শিববাবার সন্তান মেনে চল তাহলে সব কিছু পবিত্র হয়ে গেল। ঘরের মধ্যেই ব্রহ্মাভোজন হয়। শিববাবার ভান্ডারা হয়ে যায় কারণ ব্রাহ্মণরাই বানায়। সবাই তো এমনিই বলে দেয় যে ঈশ্বরের দেওয়া, কিন্তু এখানে তো বাবা সামনে এসেছেন। যখন আমরা বাবার কাছে সম্পূর্ণ সমর্পিত হয়ে গেছি। আমরা একবার সম্পূর্ণ সমর্পিত হয়ে গেলে সেটা শিববাবার ভান্ডারী হয়ে গেল। এটাকেই ব্রহ্মাভোজন বলা হয়। বোঝে যে আমরা যা খাই সেটা শিববাবার

ভান্ডারীরা। পবিত্র তো অবশ্যই থাকতে হবে। ভোজনও পবিত্র হয়ে যায় কিন্তু যদি সম্পূর্ণ সমর্পিত হও তাহলে। কিছুই দিতে হবেনা শুধু সমর্পিত হতে হবে - বাবা এই সবকিছু তোমার। বাবা বলেন - আচ্ছা বাচ্চারা, এইবার ট্রাস্টি হয়ে সামলাও। নিজেকে ট্রাস্টি বলে বুঝে ঘরে বসে শিববাবার ভান্ডারী থেকেই খাও। যে সম্পূর্ণ সমর্পিত হয়েছে সে শিববাবার হয়ে গেছে। কোনো কিছু বুঝতে না পারলে জিজ্ঞাসা কর। এইরকম যেন না হয় যে শিববাবার ভান্ডারী থেকে খরচ করে কোনো পাপ করে দিলাম। শিববাবার অর্থের দ্বারা পূণ্য করতে হবে। এক একটা পয়সা হীরে তুল্য। সেই গুলোর দ্বারা অনেকের কল্যাণ হবে, তাই ভালো করে সামলাতে হবে। কিছুই যেন ব্যর্থ না যায় কারণ এই অর্থের দ্বারা মানুষ কড়ি থেকে হীরেতুল্য হয়। বাবা বলেন আমার সম্পত্তিও তোমার। একমাত্র বাবাই নিষ্কামী। সকল সন্তানের সেবা করেন। বাবা বলেন আমি নিয়ে কি করব, সবকিছু তোমাদেরই। তোমরাই রাজ্য করবে। আমার পার্টটাই এইরকম, তোমাদেরকে অর্থাৎ বাচ্চাদেরকে সুখী করি। শ্রীমৎ ও প্রাপ্ত হতে থাকে। কোনো কন্যা যদি বিয়ে করতে চায় তখন বলে যে স্ত্রী না আসলে যেতে দাও। বাচ্চা আন্তোকারী না হলে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়না। শ্রীমৎ অনুসারে না চললে শ্রেষ্ঠ হয় না, অধিকারী হয় না। তার ওপর শাস্তিও থেতে হবে। বাবার নির্দেশ হল অন্ধের লাঠি হও। ওরা তো কিছুই বোঝে না।

তোমরা জানো যে আগে আমরাও আগে একদম বাঁদরের মত পতিত ছিলাম। বাবা এখন আমাদেরকে সেনা নিয়েছেন। আমাদেরকে শিখিয়ে পড়িয়ে মন্দিরের যোগ্য বানাচ্ছেন, বিশ্বের মালিক বানাচ্ছেন। বাকি সবাইকে শাস্তি দিয়ে মুক্তিধামে পাঠিয়ে দেবেন। বেহদের বাবার সকল কথা বেহদের। একজন রাম-সীতার কথা নয়। বাবা বসে সকল শাস্ত্রের সার কথা শোনান। মানুষ হয়তো অনেক পড়াশুনা করে কিন্তু কিছুই বোঝেনা। তাই পড়া আর না পড়া সমান। পড়তে পড়তে আরও কলা কমে গিয়ে পতিত ব্রহ্মচারী হয়ে গেছে। এখন পতিত-পাবনকে ডাকছে - তুমি এসো। আবার গঙ্গাতে দাঁড়িয়ে বলছে কিছু দান করতে। কিন্তু আমাদের তো পবিত্র হতে হবে, এতে দান করার কি দরকার। গঙ্গার জলে দান করে। বড় বড় রাজারা স্বর্ণমুদ্রা ছোড়ে, তারপর পূজারীরা জীবিকা অর্জনের জন্য কিছু না কিছু শোনায়। বাবা তো তোমাদের ২১ জন্মের আয় করিয়ে দিচ্ছেন। বাবা কত ভালো করে বুঝিয়ে পবিত্র বানান। বাবা বসে তোমাদেরকে অর্থাৎ বাচ্চাদেরকে পরিচয় দিচ্ছেন যে তোমরা যারা ব্রাহ্মণ, তারা যদি সমর্পিত হয় তাহলে শিববাবার ভান্ডারী থেকে খাচ্ছ। সমর্পিত না হলে আসুরী ভান্ডারী থেকে খাচ্ছ। বাবা এটা বলেন না যে তোমার সকল দায়িত্ব কর্তব্য তুমি এখানে নিয়ে এসো। তুমিই সামলাও কিন্তু ট্রাস্টি হয়ে। যদি নিশ্চয়বুদ্ধি থাকে তাহলে শিববাবার ভান্ডারী থেকেই খাচ্ছ, এতে তোমাদের অন্তর শুদ্ধ হতে থাকবে। গায়নও আছে যে ব্রাহ্মণ দেবী-দেবতায় নমঃ, আসলে এই ব্রাহ্মণরাই নমঃ করার যোগ্য। তোমরা জানো যে ব্রাহ্মণ দ্বারা বাবা আমাদেরকে শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ বানান। প্রতি কল্পেই বাবা এসে আমাদেরকে রাবণ রাজ্য থেকে মুক্তি দিয়ে সুখী বানান। ওখানে দুঃখের নামই নেই। ভারতে অনেক গুরু, বিদ্বান, পন্ডিতরা আছেন। প্রত্যেক স্ত্রী-র পতিও একজন গুরু। তাহলে কতজন গুরু হয়ে গেল। কত ভুল প্রথা চলে আসছে। চুক্তি করিয়ে নেয় যে পতিই তোমার সবকিছু। তাঁর নির্দেশেই চলতে হবে। প্রথমে নির্দেশ দিল, যে পূজ্য কুমারী ছিল সে তৎক্ষণাৎ পূজারী হয়ে গেছে। সবার সামনে মাথা ঠুকতে হবে। এরপর কাম কাটারী চালানোর নির্দেশ দেয়। তাহলে কত তফাৎ হয়ে গেল। এখানে তো বাবা বলেন আমার সহযোগী বাচ্চা দরকার। তারা পায়ে কেন পড়বে, সন্তানরা তো উত্তরাধিকারী হয়। নম্রতা দেখানোর জন্য পায়ে পড়ার দরকার নেই। নমস্কার বলতে পারো। তোমরা বল যে আমরা বাবার কাছ থেকে

উত্তরাধিকার নিতে এসেছি কিন্তু মায়া একদম ভুলিয়ে দেয়। ছেড়ে চলে যায়। মায়া বুদ্ধিকে নাশ করে দেয়। আজ বাবা বুঝিয়েছেন শিববাবার ভান্ডারা সর্বদা ভরপুর থাকে, তাই যে ঐ ভান্ডারী থেকে খায় তাকে কাল গ্রাস করেনা, সে অমর হয়ে যায়। তুমি সম্পূর্ণ সমর্পিত হয়েছেো তাই সবকিছু শিববাবার হয়ে গেছে, পাঞ্চা নিশ্চয় থাকতে হবে। কোনো কুকর্ম করে দিলে অনেক পাপ হয়ে যাবে। প্রতি পদক্ষেপে মত নিতে হবে। কতজন পড়ে যায়। বাবা-বাবা বলে ৮-১০ বছর থাকে তারপর মায়া থাপ্পড় লাগিয়ে দেয়। বাবা বলেন প্রতি পদক্ষেপে যেখানেই বিভ্রান্ত হচ্ছ বাবার মত নাও। কোনো বাচ্চা বলে যে আমি তো মিলিটারিতে চাকরি করি, ওখানের খাবার খেতে হয়। বাবা বলেন কি আর করা যাবে। বাবার থেকে মত নিলে বাবা দায়বদ্ধ থাকবেন। অনেকেই বলে যে বাবা, বিদেশে যেতে হয়, পার্টিতে উপস্থিত থাকতে হয়। হয়তো নিরামিষ খাবার থাকে কিন্তু সবই তো বিকারী। তুমি যেকোনো অজুহাত দেখাতে পারো। বলো যে, আচ্ছা চা খেয়ে নিচ্ছি। অনেক রকমের যুক্তি তোমরা পাও। ঐনার ডান হাত ধর্মরাজও উপস্থিত। এইসময়ে প্রতি পদক্ষেপে শ্রীমৎ নিতে হবে। পদ অনেক উঁচু। কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারবেনা যে আমি বিশ্বের মালিক হতে পারবো। কিছুই জানেনা। কত হীরে মানিকের মহল ছিল। সোমনাথ মন্দিরে কত ধন ছিল, সব উঁট বোঝাই করে নিয়ে গেছে। এখন এমন সময় আসবে যে কারোর ধন মাটিতে চাপা পড়বে, কারোর রাজা থাকবে...। বলে না যে রাম নাম সঙ্গে আছে। সত্যিকারের উপার্জন যারা করছে তাদের হাত ভরপুর থাকবে। বাকিরা সবাই খালি হাতে যাবে। বাবা বলেন তোমাদের জিনিস তো তোমাদেরই জন্য। আমি তো নিষ্কামী। এইরকম নিষ্কামী আর কেউ নেই। এইসময়ে সবাইকেই তমোপ্রধান পতিত হতে হবে। বাবা বলছেন আমার সংকল্প হয়েছে যে নতুন দুনিয়ার রচনা করব। আমি আমার অভিনয় করার জন্য এসেছি। যত বড় বড় মুখ্য আত্মারা, তারা সবাই এইরকম সময়ে পার্ট বাজায়। এখন তোমরা জানো যে জ্ঞানের সাগর বাবা আমাদেরকে অর্থাৎ বাচ্চাদেরকেও জ্ঞানে ভরপুর করছেন। আগে তো এইসব জ্ঞান ছিলনা। এখন তোমরা সকলের জীবন কাহিনী জানো। ধর্ম স্থাপকরাও তো মুখ্য, তাই না? সবথেকে ওপরে হলেন উঁচুর থেকেও উঁচু শিববাবা, যিনি হলেন রচয়িতা। তারপরে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকর। ব্রহ্মার দ্বারা তিনি ব্রাহ্মণ রচনা করেন। অন্যরা এই বিষয়ে কিছুই জানেনা যে এই জগদম্বা সরস্বতীও একজন ব্রাহ্মণী। অতীতে এইসময়েই ইনি তপস্যা করেছিলেন, রাজযোগ শিখিয়ে ছিলেন। এখন সেই কার্যই করছেন। এই জ্ঞানকে নিয়ে মনন চিন্তন করতে হবে। থাকতে হবে নিজের ঘরেই। সবাই তো আর এখানে এসে থাকবেনা। তবে হ্যাঁ, যারা বাবার সেবাতে ব্যস্ত থাকে তারা সবাই অন্তিমে এখানে এসে থাকবে। তারা নাটকের খুব সুন্দর দৃশ্য দেখবে। বৈকুণ্ঠের ঝাড় নিকটে আসতে থাকবে। বসে বসে সাক্ষাৎকার করবে। *তোমরা এখানেই সম্পূর্ণ ফুরিস্তা হয়ে যাও*। যত মনুষ্যাশ্বারা আছে সবাই শরীর ছাড়বে। আত্মারা ফিরে যাবে, বাবা পান্ডা হয়ে সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। এই জ্ঞান এখানেই আছে। সত্যযুগে জ্ঞানের নামই নেই। সেখানে পুরস্কার পাই আর এখানে পুরুষার্থ করি। তোমরা বাবার কাছ থেকে ২১ জন্মের স্বর্গের উত্তরাধিকার নেওয়ার জন্য পুরুষার্থ করো। তোমরা অন্যকে বোঝাতে পারো যে আমরা ব্রাহ্মণ। তুমি মিত্র সম্বন্ধীদের বাবার স্মরণে থেকে ভোজন বানিয়ে খাওয়ালে তাদের হৃদয়ও শুদ্ধ হয়ে যাবে। অন্তিম পর্যন্ত যারা টিকে থাকবে তারা অনেক মজা দেখবে। প্রতি মুহূর্তে বাবা তোমাদের ঘর বাড়ি সবকিছু দেখতে থাকবেন। কিন্তু যে চলে যাবে সে কিছুই দেখবেনা। এই বিকারগুলোকে সম্পূর্ণ ত্যাগ করতে হবে তাহলেই হীরে মানিকের দ্বারা সাজবে। না ত্যাগ করলে অতটা সাজতেও পারবেনা। তোমরা এখন জ্ঞান রত্নের দ্বারা সজ্জিত হচ্ছ। আচ্ছা -

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্যসার:-

১) সত্যিকারের উপার্জন করে হাত ভরপুর করে যেতে হবে। কেবল এক বাবার সাথে সত্যিকারের সওদা করে সত্যিকারের ব্যবসায়ী হতে হবে।

২) হৃদয়কে শুদ্ধ বানানোর জন্য বাবার স্মরণে থেকে ব্রহ্মাভোজন বানাতে হবে। যোগযুক্ত হয়ে ভোজন খেতে এবং অন্যকে খাওয়াতে হবে। বিকারকে ত্যাগ করে জ্ঞান রঞ্জের দ্বারা নিজে সেজে অন্যকেও সাজাতে হবে।

বরদান:- বাবার বাহুতে মিশে গিয়ে বাবার ভূজা হয়ে সেবা করে ব্রহ্মাবাবার স্নেহী হও।

যে সন্তান বাবার স্নেহী, সে সর্বদা ব্রহ্মাবাবার বাহুতেই লীন হয়ে থাকে। ব্রহ্মাবাবার এই বাহুই হল তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের সুরক্ষার উপায়। যে প্রিয় এবং স্নেহী হয় সে সর্বদা বাহুতেই থাকে। তাই সেবার ক্ষেত্রে তোমরা হলে বাপদাদার বাহু বা ভূজা, আবার থাকো বাবার বাহুতেই। এই দুই দৃশ্যকে অনুভব করো - কখনও বাহুতে মিশে যাও আবার কখনও বাহু হয়ে সেবা করো। যেন এই নেশা থাকে যে আমরা ভগবানের ডান হাত।

স্লোগান:- সন্তুষ্টতা এবং প্রসন্নতা - এই দুই বিশেষত্বই উড়ন্ত কলার অনুভব করায়।

ব্রহ্মা বাবার মতো সারা বিশ্বে ত্যাগ, তপস্যা আর সেবার ভাইরেশন বিকশিত করো

আজ শক্তিমান(সমর্থ) বাপদাদা তাঁর শক্তিসম্পন্ন বাচ্চাদের দেখছেন। আজ স্মৃতি দিবস তথা সমর্থ দিবস। আজ, এই দিনে সর্বশক্তির উইল বাচ্চাদের দেওয়া হয়েছে। দুনিয়ায় বিভিন্ন ধরনের উইল হয়, কিন্তু ব্রহ্মাবাবা, বাবার থেকে যে সর্বশক্তি লাভ করেছিলেন তাই বাচ্চাদের উইল করে দিয়ে দিয়েছেন। এইরকম অলৌকিক উইল আর কেউ করতে পারেনা। বাবা ব্রহ্মাবাবাকে সাকারে সহায়ক বানিয়েছেন আর বাচ্চারা, ব্রহ্মাবাবা তোমাদের "নিমিত্ত ভব" বরদানে তাঁর উইল করেছেন। বাচ্চারা, এই উইল তোমাদের সহজভাবে সর্বশক্তির অনুভব করার উপযুক্ত বানায়। একটা জিনিস হল তোমাদের নিজেদের পুরুষার্থ দ্বারা শক্তির অনুভব, আরেক হল পরমাত্ম উইল দ্বারা শক্তির প্রাপ্তি। এটা হল পরম ঈশ্বরের দেওয়া উপহার, পরম ঈশ্বরের দেওয়া বরদান। পরমেশ্বরের এই বরদান তোমাদের উন্নতিসাধন করায়। যখন তোমরা বরদান লাভ করো, পুরুষার্থের মেহনত তোমাদের করতে হয়না কিন্তু তোমরা সহজেই এবং নিজে থেকেই উন্নতির দিকে এগিয়ে যাও কেননা স্বয়ং ঈশ্বর তোমাদের নিমিত্ত বানিয়েছেন। বাবার সামনে তখন অল্পই ছিল। যাই হোক, বাপদাদার দ্বারা এই উইল বিশেষ বাচ্চারা, তোমাদের দেওয়া হয়েছে, বিশেষতঃ ব্রহ্মাবাবা দ্বারা। বাপদাদা বাচ্চাদের দেখছেন, যারা বাবার দ্বারা উইল লাভ করেছিল, তারা খাঁটি রত্ন এবং যে বাচ্চারা সেবার নিমিত্ত হয়েছিল, তারা প্রাপ্ত উইল সঠিকভাবে কাজে লাগিয়েছিল। এই উইলের কারণে ব্রাহ্মণ পরিবার দিন দিন বড় হচ্ছে। বাচ্চারা তোমাদের বিশেষত্বের কারণে এই বৃদ্ধি হওয়ারই ছিল আর এখনও তা হচ্ছে।

বাপদাদা দেখছেন, নিমিত্ত এবং সহযোগী এই দুই ধরনের বাচ্চাদের মধ্যে দুই ধরনের বিশেষত্ব খুব ভাল রয়েছে। তোমরা স্থাপনার খাঁটি রত্নই হও বা সেবার রত্নই হও, যে-কোনো ক্ষেত্রে তোমাদের প্রথম বৈশিষ্ট্য, সংগঠনের ইউনিটি, অতি উত্তম ছিল। এমনকি তোমাদের মধ্যে 'কেন' 'কি' 'কিভাবে' প্রভৃতির কোনো ন্যূনতম প্রশ্নও ছিলনা। তোমাদের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য ছিল, যখন তোমাদের কেউ একজন কোনকিছু বলছে তখন অন্যজনে তা মেনে নিচ্ছে। এই বিশেষত্ব ছিল 'একট্রা পাওয়ার' উইলের বায়ুমণ্ডলের। এই কারণে, তোমরা সব নিমিত্ত আত্মারা সর্বত্র শুধু "বাবা" "বাবা"ই দেখতে পাচ্ছ।

সেই সময়ে যারা নিমিত্ত বাচ্চা ছিল বাপদাদা তাদের সবাইকে তাঁর হৃদয়ের ভালবাসা দিচ্ছেন। বাবার চমত্কারিত্ব তো ছিলই কিন্তু সব অবস্থাতেই বাচ্চারা তোমাদেরও চমত্কারিত্ব কম ছিল না। সেই সময়ের সংগঠনের ইউনিটি, সকলের ঐক্যবদ্ধতা আজও সেবাকে উত্তমরূপে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কেন? তোমরা নিমিত্ত আত্মারা, তোমাদের ফাউন্ডেশন অত্যন্ত মজবুত ছিল। বাচ্চারা, আজ তাই বাপদাদাও, তোমাদের চমত্কারিতার মহিমা গাইছিলেন। চারিদিকের বাচ্চারা বাবাকে ভালবাসার মালা পরিয়ে দিচ্ছিল আর বাবা বাচ্চাদের চমত্কারিত্বের গুণগান করছিলেন। তোমরা কখনও ভেবেছিলে এই সবকিছু এতদূর পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাবে? কত দিন হয়ে গেল? তোমাদের সবার মুখ থেকে হৃদয়ের একই আওয়াজ বেরিয়ে আসছে, এবার ঘরে ফিরে যেতে হবে। কিন্তু বাবা জানতেন যে, এখনও অব্যক্তরূপ দ্বারা সেবা বাকি ছিল। সাকারে থাকাকালীন তোমরা এইরকম প্রকাণ্ড হল বানিয়েছ? সেই সময়ে বাবার অতি স্নেহের ডাবল বিদেশীরা এসেছিল? ডাবল বিদেশী বাচ্চাদের অব্যক্ত পৌষ্টিকতায় অর্থাৎ অব্যক্ত পালনায় তাদের অলৌকিক জন্ম নিতেই হতো। এই সকল

বাচ্চাদের আসার ছিল, এই কারনে ব্রহ্মাবাবাকে তাঁর সাকার দেহ ছাড়তে হয়েছিল। তোমরা ডাবল বিদেশী বাচ্চারা, অব্যক্ত পালনা লাভের অধিকারী হওয়ার নেশা রয়েছে তোমাদের ?

ব্রহ্মাবাবার ত্যাগ ড্রামায় বিশেষভাবে নির্ধারিত। বাচ্চারা, তোমাদের ভবিষ্যৎ এবং ব্রহ্মাবাবার ত্যাগ শুরু থেকেই ড্রামায় লিখিত আছে। ব্রহ্মাবাবা ত্যাগের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হয়েছিলেন। যখন তোমার কাছে সবকিছু থাকবে আর সেই সমগ্র প্রাপ্তিকে তুচ্ছ করে তুমি ত্যাগ করতে পারবে তখনই ত্যাগের মাহাত্ম্য। সময়ের প্রতিকূলতায় বা সমস্যার পরিস্থিতিতে করা ত্যাগ শ্রেষ্ঠ ত্যাগ নয়। শুরু থেকে ব্রহ্মাবাবা তন, মন, ধন, সম্বন্ধ সবকিছু প্রাপ্ত করেও তিনি ত্যাগ করেছিলেন। এমনকি তাঁর শরীরও তিনি ত্যাগ করেছিলেন। সবারকম সুখ সাধনের সুবিধা থাকা সত্ত্বেও তিনি নিজে পুরানো ঝুপড়িতে থাকতেন। সবদিক থেকে সুযোগ সুবিধার সাধন আসা শুরু হয়েছিল এবং যদিও তিনি সেই সবকিছু পেতে পারতেন, কিন্তু তিনি তাঁর আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টায় অতি কঠোর ছিলেন। ব্রহ্মার এই তপস্যা বাচ্চাদের সকলের ভাগ্য তৈরি করে দিয়েছে। ড্রামা অনুসারে, একমাত্র ব্রহ্মা প্রকৃত ত্যাগের উদাহরণস্বরূপ হয়েছিলেন। এই ত্যাগই সঙ্কল্প শক্তির দ্বারা তাঁর সেবার বিশেষ পার্ট তৈরি করেছিল। এইজন্য নতুন নতুন বাচ্চারা সঙ্কল্প শক্তির দ্বারা ফাস্ট এগিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং, তোমরা শুনলে তো ব্রহ্মাবাবার ত্যাগের কাহিনী ?

তোমরা বাচ্চারা এখনও ব্রহ্মার তপস্যার ফল লাভ করছ। তাঁর তপস্যার প্রভাব মধুবনের ভূমিতে সমাহিত। সাথে বাচ্চারাও আছে আর তাদের তপস্যাও, তোমরা তবুও বলবে, ব্রহ্মাবাবাই ছিলেন নিমিত্ত। ব্রাহ্মণ বাচ্চারা যারা মধুবনের তপস্বী ভূমিতে এসেছিল এমনকি তারাও অনুভব করেছিল এখানকার বায়ুমণ্ডল এবং এখানকার ভাইব্রেশন সহজযোগী বানিয়ে দেয়। এখানে তোমাদের যোগের মেহনত করতে হয়না কারণ এখানে সহজেই তোমরা যোগযুক্ত হতে পারো। কোনও সমস্যা নয় যে, কি রকমের আল্ফারা এখানে আসে, তারা নিশ্চয়ই কিছু না কিছু অনুভব করে। তারা হয়তো জ্ঞান বুঝতে পারেনা কিন্তু নিশ্চিতভাবে তারা অলৌকিক ভালবাসা এবং শান্তি অনুভব করে। কিছু কিছু পরিবর্তনের সঙ্কল্প করে তারা ঘরে ফিরে যায়। এই হল ব্রহ্মা আর ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের তপস্যার প্রভাব। এর সাথে সাথে তাঁর সেবার বিধি লক্ষ্য করো। তিনি প্র্যাকটিক্যাল-এ বাচ্চাদের করে দেখিয়েছেন ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে কিভাবে সেবা করা যায়। তোমরা এখন সেই বিভিন্ন বিধি অনেক বেশী কাজে লাগাচ্ছ। এছাড়াও ব্রহ্মাবাবার ত্যাগ, তপস্যা আর সেবার ফল তোমরা লাভ করছ। ঠিক একইভাবে, *বাচ্চারা, তোমাদের সবাইকে ত্যাগ, তপস্যা আর সেবার ভাইব্রেশন সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে হবে*। সায়েন্স শক্তি যেমন তার প্রভাব প্রত্যক্ষ রূপে দেখাচ্ছে, তেমনই সায়েন্সের রচয়িতা হল সাইলেন্সের শক্তি। এখনই সাইলেন্স শক্তি প্রত্যক্ষভাবে উদ্ঘাটন করার অর্থাৎ প্রকাশ করার সময়। *তীব্র গতিতে সাইলেন্স শক্তির ভাইব্রেশন ছড়িয়ে দেওয়ার বিধি হ'ল মন -বুদ্ধির একাগ্রতা*। একাগ্রতার অভ্যাস এখন বাড়ানো উচিত। তোমাদের একাগ্রতার শক্তি দ্বারা একমাত্র বায়ুমণ্ডল তৈরি করতে পারো। অস্থিরতার সময়ে পাওয়ারফুল ভাইব্রেশন তৈরি হতে পারে না।

বাপদাদা আজ দেখছিলেন, একাগ্রতার শক্তি আরও বেশী করে প্রয়োজন। বাচ্চারা তোমাদের সবার এখন দৃঢ় সঙ্কল্প থাকা উচিত, তোমাদের সমস্ত ভাই-বোনদের চরম দুর্দশাপীড়িত পরিবেশের পরিবর্তন করার। তোমাদের হৃদয়ে তাদের জন্য দয়া উজ্জীবিত(ইমার্জ) হোক। সায়েন্সের শক্তি যদি সেইরকম অস্থিরতা তৈরি করে তোমরা সব ব্রাহ্মণ বাচ্চারা তোমাদের সাইলেন্সের শক্তি দিয়ে, দয়ার

অনুভব দিয়ে এবং সঙ্কল্প দিয়ে সেই অস্থিরতা পরিবর্তন করতে পারবেনা ? যখন তোমাদের করতেই হবে, হতেই হবে তখন এই বিষয়ে তোমরা বিশেষ অ্যাটেনশন দাও । তোমরা গ্রেট-গ্রেট-গ্র্যান্ড ফাদারের সন্তান হওয়ায়, সকলেই তোমাদের বংশ-তালিকার, তোমাদের পরিবারেরই শাখা । তোমরা তোমাদের ভক্তদের ইষ্ট দেবী-দেবতা । তাদের ইষ্ট দেবতা হওয়ার নেশা আছে তোমাদের ? তোমাদের ভক্তরা তোমাদের চিত্কার করে ডাকছে । তোমরা কি তাদের ডাক শুনতে পাচ্ছ ? তারা চিত্কার করছে, "হে ইষ্টদেব !" যেমনই হোক, তোমরা শুধু শুনছ কিন্তু তাদেরকে রেসপন্ড করছনা । তাই বাপদাদা এখন তোমাদের বলছেন, "সমস্ত ভক্তদের, হে ইষ্ট দেব ! তোমরা তাদের ডাক শোনো ! শুধুমাত্র শুনে থেমে থেকো না, রেসপন্ড করো অর্থাৎ তাদের একটা উত্তরও দাও ।" কি রেসপন্ড দেবে তাদের ? পরিবর্তনের বায়ুমণ্ডল তৈরি করো কারণ, তারা তোমাদের থেকে কোনও রেসপন্ড না পেয়ে অমনোযোগী হয়ে যাচ্ছে । তারা চিত্কার করে, পরে শান্ত হয়ে যায় ।

সমস্ত কাজে ব্রহ্মা বাবার উত্সাহ তোমরা দেখেছ । যেমন শুরুতে ছিলেন, তিনি চাবির জন্য উদ্যমী ছিলেন । এখনও পর্যন্ত ব্রহ্মাবাবা শিববাবাকে বলছেন, আমাকে ঘরের চাবি দাও । যতই হোক, যাদের বাবার সাথে যেতে হবে, তাদেরও প্রস্তুত থাকতে হবে ! নিজে নিজে তিনি কি করতে পারবেন ? তাহলে তোমরা এখন ব্রহ্মাবাবার সাথে যাচ্ছ, তাই -না ! নাকি তাঁকে অনুসরণ করছ ? ব্রহ্মাবাবার সাথেই যাচ্ছ, তাই নয় কি ! সেইজন্য ব্রহ্মাবাবা, বাবাকে বলছেন তোমাদের জিজ্ঞাসা করতে, বাবা যদি তোমাদের চাবি দিয়ে দেন তবে বাচ্চারা তোমরা এভাররেডি তো ? তোমরা এভাররেডি নাকি শুধু রেডি ? এভাররেডি নও ? এভাররেডি হও । ত্যাগ, তপস্যা, সেবার তিনটে পেপার তৈরি তো ? ব্রহ্মাবাবা মৃদু-মৃদু হাসছিলেন, তোমরা যে ভালবাসার অনেক অশ্রু ঝরিয়েছ আর ব্রহ্মাবাবা তোমাদের সেই অশ্রু মোতিসম নিজের হৃদয়ে সমাহিত করে নিয়েছেন, তবুও তিনি অবশ্যই সংকল্প করেন, কবে তোমরা সবাই এভাররেডি হবে ? তোমরা একটা ডেট দিতে পারবে ? তোমরা তো বলবে তোমরা এভাররেডি কিন্তু তোমাদের সাথীদের তো অন্তত তৈরি করো ! নাকি সাথীদের পেছনে রেখে তোমরা নিজেরাই চলে যাবে ? তোমরা বলবে, ব্রহ্মাবাবা তো আমাদের ছেড়েই চলে গেছেন ! যতই হোক, তাঁকে এই রচনা তো রচিত করতেই হত । ক্রমোল্লভিকে ফাস্ট করার দায়িত্ব যে তাঁরই ছিল । তবে, তোমরা সবাই এভাররেডি হয়েছ ? শুধু একজনকে তো নয় ! তিনি সবাইকে তাঁর সাথে নিয়ে যাবেন নাকি বাবা একা যাবেন ? তোমাদের সবাই এভাররেডি হয়েছে ? তোমরা এভাররেডি হয়েছ নাকি এইরকম হচ্ছে ? বলো ! কমপক্ষে নয় লাখ একসাথে যাবে । তানাহলে, তোমরা কার ওপর শাসন করবে ? তোমরা নিজেদেরই শাসন করবে ? বাচ্চারা তোমাদের জন্য ব্রহ্মাবাবার শুভকামনা ছিল, এভাররেডি হও আর অন্যকেও এভাররেডি বানাও ।

আজ সূক্ষ্ম বতনে বিশিষ্ট সব আদি রত্ন এবং সেবার আদি রত্ন ইমার্জ হয়েছে । অ্যাডভান্স পার্টি বলছে যে তারা তৈরি আছে । তারা কিসের জন্য তৈরি হয়েছে ? তারা বলে এই প্রত্যক্ষতার কাড়া-নাকারা বাজিয়ে তারা সকলে প্রত্যক্ষ হয়ে নতুন সৃষ্টি রচনার নিমিত্ত হবে । নতুন দুনিয়ার রচয়িতাকে আমরা আহ্বান করছি । সবকিছু এখন তোমাদের উপর নির্ভর করছে । বাজাও কাড়া-নাকারা আর প্রচার করে দাও, তিনি এসেছেন, তিনি এসেছেন ! অনুরূপ কাড়া -নাকারা কিভাবে বাজায় তোমরা জানো ? তোমাদের সেগুলো বাজাতে হবে ! ব্রহ্মাবাবা এখন তোমাদের সেই ডেটের কথা জিজ্ঞাসা করছেন । তোমরা সকলেই বলে থাকো, ডেট না থাকলে কোনও কাজ হবেনা । সুতরাং, এর জন্য একটা ডেট স্থির করো । তোমরা কি ডেট স্থির করতে পারো ? বাবা তো তোমাদের

ডেট স্থির করতে বলছেন । আজই ডেট ঠিক করে নাও । তোমরা কনফারেন্সের জন্য ডেট ঠিক করেছিলে, তাহলে এখন এইজন্য কনফারেন্স করো । বিদেশীরা কি ভাবছে ? ডেট স্থির করা যাবে ? তোমরা ডেট ঠিক করবে ? হ্যাঁ অথবা না ! আচ্ছা - জানকী দাদীর পরামর্শ নিয়ে করো । আচ্ছা।

দেশ- বিদেশের চারিদিকের, বাপদাদার অতি ভালবাসার এবং সবকিছু থেকে পৃথক অথচ প্রিয় বাচ্চাদের বাপদাদা দেখছেন, সব বাচ্চারা লগন মে মগন অর্থাৎ ভালবাসায় বিভোর হয়ে তারা সম্পূর্ণরূপে প্রেমপূর্ণ স্থিতিতে বসে আছে । শুনছে আর মিলনোৎসবের দোলায় দুলছে । তারা দূরেও নয় আবার নয়ন সমুখেও নয় কিন্তু নয়নে ডুবে আছে । তাই এভাবে সমুখ মিলনের এবং অব্যক্ত রূপে ধ্যাননিবিষ্ট বাচ্চারা, যারা সদা তাদের ত্যাগ, তপস্যা আর সেবার প্রমাণ দিচ্ছে, সেই সুযোগ্য বাচ্চারা সদা একাগ্রতার শক্তি দ্বারা বিশ্বের পরিবর্তনকারী বিশ্ব পরিবর্তক বাচ্চা, সবসময় বাবা সমান তীব্র পুরুষার্থ দ্বারা উড়ন্ত ডাবল্ লাইট বাচ্চাদের বাপদাদার অনেক -অনেক -অনেক স্নেহ-স্মরণ আর নমস্কার ।

*বরদান:- নিজ-স্নেহের শীতল স্বরূপ দ্বারা ভয়ঙ্কর জ্বালা রূপের পরিবর্তনকারী স্নেহের প্রতিমূর্তি হও (ভব) *

স্নেহের রিটার্নে বরদাতা বাবা বাচ্চাদের এই বরদানই দেন যে, "সর্বদা প্রতি মুহূর্তে প্রত্যেক আত্মার সাথে, প্রতিটা পরিস্থিতিতে স্নেহের প্রতিমূর্তি ভব ।" কোনও সময় নিজের স্নেহশীল ভাব, স্নেহমাখা চেহারা, স্নেহপূর্ণ ব্যবহার, স্নেহমিশ্রিত সম্পর্ক -সম্বন্ধ ছেড়োনা বা ভুলোনা । যে কোনও ভয়ঙ্কর রূপ তা' ব্যক্তিরই হোক বা প্রকৃতির অথবা মায়ার, জ্বালারূপ ধারণ করে সামনে আসুক না কেন তাকে সর্বদা স্নেহের শীতলতার দ্বারা পরিবর্তন করে দাও । স্নেহের দৃষ্টি, বৃত্তি আর কৃতির দ্বারা স্নেহময় সৃষ্টি বানাতে হবে ।

স্লোগান:- কঠিন সমস্যাকে অতিক্রম করতে পারলে বলবান হওয়া যায়, অতএব কঠিন সমস্যাকে ভয় পেয়োনা ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা হলেন ভক্ত এবং বাচ্চাদের রক্ষক, ভক্ত বৎসল। পতিত থেকে পবিত্র বানিয়ে ঘরে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব বাবার, বাচ্চাদের নয়।"

প্রশ্ন:- প্রত্যেক কল্পে বাবার কর্তব্য কি? কোন চিন্তা কেবল বাবারই থাকে?

উত্তর:- বাবার কর্তব্য হল বাচ্চাদেরকে রাজযোগ শিখিয়ে পবিত্র বানানো, সবাইকে দুঃখ থেকে মুক্তি দেওয়া। কেবল বাবারই এই চিন্তা থাকে যে আমি গিয়ে আমার সন্তানদের সুখী বানাব।

গীত:- দর্পণে আপন মুখ দেখ্ হে প্রাণী...

ওম্ শান্তি। এটা কে বলছে ? বাবা বলছেন, যাঁকে সর্বোচ্চ কর্তা বলা হয়। বাবার মহিমা তো করে, বাবাকে মুক্তিদাতা, গাইড ইত্যাদিও বলে। তিনি সকলের সদগতি করেন, সকলের দুঃখ হরণ করেন এবং সুখ দান করেন। এটা বোঝে যে তিনি হলেন পরমধামের নিবাসী। কিন্তু অগুণতাবশতঃ সর্বব্যাপী বলে দিয়েছে। সকল ভক্ত হল সন্তান এবং ভগবান হলেন বাবা। এটা তো সমস্ত বাচ্চাদেরকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে আমাদের বাবাই হলেন দুঃখ হরণকারী এবং সুখ প্রদানকারী। ওঁনার নামে গায়ন আছে - তিনি হলেন ভক্ত বৎসল। এই নাম কোনো গুরু গোসাইকে দেওয়া যাবে না। ভক্ত এবং বাচ্চারা তো অনেক, তাদের ওপর এক বাবাই দয়া করেন। কেবল বাবা এসেই সমস্ত দুনিয়াকে সুখ-শান্তি দেন। এটা বোঝে যে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্যকে স্বর্গ বা বৈকুণ্ঠ বলা হয়। এখন তো কলিযুগ, তাই বাবার অনেক চিন্তা। লৌকিক বাবারও চিন্তা হয়। ইনি তো হলেন বেহদের বাবা। এটা জানা উচিত যে এক বাবাই সকল ভক্তের কল্যাণ করেন, তাঁরই এই চিন্তা থাকে যে গিয়ে বাচ্চাদের সুখী বানাব। যখন মানুষের জীবনে সমস্যা আসে তখন সবাই ঈশ্বরকে স্মরণ করে, ডাকতে থাকে - হে পরমপিতা পরমাত্মা রক্ষা কর। এখন তোমাদের সম্মুখে বাবা বসে আছেন। বাবা বলছেন আমি কি খেয়াল করিনি যে এখন সবাই পতিত হয়ে গেছে। আমি গিয়ে সবাইকে রাজযোগ শিখিয়ে পবিত্র বানাই। প্রত্যেক কল্পে এটাই আমার কর্তব্য। হয়তো এইসময় সবাই ডাকছে কিন্তু সেই ভালবাসা নেই। এখন তোমরা পুরো নাটকটা বুঝে গেছ। বাবা বলছেন আমি তোমাদের পবিত্র বানাতে এসেছি। অন্তত আমার কথা তো মেনে চল। সন্ন্যাসীরাও এই বিকারকে ত্যাগ করে। তারা হৃদের সন্ন্যাস করে। আমাদের হল বেহদের সন্ন্যাস অর্থাৎ সমগ্র পুরাতন দুনিয়ার থেকে সন্ন্যাস। বাবা কত ভালোভাবে বোঝান। প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমার এবং কুমারীরা এখন বাস্তবে আছে। বোর্ডও লাগানো আছে। কত সন্তান, সবাই বলে মাশ্বা-বাবা। মহাত্মা গান্ধীকেও জাতির জনক বলা হয়। তিনিও ভারতের পিতা ছিলেন। কিন্তু তাকে তো সমগ্র দুনিয়ার পিতা বলা যাবে না। সমগ্র দুনিয়ার পিতা তো একজনই, যিনি বলেন কাম হল মহাশত্রু, এর ওপর বিজয়ী হও। এতে কোনো সুখ নেই। পবিত্র দেবী-দেবতাদের সামনে গিয়ে মাথা নত করে কিন্তু কিছুই বোঝেনা। বাবা শুধু বলছেন বাচ্চারা, এই অস্তিম জন্ম পবিত্র থাকলে ২১ জন্মের জন্য তোমাদের আয়ু কল্পতরুর মত করে দেব। এটা খুবই সহজ, কিন্তু মায়া এমনই যে হারিয়ে দেয়। হয়তো ৪-৬ মাস পবিত্র থাকে তারপর আবার কোমর ভেঙে যায়। তোমরা জানো যে বাবা আগের কল্পের মতোই বোঝাচ্ছেন। কৌরব এবং পাণ্ডবদের ভাই-ভাই দেখানো হয়েছে, দূরের কোন গ্রাম বা দেশের নয়। পতিত পাবন বাবা এই অবিনাশী স্থান ভারতেই আসেন। এটা উনার জন্মভূমি। শিব জয়ন্তীও পালন করে। নিরাকার শিব পরমাত্মা জন্ম

নেন, তাঁর নাম হল শিব। কিন্তু তাঁর তো শরীর নেই। অন্যান্য সবার, এমনকি ব্রহ্মা বিষ্ণু শঙ্করেরও চিত্র আছে। একমাত্র ভগবানই হলেন উঁচুর থেকেও উঁচু, তিনি এর মধ্যে প্রবেশ করেন। কিন্তু এলেন কিভাবে? কখন এলেন? এটা কেউই জানেনা। শিব জয়ন্তী ভারতেই পালন করে। এখানেই সবথেকে বড় মন্দির আছে, সেখানেও লিঙ্গ রেখে দিয়েছে। তাহলে এটা বোঝা উচিত যে শিববাবা অবশ্যই আসেন। কিন্তু শরীর ছাড়া তো কিছুই হবেনা। আত্মা শরীর দ্বারা সুখ দুঃখ ভোগ করে। আত্মা বেরিয়ে গেলে আর কিছুই করতে পারেনা। শিববাবাও নিশ্চয়ই কিছু করেছিলেন। তিনি হলেন পতিত-পাবন কিন্তু কিভাবে এসে সবাইকে পবিত্র বানান সেটা কেউ জানেনা। বাবা এখন সাধারণ শরীরে প্রবেশ করে নিজের পার্ট বাজাচ্ছেন। এটা গায়নও করে যে ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা। তাহলে পতিত দুনিয়াতে ব্রহ্মা কোথা থেকে এল? পরমাত্মা নিজে বলছেন যে আমার তো শরীর নেই। আমি এর মধ্যে প্রবেশ করেছি। আমার নাম হল শিব। তুমি এসে আমার হয়েছো, তাই তোমাদেরও নাম বদল হয়। সন্ন্যাসীদের কাছে গিয়ে সন্ন্যাসী হলেও নাম বদল হয়। এখন বাবা সামনে উপস্থিত। যে ঈশ্বরকে তোমরা অর্ধেক কল্প ধরে স্মরণ করেছ তাকেই তোমরা চলতে চলতে ভুলে যাও। সন্ন্যাসীরা তো সুখকে মানেইনা, তারা সুখকে কাক-বিষ্ঠা সমান মনে করে। কিন্তু স্বর্গের নাম তো প্রসিদ্ধ। কেউ মারা গেলে বলে যে স্বর্গে চলে গেছে। নতুন দুনিয়াকে সুখধাম এবং পুরাতন দুনিয়াকে দুঃখধাম বলা হয়। বাবা এত করে বোঝাচ্ছেন, তাহলে কেন তাঁর কথা সম্পূর্ণ মেনে চলব না? বাবা এসেছেন সবাইকে মুক্তি-জীবনমুক্তি দেওয়ার জন্য। বাবার পার্ট হল সন্তানদের উত্তরাধিকার দেওয়া। কিভাবে নিরাকার বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার পাওয়া যায় সেটাও তোমারা জানো। ভগবান বলছেন তোমরা আমার পরিচয় কোথা থেকে পেয়েছ? আমি কি কৃষ্ণ নাকি ব্রহ্মা? না, আমি তো সকল আত্মাদের নিরাকার পিতা। এটা আর কেউ বলতে পারেনা। হয়তো নিজেকে শিবোহম বলে কিন্তু এটা বলতে পারবেনা যে আমিই সকল আত্মার পিতা। তারা নিজেকে গুরু বলে পরিচয় দেয়। সেখানে বাবাও মিলল না, শিক্ষকও মিলল না, একেবারে গুরু মিলে গেল। এখানে জ্ঞান হল যুক্তিপূর্ণ। এখানে আমিই তোমাদের বাবা, শিক্ষক এবং সদগুরু। তিনি কিভাবে সমগ্র পতিত দুনিয়াকে পবিত্র বানান এটা ভেবে আশ্চর্য হওয়া উচিত। বাবা, যিনি ২১ জন্মের জন্য উত্তরাধিকার দেন, প্রতি পদক্ষেপে তাঁর মত অনুসারে চল। মায়া খুবই শক্তিশালী। বাবা-বাবা বলতে থাকে, পড়তেও থাকে কিন্তু মায়ার বশে এসে বাবাকে ছেড়ে দেয়। এইজন্য বলা হয় সজাগ থাকো। সন্তান যদি বাবাকে ছেড়ে চলে যায় তাহলে বলে যে আমি তোমাকে এত লালন-পালন করলাম আর আমাকে ছেড়ে দিলে। এখানে তো অন্যদের সেবা করতে হবে, অন্যকে নিজের সমান বানাতে হবে। এতে আমাকে সাহায্য করা হয়না। বাবাকে ছেড়ে দিলে বদনাম করে দেয়। কত সমস্যা হয়। অবলাদের ওপর অনেক অত্যাচার হয়। জ্ঞান যজ্ঞতে বিঘ্ন পড়ে। মায়া কত তুফান নিয়ে আসে। ভক্তিমার্গে এইরকম হয়না।

বাবা বলছেন - হে বুদ্ধিমান সন্তান, তুমি আমার মত অনুসারে চল। নিজের হৃদয় রূপী দর্পণে দেখা উচিত যে আমি কোনো বিকর্ম তো করিনি। বাবার হয়ে গিয়ে কোনো ছোট কোনো বিকর্ম করলেও একশ গুণ দণ্ড পড়ে যায়। অনেক লোকসান করে দেয়। দেখতে হবে যে আমি আমার খাতাকে জমা করছি না কি করছি না। মায়ার ভূতকে তাড়িয়ে দিতে হবে। এইরকম অবস্থা হলে তবেই বাবার হৃদয়ে স্থান পাওয়া যাবে এবং রাজসিংহাসনেও বসা যাবে। তোমরা এটাও বুঝতে পার যে আমি কি পদ পাব। তোমরা শিববাবার মন্দির বানাও আর তোমাদের মহল কত সুন্দর আর উঁচু হয়। আমি তোমাদের বিশ্বের মালিক বানাই, তোমাদের কাছে অগাধ ধন-সম্পদ থাকবে। তারপর তোমরা আমার মন্দির বানাও। সমস্ত সম্পত্তি তো মন্দির বানানোর জন্য লাগাবেনা। এখন তোমরা

জানো যে আমরা বিশ্বের মালিক ছিলাম। ওখানে বিশ্ব-মহারাজকে ধন দাতা বলা হবে। তিনি ভক্তি মার্গে কত বড় মন্দির বানিয়েছেন। তোমরাও বানিয়ে থাকো। ওখানে দ্বাপরযুগে সকল রাজাদের কাছেই মন্দির থাকে। সবার প্রথমে শিবের মন্দির তৈরি করে, তারপর দেবতাদের মন্দির বানায়। এখন বাবা তোমাদেরকে কত সত্য কথা শোনাচ্ছেন। এই পড়ার দ্বারা তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের অনেক খুশি হওয়া উচিত। তোমরা জানো যে পুরুষার্থ করে আমরা এইরকম হব, তাহলে কেন না শ্রীমৎ অনুসারে চলব। তোমরা ভুলে যাও কেন, এটা তো গল্পের মত। বাড়িতে মিত্র সম্বন্ধীরা এলে গল্প শোনায়। বাবাও তোমাদেরকে সমগ্র সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তের গল্প শোনান। তোমরা ৫ হাজার বছর আগে বিশ্বের মালিক ছিলে। বাবা প্রতিদিন গল্প শোনান। তোমরা তাঁর সন্তান হয়ে যাও, নিজেকে রাজ্য ভাগ্য নেওয়ার যোগ্য বানাও। এটা হল সত্য নারায়ণের কাহিনী। এই কাহিনী তোমাদেরকে বাবা শোনান, তারপর অন্যদেরকেও শোনাতে হবে অমর বানানোর জন্য। তারপর ভক্তি মার্গে তোমরা কথা শোনাবে। সত্য আর ত্রেতাযুগে তোমরা এই জ্ঞান ভুলে যাবে। বাবা কত সাধারণ ভাবে থাকেন, বলেন যে আমি তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের সেবানায়ী। তোমরা যখন দুঃখী হয়ে যাও তখন আমাকে ডাকো, বলা যে আমাদেরকে এসে বিশ্বের মালিক বানাও। পতিতদেরকে পবিত্র বানাও। মানুষ কিছুই বোঝেনা। তোমরা বোঝো যে বাবা আমাদেরকে পতিত থেকে পবিত্র বানাচ্ছেন। তাই বাবাকে ভুলে যাওয়া উচিত নয়। তোমাদেরকে অনেক সেবা করতে হবে। বাবাকে স্মরণ করে ঘরে ফিরতে হবে। আচ্ছা -

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১) রোজ নিজের হৃদয় রূপী দর্পণে দেখতে হবে যে কোনো বিকর্ম করে আমি নিজের অথবা অন্যের ঋতি তো করিনি। বুদ্ধিমান হয়ে বাবার মত অনুসারে চলতে হবে, সমস্ত ভূতকে তাড়িয়ে দিতে হবে।

২) বাবা যে সত্য কথা শোনাচ্ছেন সেটা নিজে শুনে অন্যকেও শোনাতে হবে।

বরদান:- "আমি এবং আমার বাবা" এই বিধির দ্বারা জীবন মুক্ত অবস্থার অনুভব করে সহজযোগী হও।

ব্রাহ্মণ হওয়া অর্থাৎ দেহ, সম্বন্ধ এবং সুযোগ-সুবিধার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া। দেহের সম্বন্ধীদের দেহের সাথে সম্বন্ধ নেই কিন্তু আত্মিক সম্বন্ধ আছে। যদি কেউ কারোর বশে চলে যায় অর্থাৎ পরবশ হয়ে যায় তাহলে বন্ধন থাকে। কিন্তু ব্রাহ্মণ অর্থাৎ জীবনমুক্ত। যতক্ষণ কর্মেন্দ্রিয়ের আধার আছে ততক্ষণ কর্ম তো করতেই হবে কিন্তু সেটা কর্ম বন্ধন নয়, কর্ম সম্বন্ধ। যে এইরকম মুক্ত সেই সফলতামূর্ত। এর জন্য সহজ উপায় হল - "আমি এবং আমার বাবা"। এই স্মৃতিই সহজযোগী, সফলতামূর্ত এবং বন্ধনমুক্ত বানিয়ে দেয়।

স্লোগান:- আমি এবং আমার বাবার খাদকে সমাপ্ত করা অর্থাৎ খাঁটি সোনা হওয়া।

"মিষ্টি বাচ্চারা - যে খুশি তোমরা নিজেরা লাভ করেছ তা' সবাইকে দাও, সুখ-শান্তি বিতরণের ফেরি করো"

প্রশ্নঃ - বেহদের ড্রামার প্রতিটা সিন তোমরা বাচ্চারা ভালোবাস - কেন ?

উত্তরঃ - কারণ ক্রিয়েটর নিজে এই ড্রামা ভালবাসেন । তাই ক্রিয়েটর যখন ভালবাসেন, তখন তোমরা বাচ্চারাও নিশ্চয়ই এটা ভালবাসবে । তোমরা কোনও বিষয়ে বিপর্যস্ত হতে পারনা । তোমরা জানো, সুখ-দুঃখের একটা খুব সুন্দর নাটক রচিত হয়েছে যার মধ্যে জয় পরাজয়ের খেলা অবিরত চলতে থাকে । তোমরা এটাকে খারাপ বলতে পার না । দিনও ভালো রাত্রিও ভালো । এই ড্রামায় যে যেমন পার্ট পেয়েছে তা' অনেক খুশির সাথে পালন করলে তারা অনেক আনন্দে থাকে । এই বেহদ নাটকের নলেজ যারা স্মরণ করতে থাকে তারা সর্বদা উৎফুল্ল থাকে । তাদের বুদ্ধি ভরপুর থাকে ।

গীতঃ- আমাদের তীর্থ হল অনুপম ...

ওম্ শান্তি । বাস্তবে স্কুলে কোনও গান গাওয়া হয়না । এটা তো পাঠশালা, তবে তোমরা কেন গান গাও এখানে ? এই গান সত্যযুগে গাওয়া হয় না । আমরা এখন সঙ্গমযুগে বসে আছি । এই কারণে ভক্তি এবং গানের ভাব নিয়ে আমরা, তারা যে অর্থ করেছে, তা' বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দিই মানুষ তাদের অর্থ বুঝতে পারেনা । *আমরা এখন না এখানে, না ওখানে ; আমরা এর দুইয়ের মাঝে বসে আছি । সেইজন্যে তাদের থেকে আমরা সামান্য আধার নিই* । বাচ্চারা তোমাদের জ্ঞান আর ভক্তির রহস্য বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে । ভবিষ্যতের জন্য তোমরা এখন জ্ঞান শুনছ । এমন কোনও মানুষ নেই যে পুরুষার্থ করে ভবিষ্যতের জন্য প্রারন্ধ বানাতে পারে । ভবিষ্যৎ নতুন দুনিয়ার জন্য তোমরা পুরুষার্থ করছ । মানুষ পরের জন্মের জন্য দান, পুণ্যাদি করে । ওটা হলো ভক্তি, এটা জ্ঞান । কেউ কেউ এমনও বলে জ্ঞান, ভক্তি আর বৈরাগ্য । সন্ন্যাসীদের হৃদের বৈরাগ্য যেখানে তোমাদের বৈরাগ্য বেহদের । ওরা তোমাদের ঘর-পরিবারের প্রতি অনাসক্ত করে কিন্তু দুনিয়ার প্রতি নয় । কারণ তারা কল্পের সময়কাল অনেক বড় করে দিয়েছে, এমনকি তারা জানেনা যে এখন তমঃপ্রধান জরাজীর্ণ দুনিয়া যার বিনাশ অবশ্যজ্ঞাবী । বাবা এখন এখানে বসে তোমাদের বোঝাচ্ছেন এবং তোমাদের বুদ্ধিও বলছে, এটা একদম ঠিক । সুতরাং, পবিত্রতাই এখানে মুখ্য যার জন্য তারা তাদের ঘর-পরিবার ছেড়ে চলে যায় । তোমরা পুরানো দুনিয়ার সবকিছু বুদ্ধি থেকে সরিয়ে দাও । পবিত্র দুনিয়ায় যাওয়ার জন্য তোমরা পবিত্র হও । তোমাদের যাত্রা বুদ্ধির । কর্মেন্দ্রিয়ের সাথে তোমাদের কোথাও যেতে হবেনা । তোমাদের দেহের কোনো কিছুই এতে প্রয়োজন হয়না । আমরা এখন রুহানী বাবার কাছে যাচ্ছি । শারীরিক যাত্রা অনেক হয় । কোনো সময় এক জায়গায় তো কোনো সময় আরেক জায়গায় । তোমাদের বুদ্ধি একমাত্র এক জায়গাতে । এটাকে তোমরা বিশুদ্ধ ভক্তি অর্থাৎ অব্যভিচারী ভক্তি বলতে পারো । তোমরা কেবলমাত্র একের স্মরণ করো । তাদের সকলের ভক্তি ব্যভিচারী; তারা অন্য অনেককে স্মরণ করে । তোমাদের অব্যভিচারী রুহানী যাত্রা যার মাধ্যমে তোমরা নিজের ঘরে পৌঁছে যাও । তারা নির্বাণধামকে নিজের ঘর বলে মনে করেনা । তারা বলে, অমুক অমুকে ইহলোক পার করে নির্বাণধামে চলে গেছে । তোমরা জানো, আমরা আস্তার সোফানে বাবার সাথে থাকি । বাবা এখন এসেছেন আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে । তারা ভাবে, তারা সকলেই

ঈশ্বরের রূপ । তারা বহু শাস্ত্রাদি পড়েছে । এখানে তোমাদের সেইসব কিছুই শেখানো হয়না । এমনকি তোমাদের সেই সব কর্মকাণ্ডের সন্ধ্যাস করানো হয় । সেই সমস্ত কিছু ভক্তির কর্মকাণ্ড । ঈশ্বরের গতি এবং মত্ (সৃষ্টি নাটকের রহস্য) অনুপম অর্থাৎ সবকিছু থেকে আলাদা অথচ সর্বোৎকৃষ্ট । সর্বাগ্রে তোমাদের অলফ সম্বন্ধে শেখানো হয় । বাবা নিজেই দালাল হয়ে আসেন । তারা এটা গায়ও কিন্তু বুঝতে পারেনা । তোমরা ভক্তি অপছন্দ করোনা । তোমাদের কোনোকিছুর প্রতি ঘৃণা থাকেনা, কেননা তোমরা জানো এই ড্রামার সবকিছু পূর্ব নির্ধারিত । হ্যাঁ, নিশ্চয়ই এটা তোমাদের বোঝানো হয়েছে যে এই পুরানো নোংরা দুনিয়া ছেড়ে তোমাদের ঘরে ফিরে যেতে হবে । যখন তোমরা ভক্তি মার্গে ছিলে তোমাদের ভক্তির প্রতিই ভালবাসা ছিল । তোমরা গান ইত্যাদি শুনে নিজেরা আনন্দে ছিলে । এখন তোমরা বুঝতে পারছ যে সেইসব কাজের কিছু নয় । গান শোনায় কোনও ভুল নেই কিন্তু তোমরা জানো যে এটাও ভক্তির অ্যাক্ট । আমাদের বুদ্ধিমোহ এখন সেইসব থেকে ছিন্ন হয়ে জ্ঞানের সাথে যুক্ত হয়েছে । তোমরা জ্ঞান এবং ভক্তি উভয়ই জানো । মানুষ যতক্ষণ না জ্ঞান লাভ করছে ভক্তির প্রতি তারা আস্থাভাজন থাকে । আমরা জন্ম জন্মান্তর ধরে ভক্তি করে এসেছি । ভক্তির প্রতি আমাদের ভালোবাসা বেড়ে গেছে । এখন এটা আমাদের বুদ্ধিতে আছে যে সুখ-দুঃখ, জয়-পরাজয়ের এই খেলা পূর্ব পরিকল্পিত । সুতরাং তাদের ওপর আমাদের করুণা হয় । তারাও কেন না রচনা এবং রচয়িতার জ্ঞান লাভ করে বাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হোক ! তোমরা যে খুশি পেয়েছ তা অন্যকেও দেওয়া উচিত । যখন সিন্ধি ব্যবসায়ীরা দেখে কোনো বিশেষ একটা দেশে খুব ভালো বিজনেস হতে পারে, তারা তাদের বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়স্বজনদের এই সম্বন্ধে বলে, অমুক অমুক জায়গায় যাও; তোমরা খুব ভালো উপার্জন করতে পারবে । তোমরা জানো এই রাবণ রাজ্যে দুঃখ ছাড়া আর কিছুই নেই । মানুষ জানেনা এই জ্ঞান আসলে কি ! এমনকি সাধু-সন্তরাও জানেনা যে তোমরা এই জ্ঞানের মাধ্যমে স্বরাজ্য অধিকার লাভ করো । তারা জিজ্ঞাসা করে এই জ্ঞান দ্বারা তোমাদের কি প্রাপ্তি হয় ? তখন এইরকম লেখা হয়ে থাকে, তোমরা সুখ এবং শান্তি উভয়ই লাভ করতে পারো, তাও অবিনাশী । যখন কেউ সুখ শান্তির ফেরি একটা প্রমাণ উচ্চতায় তুলে ধরে, সে তাতেই নিজেকে নিয়োজিত রাখে । হ্যাঁ, কিছু সময়ের জন্য তোমাদের শারীরিক সার্ভিসও করতে হবে । সতসঙ্গের সময়ও সকালে এবং বিকালে হয় । মাতাদের ঘরের দেখাশোনা করার বন্ধন থাকে, সেইজন্য দিনের বেলায় একটা বিশেষ সময় রাখা হয়েছে । সকালের সময় সবচাইতে ভালো কারণ মন তখন একদম ফ্রেশ থাকে । যা কিছু তোমরা শুনছ তা ধারণ করে পরিপাক করো অর্থাৎ মান্য করো । দুনিয়ায় এই কথা কেউ জানেনা নিরাকার পরমাত্মা তোমাদের পড়াতে আসেন । ভগবানুবাচঃ "আমি তোমাদের রাজযোগ শিখিয়ে মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত করি ।" এই যোগ অতি প্রসিদ্ধ । মানুষ পরহিত কল্যাণে বিনাশী ধনের দান পুণ্য করে যাতে তারা রাজকীয় পরিবারে জন্ম নিতে পারে । এখানে তোমরা ২১ জন্মের উত্তরাধিকার লাভ করছ । সবকিছু দান করে পরিবর্তে তোমরা ২১ জন্মের জন্য লাভ করো । সেই সময়ে কোনও পদপ্রাপ্তির জন্য তোমাদের মেহনত করতে হয়না । পদ ফিক্স হয়ে যায় । তোমরা এখন বাবার থেকে তোমাদের রাজ্যাধিকার লাভ করছ । এই কারণে বাবা বলেন, ভালোভাবে পড়াশোনা করে জন্মের পর জন্ম রাজা হও । প্রথম জন্মে তোমরা উঁচু পদপ্রাপ্ত হবে । এমনকি কিছু কিছু প্রজাও উঁচু পদ লাভ করে । রাজস্বে দাসদাসী ইত্যাদিও প্রয়োজন হয় । তোমরা যত বেশী পড়াশোনা করে মহাদানী হবে ততই উঁচু পদপ্রাপ্ত হবে । বাবাও মহাদানী । তিনি সকলকে ধনবান বানিয়ে দেন । তিনি সবাইকে সুখ শান্তির বরসা দেন । একদম প্রথমে তোমরা সুখে যাও, ক্রিস্টিয়ানদের জন্যও বলা হয়, জঙ্গলে থাকত, পত্র পরিধান করত, বিকারের দৃষ্টিও ছিলনা । সেখানে সবাই সুখে ছিল কারণ প্রথম সময়কাল ছিল সতঃপ্রধান এবং পরে তারা সত্য, রাজ্য, তমো অবস্থার

মধ্য দিয়ে যায় । তাদের পাট তাদের নিজেদের, আমাদের পাট আমাদের নিজেদের । যারা এই ধর্মের তাদেরই স্যাপ্লিং লাগানো হতো । তোমরা যখন সম্পূর্ণ হয়ে যাবে, ততক্ষণাত্ তোমরা জেনে যাবে তারা তোমাদের ধর্মের কিনা ! তোমরা বাচ্চারা প্রত্যেককে বোঝাও যে, বাবা নতুন দুনিয়া রচনা করেন আর ভারত একা স্বর্গের সুখ সম্পত্তির বরসা লাভ করে, পরে সেই সমস্ত কিছুই তারা খুইয়ে ফেলে । ড্রামা অনুসারে উত্তরাধিকার নিতেও হবে আর নিয়ে হারাতেও হবে । এই চক্র সবসময় ঘুরছে । আমরা স্বর্গরাজ্যের সব সুখ-সম্পদ হারিয়ে এখন আবারও সেই বরসা লাভ করছি । লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য সম্পর্কে কেউ কিছু জানেনা । এই কারণে বলা হয়, কখন কিভাবে লক্ষ্মী নারায়ণ তাঁদের রাজ্যপাট লাভ করেছিলেন ? তারা শুরুতে কৃষকে দেখায় এবং লক্ষ্মী নারায়ণকে উধাও করে দেয় , আমরা সেখানে লক্ষ্মী নারায়ণকে সামনে রেখে কৃষকে অদৃশ্য করে রাখি । লক্ষ্মী নারায়ণ সত্যযুগের । তোমরা বলতে পারনা, নারায়ণ উবাচঃ । বাবা বলেন, আমি সঙ্গম যুগে আসি । লক্ষ্মী নারায়ণ নিশ্চয়ই পূর্ব জন্মে, সঙ্গমে তাঁদের রাজ্য অধিকার লাভ করেছিলেন । লক্ষ্মী নারায়ণ পুরো ৮৪ জন্ম নিয়েছেন, এখন তাঁদের অন্তিম জন্ম । একজন তো নিশ্চয়ই কেউ আছেন যিনি লক্ষ্মী নারায়ণকে রাজ্যপাট সঁপেছিলেন ! সুতরাং, ভগবানই তাঁদের রাজত্ব দিয়েছেন । এই সময় তোমরা সম্পূর্ণ বেগার হয়েছ, এরপরই তোমরা রাজকুমার হয়ে যাও । রাজকুমার অবশ্যই রাজা মহারাজার কাছে জন্ম নেয় । এখনও এমন অনেক ভালো রাজা আছেন যাঁরা তাঁদের প্রজাদের প্রতি স্নেহবৎসল । তোমরা জানো, আমরা এখন রাজযোগ শিখছি যার মাধ্যমে আমরা ভবিষ্যতের রাজ্যভাগ্য লাভ করি । আমাদের এই আশ্বা আছে - কেননা এই ড্রামা চিরন্তন, জয় পরাজয়ের খেলা । যা কিছু হচ্ছে তা ঠিক । ক্রিয়েটর কি এই ড্রামা পছন্দ করবেন না ! তিনি নিশ্চয়ই এই ড্রামা ভালোবাসবেন । তাহলে ক্রিয়েটরের সন্তানরাও এই ড্রামা নিশ্চয়ই ভালবাসবে । আমরা কাউকে ঘৃণা করতে পারিনা । তোমরা জেনেছ ভক্তি ড্রামারই একটা পাট । সমগ্র ড্রামা(সৃষ্টি রূপী নাটক) ভালো । তোমরা কেন বলবে ড্রামা খারাপ ? ড্রামার রহস্য আমাদের বুদ্ধিতে আছে যা আমরা তোমাদের বোঝাই । এখন ভক্তির পাট সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে । এখন পুরুষার্থ করে বাবার থেকে বিশ্ব রাজত্বের বর্সা ব অধিকার নিতে হবে । বাবা বলেন, এইসব আসুরিক সম্প্রদায়ের ঘৃণার কোনও প্রশ্নই নেই । এই নাটক ঈশ্বরীয় সম্প্রদায়ের আর আসুরিক সম্প্রদায়ের । তারা নিজেদের অসুখী মনে করেনা । তারা ভক্তি করেই চলে, ভাবে ভগবান একদিন এসে তাদের ভক্তির ফল দেবেন, ঘরে বসে বসেই তারা কোনও না কোনও রূপে ভগবানকে খুঁজে পাবে । সন্ন্যাসীরা ভাবে তারা নিজে থেকেই নির্বাণধাম চলে যাবে । তাদের নিজেদের পুরুষার্থ দ্বারা তারা তত্ত্বের সাথে যোগযুক্ত হয় আর এটাই বিশ্বাস করে যে, তারা এর মধ্যেই লীন হয়ে যাবে । দুনিয়ায় বিভিন্ন মত আছে । বাবা এসে সেই সমস্তকে এক মতে প্রতিষ্ঠা করেন । তিনি বুঝিয়ে দেন ড্রামা অনন্তকালের জন্য রচিত হয়েছে, খুব সুন্দর নাটক তৈরি হয়েছে । সুখ দুঃখের পাট ড্রামায় নির্ধারিত হয়ে আছে যা দেখে খুব আনন্দ হয় । বেহদের এই খেলা খুব ফাইন তৈরি হয়েছে । তাই তো সকলের খুশি হওয়া উচিত । দিনও ভালো রাত্রিও ভালো । একটা নাটকই তো ! তোমরা জানো রাত্রি শেষ হয়ে এসেছে, আমাদের দিনের আলোয় যেতে হবে, নিতে হবে উঁচু পদের প্রাপ্তি ! তোমরা মুহ্যমান কিভাবে হতে পারো ? ড্রামাতে যে পাট পেয়েছ শুধু সেটাই প্লে করতে হবে । খুব ভালো এই ড্রামা । তোমরা বলতে পারনা এটা খারাপ । এই নাটক কখনও শেষ হয়না । এটা ফার্স্টক্লাস একটা নাটক । এটাকে জেনে তোমাদের বুদ্ধি ভরপুর হয়েছে । বাবা যেমন নলেজফুল, বাচ্চারাও নলেজফুল । তোমরা এখন সবকিছু জেনেছ, তোমাদের কত সময় সুখ আর কত সময় দুঃখ পেতে হবে, আর সেই কারণেই তোমরা বলো, হে প্রভু ! তোমার লীলা চমৎকার । ঈশ্বরের রচনা যখন, তখন অবশ্যই ভালো হবে । তাকে খারাপ কে বলবে ! ড্রামায় যে

যেমন পাট পেয়েছে তা পালন করতেই হবে। এই খেলা কখনও শেষ হয়না, ড্রামার সব দৃশ্যকে জানাতেই তো আনন্দ। ভক্তিমার্গে কেউ জানেনা সত্যযুগী রাজ্যপাটের কথা। সত্যযুগী রাজ্যে ভক্তি সম্বন্ধে অবগত থাকেনা। ভক্তিমার্গে তারা কত সুন্দর গান গায়, হে প্রভু, বিচিত্র তোমার অলৌকিক লীলা! একমাত্র বাচ্চারা তোমরাই এটা বুঝতে পারো। এই ঈশ্বরীয় খেলা আর কেউ জানেনা। সত্যিই আমরা কত বিশাল উত্তরাধিকার লাভ করি। সারাদিন এই ভাবনা থাকা উচিত কত ওয়ান্ডারফুল এই খেলা! এর ব্যাখ্যাও কত ওয়ান্ডারফুল। বাবার লীলা কত সুন্দর! তোমরা বেহদের এই নাটক জানো, তোমাদের যে পদ প্রাপ্ত হয় তাতেও তোমরা আনন্দিত হও। মানুষ শুধুমাত্র একটা নাটক দেখেই খুশি হয়। সেখানে নাটক বিভিন্ন ধরনের হয়, আর এখানে এই নাটক একটাই হয়। এই নাটকের মুখ্যসার জেনে আমরা বিশ্বের মালিক হই। কতখানি ওয়ান্ডারফুল! তোমরা এটা জানতে পেরেছ বাবার থেকে। এইসব জিনিস মন্বন করতে হয়। গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে দুই তিন ঘন্টা বার করে তোমাদের পরিবারের সাথে ওই নাটক দেখ। তোমরা কি সেই বিষয়ে কাউকে জিজ্ঞাসা করো? এটা সহজেই তোমাদের বুদ্ধিতে বসে যায়। একইভাবে এটাও বেহদের একটা নাটক মাত্র। কেন তোমরা তা ভুলে যাও? এই চক্রের স্মৃতি তো একদম সহজ, অন্য কেউ এটা জানেনা। তোমরা বুদ্ধির দ্বারা জানো আর দিব্য দৃষ্টি দ্বারা দেখ। তোমরা যত অগ্রসর হবে, তোমরা আরও অনেক সিন সিনারিও (দৃশ্যাবলি) দেখবে। আচ্ছা -

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর গুড মর্নিং! রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১) বাবা সমান মহাদানী হতে হবে। সবাইকে সুখ শান্তির বর্ষা দিতে হবে। জ্ঞান ধারণ করে পরিপাক (নিজে ধারণ করে অন্যকেও করাতে হবে) করতে হবে।

২) বেহদ নাটক দেখে সর্বদা হর্ষিত থাকা উচিত। প্রভু লীলা আর এই ড্রামা কত বিচিত্র - একে স্মরণ করে খুশিতে থাকতে হবে।

*বরদান:- স্নেহের শক্তি দ্বারা মেহনত থেকে মুক্ত হয়ে পরমাত্ম স্নেহী ভব

স্নেহের শক্তি মেহনতকে সহজ করে দেয়, যেখানে ভালবাসা থাকে সেখানে মেহনত লাগেনা। মেহনত মনোরঞ্জন হয়ে যায়। ভিন্ন ভিন্ন বন্ধনে বাঁধা আত্মারা মেহনত করে কিন্তু পরমাত্ম স্নেহশীল আত্মারা সহজেই মেহনত থেকে মুক্ত হয়ে যায়। এই স্নেহের বরদান সর্বদা স্মৃতিতে থাকলে যত বড় পরিস্থিতিই আসুক না কেন ভালবেসে, স্নেহে পরিস্থিতিরূপী পাহাড়ও পরিবর্তিত হয়ে হালকা হয়ে যায়।

স্লোগান:-সদা নির্বিল্প থেকে অন্যকে নির্বিল্প বানাতে হবে - এটাই হল যথার্থ সেবা।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- বাবার স্মরণে থাকা -- এ হল খুবই মিষ্টি প্রসাদ, যা তোমরা অন্যের মধ্যেও ভাগ করে বা বিলিয়ে দিতে থাকো, অর্থাৎ আল্লা এবং তাঁর বাদশাহীর পরিচয় সকলকে দিতে থাকো ।"

প্রশ্ন :- "বাবার স্থায়ী স্মরণ" - এর সহজ বিধি কি ?

উত্তর :- যদি বাবার স্থায়ী স্মরণে থাকতে হয় তাহলে দেহের সঙ্গে সঙ্গে দেহের সমস্ত সম্বন্ধকে ভুলে যাও । চলতে-ফিরতে বা উঠতে বসতে বাবার স্মরণে থাকার অভ্যাস করো । যদি যোগে বসে তোমাদের কোনো লাল বাতির কথাও মনে আসে তাহলেও তোমাদের যোগ ভঙ্গ হবে । স্থায়ী স্মরণে থাকতেই পারবে না । যদি কেউ বলে, বিশেষ কোনো একজন বসেই যোগ করাবে তাহলেও তার যোগ লাগবে না ।

গীত :- হে রাতের পথিক, ভয় পেয়ো না , ভোর হতে খুব বেশী দেরী নেই

*ওম শান্তি । এখন এ হল যোগের কথা। কেননা এখন হল রাতের সময় । কলিযুগকে রাত বলা হয় আর সত্যযুগকে বলা হয় দিন । তোমরা এখন কলিযুগরূপী রাতকে ভুলে সত্যযুগী দিনের দিকে যাচ্ছ। তাই তোমরা রাতকে ভুলে দিনকে স্মরণ করো । নরক থেকে তোমাদের বুদ্ধিকে সরিয়ে নিতে হবে । তোমাদের বুদ্ধি বলে এ হল নরক, অন্য কারোর বুদ্ধি এই কথা বলে না । এই বুদ্ধি থাকে আত্মার মধ্যে । আত্মা এখন এই কথা জেনে গেছে যে বাবা এসেছেন আমাদের রাত থেকে দিনের আলোয় নিয়ে যেতে । বাবা বলেন যে হে আত্মারা তোমাদের স্বর্গে যেতে হবে । কিন্তু তার জন্য প্রথমে শান্তিধামে গিয়ে তারপর স্বর্গে আসতে হবে । যেহেতু তোমরা যোগী তাই প্রথমে তোমরা নিজের ঘরে যাবে তারপর রাজধানীতে যাবে । এখন মৃত্যুলোক অর্থাৎ রাত সম্পূর্ণ হওয়ার সময় হয়েছে । এখন দিনের আলোয় যেতে হবে, তাকেই ঈশ্বরীয় যোগ বলা হয় । নিরাকার ঈশ্বর আমাদের যোগ শেখান অথবা আমাদের আত্মাদের বাগদান করান । এ হলো রুহানী যোগ আর দুনিয়ার মানুষের হল দেহের যোগ । বাচ্চারা তোমাদের কিন্তু এক জায়গায় বসে যোগ করার কোনো প্রয়োজন নেই । দুনিয়ার মানুষ তো নিজেরা যেভাবে বসে অন্যদেরও সেভাবেই বসিয়ে যোগ শেখায় । এখানে কিন্তু তোমাদের বসার অভ্যাস শেখানো হয় না । হ্যাঁ, কোনো সভায় গেলে তোমাদের বিশেষ ভাবে বসার কথা বলা হয় । বাকি যোগে যেমন ভাবে চাও বসতে পারো। চলতে, ফিরতে এমনকি শুয়েও যোগ করতে পারো । যারা শিল্পী তারা যোগে থেকেই চিত্র বানাতে পারে । শিববাবা যাঁর সঙ্গে তারা যোগ লাগায় তাঁরই চিত্র বানায় । তারা জানে যে ইনি আমাদের নিরাকারী বাবা যিনি পরমধামে থাকেন । আমরাও হলাম সেখানকার অধিবাসী । আমরা আত্মাদের সেখানেই ফিরে যেতে হবে, চলতে ফিরতে এই কথাই আমাদের বুদ্ধিতে থাকা উচিত । এমন নয় যে আমাকে তপস্যায় বসাও, যোগ করাও -- এমন বলাটাও ভুল । মোটা বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষই এমন বলবে থাকে । বাচ্চারা কি তাদের লৌকিক বাবাকে বসে স্মরণ করে কখনো ? সবসময়ই তারা "বাবা বাবা" করতেই থাকে, কখনোই ভোলে না । ছোটো ছোটো বাচ্চারা আরো বেশী করে মনে করে । তাদের মুখে বাবা নাম লেগেই থাকে । এখানে তোমরা পারলৌকিক বাবাকে কি করে ভুলে যাও ? বাবার সঙ্গে বুদ্ধির যোগ কি করে কেটে যায় ? তোমাদের মুখে কেবল বাবা-বাবা বলতে হবে না । আত্মারা জানে বাবাকেই স্মরণ করতে হবে ।

কেবল যদি বসেই যোগ করার অভ্যাস করো তাহলে যোগ সিদ্ধ হবে না । এই ঈশ্বরীয় যোগ কেবলমাত্র ঈশ্বরই তোমাদের শেখাচ্ছেন । তোমরা তো বাবাকে যোগেশ্বর বলে থাকো । তোমাদের তো ঈশ্বরই যোগ শিখিয়েছেন যে আমিই তোমাদের বাবা, আমাকেই তোমরা স্মরণ করো । এমন নয় যে যখন তোমাদের দিদি তোমাদের যোগে বসাবেন তখনই তোমাদের আনন্দ হবে । যে এমন ভাবে তার যোগ কখনোই স্থায়ী হবে না । ভাবো, কখনো যদি হার্টফেলের সমস্যা হয় তখন কি কেউ যোগে বসাবে ? এ তো বুদ্ধি দিয়ে বাবাকে স্মরণ করতে হবে । মানুষ যে যোগ শেখায় তা ভুল । এই দুনিয়াতে এখন কোনো যোগী নেই । এমনিতে তোমরা যদি কাউকে স্মরণ করো তাও একধরনের যোগ । কারো আম ভালো লাগে তাহলে তার সাথে যোগ লাগে, আবার লালবাতি যদি ভালো লাগে বা স্মরণে আসে তাহলে তার সাথে যোগ হল । কিন্তু এখানে তো দেহের সঙ্গে সঙ্গে দেহের যতো সম্বন্ধ আছে সকলকে ভুলে এক শিববাবার সাথে যোগ লাগাও তাহলেই তোমাদের কল্যাণ হবে এবং তোমরা বিকর্মজীত হতে পারবে । বাবা এসেই তোমাদের সঙ্গতির রাস্তা বলেন । বাবা ছাড়া আর কেউই তোমাদের সঙ্গতি দিতে পারবে না । বাকি সবাই তোমাদের দুর্গতির পথে পৌঁছে দেবার মতদাতা -- মনুষ্য মত । নিরাকার বাবা এসেই আমাদের সঙ্গতি দেন তারপর অর্ধেক কল্প আমরা সঙ্গতিতেই থাকি । সেই সময় আমরা ভগবানের সাথে মিলনের জন্য বা মুক্তি-জীবনমুক্তি পাওয়ার জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াই না । যখন আবার রাবণ রাজ্য শুরু হয় তখনই আমরা দ্বারে দ্বারে ঘুরতে শুরু করি কারণ আমরা তখন নামতে থাকি । ভক্তিও তো তখন শুরু হতে হবে । তোমরা জানো যে এখন আমরা এই শরীর ছেড়ে শিবালয়ে যাবো । সত্যযুগ হল বেহদের শিবালয় । এখন হল বেশ্যালয় তুল্য । এই কথাও স্মরণ করতে হবে । শিববাবাকে যদি স্মরণ না করে তবে সে যোগী নয় , ভোগী হয়ে যাবে । তোমরা যদি কাউকে এই কথা শোনার জন্য বলো তাহলে তারা মাত্র দুটো কথা শুনবে । *এখন এই দুটো কথাই খুব মূল্যবান । "মনমনাভব" আর "মধ্যাজীভব" । আমাকে স্মরণ করো আর আমার বর্ষা বা সম্পত্তিকে স্মরণ করো । এই দুটি কথা থেকেই মুক্তি আর জীবনমুক্তি পাওয়া যায়* । বাবা বলেন যে আমাকে স্মরণ করলে নিরোগী হবে আর চক্রকে স্মরণ করলে ধনবান হতে পারবে । এই দুটি কথা থেকেই তোমরা সবসময়ের জন্য সুস্থ আর চিরদিনের জন্য সম্পত্তিবান হতে পারো । যদি সঠিক কথা হয় তাহলে সেই কথায় তোমাদের চলা উচিত নাহলে ভাববে এরা মোটা বুদ্ধির । আল্লা এবং বাদশাহী -- এই হল দুটি কথা । অল্ফ হল আল্লা আর বে হল তার রচনা বা বাদশাহী । তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ বাদশাহী বা রাজস্ব পায় আবার কেউ কেউ প্রজার জীবন পায় । বাচ্চারা তোমাদের পোতামেল রাখতে হবে যে সারাদিনে কতটা সময় বাবা আর তাঁর বর্ষা বা সম্পত্তিকে স্মরণ করেছে । এই শ্রীমত বাবা-ই তোমাদের দিয়ে থাকেন । আল্লাদের বাবা-ই শেখান । মানুষ টাকার জন্য কত মাথা খুঁটে মরে । এই অর্থ তো ব্রহ্মা বাবার কাছেও অনেক ছিল । যখন দেখলেন যে আল্লা অর্থাত্ ঈশ্বরের থেকে বাদশাহী পাওয়া যায় তখন এই অর্থ কি হবে ? তাহলে কেন আমরা এই অর্থ ঈশ্বরকে অর্পণ করে তাঁর থেকে বাদশাহী নেবো না । ব্রহ্মাবাবা এর উপর একটি গানও বানিয়েছিলেন*প্রথমে আল্লা বা ঈশ্বর পেয়েছি তারপর তাঁর বাদশাহী*সেই সময় বুদ্ধিতে এসেছিল যে আমাকে তো বিষ্ণু চতুর্ভুজ বানিয়েছেন তাহলে এই অর্থ দিয়ে কি করবো । বাবা বুদ্ধির তালা খুলে দিয়েছেন । সাকার ব্রহ্মাবাবাও একসময় অর্থ রোজগারে ব্যস্ত ছিলেন, কিন্তু যখন এই রাজস্ব পাবেন তখন এই গাধার মতো বোঝা কেন বইবেন । তবুও বাবা কিন্তু উপোস করে থাকেন নি । বাবার কাছে যেই যেত বাবা তার খুব ভালোভাবে দেখাশোনা করতেন । তারা হয়তো বাড়িতে না থেয়ে থাকত । এখানে যারা শ্রীমতে চলে বাবা তাদের সাহায্য করেন । বাবা বলেন সবাইকে পথ দেখাও যে বেহদের বাবাকে স্মরণ করো আর এই

সৃষ্টিচক্রের জ্ঞানকে স্মরণে আনো তাহলে তোমাদের জীবন তরী পার হয়ে যাবে। কান্ডারী এখন স্বয়ং এসেছেন তোমাদের জীবন তরণী পার করতে। তাই তো মানুষ এই গান গায় পতিত পাবন , কান্ডারী কিন্তু কাকে স্মরণ করে তা কেউই জানে না কারণ তারা ঈশ্বরকে সর্বব্যাপী বলে দিয়েছে। এক শিবের ছবিকেই ভগবান বলা হয়। তাহলে লক্ষ্মী-নারায়ণ বা ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকরকে কেন ভগবান বলা হয়। সবাই যদি বাবা হয়ে যায় তাহলে বর্ষা বা সম্পত্তি কে দেবে। ঈশ্বর সর্বব্যাপী বললে কে দাতা আর কে গ্রহীতা হবে। লেখা আছে যে ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা। ওপরে শিব রয়েছেন। শিববাবা ব্রহ্মার দ্বারা দেবতা বানান তাই ব্রহ্মাও দেবতাই হবে। এই কাজ একমাত্র বাবার। তাঁরই এই মহিমা যে "এক ওঁকার অকালমূর্ত্ত। আত্মাই হল অকালমূর্ত্ত অর্থাৎ যাকে কাল গ্রাস করতে পারে না তাই শিব বাবাও অকালমূর্ত্ত। শরীর তো সকলেরই শেষ হয়ে যায়। আত্মাকে কখনো কাল গ্রাস করতে পারে না। সত্যযুগে কখনো অকালে মৃত্যু হয় না। ওখানে সবাই ভাবে যে আমাদের এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীর নিতে হবে। স্বর্গে থাকলে পুনর্জন্ম নিশ্চয় স্বর্গেই হবে। এখানে সবাই নরকবাসী। মানুষ বলে যে উনি স্বর্গে গেছেন , তাহলে অবশ্যই আগে নরকে ছিলেন। এতো সহজ কথাও বুঝতে পারে না। সন্ন্যাসীরাও জানে না। তারা তো বলে যে জ্যোতি জ্যোতিতে মিলিয়ে গেছে। ভারতবাসী ভক্তরা ভগবানকে স্মরণ করে। গৃহস্থীরা ভক্ত হয় কারণ ভক্তি প্রবৃত্তি মার্গের লোকেদের জন্য হয়। তারা হলো তত্ত্বের জ্ঞানী। তারা ভাবে যে আমরা তত্ত্বের সাথে যোগ লাগিয়ে সেখানেই লীন হয়ে যাবো। তারা তো মানে যে আত্মাও বিনাশী। সত্য কখনো বলা যায় না। সত্য হলো এক পরমাত্মা। তোমরা এখন সেই সত্য সঙ্গ করছো তাই বাকি সকলই মিথ্যা। কলিযুগে সত্য বলা কোনো মানুষই নেই। রচয়িতা আর রচনার সম্বন্ধে কেউই সত্য কথা বলতে পারে না। বাবা বলেন যে, এখন আমি তোমাদের সব শাস্ত্রের সার বলছি। মুখ্য যে গীতা শাস্ত্র সেখানেই পরমাত্মার বদলে মানুষের (কৃষ্ণের) নাম দিয়ে দিয়েছে , মানুষ জানে যে কৃষ্ণ এখন কালো হয়ে গেছে। এখন কৃষ্ণেরও এমন ছবি বানানো উচিত যাতে মানুষ বুঝতে পারে। দু ধরনের রং দেওয়া উচিত। একদিকে কালো বর্ণ অন্যদিকে গৌর বর্ণ। তারপর এই ছবি দেখিয়ে বোঝানো উচিত যে কাম চিতায় বসলে এমন কালো হয়ে যায়। আবার জ্ঞান চিতায় বসে গৌর বর্ণ হয়ে যায়। নিবৃত্তি আর প্রবৃত্তি এই দুই ধরনের মার্গই দেখাতে হবে। লৌহ যুগের পর গোল্ডেন বা স্বর্ণ যুগ আসে। গোল্ডেনের পর সিলভার তারপর কপার যুগ আসে। আত্মা বলে প্রথমে আমি কাম চিতায় ছিলাম, এখন জ্ঞান চিতায় বসেছি। এখন তোমরা বাচ্চারা জানো যে আমরা পতিত থেকে পরীক্ষানী হচ্ছি। যোগে থেকে তোমরা যদি কোনো জিনিস তৈরী করো তাহলে সেই জিনিস খারাপ হয় না। বুদ্ধি ঠিক রাখলে বাবার সাহায্যও পাওয়া যায়। কিন্তু এও মুশকিল। বাবা বলেন যে আমিও ভুলে যাই। এ খুবই পিচ্ছিল খেলা। খুব অভ্যাসের প্রয়োজন। স্থায়ী স্মরণ থাকেই না। চলতে ফিরতে এই স্মরণে থাকার অভ্যাস করতে হবে। তোমরা বাথরুমে গিয়েও স্মরণ করতে পারো। এই স্মরণ থেকেই শক্তি পাওয়া যায়। এইসময় সত্যিকারের যোগ কেউই জানে না। বাবা ছাড়া যে কেউই যোগ লাগানো শেখাক সে সবই ভুল। ভগবান যখন যোগ শিখিয়েছিলেন তখন স্বর্গ তৈরী হয়েছিল। আবার মানুষ যখন যোগ শিখিয়েছিল তখন স্বর্গ থেকে নরক হয়ে গিয়েছিলো। *কোনো ভুল পদক্ষেপ যদি ফেলো তাহলেই বুদ্ধির তালা বন্ধ হয়ে যাবে*। ১০ থেকে ১৫ মিনিটও তোমরা বাবার স্মরণে থাকতে পারো না। নাহলে এই যোগ বুদ্ধিদের জন্য, বাচ্চাদের জন্য বা রোগীদের জন্য খুবই সহজ। এ খুবই মধুর। বোবা হোক বা কালা তারাও ইশারাতেই বুঝতে পারে। বাবাকে স্মরণ করলেই বর্ষা বা সম্পত্তি পাওয়া যাবে। যে কেউ এলেই তাকে বলা আমি আপনাকে সঠিক পথ দেখাব। বেহদের বাবা, স্বর্গের রচয়িতার থেকে কিভাবে সদা কালের জন্য স্বর্গের বর্ষা বা সম্পত্তি পাওয়া যাবে। এমন ছোটো

ছোটো চিরকুট বা পর্চা বিলানো উচিত। তোমাদের মনে অনেক উত্সাহ থাকা দরকার, যে কোনো ধর্মের লোকই আসুক না কেন আমরা এমনভাবে বোঝাবো। বাবা বলেন যে এই দেহের সব ধর্ম ত্যাগ করো। আমাকে স্মরণ করো তাহলেই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। তোমরা তখন আমার কাছে চলে আসবে। প্রথমে এই কথা নিশ্চিত করো তারপর দ্বিতীয় কথা, ততক্ষণ পর্যন্ত এগোনো যাবে না। নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো। এই হলো একনম্বর কথা। কেবল দুটোই অক্ষর অক্ষ (আত্মা) আর বে (বাদশাহী) অর্থাৎ বাবা আর তাঁর বর্সা বা সম্পত্তি। আত্মা।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) নিজের সবকিছু অক্ষ তথা ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করে বাদশাহী হতে হবে। পোতামেল রাখতে হবে, যাতে বোঝা যাবে যে আমরা বাবাকে আর তাঁর বর্সা বা সম্পত্তিকে কতটা সময় স্মরণ রাখি।

২) কোনো রকম বিপরীত পথে চলবে না। বাবাকে স্মরণ করার স্থায়ী অভ্যাস করতে হবে।

বরদান:- বাবার সাথে থাকার অনুভূতি নিয়ে পরিশ্রমকে ভালোবাসায় পরিবর্তনকারী পরমাত্মার স্নেহী হও (ভব)।

বাপদাদা বাচ্চাদেরকে নিজের স্নেহ এবং সহযোগিতার কোলে বসিয়ে লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। তোমরা বাচ্চারা যদি কেবলমাত্র পরমাত্মার স্নেহী হয়ে তাঁর কোলের মধ্যে থাকো, তাহলে পরিশ্রম ভালোবাসায় পরিবর্তিত হয়ে যাবে। লাভলীন হয়ে কার্য কর। বাপদাদা প্রতিটি মুহূর্তে সর্ব সম্বন্ধে তোমাদের সাথে আছেন। তিনি সেবাতে সাথী হন এবং স্থিতিতেও সাথ দেন। সকল সম্বন্ধে তিনি তোমাদের পাশে থাকার প্রতিজ্ঞা করেন, তোমরা কেবল পরমাত্মার স্নেহী হও আর যেমন সময় ঠিক তেমন সম্বন্ধের সঙ্গ অনুভব করো তো একা থাকার অনুভব হবে না।

স্লোগান:- স্ব-উন্নতি আর সেবার ভারসাম্যই হল সফলতার উপাদান।

"মিষ্টি বাচ্চারা, বাবা স্বয়ং এসেছেন তোমাদের কাছ থেকে দান গ্রহণ করতে। তাই তোমাদের কাছে যা কিছু পুরানো আবর্জনা আছে, সেসব বাবাকে দান করে দিলে, তোমরা নিজেরা পুণ্য আত্মা হতে পারবে।"

প্রশ্ন :- পুণ্যের জগতে যাওয়ার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে থাকা বাচ্চাদের প্রতি বাবার শ্রীমং কী ?

উত্তর :- মিষ্টি বাচ্চারা, যদি তোমরা পুণ্যের দুনিয়াতে যেতে চাও, তা হলে অন্য সকল আত্মাদের থেকে সর্বপ্রকারের মমত্ব কাটিয়ে ওঠো। পাঁচ বিকারকে পরিত্যাগ করো। এই অন্তিম জন্মে জ্ঞান-রূপ চিতায় অধিষ্ঠান করো। যদি পবিত্র হও, তাহলে পুণ্য আত্মা স্বরূপ হয়ে পুণ্য দুনিয়াতেই পদার্পণ করবে। জ্ঞান ও যোগকে ধারণ করে নিজের চলনকে দৈবী স্বরূপ বানাও। বাবার সাথে সঠিক ভাবে তার আদান-প্রদান রাখো। প্রকৃত অর্থে বাবা তো তোমাদের কাছ থেকে কিছুই নেন না, কেবলমাত্র তোমাদের মমত্ব কাটানোর জন্য উঁনি এমন যুক্তি দিয়ে থাকেন। তাই তোমরা বুদ্ধির দ্বারা সবকিছুই বাবাকে সমর্পণ করে দাও।

* গীত :- এই পাপের দুনিয়া থেকে, অন্যত্র নিয়ে চল প্রভু।*

ওম্ শান্তি। দুনিয়ার মানুষ তথা এই রাবণ রাজ্যের সকল মানুষ বাবাকে আহ্বান করে বলে, "হে পতিত পাবন এসো, আমাদেরকে পবিত্র দুনিয়া অর্থাৎ পুণ্যের দুনিয়াতে নিয়ে চলো।" যদিও এই গীতের রচনাকারীরা এসব কথার মর্মার্থ বোঝে না। তবুও তারা কেবলই বাবাকে আহ্বান করে বলে, "রাবণ রাজ্য থেকে আমাদের রামরাজ্যে নিয়ে চলো।" এদিকে তারা কেউ-ই কিন্তু নিজেদেরকে পতিত মনে করে না। বাবা তো স্বয়ং তাঁর নিজের বাচ্চাদের কাছেই বসে আছেন। তিনি সকল বাচ্চাদের রামরাজ্যে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাদেরকে শ্রেষ্ঠ হওয়ার শ্রীমং-ও দিচ্ছেন। ভগবান উবাচ, অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান বলছেন - মানে তা রাম ভগবান উবাচ এমনটা নয়। রামকে তথা সীতার পতিকে ভগবান বলা হয় না। ভগবান হলেন তো নিরাকার। যিনি নিরাকারী, আকারী এবং সাকারী এই তিনটি দুনিয়াতেই বিচরণ করেন। নিরাকার পরমাত্মা ওঁনার নিরাকারী বাচ্চাদের (আত্মাদের) সাথে নিরাকারী দুনিয়াতে থাকেন। আবার এখন বাবা এই সাকারী দুনিয়ায় এসেছেন, আমাদেরকে স্বর্গ রাজ্যের ভাগ্যশালী করতে ও পুণ্য আত্মা বানাতে। রাম রাজ্য হল দিন, আর রাবণ রাজ্য হল রাত। অস্ত্রানীরা কিম্বা ভক্তিমার্গে যুক্ত, অন্য আত্মারা একথা বুঝতে পারে না। আবার তোমাদের মধ্যেও খুব কম সংখ্যকই এসব বুঝতে সক্ষম হয়। এই জ্ঞান ধারণ করার জন্য পবিত্র বুদ্ধির প্রয়োজন। মূল কথা হল স্মরণ করা অর্থাৎ ভাল যা কিছু তাকে সর্বদা স্মরণে রাখতে হবে। তোমাদের কি ধরনের পুণ্যের কাজ করতে হবে ? "তোমাদের কাছে যা আবর্জনা আছে, কেবল তাই সম্পূর্ণ রূপে আমাকে সমর্পণ করে দাও"। মানুষ যখন মারা যায়, তখন তো তার কাপড়-চোপড়, বিছানা-পত্র ইত্যাদি ইত্যাদি পুরোহিত ব্রাহ্মণ অর্থাৎ অন্য এক ধরনের (অগ্রদানী) ব্রাহ্মণকে দিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু, এখন বাবা স্বয়ং এসেছেন তোমাদের থেকে সেই দান গ্রহণ করতে। তিনি তো তা জানিয়েই দিয়েছেন- বর্তমানের এই পুরানো দুনিয়া, পুরানো শরীর সবকিছুই যে খারাপ হয়ে গেছে, তাই এসব কিছুই আমাকে দান করে দাও, আর এর থেকে মমত্ব কাটিয়ে ওঠো। যদিও তোমাদের কাছে ১০কোটি বা ২০কোটি টাকাও থাকে, তবুও বাবা বলেন, এসবের থেকে বুদ্ধি দ্বারা মোহ মুক্ত হও। যার

পরিবর্তে নতুন দুনিয়াতে তোমরা সবকিছুই পাবে। তবে সেক্ষেত্রে, কতই না সম্ভার আদান-প্রদানের ব্যবসা হোলো এটা। (শিব) বাবা বলেন, আমি যার (ব্রহ্মার) মধ্যে প্রবেশ করেছি, তিনিও এসবকিছুরই এমনই আদান-প্রদানের ব্যবসা করেছেন। তাই এখন দেখ, পরিবর্তে তিনি কত বিশাল রাজ্য ভোগের অধিকারী হতে চলেছেন। কুমারীদের ক্ষেত্রে তো, কিছুই দিতে হয় না। যেহেতু ছেলেরা তো তাদের উত্তরাধিকার সূত্রে তা প্রাপ্ত করে থাকে এবং তারা সেই নেশাতে মত্তও থাকে। আজকাল আবার স্ত্রীকেও তো অর্ধেক সম্পত্তির অধিকারী করে না, সমস্ত সম্পত্তি তারা কেবল নিজের সন্তানদেরই দিয়ে থাকেন। সেইক্ষেত্রে স্বামী মারা গেলে স্ত্রীকে আর কেউ গ্রাহ্যই করে না। আর এখানে তো তোমরা সবাই বাবার কাছ থেকে সম্পূর্ণ রূপেই আশীর্বাদী-বর্সা পেয়ে থাকো। কেন না এখানে তো পুরুষ বা মহিলা ভেদাভেদের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। এখানে সবাই বাবার আশীর্বাদী-বর্সার অধিকারী হতে পারে। মাতা এবং কন্যারা তো আরও বেশী করে সেই অধিকার পেয়ে থাকে। কারণ লৌকিকে তো মেয়েদের তাদের বাবার সম্পত্তির উপর কোনও মমত্ব-অধিকার থাকে না। বাস্তবে তোমরা সবাই এখন ঔনার কুমার-কুমারী হয়ে গেছো। তাই তো তোমরা বাবার থেকে এত প্রচুর পরিমাণে ঔনার আশীর্বাদী-বর্সা পেয়েই চলেছ। একটা প্রচলিত গল্প আছে -রাজা তার কন্যাদের ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা কার খাও ?" তখন একটি কন্যা বলল, আমি আমার নিজের ভাগ্যেই খাই। সেকথা শোনা মাত্রই রাজা তাকে বের করে দিল। কালক্রমে মেয়েটি একদা সেই পিতার থেকেও ধনী হয়ে গেল, সে তখন একদিন বাবাকে খাওয়ার নিমন্ত্রণ করল এবং খাওয়ার সময় বাবাকে জিজ্ঞাসা করল, এখন দেখ, আমি কার ভাগ্যে খাই! তাই পরমাত্মা শিববাবাও বাচ্চাদের বলেন, তোমরা নিজেরাই নিজেদের ভাগ্য নির্ধারণ করে থাকো।

দিল্লিতে একটা গ্রাউন্ড (বড় ময়দান) আছে, তার নাম রামলীলা গ্রাউন্ড। যদিও বাস্তবে এর নাম রাখা উচিত রাবণ লীলা গ্রাউন্ড। কেননা বর্তমান সময়ে সমগ্র বিশ্বেই রাবণ লীলাই চলছে। বাচ্চাদের রামলীলা গ্রাউন্ডে গিয়ে সেখানে উপরের দিকে রামের ছবি আর তার নীচে বড় আকারের একটা রাবণের ছবি লাগানো উচিত। একটা বিশাল বড় বৃত্ত অর্থাৎ সৃষ্টি-চক্র ঐকে তার মাঝখানে আলাদা আলাদা করে লিখতে হবে, ঐটা (উপরেরটা) হল রামরাজ্য এবং এটা (নীচেরটা) হল রাবণ রাজ্য। তাহলে সবাই সহজেই বুঝতে পারবে। দেবতাদের লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে, কেনই বা তাদের এত মহিমা, যেহেতু তারা হল ১৬ কলা সম্পূর্ণ, সর্বগুণ সম্পন্ন আত্মা। বর্তমানের এই অর্ধকল্প হল কলিযুগী ব্রষ্টাচারী, রাবণ রাজ্য আর আমরা এবং জগতের সবকিছুই এখন তারই অধীনস্থ। অবশ্য এই রাবণ রাজ্যের সমাপ্তি হলেই তো রামের রাজ্য স্থাপিত হবে। এইসময় রামলীলার বদলে সমগ্র দুনিয়া জুড়ে রাবণ লীলার তান্ডব চলছে। রামলীলা তো হয় সত্যযুগে। কিন্তু জগতের মানুষেরা নিজেদেরকে খুব বুদ্ধিমান ভাবার কারণে নিজেদের পদবীতে (টাইটেল-এ) শ্রী শ্রী যুক্ত করে। এই পদবী (টাইটেল) তো হল কেবল এক নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা শিববাবার, যার দ্বারা শ্রী লক্ষ্মী-নারায়ণ সেই রাজ্যের অধিকারী অধীশ্বর হন। এখন বাবা এসেছেন তোমাদের সেই অঙ্ক ভক্তি রূপী অঙ্ককারের কবল থেকে মুক্ত করে আলোর দিশা দেখাতে। যার মধ্যে জ্ঞান ও যোগের গুণ থাকবে, তার চাল চলনও দৈবী স্বরূপ হবে। আসুরী স্বরূপ আত্মারা কখনও কারও কল্যাণ করতে পারে না। তাদের কার্য-কলাপের মাধ্যমে সহজেই ধরা পড়ে যায় তাদের ভিতরের আসুরী অবগুণগুলি আছে নাকি তারা দৈবী গুণ সম্পন্ন আত্মা। যদিও কোনো আত্মাই এখনও সম্পূর্ণ পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত করতে পারেনি। এখন তোমরা ব্রাহ্মণ সন্তানেরা সেই সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত করতে চলেছো, যেহেতু বাবা তো হলেন দাতা, তাই তিনি তোমাদের কাছ থেকে আর কি বা নেবেন! তিনি যা কিছু

তোমাদের থেকে গ্রহণ করেন, তার সবটাই কিন্তু তোমাদের সেবাতেই লাগিয়ে দেন। ব্রহ্মাবাবা তো সবকিছুর সাথে নিজেও বাবার শরণাপন্ন হয়ে স্যারেন্ডার (সমর্পণ) করেছেন। যোগ-ভাঙ্গী বানাতে হবে, বাচ্চাদেরও লালন-পালন করতে হবে যে। টাকা-পয়সা ব্যতীত এতসব বাচ্চাদের পালন করা সম্ভব হবে কিভাবে ! প্রথমে বাবা এই ব্রহ্মাবাবাকে অর্পণ করিয়েছেন, তারপর আরও যারা যারা এসেছে, তাদেরকেও অর্পণ করিয়েছেন। কিন্তু সকল আত্মাদের একরস অবস্থা না হওয়ার কারণে, তাদের অনেকেই আবার চলেও গেছে। (বিড়ালের চুল্লিতে পড়ার গল্পের মতন)। নশ্বর প্রাপ্তির ভিত্তিতে পুরুষার্থ অনুযায়ী প্রত্যেক আত্মা পরিপূর্ণতা লাভ করতে থাকবে। যেহেতু বাবা আমাদের সেই পূণ্যের দুনিয়াতে নিয়ে যাচ্ছেন। তিনি কেবলমাত্র পাঁচ বিকারকে ছাড়তে বলেছেন। তাহলেই তিনি সবাইকে প্রিন্স-প্রিন্সেস তথা রাজকুমার-রাজকুমারী বানাতে পারবেন। ঘরে বসেই অনেকে ব্রহ্মাবাবার সাক্ষাৎকারও তো পেয়ে থাকে। তাই ঘরে বসেই তারা বাবাকে লিখে পাঠায়, "বাবা আমরা তো আপনারই হয়ে গেছি, এখন আমাদের যা কিছু আছে, সেসব আপনার।" কিন্তু বাবা নিজে তো কিছুই নেন না। বাবা বলেন, তোমাদের যা কিছু তা তোমরা নিজেদের কাছেই রাখো। যখন এখানে এত বড় বড় বাড়ি বানানো হয়, তখন কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করে- এত অর্থ কোথা থেকে পেলো ! তখন বাচ্চারা বলে, আরে আমরা এত বিশাল সংখ্যার বাবার সন্তান। প্রজাপিতা ব্রহ্মার নাম তো শুনেছো তোমরা। তাই বাবা বলেন, এসব কিছু থেকে তোমরা তোমাদের মমত্ব কাটিয়ে ওঠো, তোমাদের নিজধামে ফিরে যেতে হবে যে। কেবল বাবাকেই স্মরণ করো। যেখানে বাবা স্বয়ং আমাদের এই পাঠ পড়াচ্ছেন, তখন তো খুশির পারদ উর্ধগামীই হবে। লক্ষ্মী- নারায়ণকেও কিন্তু ভগবান বলা যায় না। তাদেরকে দেবী-দেবতা বলা হয়। ভগবানের কাছে কোনও ভগবতী থাকে না। এটা খুবই সূক্ষ্ম যুক্তির কথা। তোমরা বি কে বাচ্চারা ছাড়া, অন্যরা কেউ তা বুঝতেই পারবে না। অথচ, গানও রচিত হয়েছে "তুমিই হলে আমাদের মাতা, আবার পিতাও যে তুমি।" জগতের মানুষ তো জ্ঞান না থাকার কারণে লক্ষ্মী নারায়ণের কাছে, হনুমানের কাছে, গনেশের কাছে গিয়েও এইসব গান গেয়ে তাদেরও মহিমা-কীর্তন করতে থাকে। কিন্তু বাস্তবে এইসব দেবী-দেবতারা ছিলেন সাকারী, তাই ওনাদের নিজেদের বাচ্চারাই কেবল ওনাদেরকে মাতা-পিতা সম্বোধন করবে। সেখানে তোমরা কিভাবেই বা তাদের সন্তান হতে পারো! আবার তোমরা তো বর্তমানে রাবনের রাজ্যেই থাকো। এখানে এই ব্রহ্মাবাবাই হলেন তোমাদের মাতা। এনাকে আধার করেই শিববাবা বলেন, "তোমরা আমার বাচ্চা।" কিন্তু মাতা এবং কন্যাদের সামলানোর জন্য তো মাতারও প্রয়োজন। তাই বি কে-দের প্রয়োজনে, বি কে সরস্বতীকে ব্রহ্মা বাবা দত্তক (এডপ্টেড) সন্তান হিসাবে গ্রহণ করেন। এসব কতই না সূক্ষ্ম গভীর তথ্য। বাবা বাচ্চাদের যেসব জ্ঞান শোনান, তা কোনো শাস্ত্র-পুঁথিতে নেই। *ভারতের একটিই মাত্র মুখ্য শাস্ত্র - তা হলো গীতা। এই গীতাতেই সমস্ত প্রকারের জ্ঞানের কথাই লেখা আছে, যা বাবা স্বয়ং পড়িয়ে থাকেন। অর্থাৎ তা কেবল জ্ঞানের পঠনের উদ্দেশ্যেই। প্রকৃত অর্থে এর মধ্যে বাস্তব চরিত্রের কোনো কথা উল্লেখ নেই। আর এই জ্ঞানের মাধ্যমেই আত্মার মানসিক অবস্থার উন্নতি ঘটে।*

বাবা হলেন এক বিশেষ জাদুকর। তোমরা গানও গেয়ে থাকো, "বাবা তুমি হলে রন্ধাকর, জাদুকর, স্বর্গের যাবতীয় সম্পত্তিতে তোমার ঝুলি সর্বদা পরিপূর্ণ। সাক্ষাৎকার তো ভক্তিমার্গেও হয়ে থাকে, কিন্তু তাতে তো এমন প্রকারের কোনও লাভ হয় না। লেখাপড়া তথা সঠিক জ্ঞানের মাধ্যমেই তাঁর দর্শন পেতে পারো। নতুবা তাঁর দর্শন পেয়েই বা কি লাভ, তাতে কি আর তাঁর মতো হতে পারবে! বাবা বলেন, ভক্তি-মার্গে তোমাদের যে সাক্ষাৎকার হয়ে থাকে, তাও তো আমিই করিয়ে থাকি। পাথরের

মূর্তি কি আর সাক্ষাৎকার করাতে পারে ? প্রগাঢ় ভক্তির দ্বারা ভাবনা শুদ্ধ রাখতে হয়। তারই পরিবর্তে আমি তোমাদেরকে সেটাই দেই। কিন্তু সকল আত্মাকেই এখন তমোপ্রধানে পরিণত হতে হয়। মীরাও তো তাঁর সাক্ষাৎকার পেয়েছিল, কিন্তু জ্ঞান তো কিছুই ছিল না মীরার। মানুষেরা তো দিন প্রতিদিন আরও তমোপ্রধান হতেই থাকবে। আর বর্তমান সময়ে তো সকল মানুষই পতিত অবস্থায়। তাই তারা গানও গেয়ে জানাতে থাকে, "আমাদের এমন জায়গায় নিয়ে চলো, যেখানে সুখ শান্তি আছে।"

একদা এই ভারতবর্ষেই যখন সত্যযুগ ছিল, তখন সেখানে ছিল অগাধ সুখ। সত্যযুগী স্বর্গ-রাজ্য এই ভারতেই ছিল, কতই না নাম-যশ ছিল, কিন্তু অন্যেরা তো তা বোঝেই না। তোমরা অবশ্য এটা জানো যে, ভারতই ছিল সবচেয়ে প্রাচীন ভূখন্ড ও যা স্বর্গ-রাজ্যই ছিল। তখন এখানে আর অন্য কোন ধর্ম ছিল না। বাবা স্বয়ং এসব কথা আমাদের বুদ্ধিতে থাকেন। তোমরা এখন শ্রবণ-কুমার ও কুমারী হয়েছ (অন্ধ পিতা-মাতার সন্তান, যে পিতা-মাতাকে বাঁকে বহন করে তীর্থ করিয়েছিল)। তোমাদেরও তেমনি জ্ঞানে-অন্ধ আত্মাদেরকে জ্ঞানের (কবাংঠী) বাঁকের (ভারযর্ষ্ঠির) উপর বসিয়ে সব বোঝাতে হবে। তোমাদের সকল বন্ধু-বান্ধব, মিত্র-সম্বন্ধী, আত্মীয়-স্বজনকে জ্ঞানের পার্শ্ব দ্বারা জাগ্রত করতে হবে। বাবার কাছে তো (যুগল) সঙ্গীক অনেকে আসে। যদিও আগে তো লৌকিক ব্রাহ্মণদের দিয়ে (সংসার ধর্ম) পালনের প্রতিজ্ঞা স্বরূপ হাতের বালা (হথিয়াল) পরতে হয়। কিন্তু তোমরা পবিত্র ব্রাহ্মণেরা জ্ঞানের দ্বারা সেই কামরূপ চিতার শৃঙ্খল-বালা ভেঙে দাও। বাবার কাছে যারা আসে, বাবা তাদের জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা কি স্বর্গবাসী হতে চাও ? তাদের কেউ কেউ বলে, আমাদের স্বর্গসুখ তো এখানেই। বাবা বলেন, আরে, এটা তো হলো অতি অল্পকালের স্বর্গসুখ। আমি তোমাদের ২১ জন্মের জন্য প্রকৃত স্বর্গসুখের ব্যবস্থা করে দেবো, কিন্তু তার জন্য তোমাদের সম্পূর্ণ রূপে পবিত্র থাকতে হবে। আর এই কথাতেই সবাই দুর্বল হয়ে টিলে দিয়ে দেয়। আরে, এসব কথা যখন স্বয়ং বেহদের বাবা বলছেন, তবে কেন না এই অস্তিম জন্মে জ্ঞান রূপ চিতায় অধিষ্ঠান করবে। তাতে এটাই দেখা যায় যে, নারীরাই ঝট করে এতে যোগদান করে। কেউ কেউ আবার বলে, পতি পরমেশ্বরকেই বা অসন্তুষ্ট করি কিভাবে।

যখন বাবার হয়েছ, তখন প্রতিটি পদক্ষেপই বাবার শ্রীমতে চলাই উচিত হবে। যেহেতু এখন বাবা এসেছেন, তোমাদেরকে স্বর্গের অধিকারী বানাতে। তাই পবিত্র হওয়াটা খুব জরুরী। কোনও কারণেই যেন তোমার ব্যবহারে কুলের কলঙ্ক না হয়। বাবা বলেন, লৌকিক পিতা তো বাচ্চাদের চড়-থাপ্পড় বা অন্যভাবে তাদের শরীরে আঘাত করে থাকে। কিন্তু মায়েরা খুব ভালো হয়। *আমাদেরকেও তেমনি অত্যন্ত মৃদু ভাষী এবং দয়ালু হতে হবে*। বাবা বলেন, বাচ্চারা তোমরা আমাকে অনেক গালমন্দও কর। কিন্তু আমি আমার অপকারীদেরও উপকার করে থাকি। কারণ আমি তো জানি যে, এতদিন ধরে তোমরা রাবণের মত অনুসরণ করে আসার কারণে আজ তোমাদের এই অবস্থা হয়েছে। যাই হোক প্রতিটা মুহূর্তেই যা ঘটে গেছে, সে সবই অবিনাশী নাটকের (ড্রামা) চিত্রনাট্য ছিল। কিন্তু ভবিষ্যতে যাতে আমাদের কর্মফলের খাতা খারাপ না হয়, সেদিকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রত্যেককেই নিজের নিজের প্রজার ব্যবস্থা করতে হবে এবং উত্তরাধিকারীও তৈরী করতে হবে। মূরলী না পড়া বা শোনা ও শোনানোতে গরহাজির হওয়া চলবে না। যেন কোনো পয়েন্টস্ মিস্ (বাদ) না হয়ে যায়! জ্ঞান-রঞ্জে পারদর্শী বাচ্চাদের মধ্যেও অনেকে আবার এখান থেকে বেড়িয়েও যায়, নিয়মিত না শুনলে ধারণা ধারণ করবে কিভাবে! রেগুলার স্টুডেন্টরা (নিয়মিত ছাত্ররা)

মুরলী কখনো মিস্ (অনুপস্থিত হবে না) করবে না। চেষ্টা করতে হবে, যাতে প্রতিদিনই বাবার বাণী পড়তে পারো। *আচ্ছা!*

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি তাদের মাতা-পিতা ও বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণের ভালোবাসা আর সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের প্রতি নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) নিজের কর্মফলের খাতা যাতে খারাপ না হয়, সেদিকে অবশ্যই সজাগ থাকতে হবে। কখনও কুলের কুলাঙ্গার যেন হয়ো না। পঠন-পাঠন নিয়মিত রূপে করতে হবে, তাতে কখনই মিস্ (অনুপস্থিত) করা যাবে না।

২) শ্রবণ-কুমার ও কুমারী হয়ে জ্ঞান রূপ বাঁকে সবাইকে বসাতে হবে। বন্ধু-বান্ধব, মিত্র-সম্বন্ধী, আত্মীয়-স্বজন সবাইকে জ্ঞান প্রদানের মাধ্যমে তাদের কল্যাণ করতে হবে।

বরদান:- স্নেহের পরিবর্তে নিজেকে পরিবর্তন করতে পারা প্রকৃত স্নেহী তথা সমকক্ষ আত্মা হও (ভব)।

বাচ্চাদের প্রতি বাবার অতি মাত্রায় স্নেহ আছে, এইজন্য স্নেহকারীর কোনও দুর্বলতাই কখনও তিনি দেখতে চান না। বাবা তাই বাচ্চাদের নিজের সমান সম্পন্ন আর সম্পূর্ণ দেখতে চান। যদিও তোমরা বাচ্চারাও বলে থাকো যে, বাবার এই অগাধ স্নেহের পরিবর্তে আমরা তাঁকে কি বা দেই ? এমত অবস্থায় বাবা বাচ্চাদের কাছ থেকে এটাই চান যে, বাচ্চারা নিজেরা যেন নিজেদেরকে পরিবর্তন করে নেয়। স্নেহের দ্বারাই নিজেদের দুর্বলতাগুলি ত্যাগ করে দাও। ভক্তরা তো নিজেদের মস্তকও ছেদন করতেও উদ্যত হয়। কিন্তু তোমরা নিজেদের শরীরের মস্তক ছেদন না করে বরং রাবণ রূপ বিকারের মস্তক ছেদন কর। বিকার রূপ মস্তকের সামান্যতম অংশও রেখো না যেন।

স্লোগান:- প্রতিটি কর্ম করার সময় সাক্ষীভাবের স্থিতির আসনে বসে থাকলে বাবা স্বয়ং তোমার সহযোগী সাথী হয়ে উঠবেন।

প্রশ্ন :- জ্ঞান অমৃত পান করা সত্ত্বেও অনেক বাচ্চারা বিশ্বাসঘাতক(traitor) হয়ে যায় — সেটা কেমন করে?

উত্তর :- যে একদিকে জ্ঞান অমৃত পান করে তারপর আবার অন্য দিক দিয়ে নোংরামি করে অর্থাৎ আসুরী চালচলন চলে ডিসসার্তিস করে, ঈশ্বরের সন্তান হয়েও নিজের চালচলন সংশোধন করে না, নিজেদের মধ্যে মায়ারী কথা বার্তা বলতে থাকে, দুই একজনকে দুঃখ দেয়, তারা হল বিশ্বাসঘাতক (traitor)। বাবা বলছেন যে, বাচ্চারা তোমরা এখানে এসেছ অসুর থেকে দেবতায় পরিণত হতে, সেইজন্য সর্বদাই দুই একজনের সাথে জ্ঞানের চর্চা করো, দৈবী গুণ ধারণ করো, অন্তরে যা কিছু অবগুণ আছে সেই সব বাইরে বার করে দাও। বুদ্ধি স্বচ্ছ আর পরিচ্ছন্ন রাখো।

গান :- ভাগ্য জাগিয়ে এসেছি.....
(তকদির জগাকর আয়ী হ...)

ওম শান্তি । বাচ্চারা গান শুনলো আর এই গান বাচ্চারাই গেয়েছে। যে কেউ যখন স্কুলে যায় তখন নিজের ভাগ্যের কথা তার বুদ্ধিতে থাকে যে, এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে যাবো। বুদ্ধিতে ভাগ্যের লক্ষ্য বস্তু(aim object) থাকে। এখন বাচ্চারা তোমরা জানো যে তোমরা নিজেরা ভাগ্যে নতুন দুনিয়া ধারণ করে আছো। নতুন দুনিয়ার রচয়িতা পরমপিতা পরমাত্মার থেকে আমরা বর্ষা নেবার ভাগ্য নিয়ে এসেছি। কি সেই বর্ষা? মানুষ থেকে দেবতা বা নর থেকে নারায়ণ হওয়ার বর্ষা। এই রাবণের ব্রষ্টাচারী রাজ্য থেকে নিয়ে যেতে। এটা হল রাবণের ব্রষ্টাচারী রাজ্য, ব্রষ্টাচার বিকার থেকে উৎপন্ন হয় আর বিকারীদের ব্রষ্টাচারী বলা হয়। ভগবানুবাচ : "কাম মহাশত্রু, তোমাদের এর থেকে বিজয় পেতেই হবে। তবেই শ্রেষ্ঠাচারী হবে। ভারতই ব্রষ্টাচারী হয়ে গেছে আবার ভারতকেই শ্রেষ্ঠাচারী হতে হবে*। নোংরায় কলুষিতকে ব্রষ্টাচারী বলা হয়। সত্যযুগে ব্রষ্টাচারী হয়ই না, কেননা ওখানে মায়ার রাজ্য নেই। এই সময়টাই হল রাবণ রাজ্য। সবার মধ্যে পাঁচ বিকার থাকে। সত্যযুগে যদি রাবণ রাজ্য থাকত তাহলে ওখানেও রাবণকে পোড়ানো হতো। কিন্তু ওখানে এই সব ব্যাপার নেই। ওখানে হল সব শ্রেষ্ঠাচারী। ব্রষ্টাচারী দুনিয়ায় যদি কেউ উচ্চ পদে আসীন থাকে তাহলে সবাই তাকে মান্য করে। যেমন সন্ন্যাসীদের মধ্যে কেউ যদি খুব ভালো বা উচ্চ অবস্থায় থাকেন তাহলে তাঁকে সবাই মান্য করে, কেননা ওনারা পবিত্র থাকেন তাই সব মানুষে তাদের খুব ভালো মনে করে। এমনকি গভর্নমেন্টও তাঁদেরকে নিজেদের থেকে উচ্চ মবে করে। ওঁদেরকে তো নিজেদের রাজ গুরু বানিয়ে থাকে। সত্যযুগে তো গুরুর নামও থাকে না। গুরু অর্থাৎ সদগতি দাতা। শাস্ত্রে তো অনেক কাহিনী তৈরি করা আছে। রাজা জনক তো তাদেরকে জেলে বন্দি করে দিয়েছিলেন যাদের মধ্যে ব্রহ্ম জ্ঞান, রাজযোগের জ্ঞান ছিল না। যখন ওদের রাজযোগের জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছে তখন সেকেন্ডের মধ্যেই জীবন মুক্তি প্রাপ্ত করছে। ব্রষ্টাচারীর অর্থ কেবলমাত্র এই হয় না যে ঘুষ ইত্যাদি নেওয়া। না, বাবা বলেন যে মানুষ মাত্রই ব্রষ্টাচারী। কেননা সবার শরীর বিকার থেকে উৎপন্ন হয়। তোমাদের শরীরও বিকার থেকেই জন্মেছে। কিন্তু এখন তোমরা নিজেদেরকে আত্মা মনে করে বাবার হয়ে গেছ, দেহ-অভিমান ত্যাগ করেছ,

এই জন্য তোমরা পরমপিতা পরমাত্মার মুখ নিঃসৃত বংশধর, ঈশ্বরীয় সন্তান । পরমপিতা পরমাত্মা এসে তোমাদের এই আত্মাদের আপন করে নিয়েছেন । এ হল খুবই গুহ্য কথা । আমরা, আত্মারা পরমপিতা পরমাত্মার বংশধর হয়েছি । আত্মা বলে - *বাবা* । সত্যযুগে কোনো আত্মা পরমাত্মাকে "বাবা" বলবে না । ওখানে তো সব জীব আত্মা, জীব আত্মাকে "বাবা " বলবে । তোমরা হলে জীব আত্মা । এখন বাবা বলছেন যে, নিজেদেরকে আত্মা নিশ্চয় করে পরমাত্মাকে স্মরণ করো । সব থেকে উত্তম জন্ম হল তোমাদের- ব্রাহ্মণদের । আত্মা বলে আমরা আপনার সন্তান হয়েছি । গর্ভ থেকে খোড়াই বেরিয়েছি । বাবার পরিচয় পেয়ে ওঁনার হয়ে গেছি। শিববাবা আমরা আপনারই হয়ে আছি আর আপনার মত-ই অনুসরণ করব । কত সূক্ষ্ম কথা । বাবা বলেছেন, যখন বাবার কাছে যাও তখন এই নিশ্চয় করো যে আমরা শিববাবার সম্মুখে বসে আছি । আত্মা নিরাকার তো শিববাবাও নিরাকার । *শিববাবার স্মরণের দ্বারাই বিকর্ম বিনাশ হয়ে যায় ।* স্মরণ না করলে ভ্রষ্টাচারী হয়ে যাবে । কত বড় কথা, কিন্তু অনেক বাচ্চারা আছে যারা ভুলে যায় যে, আমরা পরমপিতা পরমাত্মার কোলে বসে আছি । বিস্মৃত হওয়ার জন্য সেই নেশা আর খুশী থাকে না । *বাবাকে স্মরণ করার অভ্যাস হয়ে গেলে দেহী অভিমানী হয়ে যাবে ।* বিলেতে অনেক বাচ্চারা আছে যারা কিনা বাবার সম্মুখে উপস্থিত থাকে না কিন্তু তারা বাবাকে স্মরণ করতে থাকে । *বাবাকে পরম ভালোবাসার সাথে স্মরণ করতে হবে । যেমন সজনী তার সাজনকে ভালোবাসার সাথে স্মরণ করে তেমন ভাবে । চিঠি পত্র না এসে পৌছলে সজনী যেমন অস্থির হয়ে ওঠে* । তোমরা সজনীরা তো ধাক্কা খেয়ে খেয়ে সাজন প্রাপ্ত করেছ, তাই স্মরণ খুব ভালো ভাবে করতে হবে। চাল চলনও খুব ভালো রাখতে হবে । আসুরী চালচলন যাদের তাদের গলা আটকে আসে। বাবা তো চালচলন দেখলে বুঝতে পারেন যে — এই জন স্মরণ করে না, সেইজন্যই ধারণা করতে পারে না । সার্ভিস করতে না পারলে পদ প্রাপ্ত হবে না । প্রথমত বাবার হতে হবে । বি. কে. হতে হবে । বি. কে.- রা তো নিশ্চয়ই করে শিববাবাকে স্মরণ করে কেননা "দাদামশায়ের" থেকে বর্সা নিতে হবে । স্মরণে থাকতে হলে খুব মেহনত করতে হবে । এমন যেন কেউ না মনে করে যে, যা ভোগ নিবেদন করা হয় তাই গ্রহণ করলে বুদ্ধিযোগ বাবার সাথে লেগে যাবে । না, এটা তো কেবল শুদ্ধ ভোজন । কিন্তু তারা যদি মেহনত না করে তাহলে কিছুই হবে না । *শ্রেষ্ঠাচারী তো কেবল স্মরণ দ্বারাই হওয়া যায় । সর্ব প্রথম হল পবিত্রতা ।*আত্মাকে শুদ্ধ করতে হলে যোগবলের প্রয়োজন। জলে স্নান ইত্যাদি করলে পবিত্র হওয়া যায় না কেননা আত্মাই তো পতিত হয়ে যায় । এমন তো বলবে না যে — গয়নাটা মিথ্যা কিন্তু সোনাটা সত্য । ওরা মনে করে আত্মা শুদ্ধ । গয়না (শরীর) মিথ্যা, যেটা আমরা পরিষ্কার করে থাকি । কিন্তু তা নয় । আত্মা যদি শুদ্ধ তখন তো শরীরও শুদ্ধ হয় । এখানে একটাও শ্রেষ্ঠ নয় । সত্যযুগে এমন বলা হবে না । সেখানে তো সম্পূর্ণ নির্বিকারী, পরিচ্ছদ যদি বিকারী হয় তাহলে আত্মা কেমন করে পবিত্র হতে পারবে । সোনা পবিত্র আর গয়নাটা মিথ্যা, এটা কেমন করে সম্ভব ? খুব ভালো ভাবে বুঝতে হবে, এই সময়ে কেউ শ্রেষ্ঠাচারী নেই । বাবাকেও জানে না আর পবিত্রও হয় না ।

বাচ্চারা তোমরা তো জানো যে গরীবেরা গুপ্ত পুরুষার্থ করে রাজ্য ভাগ্য নিয়ে নেয় আর বাকি সবার তো বিনাশ হয়ে যাবে । এই জ্ঞান হল ভারতের জন্য । বাবা বলেন যে, আমার ভক্তদের এই জ্ঞান শোনাও, তারা শিবের পূজারী হোক বা অন্য দেবতার পূজারীই হোক না কেন । অন্য ধর্মে অনেকেই ধর্মান্তরিত হয়ে যাচ্ছে । ওখান থেকে তারাও বেরিয়ে আসবে । প্রধান কথা হল এখানকার পবিত্রতার, তাই তো অপবিত্র মানুষেরা তাদেরকে নিজের গুরু বানিয়ে মাথা নত করে ।

পরমাত্মা হলেন চিরপবিত্র । তাদেরকে তোমরা সম্পূর্ণ নির্বিকারী বলতে পারবে না । পরমাত্মার মহিমা একদমই স্বতন্ত্র । দেবতাদের মহিমা আবার আলাদা ভাবে গাওয়া হয় — সম্পূর্ণ নির্বিকারী.... । ওদেরকে আবার অবশ্যই বিকারী হতে হবে । এই সব কথা বুদ্ধিতে ধারণা করে অন্যদেরকে বোঝাতে হবে । যাদব আর কৌরব.... যেমন রাজা রানী তেমন প্রজা সবাইকে বিনাশ গ্রাস করবে । জয়জয়কার কিন্তু পান্ডব সেনাদেরই হয়েছিল । ওরা ছিলেন ছদ্মবেশে । শাস্ত্রে দেখানো হয়েছে — পান্ডবেরা পাহাড়ে গলে গেছিল । প্রলয়ের হিসাব তো দেখিয়ে দিয়েছে, কিন্তু প্রলয় তো হয় না । গীতার ভগবান বলেন "আমি ধর্মের স্থাপনা করে থাকি । পতিত দুনিয়ায় এসেছি পবিত্র রাজ্য তৈরি করতে । রাজযোগ শেখাতে এসেছি" । যে সব প্রদর্শনী হয়, তাতে রাজযোগ শেখানো হয়ে থাকে । তোমাদের ব্যাখ্যার ওপর সব কিছু নির্ভর করছে । বাবা বলেছিলেন যে এমন চিত্র বানিয়ে দেখাও যে, তোমরা কেমন করে রাজযোগে থাকো । ওপরে শিববাবার চিত্র থাকবে । আর আমরা শিববাবার স্মরণে বসে আছি । ওঁনার মত অনুসরণ করে চলি । উনি হলেন "শ্রী শ্রী রুদ্র", যিনি আমাদের শ্রেষ্ঠ বানান । "শ্রী শ্রী" উপাধি বাস্তুবে ওঁনারই । এই ভারত এতো নীচে নেমে গেছে কেন ? এক তো ঈশ্বরকে সর্বব্যাপী মনে করা আর নিজেকে ঈশ্বর মনে করার কারণে ।

তোমরা তো জানো যে সদগুরু হলেন সেই একমাত্র বাবা । এটা হল ওঁনার জন্মভূমি । সত্যকারের সত্যনারায়ণের "কথা" বাবা-ই এসে শোনান আর তরী পার করে বাবা বলেন — তোমরা তো আমাকে পতিত পাবন বলো, তাই না । আমাকেই সবাইকে ফেরত নিয়ে যেতে হবে । এখন হচ্ছে বিনাশ কাল । এখনই সমস্ত রকমের হিসাব নিকাশ চুকিয়ে আমাদের ফিরে যেতে হবে । সবাই বলে নয়া ভারত, নয়া দিল্লি হবে । আসলে নয়া ভারত তো স্বর্গই ছিল । এখন তো নরক হয়ে গেছে । ভ্রষ্টাচারী হয়ে চলেছে । এটা তো নিজে বোঝবার আর অপরকে বোঝাবার ব্যাপার । আত্মা আর পরমাত্মার রূপ কেউ জানে না । যদিও বলা হয় যে, আমরা আত্মা, পরমাত্মার সন্তান, কিন্তু এটা জানার জন্য জ্ঞান থাকা দরকার । বাবার মধ্যে এই জ্ঞান আছে । আত্মায় এই জ্ঞান আছে কি ? আমার আত্মারা কত পুনর্জন্ম নিয়ে থাকি, কোথায় থাকি, আবার কেমন করে আসি, কেনই বা দুঃখী হয়ে যাই..... কিছুই বুঝতে পারি না । বাচ্চারা তোমরা জানো যে বাবা আমাদেরকে, আত্মাদেরকে পবিত্র বানাতে এসেছেন । তার জন্য দৈবীগুণ দরকার । আমি দেবতায় পরিণত হচ্ছি তাই কোনো অবগুণ থাকা উচিত নয় । তা না হলে একশ' গুণ বেশি দন্ড বা শাস্তি পেতে হবে । *পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করে তারপর যদি খারাপ কর্তব্য করে তাহলে ১০০ শতাংশ অপবিত্র হয়ে যাবে* । যদি সার্ভিসের পরিবর্তে ডিসসার্ভিস করা হয়, তার কারণেও পদব্রষ্ট হয়ে যায় । সবসময় নিজেদের মধ্যে দুই একজনের সাথে জ্ঞানের চর্চা করা উচিত । আমরা বাবার কাছে এসেছি কাঁটা থেকে ফুল হওয়ার জন্য অথবা মানুষ থেকে দেবতা হতে, বাবার কাছে হতে স্বর্গের বর্সা নেওয়ার জন্য । এই কথাই দু' একজনকে শোনানো দরকার । আত্মা আর পরমাত্মার রূপ কেউ জানে না । যদিও বলা হয় যে আত্মা পরমাত্মার সন্তান । কিন্তু জ্ঞান দরকার, ধারণা দরকার । যারা মায়াবী কথা আলোচনা করে, কাউকে দুঃখ দেয়, তাদেরকে বিশ্বাসঘাতক(traitor) বলা হয় । এটা তো দেখানো হয়েছে যে অসুরদের জ্ঞান অমৃত পান করানো হয়েছে তাসদেও বাইরে গিয়ে নোংরা ছড়িয়ে দেয় । এমন অনেকেই আছে যারা জ্ঞান অমৃত পান করে আর ডিসসার্ভিসও করতে থাকে । বাস্তুবে তোমরা সবাই হলে কন্যা(কুমারী) । আরে অধর-কুমারীর(half kumari) তো মন্দির তৈরি করা আছে । দিলওয়ারা মন্দির তো তোমাদের একদম সঠিক স্মরণিকা । তোমাদের মধ্যেও কারোর কারোর বুদ্ধিতে খুব মুশকিলে এই সমস্ত থাকে । বুদ্ধি খুব পরিষ্কার থাকা দরকার । তোমরা এখন ঈশ্বরীয় পরিবার ভুক্ত । তাহলে এটা খেয়াল রাখা উচিত যে তোমাদের চালচলন কত

ভালো হওয়া উচিত । যে মানুষেরা এটা বোঝে তাদের সবসময় শ্রীমত প্রাপ্ত হয় । এখানে শ্রেষ্ঠ থেকেও শ্রেষ্ঠ হতে হবে, তবেই পদ প্রাপ্ত হবে । শ্রেষ্ঠ এখানেই হতে হবে । গৃহস্থ সংসারে থেকেও এই অন্তিম জন্মে পবিত্র থাকতে হবে । আচ্ছা ।

মিষ্টি মিষ্টি সিকীলধে (হারানিধি) বাচ্চাদের প্রতি বাপদাদার ভালোবাসা ও স্মরণ আর সুপ্রভাত ।
রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার ।

***ধারণার জন্য মুখ্য সার* :-**

১) শুদ্ধ আহার গ্রহণ করলেও আত্মাকে পবিত্র করবার জন্য স্মরণের মেহনত নিশ্চয়ই করতে হবে । স্মরণ দ্বারাই শ্রেষ্ঠাচারী হতে হবে । বিকর্ম বিনাশ করতে হবে ।

২) এই বিনাশের সময়ে, যখন ঘরে ফিরে যেতে হবে, তখন সব পুরানো হিসাবে নিকাশ চুকিয়ে ফেলতে হবে । নিজেদের মধ্যে জ্ঞানের চর্চা করতে হবে । মায়ারী কথা একদম করা উচিত নয় ।

***বরদান :-** সময় আর বায়ুমন্ডল বুঝে নিজেকে পরিবর্তনকারী সকলের প্রতি স্নেহী ভবঃ*

যার মধ্যে পরিবর্তনের শক্তি বিদ্যমান সে সবার প্রিয় পাত্র হয়, তার বিচার বুদ্ধিও সহজ হবে । তার মধ্যে সহজেই মোল্ড হওয়ার শক্তি থাকবে । সে এখন এমন বলবে না যে, আমার বিচার বুদ্ধি, আমার প্ল্যান বা পরিকল্পনা, আমার সেবা এতো ভালো হওয়া সত্ত্বেও আমারটা কেন স্বীকৃতি পেল না । এই "আমিষ্ম" যখনই আসবে তখনই খাদ (alloy) মিশ্রিত হয়ে যাবে আর এই জন্যই সময় আর বায়ুমণ্ডল বুঝে নিজেকে পরিবর্তন করে নাও - তাহলে সকলের কাছে স্নেহী আর নম্বরওয়ান বিজয়ী হয়ে যাবে ।

***স্নোগান :-** সমস্যা সমাধানকারী হও — সমস্যা স্বরূপ নয় ।*

"মিষ্টি বাচ্চারা - পুরাতন দেহ এবং দৈহিক সম্বন্ধীরা যারা একে অন্যকে দুঃখ দেয় তাদের সবাইকে ভুলে গিয়ে কেবল বাবাকে স্মরণ করো, শ্রীমৎ অনুসারে চল।"

প্রশ্ন:- বাবার সাথে ফেরত যাওয়ার জন্য বাবার কোন্ শ্রীমৎ পালন করতে হবে ?

উত্তর:- বাবার শ্রীমৎ হল বাচ্চারা, পবিত্র হও। জ্ঞানকে সম্পূর্ণ ধারণ করে নিজের কর্মাতীত অবস্থা তৈরি করো, তাহলেই বাবার সাথে ফেরত যেতে পারবে। কর্মাতীত না হলে মাঝপথে থেমে গিয়ে শাস্তি পেতে হবে। বিনাশের সময় অনেক আত্মা শরীর ত্যাগ করে ঘুরে বেড়ায়, বাবার সাথে যাওয়ার পরিবর্তে এখানেই আগে শাস্তি ভোগ করে হিসাব সমাপ্ত করে। এইজন্য বাবার শ্রীমৎ হল বাচ্চারা, মাথাতে যত পাপের বোঝা আছে, পুরাতন হিসাব আছে, সব যোগবলের দ্বারা ভস্ম করো।

গীত:- হে দূরের যাত্রী...

ওম্ শান্তি। এখন তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের বুদ্ধি থেকে তো সর্বব্যাপীর জ্ঞান বেরিয়ে গেছে। এটা তো ভালো করে বুঝতে হবে যে পরমপিতা পরমাত্মা প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা নুতন সৃষ্টির রচনা করেন। তিনি হলেন রচয়িতা, যাঁকে পরমাত্মা বলা হয়ে থাকে। এটাও বাচ্চারা জানে যে তিনি আসেন, এসে বাচ্চাদেরকে নিজের বানান। মায়ার হাত থেকে মুক্তি দেন। পুরাতন শরীর এবং তার সাথে সাথে যত মিত্র-সম্বন্ধী ইত্যাদিরা আছে, যারা কেবল একে অন্যকে দুঃখ দেয়, তাদেরকে ভুলতে হবে। যেমন কেউ যখন বৃদ্ধ হয় তখন তার মিত্র সম্বন্ধীরা তাকে বলে যে রাম নাম জপ করো। কিন্তু তারা তো মিথ্যা কথাই বলে। তারা নিজেরাও ভগবানকে জানেনা আর তাদের বুদ্ধিতেও পরমাত্মার স্মরণ থাকেনা। ভাবে যে পরমাত্মা হলেন সর্বব্যাপী। একদিকে গান করে - দূরের যাত্রী... আত্মারা দূর থেকে এসে শরীর ধারণ করে নিজের নিজের ভূমিকা পালন করে। এই সকল কথা মানুষের জন্যই বোঝানো হয়। মানুষ শিবের মন্দির বানায়, পূজা করে। তারপরেও এখানে ওখানে খুঁজতে থাকে। বলে দেয় যে তিনি আমার তোমার সবার মধ্যেই বিরাজমান। এদেরকে অনাথ বলা হয় - নিজের প্রভুকেই জানেনা। স্মরণ করে - হে ভগবান, কিন্তু তাঁকে জানেনা। হাত জড়ো করে। বোঝে যে তিনি নিরাকার। আমরা আত্মারাও নিরাকার। এটা হল আত্মার শরীর। কিন্তু আত্মাকে কেউই জানেনা। এটাও বলে যে ক্রকুটির মাঝে চকমক করে এক অদ্ভুত তারা। যদি তারার মতোই হবে তাহলে এত বড় লিঙ্গ বানায় কেন! এটাও জানেনা যে আত্মার মধ্যেই ৮৪ জন্মের পার্ট আছে। এখানে ওখানে খুঁজতে থাকে এবং ধাক্কা খেতে থাকে। সবাইকে ভগবান বলে দেয়। বদ্রীনাথও ভগবান, কৃষ্ণও ভগবান, পাথরও ভগবান। তাহলে এত দূরে দূরে খুঁজতে যায় কেন? যে আমাদের দেবী-দেবতা ধর্মের হবেনা সে ব্রাহ্মণও হবেনা আর তার ধারণাও হবেনা। তারা এমনিই ভালো ভালো বলতে থাকবে। বাবা বলছেন বাচ্চারা, আমি তোমাদেরকে সাথে করে নিয়ে যাব। যখন তুমি শ্রীমৎ অনুসারে চলে প্রথমে পবিত্র হবে, জ্ঞানকে ধারণ করবে, নিজের কর্মাতীত অবস্থা তৈরি করবে তখনই আমার সাথে ঘরে পৌঁছাবে। নাহলে মাঝপথে আটকে গিয়ে অনেক কড়া শাস্তি পেতে হবে। কিছু আত্মা মৃত্যুর পরে ঘুরে বেড়ায়। যতক্ষণ না শরীর মিলছে ততক্ষণ ঐভাবে ঘুরে ঘুরে শাস্তি ভোগ করবে। বিনাশের সময় এইসব স্থান খুব নোংরা হয়ে যাবে। মাথায় অনেক পাপের বোঝা আছে, তার হিসাব তো সবাইকেই মেটাতে হবে। কোনো কোনো বাচ্চা তো এখনও

পর্যন্ত যোগ কি তাই বুঝতে পারেনি। এক মিনিটও বাবাকে স্মরণ করেনা। তোমাদেরকে অর্থাৎ বাচ্চাদেরকে প্রতি মুহূর্তে এটাই বলা হয় যে বাবাকে স্মরণ করো, কারণ মাথাতে অনেক বোঝা আছে। মানুষ বলে যে পরমাত্মা হলেন সর্বব্যাপী। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা তীর্থযাত্রার জন্য এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ায়। তারা মনে করে যে এইসব করলে পরমাত্মার সাথে মিলনের রাস্তা পাওয়া যাবে। বাবা বলেন, পতিত ব্রষ্টাচারীরা তো আমার কাছে আসতেই পারবেনা। বলে দেয় যে উনি নির্বাণধামে চলে গেছেন, কিন্তু এইগুলো সব হল গল্পকথা। কেউই যায়না। তোমরা এখন জানো যে তারা ভক্তি মার্গে কতই না ধাক্কা খায়। এইসব শাস্ত্র ইত্যাদি পড়তে পড়তে মানুষকে নিচে তো নামতেই হবে। বাবা উঁচুতে ওঠান আর রাবণ নীচে নামায়। এখন বাবা বোঝাচ্ছেন যে তোমরা আমার মত অনুসারে চলে পবিত্র হলে এবং ভালোভাবে পড়লে স্বর্গে যেতে পারবে, নাহলে উঁচু পদ পাবেনা। কত প্রদর্শনীর সেবা হয়। এখন এইসব সেবা আরও বাড়তে থাকবে, গ্রামে গ্রামে যাওয়া হবে। এটা হল নুতন আবিষ্কার। নুতন নুতন পয়েন্ট বেরোতে থাকে। যতক্ষণ জীবন আছে ততক্ষণ তো শিখতেই হবে। তোমাদের লক্ষ্য হল ভবিষ্যতের জন্য। এই শরীর ত্যাগ করলে তোমরা গিয়ে রাজকুমার রাজকুমারী হবে। স্বর্গ মানে স্বর্গই। ওখানে নরকের চিহ্ন মাত্র নেই। ধরনীও উত্থাল-পাখাল হয়ে তারপরে নতুন হয়ে যায়। এই বাড়ি ঘর সব বিনাশ হয়ে যাবে। বলে যে সোনার দ্বারকা নীচে চলে গেছে। নীচে তো কেউ যায়না। এটা তো চক্র অনুসারে চলতে থাকে। এইসব তীর্থযাত্রা ইত্যাদি সব হল ভক্তিমার্গ। ভক্তি হল রাত্রি। যখন ভক্তির রাত্রি সম্পূর্ণ হয় তখন ব্রহ্মা আসে দিনের শুরু করার জন্য। দ্বাপর আর কলিযুগ হল ব্রহ্মার রাত্রি, তারপর দিন হওয়া উচিত। তোমাদের মধ্যে অর্থাৎ বাচ্চাদের মধ্যেও ক্রম আছে। সবাই তো আর একইরকম পড়বে না। বিভিন্ন শ্রেণী আছে। প্রদর্শনীতে দেখো কতজন আসে, ৫-৭ হাজার জন প্রতিদিনই আসে। কিন্তু তাদের থেকে বেরিয়ে আসে কতজন? কোটির মধ্যে কেউ, তার মধ্যে কেউ। লেখে যে বাবা, ৩-৪ জন উঠে এসেছে যারা নিয়মিত ক্লাস করে। কেউ কেউ আবার ৭ দিনের কোর্স করে আর আসেনা। যে দেবী-দেবতা ধর্মের হবে সেই এখানে টিকবে। সাধারণ এবং গরীবরাই উঠে আসে। খুব কম জন ধনী ব্যক্তিই এখানে টিকে যায়। অনেক পরিশ্রম করতে হয়। কেউ কেউ চিঠিও লেখে, কেউ আবার রক্ত দিয়েও লেখে। এরপরেও চলতে চলতে মায়া খেয়ে নেয়। যুদ্ধ চলতে থাকে এবং রাবণ জিতে যায়। যারা এদিক ওদিকের কথা শোনে তারা প্রজাতে চলে যায়। বাবা তো বোঝাচ্ছেন যে শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হবে। যেরকম মাস্টা, বাবা এবং অন্যান্য অনন্য বাচ্চারা পুরুষার্থ করছে। মহারথীদের নাম তো নেওয়াই হয়, তাই না? পাণ্ডব সেনাতে কে কে আছে তাদের নামও প্রসিদ্ধ, আবার কৌরব সেনাতেও যারা মুখ্য তাদের নামও প্রসিদ্ধ। ইউরোপবাসী যাদবদের নামও আছে। যারা নামকরা ব্যক্তি খবরের কাগজেও তাদের নাম বের হয়। তাদের সকলেরই পরমপিতা পরমাত্মার সাথে বিপরীত বুদ্ধি। পরমাত্মাকে জানলে তবেই তো প্রীত হবে। এখানে বাচ্চারাও প্রীত রাখতে পারেনা, প্রতি মুহূর্তে ভুলে যায় আর পদব্রষ্ট হয়ে যায়। বাবাকে যত স্মরণ করবে তত বিকর্ম বিনাশ হবে এবং উঁচু পদ মিলবে। অন্যকেও নিজের সমান বানাতে হবে, ক্ষমাশীল এবং অন্ধের লাঠি হতে হবে। কেউ অন্ধ, কেউ কানা আবার কেউ বধির হয়। এখানে বাচ্চাদের মধ্যেও ক্রম আছে। এইরকম বাচ্চারা ওখানে গিয়ে সাধারণ প্রজা এবং চাকর হবে। আগামী দিনে তোমরা সবকিছু সাক্ষাৎকার করবে। ঈশ্বরকে সর্বব্যাপী বলে দেওয়া মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়। ঈশ্বর তো হলেন জ্ঞানের সাগর, তিনি এসেই তোমাদেরকে জ্ঞান দিচ্ছেন, রাজযোগও শেখাচ্ছেন। শ্রীকৃষ্ণের আত্মা যার এখন ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছে, সে এখন রাজযোগ শিখছে। কতই না গুহ্য কথা। এইসময়ে সবাই বাবাকে ভুলে গিয়ে মহান দুঃখী হয়ে গেছে। তোমরা বাচ্চারা যত যত পুরুষার্থ করবে তত তোমাদের ভেতর থেকে খামতি

বেরিয়ে যাবে, লক্ষ্য অনেক উঁচু। কয়েক কোটির মধ্যে থেকে ৮ জন সফল হয়। তারপর ১০৮ এর মালা তৈরি হয়। তারপর হল ১৬ হাজার। পুরুষার্থ করার জন্য এই ভয়ও দেখানো হয়। বাস্তবে ১৬ হাজারের নয়, মালা হয় ১০৮ জনের। উপরে ফুল তারপরে যুগল দানা থাকে, ক্রমানুসারে বিষ্ণুর মালা তৈরি হয়। পুরুষার্থ করার জন্য কত বোঝানো হয়। যে এই ধর্মের হবেনা সে কিছুই বুঝবে না। যখন মাম্মা বাবা বলো তখন অনুসরণ (ফলো) করে তাদের আসনে বসো। হতাশ (হার্টফেল) হয়ে যাও কেন! স্কুলে যদি কোনো বাচ্চা বলে যে আমি পাস করব না তাহলে সবাই বলবে যে এ বোকা বুদ্ধ। বিচক্ষণ বাচ্চারা ভালো করে পড়াশুনা করে এবং অনেক নম্বর পায়। তোমরা বাচ্চারা প্রদর্শনীতে অনেক ভালো সেবা করতে পারো। বাবাকেও জিজ্ঞাসা করতে পারো - বাবা, আমি কি সেবা করার যোগ্য? তখন বাবা বলতে পারেন যে বাচ্চা, তোমাকে এখনও অনেক কিছু শিখতে হবে, যোগ্য হতে হবে। বিদ্বান ব্যক্তির সামনে যে বোঝাবে তাকেও অনেক হুঁশিয়ার হতে হবে। প্রথমে তো এটা নিশ্চয় করানো হয় যে ভগবান এসে গেছেন। সবাই ডাকে - হে দূর দেশবাসী তুমি এসো, আমাদের সাথে নিয়ে চল কারণ আমরা অনেক দুঃখী। সত্যযুগে তো এতজন মানুষ হবেই না। সকল আত্মারা মুক্তিধামে চলে যাবে, যেটার জন্য দুনিয়া এত ভক্তি করে। বাবা বলছেন, আমি সবাইকে নিয়ে যাব। এক সেকেন্ডে মুক্তি এবং জীবনমুক্তি। নিশ্চয় হলে জীবনমুক্তি হবে, সেখানেও আবার বিভিন্ন পদ আছে। জীবনমুক্তিতে রাজা-রানীর পদ পাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করতে হবে। মাম্মা-বাবা মহারাজা মহারানী হন। তাহলে আমরা কেন পদ পাব না। *যে পুরুষার্থ করবে সে লুকিয়ে থাকতে পারবেনা*। সমগ্র রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। যারা যারা দৈবী ধর্মের তারা অবশ্যই আসবে। মাম্মা-বাবা যদি রাজা-রানী হয় তাহলে আমরা কেন পুরুষার্থ করব না। বাবাকে বাচ্চারা চিঠি লেখে - বাবা, আমি কখনো কখনো সেন্টারে আসি। এখন মেয়ের বিয়ে দিতে চাই। কোনো স্ত্রী ছেলে খুঁজে দিলে মেয়ের বিয়ে দেব। কিন্তু মেয়ে বলে যে আমি বিয়ে করব না। এরজন্য অনেক কন্যারা মার খায়, অবলাদের ওপর অত্যাচার হয়। তখন বাবা লেখেন, মা, বাবা এবং সন্তান তিনজনই বাবার কাছে এসো, বাবা বোঝাবেন। বাবাকে যখন 'সম্মানীয় পিতামহী' বলে সম্বোধন করো, তাহলে চলে এসো। যদি পয়সা না থাকে তাহলে টিকিটের পয়সাও মিলে যাবে। বাবার সামনে আসলেই শ্রীমৎ মিলবে। কুমারীকে বিকারের রাস্তায় ঠেলে দেওয়া তো উচিত নয়। নাহলে পাপ আত্মা হয়ে যাবে। বাবার শ্রীমৎ অনুসারে চলে পবিত্র হতে হবে। আচ্ছা -

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা , বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১) জীবনমুক্ত পদ পাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করতে হবে। মাম্মা-বাবা যেমন মহারাজা-মহারানী হন, তাদেরকে অনুসরণ (ফলো) করে সেইরকম আসনে বসতে হবে। বিচক্ষণ হয়ে ভালো করে পড়া পড়তে হবে।

২) বাবার সাথে সত্যিকারের প্রীত রাখতে হবে। ক্ষমাশীল হয়ে অন্ধকে রাস্তা দেখাতে হবে। বাবার সামনে উপস্থিত হয়ে শ্রীমৎ নিয়ে পাপ আত্মা হওয়ার থেকে নিজেকে এবং অন্যকে বাঁচাতে হবে।

বরদান:- অনেক রকমের ভাবকে সমাপ্ত করে, আত্মিক ভাব ধারণের মাধ্যমে সকলের স্নেহী হও।

দেহ-ভানে থাকলে অনেক রকমের ভাব উৎপন্ন হয়। কখনও কাউকে ভালো লাগবে আবার কখনও কাউকে খারাপ লাগবে। কিন্তু আত্মা রূপে দেখলে রুহানি ভালোবাসা উৎপন্ন হবে। আত্মিক ভাব, আত্মিক দৃষ্টি, আত্মিক বৃত্তিতে থাকলে প্রত্যেকের সাথে সম্বন্ধে এসেও অতি প্রিয় অথচ পৃথক থাকবে। তাই চলতে ফিরতে অভ্যাস করো - "আমি আত্মা"। এর ফলে অনেক রকমের ভাব-স্বভাব সমাপ্ত হয়ে যাবে এবং সকলের স্নেহীও হয়ে যাবে।

স্লোগান:- যার মধ্যে উত্সাহ-উদ্দীপনার পাথনা আছে সে সহজেই সফলতা প্রাপ্ত করে।

কর্মই দর্পণ যা আত্মাকে দর্শন করায়

আজ সর্বশক্তিমান বাবা শক্তি সেনাকে দেখে পুলকিত হচ্ছেন। মাস্টার সর্বশক্তিমান সব আত্মারা কতদূর পর্যন্ত সর্বশক্তিকে ধারণ করেছে? তোমরা প্রধান শক্তিগুলোকে খুব ভালোভাবে জানো আর তারই আধারে তোমরা নিজেদের ছবি তৈরি করো। এই ছবি চৈতন্য স্বরূপের নিদর্শন। এটা তোমাদের মহত্বের লক্ষণ সেটাই শ্রেষ্ঠত্বের। প্রতিটা কর্ম যখন শ্রেষ্ঠ আর মহান হয়, তা' এটাই প্রমাণ করে যে, তোমরা তোমাদের ক্ষমতা কর্মভাষ্যে পরিণত করেছে। আত্মা দুর্বল বা শক্তিশালী কিনা, অথবা সর্বশক্তি সম্পন্ন বা সর্বশক্তি স্বরূপ সম্পন্ন কিনা তা' জানা যায় তাদের কর্ম দ্বারা। কারণ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাথে অধিকার আর সুযোগসুবিধার আদানপ্রদান করতে তাদের আসতেই হয়। এই কারণে নাম হয় কর্মক্ষেত্র, কর্মবন্ধন, কর্মেন্দ্রিয়, কর্মভোগ, কর্মযোগ। সুতরাং, এই সাকার দুনিয়ার বিশেষত্বই হলো কর্ম। নিরাকার বতন যেমন কর্মের উর্ধ্বে অর্থাৎ কর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন, তেমন সাকার বতন মানে হল কর্ম। কর্ম শ্রেষ্ঠ হলে প্রারব্ধও শ্রেষ্ঠ হয় আবার কর্ম কলুষিত হলে প্রারব্ধ দুঃখের হয়। যেমনই হোক, উভয়ই কর্মের আধারে হয়। তোমাদের কর্ম, আত্মাকে দর্শন করানোর দর্পণ। কর্মরূপী দর্পণ দ্বারা তোমরা তোমাদের শক্তিস্বরূপকে জানতে পারো। যদি কর্মের মধ্য দিয়ে শক্তির কোনও প্রত্যক্ষ রূপ দেখা না যায় তবে যে যতই বলুক আমি মাস্টার সর্বশক্তিমান, কর্মক্ষেত্রে থেকে কর্মে তার প্রতিফলন না হলে তাকে কি কেউ মানবে? উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কেউ একজন খুব ভালো সৈনিক বা লড়াইতে খুব ভালো কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুপক্ষের সাথে যদি যুদ্ধ করতে না পারে, পরাজিত হয় তখন কি কেউ বিশ্বাস করবে সে ভালো যোদ্ধা! একইভাবে, কেউ একজন নিজের বিচারবুদ্ধি দ্বারা নিজেকে শক্তি স্বরূপ মনে করল অথচ সে যদি সেই নির্দিষ্ট শক্তি কঠিন পরিস্থিতিতে বা যখন অন্যের সঙ্গে সম্পর্কে আসে, প্রয়োগ করতে না পারে, যে সময়ে যে নির্দিষ্ট শক্তির আবশ্যকতা থাকে সেই শক্তি যদি কর্মে প্রয়োগ করতে না পারে তাহলে কি কেউ মানবে যে সে শক্তি স্বরূপ? শুধু তোমার বিচারবুদ্ধি দিয়ে এই জানা অনেকটা ঘরে বসে নিজেকে সবকিছুতে উপযুক্ত মনে করার মতো। যাই হোক, সেই সময় তুমি যদি স্বরূপ না দেখাও বা নির্দিষ্ট শক্তিকে কাজে না লাগাও, সময় অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পরে যদি এটা স্মরণ করো তখন কি তোমাকে শক্তি স্বরূপ বলা যাবে? কর্মে এই মহত্বই প্রয়োজন। সময় অনুসারে শক্তিকে কর্মে প্রয়োগ করো। সুতরাং, সারাদিন তোমার কর্মতত্পরতা চেক করে দেখ যে কতখানি তুমি মাস্টার সর্বশক্তিমান হয়েছে।

কোন বিশেষ শক্তি যথার্থ সময়ে তোমাদের বিজয়ী বানায় এবং কোন শক্তিতে তুমি দুর্বল যা তোমাকে বারবার পরাজিত করায়? কোনো কোনো বাচ্চা জানে তারা কোন শক্তিতে দুর্বল, এমনকি তারা সেইগুলো বলেও কিন্তু খুব সাধারণভাবে, যখন ধারণায়ুক্ত কোনও সংগঠন বা নিজস্ব পুরুষাধীদের বায়ুমণ্ডল থাকে। মেজরিটি অর্থাৎ অধিকাংশ তাদের দুর্বলতা অন্যদের থেকে লুকানোর চেষ্টা করে। কেউ কেউ ঠিক সময়ে তাদের দুর্বলতার কথা বলে, কিন্তু সেই দুর্বলতার বীজ কি তা' সেইভাবে কেউ বুঝতে পারেনা; তারা এর সম্বন্ধে উপর-উপর বলে। তারা বিস্তারিতভাবে বাহ্যিক রূপের বর্ণনা করে কিন্তু তারা বীজ পর্যন্ত পৌঁছায় না। তাহলে, এর রেজাল্ট কি? তারা সেই কমজোর শাখাগুলো উপর থেকে ছেঁটে দেয়, এইজন্য কম সময়ের জন্যে হলেও তারা অনুভব করে শক্তির সেই অভাব সমাপ্ত হয়েছে। কিন্তু বীজ তখনও সেখানে থেকে যায়; কারণ, কিছু সময়ের পরেই

নানারকম পরিস্থিতির জল সিঞ্চনে অর্থাৎ জল পেয়ে সেই একই দুর্বলতার শাখা আবার বড় হতে থাকে। আজকাল দুনিয়ায় স্থায়ীভাবে রোগ নিরাময় হয় না, কারণ রোগের বীজ কি ডাক্তার জানেনা। এই কারণে রোগ দমিত হয় কিন্তু স্থায়ীভাবে নিরাময় হয়না। ঠিক একইভাবে এখানেও বীজকে জেনে বীজকে নির্মূল করো। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ বীজকে জানেও কিন্তু অমনোযোগী হওয়ার কারণবশত: তোমরা বলো, হ্যাঁ ঠিক আছে, কোনও সময়ে এটা হয়ে যাবে, একবারে কি এটা শেষ হবে, সময় তো লাগবেই। এইভাবে তারা নিজেদের দক্ষ প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে। যে সময়ে তাদের পাওয়ারফুল হতে হবে সেই সময় তারা নলেজফুল হয়! নিশ্চিতভাবে নলেজের শক্তি আছে, কিন্তু সেই নলেজকে তারা শক্তিরূপে ইউজ করেনা। তারা শুধু পয়েন্টরূপে ইউজ করে। জ্ঞানের প্রতিটা পয়েন্ট একেকটা অস্ত্র। কিন্তু তারা এটাকে অস্ত্র রূপে ইউজ করেনা। সুতরাং, বীজকে জানো, কোনো ভাবে অসতর্ক হয়ে কোনো কিছু প্রশ্ন দিওনা যা তোমাকে সম্পূর্ণ এবং সম্পন্ন হতে বাধা দেবে। আর বীজকে বুঝে নেওয়ার পরে যদি নিজের মধ্যে বীজকে জানার শক্তি অনুভব করো, কিন্তু সেই বীজকে ভস্ম করার শক্তি বুঝতে না পারো তাহলে অন্য জ্বালাস্বরূপ শ্রেষ্ঠ আত্মাদের থেকে সহযোগ নিতে পারো কারণ আত্মা ক্ষীণশক্তি হয়ে যাওয়ায় তারা বাবার সাথে ডিরেক্ট কানেকশন জুড়তে বা বাবার দ্বারা কানেকশন হতে অপারগ হয়, সুতরাং, সেকেণ্ড নাম্বার শ্রেষ্ঠ আত্মাদের থেকে সহযোগ নিয়ে নিজেদের ভেরিফাই করো। তোমরা নিজেদের ভেরিফাই করলে সহজেই তোমরা পিউরিফাই হয়ে যাবে। তাহলে বুঝতে পারছ তো কি চেক করতে হবে আর কিভাবে করতে হবে?

প্রথমতঃ, কিছু লুকিও না। দ্বিতীয়তঃ, এটা জেনেও কোনো কিছু অগ্রাহ্য করোনা বা অবহেলায় ভাসিয়ে দিওনা। যখন তোমরা অমনোযোগী হয়ে চলতে থাকো তখন চিত্কার করো। তাই আজ বাপদাদা শক্তি সেনার কর্মশক্তি দেখছিলেন। এখন প্রাপ্ত হওয়া শক্তিকে কর্মে প্রয়োগ করো। কারণ তোমাদের কর্মই, তোমাদের বিশ্বের সকল আত্মাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবে। তোমাদের কর্মের মাধ্যমে তারা তোমাদের জানবে। সংকল্প সূক্ষ্ম শক্তি, সেই তুলনায় কর্ম অনেক স্থূল। আজকালকার আত্মারা স্থূলরূপ খুব তাড়াতাড়ি চিনে নিতে পারে। সাধারণতঃ স্থূল থেকে সূক্ষ্ম শক্তি অধিক শ্রেষ্ঠ। কিন্তু লোকেদের পক্ষে সূক্ষ্ম শক্তির ভাইব্রেশন ক্যাচ করা এখন খুব কঠিন। তোমাদের কর্মশক্তির দ্বারাই তারা তোমাদের সংকল্প শক্তিকে ক্রমশঃ জেনে যাবে। মন্সা সেবা কর্মণা থেকে অধিক শ্রেষ্ঠ। যে বৃত্তি দ্বারা তোমরা বৃত্তিকে এবং বায়ুমণ্ডলকে শ্রেষ্ঠত্বে রূপান্তরিত করো তা অতীব শ্রেষ্ঠ। তাসত্ত্বেও, তোমরা যা করছ তার থেকে সহজতর কর্ম আছে। পূর্বেই তোমাদের এর যথাযথ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু আজ, বাবা তোমাদের কর্ম দ্বারা তোমাদের শক্তিস্বরূপের আভাস দিয়ে বা সাক্ষাত্কার করিয়ে বিষয়টাকে খোলাখুলিভাবে ব্যক্ত করছেন। তোমাদের কর্ম দ্বারা সংকল্প শক্তিতে পৌঁছানো অনেক সহজ হয়ে যাবে। তা নাহলে, দুর্বল কর্ম এবং সূক্ষ্ম শক্তি বুদ্ধিকে এবং তোমাদের সংকল্পগুলোকে নীচে নামিয়ে আনে, ঠিক যেমন পৃথিবীর আকর্ষণ উপরের জিনিসকে নীচে নামিয়ে আনে। এইজন্য চিত্রকে চরিত্র বানাও। আচ্ছা।

এইভাবে প্রতিটি শক্তিকে কর্ম দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়ে, নিজের শক্তিস্বরূপ দ্বারা সর্বশক্তিমান বাবাকে প্রত্যক্ষ করে, সর্বদা পরখ করার এবং পরিবর্তনের শক্তিস্বরূপ, সর্বদা চরিত্র দ্বারা বিচিত্র বাবার সাক্ষাত্কার করায়, এমন মাস্টার সর্বশক্তিমান, শ্রেষ্ঠ কর্মকর্তা, শক্তিস্বরূপ আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

পাটির সাথে বাপদাদার সাক্ষাত্কার

১ - মায়ার আতিথেয়তার রেজাল্ট হল - দুঃখ(উদাসী)

সব সময় নিজেকে বাপদাদার সাথীরূপে গণ্য করো ? যখন সর্বদা বাপদাদার সঙ্গ অনুভব হবে তখন তার লক্ষণ হবে সদা বিজয়ী । যদি যুদ্ধ করতেই তোমাদের অনেক সময় কেটে যায় আর সব কিছুতে তোমাদের কঠিন পরিশ্রম অনুভব হয় তবে এটাই প্রমাণ হয় তোমরা বাবার সঙ্গে নেই । যারা তাঁর সঙ্গ অনুভব করেছে তারা অবিরত তাঁর জন্য ভালবাসায় পরিপূর্ণ হয়েছে । প্রেমের সাগরে নিমজ্জিত আত্মা কখনও অন্য কোনও প্রভাবে আসতে পারেনা । মায়ার আসা কোনও বড় কথা নয় ! কিন্তু তাকে তার রূপ দেখাতে দিওনা ! যদি মায়াকে অতিথিসেবা করো তবে চলতে চলতে দুঃখের অনুভব হবে । তোমরা এমন অনুভব করবে, যেন, না সামনে এগোতে পারছ আর না পিছনে সরতে পারছ । পিছনেও সরতে পারবে না আর সামনেও এগোতে পারবে না । এটাই হল মায়ার প্রভাব । মায়ার আকর্ষণ তোমাকে উড়তে দেয়না । বাস্তবে, কোনো ভাবে পিছনে সরে যাওয়ার কোনো প্রশ্নই নেই । যাই হোক, যদি এমন হয় যে তোমরা এগোতে পারছ না, তবে বীজকে চেক করো এবং তাকে ভস্ম করো । এইরকম ভেবো না, আমি চলছি, আমি আসছি, আমি শুনছি, আমার যথাশক্তি দিয়ে সেবা করছি । এইরকম করার পরিবর্তে চেক করো তোমার স্পীড আর স্টেজ-এর ক্ষেত্রে কতখানি উন্নতি হয়েছে । আচ্ছা ।

২ - এক লহমায় যারা বাবার কাছে সমর্পিত হয় একমাত্র তারা মহাপ্রসাদ হয়

বাচ্চারা তোমরা সবাই জীবনমুক্ত স্থিতির বিশেষ বর্ষা অনুভব করো ? তোমরা জীবনমুক্ত নাকি জীবনবন্ধ ? ট্রাস্টি হওয়া অর্থাৎ জীবনমুক্ত হওয়া । তবে কি তোমরা মরজীবা হয়েছ নাকি এখনও মরছ ? কত বছর ধরে তোমরা মরবে ? ভক্তিমার্গে জড় মূর্তিতে প্রসাদরূপে কি নৈবেদ্য অর্পণ করা হয় ? যা মুহূর্ত মধ্যে সম্পূর্ণ অর্পণ করা যায় ! চিত্তকার করে আত্মবলিদান করলে প্রসাদরূপে নিবেদিত হওয়া যায়না । বাবার সামনে তারাই একমাত্র প্রসাদ হতে পারে যারা নিজেদের মুহূর্ত মধ্যে উত্সর্গ করতে পারে, যারা এক ঝটকায় নিজেদের সমর্পণ করতে পারে । এই তাত্ত্বিক ত্যাগ তাদের যারা সবকিছু মনোযোগ দিয়ে বিবেচনা করে, ভাবে, সঙ্কল্প করে, "আমি বাবার, বাবা আমার ।" এই সঙ্কল্প মনে আসতেই সবকিছু তলোয়ারের ধারে সমাপ্ত হয়ে যায় । তোমরা এক মুহূর্তে নিবেদিত হয়ে যাও । তোমরা যদি এমন ভাবো, আমরা হবো, হয়ে যাবে এবং সবসময় সবকিছু ছেড়ে দিলে সময় বয়ে যাবে, সেটা চিত্তকার করার মতো অবস্থা হবে । যারা সর্বদা সেই চিন্তায় থাকে, ক্রমাগত গোঙায় তারা কখনও জীবনমুক্ত হতে পারেনা । যেইমাত্র তোমরা বলো, "বাবা" , ঠিক তখনই হয়ে যায় "যেমন বাবা, তেমন বাচ্চা" । এটা তো সম্ভব নয় যে, বাবা সাগর আর বাচ্চা ভিথারী ! বাবা তোমাদের অফার করেছেন - আমার হয়ে যাও, এতে চিন্তা করার কিছু নেই । আচ্ছা ।

ডাবল্ বিদেশী ভাই-বোনের প্রশ্ন এবং বাপদাদার উত্তর

প্রশ্নঃ - বাবার সাথে আমরা বাচ্চারা কিভাবে বিশ্ব পরিক্রমায় যেতে পারি ?

উত্তরঃ - এইজন্য বাবার মতন বিশ্ব কল্যাণকারী বেহদের স্টেজ হওয়া প্রয়োজন । তবে তোমরা অনুভব করবে, ছবিতে গ্লোবের উপর গ্রীকৃষ্ণ যেমন বসে আছেন তেমনই আমিও বিশ্ব গ্লোবের উপর বসে আছি । তখন অটোমেটিক্যালি তোমাদের বিশ্ব পরিক্রমা হয়ে যাবে । অনেক উঁচু জায়গায় চলে গেলে যেমন চক্কর লাগানোর প্রয়োজন হয়না, কারণ এক জায়গা থেকেই সবকিছু দেখতে পাওয়া যায়, ঠিক এইভাবে যখন টপ স্টেজে, বীজরূপ স্টেজে, বিশ্ব কল্যাণকারী স্থিতিতে স্থিত হবে তখন সারা বিশ্ব ছোট বলের মতো দেখাবে । কারণ তখন তোমরা এক সেকেন্ডে পরিক্রমণের শ্রেষ্ঠ স্টেজে থাকবে । কখনও কখনও তোমরা দিব্য দৃষ্টি দ্বারা প্র্যাকটিক্যাল ভ্রমণের অনুভব করো অথবা কখনও তোমাদের সূক্ষ্ম ফরিস্তা স্বরূপের সাথে । প্লেনে যেমন তোমরা চারিদিকে প্রদক্ষিণ করো ঠিক তেমনভাবে ফরিস্তা স্বরূপে সারা বিশ্বে তোমরা বৃত্তাকারে চক্কর দিতে পারো; এই দুইভাবেই তোমরা বিশ্ব পরিবেষ্টন করতে পারো অর্থাৎ চক্কর দিতে পারো । তোমরা যখন বিশ্ব রচয়িতার বাচ্চা তখন তো তোমরা সমগ্র রচনার চারদিকে ভ্রমণ করবে, তাই না !

প্রশ্নঃ - কোনো কোনো সময় যোগে বসে খুব ভালো টাচিং হয়, কিন্তু কিভাবে বুঝব এটা বাবার টাচিং ?

উত্তরঃ - ১) বাবার টাচিং সবসময়ই পাওয়ারফুল হয় এবং তোমরা অনুভব করবে এই শক্তি তোমাদের শক্তির থেকে অনেক বেশী শক্তিশালী ।

২) বাবার টাচিং হলে সহজেই সফলতার অনুভব হবে । ৩) যখন বাবার টাচিং হবে তখন কোনও 'কি' 'কেন'-র প্রশ্ন থাকেনা । সবকিছু স্পষ্ট থাকবে । সুতরাং, এই সমস্ত জিনিস থেকে তোমরা বুঝতে পারো যে সেই টাচিং বাবার ।

প্রশ্নঃ - কিভাবে পরখ করা যাবে আমরা বুদ্ধির দ্বারা সারেন্ডার হয়েছি কি হইনি ?

উত্তরঃ - বুদ্ধির দ্বারা সারেন্ডারের অর্থ হল - বুদ্ধি যা নির্ণয় করছে তা বাবার শ্রীমত অনুসরণে হচ্ছে কিনা ! কারণ বুদ্ধির কাজই হল নির্ণয় করা । শ্রীমৎ ছাড়া অন্য কিছু তোমাদের বুদ্ধিতে আর কোনও কথা আসেই না । তোমাদের বুদ্ধিতে সদা বাবার স্মৃতি থাকার কারণে, সেটাই নির্ণয় শক্তি হয়ে যাবে । যার প্র্যাকটিক্যাল লক্ষণ হল তোমাদের জাজমেন্ট সঠিক হবে এবং সফলতায় পূর্ণ হবে । যাই হোক আত্মা বলে, তার নিজেরও যেমন এটা পছন্দ হবে, অন্যরাও এটা খুব ভালো জিনিস হিসেবে গ্রহণ করে নেবে । প্রত্যেকে অনুভব করবে যে, তোমাদের বুদ্ধি খুব স্বচ্ছ এবং সারেন্ডারড অর্থাৎ সমর্পিত । তোমরা তোমাদের বুদ্ধির সাথে পরিতুষ্ট । এমন কোনও কোশ্চেন কোথাও থাকবেনা কে রাইট অথবা রং ।

প্রশ্নঃ - কিছু কিছু বাচ্চা যারা নিশ্চয় বুদ্ধি তারা ৪-৫ বছর বাদে চলে যায়, এটা কেন হয় ? কিভাবে এই তরঙ্গ সমাপ্ত করা যাবে ?

উত্তরঃ - চলে যাওয়ার নির্দিষ্ট কারণ হল, তারা সেবায় খুব বিজি থাকা সত্ত্বেও স্ব-সেবা এবং সেবার মধ্যে ব্যালান্স হারিয়ে ফেলে । এই একটা কারণে ভালো ভালো বাচ্চারা সাময়িক নিবৃত্তিতে এসে যায় অর্থাৎ তারা থেমে যায় । আর দ্বিতীয় কারণ হলো, তাদের বিশেষ এমন কিছু সংস্কার আছে যাতে তারা শুরু থেকে কমজোর থাকে, কিন্তু সেটা তারা লুকিয়ে রাখে এবং নিজের সাথে

নিজে ক্রমাগত যুদ্ধ চালিয়ে যায়। বাপদাদাকে বা নিমিত্ত আত্মাকে স্পষ্টভাবে নিজের দুর্বলতা জানিয়ে তারা সেই সংস্কার সমাপ্তও করেনা। তাদের লুকিয়ে রাখার কারণে সেই দুর্বলতা তাদের ভিতরে ভয়ংকর রূপ নিয়ে নেয় এবং তাদের নিজেদের উন্নতি অনুভব হয়না। আর তখন বিষমুখিত্তে তারা বাবাকে ছেড়ে চলে যায়। তৃতীয় কারণ হলো, তারা অন্যান্যদের সাথে তাদের নিজেদের সংস্কারের সংগতি রাখতে পারেনা। অন্যান্যদের সাথে তাদের সংস্কারের সংঘাত লেগে যায়। আত্মাদের ছেড়ে যাওয়ার এই লহর সমাপ্ত করার জন্য একসাথে সেবা করার সাথে সাথে স্ব-সেবা এবং সেবার মধ্যে ব্যালান্স রাখতে ফুল অ্যাটেনশন দিতে হবে। যারা আসে তাদের প্রত্যেককে বাপদাদার প্রতি এবং নিমিত্ত আত্মাদের প্রতি অতি স্বচ্ছ থাকতে হবে। যদি তোমরা একটুও অনুভব করো যে সার্ভিস টু মাচ তবে নিজের উন্নতিসাধন সেবার আগে ভাবা উচিত এবং নিমিত্ত আত্মাদেরও তোমার অনুভবের কথা বলা উচিত। যারা নতুন আসে প্রথমে এইসব কথায় তাদের অ্যাটেনশন দেওয়াও। নিজের সংস্কার আগে চেক করো। যদি অন্য কারও সাথে তোমার সংস্কারের সংঘাত লাগে তাহলে সেই ব্যক্তির থেকে সরে আসাই ঠিক হবে। কোথাও কোনো সারকমস্ট্যান্সে সংস্কারের সংঘাত হলে তোমার নিজেকে আলাদা করে নেওয়াই শ্রেয়।

প্রশ্নঃ - নির্দিষ্ট কোনও জায়গায় যদি সেবার রেজাল্ট বার না হয় তবে কি তা' কারও নিজের দুর্বলতা নাকি যেখানে এইরকম হচ্ছে সেই ভিতের ?

উত্তরঃ - সর্বপ্রথমে সেবার সব ধরনের সাধন ইউজ করার চেষ্টা করো। যদি সব ধরনের সেবা করার পর তখনও রেজাল্ট না হয় তবে তা' ভিতের ফারাক হতে পারে। যদি তোমার নিজের দুর্বলতার কারণে সেবা না বাড়ে তখন অবশ্যই তোমাদের বিবেক-দংশন হবে, আমার কারণে সেবা হয়নি। ঠিক সেই সময়ে একে অন্যের সহযোগ নিয়ে একে অন্যকে ফোর্সের সাথে পূর্ণ করো। যদি তোমার কারণে হয় তাহলে ওই ধরনী থেকে যে আত্মারা বেরোচ্ছে তারাও দুর্বল হবে। তীর পুরুষার্থী হতে পারবে না। আচ্ছা।

***বরদানঃ-** পুরুষার্থের সাথে যোগের প্রয়োগ বিধি দ্বারা বৃত্তিকে পরিবর্তনকারী সদা বিজয়ী ভব*

পুরুষার্থ জমি প্রস্তুত করে, সেটাও খুব প্রয়োজন কিন্তু পুরুষার্থের সাথে সাথে যদি যোগের প্রয়োগে অন্যদের মনোভাব পরিবর্তন করো তাহলে, সফলতা তোমার দৃষ্টিগোচরে চলে আসবে। দূঢ় প্রত্যয়ের সাথে এবং যোগের প্রয়োগ দ্বারা, তোমরা যে কোনও কারও বুদ্ধির রূপান্তর করতে পারো। সেবায় যখনই কোনো পরিবর্তন হয়েছে, যোগের প্রয়োগ দ্বারা তাদের বিজয় লাভ হয়েছে। এইজন্য তোমাদের পুরুষার্থ দ্বারা ভিত প্রস্তুত করো, কিন্তু বীজকে আমূল পরিবর্তন করতে যোগের প্রয়োগ করো। তাহলে, তখন তোমরা বিজয়ী হওয়ার আশিস লাভ করবে।

***স্লোগানঃ-** সেবার দ্বারা যারা দানপুণ্যের পুঁজি সঞ্চয় করে তারাই হল পুণ্যাত্মা*।

"মিষ্টি বাচ্চারা - উঁচু পদ পেতে হলে আল্লার মধ্যে জ্ঞানের পেট্রোল ভরতে থাকো, ভোরবেলা উঠে বাবাকে স্মরণ করো, শ্রীমতের বিপরীতে কোনো কাজ করো না।"

প্রশ্ন:- বাবা প্রত্যেক বাচ্চার জন্ম পঞ্জিকা জানা সম্বন্ধেও শোনান না কেন ?

উত্তর:- কারণ বাবা বলেন - আমি হলাম শিক্ষক, আমার কাজ হল তোমাদেরকে অর্থাৎ বাচ্চাদেরকে শিক্ষা দিয়ে শোধরানো। এছাড়া তোমাদের অন্তরে কি আছে সেটা আমি শোনাব না। আমি তো আল্লাকে ইনজেকশন দিতে এসেছি, শারীরিক অসুখ ঠিক করার জন্য আসিনি।

প্রশ্ন:- তোমরা বাচ্চারা এখন কোন্ কথাতে আর ভয় পাওনা এবং কেন?

উত্তর:- তোমরা এখন এই পুরাতন শরীর ত্যাগ করতে আর ভয় পাওনা। কারণ তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে আমরা আল্লাহ হলাম অবিনাশী। এই পুরাতন শরীর যদি চলেও যায় আমাদের তো এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে। আমরা হলাম অশরীরী আল্লাহ। কিন্তু এই শরীরে থেকেই বাবার থেকে জ্ঞান-অমৃত পান করছি, তাই বাবা বাচ্চাদেরকে বলেন চিরজীবী হও, সেবাধারী হলে আয়ু বৃদ্ধি পাবে।

গীত:- শৈশবের দিনগুলি ভুলে যেওনা...

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা গান শুনল। যাদেরকে এখন মাম্মা-বাবা বলে তাদেরকে ভুলে যেওনা। এই গানটা যারা বানিয়েছে তারা তো এর অর্থ বোঝেনা। তাদের তো এই নিশ্চয়টাই নেই যে আমরা হলাম পরমপিতা পরমাত্মার সন্তান। পতিতদেরকে পবিত্র বানানোর জন্য সেই পরমপিতা পরমাত্মাকেই আসতে হয়, কত শ্রেষ্ঠ সেবা তিনি করতে আসেন। কিন্তু ওঁনার কোনো অভিমান নেই, ওঁনাকে নিরহংকারী বলা হয়। তাঁর ক্ষেত্রে নিশ্চয়বুদ্ধি বা দেহী-অভিমানী হওয়ার কোনো ব্যাপার নেই কারণ তিনি কখনো সংশয়বুদ্ধি কিংবা দেহ-অভিমানী হন না। মানুষের দেহ-অভিমানী হয়, তাই পুনরায় দেহী-অভিমানী হওয়ার জন্য কত পরিশ্রম করতে হয়। বাবা বলেন, নিজেকে আল্লা নিশ্চয় করো। কত পার্থক্য। একদিকে তাঁকে পতিত-পাবন বলে স্মরণ করে, আবার অন্যদিকে বলে দেয় যে সবকিছুর মধ্যেই পরমাত্মা আছেন। এদেরকে গিয়ে বোঝাও। বাবাকে দেখো কোথা থেকে এসেছেন তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদেরকে বোঝানোর জন্য। যার পুরো নিশ্চয়বুদ্ধি হয়েছে সে বলবে বরাবর আপনিই আমাদের মাতা-পিতা, আমরা আপনার শ্রীমৎ অনুসারে চলে শ্রেষ্ঠ দেবতা হওয়ার জন্য এখানে এসেছি। পরমাত্মা তো সর্বদা পবিত্রই থাকেন। তাঁকে আহ্বান করে - পতিত দুনিয়াতে এসো। তাহলে অবশ্যই তাকে পতিত শরীরেই আসতে হবে। পতিত দুনিয়াতে শরীর তো পবিত্র হয় না। তাহলে দেখো বাবা কত নিরহংকারী, তাঁকে পতিত শরীরে আসতে হয়। আমরা আমাদেরকে সম্পূর্ণ বলতে পারিনা, আমরা তো এখন সম্পূর্ণ হচ্ছি। তাই বেহদের বাবা বাচ্চাদেরকে বলছেন শ্রীমৎ অনুসারে চলো। বাবা শ্রীমৎ দিচ্ছেন - ভোরবেলা উঠে স্মরণ করলে পাপ ভস্ম হয়ে যাবে। শ্রীমৎ অনুসারে না চললে পাপ ভস্ম হবেনা, এইরকম বাঁদরের মতোই থেকে যাবে। তারপর খুব কড়া শাস্তি খেতে হবে। জানোয়াররা তো শাস্তি পায়না। শাস্তি তো মানুষদের জন্যই। যদি কোনো ষাঁড় কাউকে মেরে দেয় আর সে যদি মরেও যায় তাহলে কি ওই ষাঁড়কে জেলে ঢোকানো হবে? কিন্তু মানুষকে

তো সঙ্গে সঙ্গে জেলে ঢুকিয়ে দেবে। বাবা বোঝাচ্ছেন এখন মানুষ তো পশুর থেকেও অধম হয়ে গেছে। এই মানুষকেই আবার দেবতা হতে হবে। বাবা বোঝাচ্ছেন যে এই লক্ষ্মী-নারায়ণও গীতার জ্ঞান জানত না। সেখানে এই জ্ঞানের প্রয়োজনই নেই কারণ রচয়িতা হলেন বাবা। সেখানে কেউ ত্রিকালদর্শী থাকেনা। এখন তো লোকেরা ত্রিকালদর্শী না হয়েও নিজেকে ভগবান বলে দেয়। তাই বড় বড় অক্ষরে লিখে দাও যে গীতার ভগবান হলেন পরমপিতা পরমাত্মা, কৃষ্ণ নয়। এই মুখ্য ভুলটাই কারোর বুদ্ধিতে বসেনা আর বাচ্চারাও কারোর বুদ্ধিতে বসায় না। এটা ভুলে গেছে যে ভারতই স্বর্গ ছিল। কল্পের আয়ুকেই লাখ বছর বলে দিয়েছে, তাই কোনো পুরাতন জিনিস মিললে সেটার বয়সও লাখ বছর বলে দেয়। কখনও কেউ কেউ এটা বলেও যে যীশু খ্রিস্টের জন্মের ৩ হাজার বছর আগে ভারতে স্বর্গ ছিল। তোমরা জান যে আমরাই দেবী-দেবতা ছিলাম। মায়া একেবারে কড়ির মতো বানিয়ে দিয়েছে, কোনো মূল্যই নেই। তাই এখন তোমাদেরকেও এই ঘোর অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। কখনও এমন কোনো কাজ করো না যার জন্য তোমাদেরকেও বলতে হবে যে তোমরা হলে বাঁদরের মত। আমি কত দূরদেশ থেকে আসি তোমাদের ময়লা কাপড় সাফ করার জন্য। তোমরা আত্মারা একেবারে ময়লা হয়ে গেছ। এখন আমাকে স্মরণ করলে তোমাদের জ্যোতি জেগে যাবে। জ্ঞানের পেট্রোল ভরতে থাকো। তাহলে ওখানেও কোনো পদ পেয়ে যাবে। ওখানে গিয়ে দাস-দাসী হলে সেটা তো ভালো হবে না। এটা যেহেতু রাজযোগ তাই পদও উঁচু পাওয়া উচিত। যদি ওখানে গিয়ে দাস-দাসী হও তাহলে ভগবানের কাছ থেকে কি উত্তরাধিকার পেলো? কিছুই না। বাবাকে কেউ জিজ্ঞেস করলে বাবা সঙ্গে সঙ্গে বলে দিতে পারবেন। ইশারাতে কাজ করতে হবে, যে বলার আগে কাজ করে সে দেবতা আর যে বলার পরে করে সে হল মানুষ। তোমারা এখন দেবতা হওয়ার শ্রীমৎ পাচ্ছ। বাবা, যিনি তোমাদেরকে এত শ্রেষ্ঠ বানাচ্ছেন, তিনি বলছেন বড় বড় অক্ষরে বোর্ড লিখে প্রদর্শনীতে টাঙিয়ে দাও। তাহলে সকলের চোখ খুলবে যে শ্রীকৃষ্ণ ভগবান নয়, সে তো পুনর্জন্ম নেয়। সবাই ভাবে যে কৃষ্ণ জন্ম-মরণে আসেনা, তাকে ডাকলেই সে হাজির হয়ে যায়। হনুমানের পূজারীরাও বলবে হনুমানকে ডাকলে হনুমানও হাজির হয়ে যায়। এখানে তো কেবল বাবার কাছ থেকেই উত্তরাধিকার নিতে হবে। *গীতার ভগবান আমাদের হীরেতুল্য বানাচ্ছেন। তাঁর নাম বদল করে দেওয়ার জন্যই ভারতের আজ এই অবস্থা হয়েছে। এই কথাটা এখনো এতটা জোর দিয়ে বোঝানো হয়নি*। জ্ঞানের সাগর তো একজনই। তিনিই হলেন পতিত-পাবন। দুনিয়ার লোকেরা গঙ্গাকে পতিত-পাবনী বলে। কিন্তু গঙ্গা তো সাগর থেকেই উৎপন্ন হয়, তাহলে সাগরে গিয়ে কেন স্নান করেনা। ওদেরকে বোঝানোর জন্য তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের মধ্যে পরীর মত গুন থাকতে হবে। সবাইকে বোঝাতে হবে যে আমরা তো বাবারই মহিমা করছি। নিরাকার পরমাত্মাকে তো সকলেই মানে। কিন্তু তাঁকে সর্বব্যাপী বলে দেয়। বলে যে, হে রাম, হে পরমাত্মা। মালাও জপ করে। মালার উপরে আছে ফুল, এর অর্থও বোঝেনা। ফুলের পরে থাকে যুগল দানা। যেটা মাতা-পিতা অর্থাৎ প্রবৃত্তি মার্গের প্রতীক। সৃষ্টি রচনা করার অবশ্যই মাতা-পিতার প্রয়োজন। পরমাত্মা এঁনার দ্বারাই বসে আমাদেরকে যোগ্য বানান এবং পরবর্তী কালে এই মালাই জপ করা হয়। পরমাত্মা এবং আত্মার রূপ কেমন সেটাও জানেনা। তোমরা নতুন কথা শুনছ, পরমাত্মা হলেন এক ছোট বিন্দু। কতই না আশ্চর্যের - এত ছোট বিন্দুকে কেউ জ্ঞানের সাগর বলে মানবে? তারা কোনো মানুষকে জ্ঞানের সাগর বলে মানে। কিন্তু সেক্ষেত্রে তো মানুষই মানুষকে জ্ঞান দেয় - যার ফলে দুর্গতি হয়েছে। এখানে তো ভগবান স্বয়ং এসে জ্ঞান দিয়ে সদগতি করাচ্ছেন অর্থাৎ রাজাদের রাজা বানাচ্ছেন। তোমরা আশ্চর্য হয়ে যাও। আত্মা হল ছোট বিন্দু অতি সূক্ষ্ম। তাহলে বাবাও তো এইরকমই হবেন, তাই না? কিন্তু তিনি কত বড় অখরিটি। কিভাবে পতিত দুনিয়াতে এবং পতিত

শরীরে এসে আমাদেরকে পড়ান। দুনিয়ার লোক এইসব কথা জানেইনা। তারা তো উল্টো ভাবে ঝুলে আছে। বাবা এখন নির্দেশ দিচ্ছেন, যে আমার মত অনুসারে চলবে সেই স্বর্গের মালিক হবে। এতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আমরা আত্মারা হলাম অশরীরী। এখন ফেরত যেতে হবে। এই পুরাতন শরীরটা যদি চলে যায় তো যাক। তবে বাবা যেহেতু জ্ঞান অমৃত দিচ্ছেন তাই চিরঞ্জিবী হও। যে সেবাধারী হবে তার আয়ু বাড়বে। প্রদর্শনীতে অনেক সেবা হবে, অনেক উল্লসিত হবে। কৃষ্ণের মহিমা এবং পরমাত্মার মহিমার মধ্যে অনেক পার্থক্য। বাবা বলছেন, তোমরা স্বর্গে পবিত্র ছিলে। এখন কিভাবে পতিত হয়ে গেছ সেটা তো জানতে হবে, তাই না? বাবা এসে পাথর বুদ্ধিকে পরশ বুদ্ধি বানান।

কাউকে মন-বচন ও কর্মে দুঃখ দেওয়া ঈশ্বরীয় সন্তানদের জন্য অনুচিত। বাবা বলছেন, কাউকে দুঃখ দিলে মহান দুঃখী হয়ে মরতে হবে। সর্বদা সকলকে সুখ দেওয়া উচিত। ঘরে অতিথি আসলে অনেক সেবা করা হয়। এ হল পুরাতন শরীর, কর্মফল ভোগ এবং হিসাবপত্র সমাপ্ত করতে হবে, এতে ভয় পেলে চলবে না। নাহলে আবার শাস্তি খেতে হবে। খুব মিষ্টি হতে হবে। বাবা কত ভালোবেসে বোঝান। *উপার্জনের সময়ে কখনও হাই তোলা বা ঢুলে পড়া উচিত নয়*। বাবা বলছেন, আমাকে স্মরণ করলে তুমি সদাকালের জন্য নিরোগী হয়ে যাবে। তোমাদেরকে স্বর্গে নিয়ে যেতে এসেছি, তাই আর কোনো কুকর্ম করো না। এমন অনেক চিন্তা আসবে যে অমুক জিনিসটা নিয়ে খেয়ে নিই, এটা তো জড়িয়ে নিই। বাবা তো বাচ্চাদের জীবনপঞ্জী জানেন, তাই চাল-চলন ভালো করতে হবে। বাবা বলছেন, আমি সকলের জীবনপঞ্জী জানি। কিন্তু আমি কি প্রত্যেককে বসে বসে শোনাব যে তোমার অন্তরে কি আছে ! আমার কাজ হল শিক্ষা দেওয়া। আমি তো শিক্ষক। এমন নয় যে বাবা তো জানেন, তিনি নিজের থেকেই আমাদের ওষুধ পার্টিয়ে দেবেন। বাবা বলেন, অসুখ হলে ডাক্তারের কাছে যাও। তবে সব থেকে ভাল ওষুধ হল যোগ। কিন্তু আমি কি কোনো ডাক্তার যে বসে বসে ওষুধ দেব। এমন নয় যে বাবা তো সমর্থ, তাহলে আমাদের অসুখকে কেন ভালো করবেন না। না, বাবা তো পতিতকে পবিত্র বানাতে এসেছেন। আচ্ছা -

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা , বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১) মন-বচন এবং কর্মের দ্বারা কখনও কাউকে দুঃখ দেওয়া উচিত নয়। কর্ম-ভোগকে ভয় পেলে চলবে না। খুশিতে থেকে পুরাতন হিসাবপত্র সমাপ্ত করতে হবে।

২) সংকল্পের বশীভূত হয়ে কোনো কুকর্ম করা উচিত নয়। ভালো আচরণ ধারণ করতে হবে। দেবতা হওয়ার জন্য প্রত্যেক কথা ইশরাতে বুঝে নিয়ে করতে হবে, কাউকে যেন বলে দিতে না হয়।

বরদান:- যোগের প্রয়োগ দ্বারা প্রত্যেক খাজানাকে বৃদ্ধি করে সফল তপস্বী হও।

বাবার কাছ থেকে প্রাপ্ত সকল খাজানার ওপর যোগের প্রয়োগ করো। খাজানার খরচ যেন কম হয় কিন্তু প্রাপ্তি বেশি হয়। সাধারণ ব্যক্তি যে কাজে ২-৪ মিনিট ভাবার পর সফল হয় সেটা তুমি ১-

২ সেকেন্ডে করে নাও। কম সময়ে, কম সংকল্প ব্যয়ে যদি বেশি ফল পাওয়া যায় তাহলেই তাকে যোগের প্রয়োগ করতে সমর্থ সফল তপস্বী বলা যাবে।

শ্লোগান:- নিজের আদি, অনাদি স্বভাব-সংস্কারকে স্মরণে রেখে সর্বদা অচল থাকো।

"মিষ্টি বাচ্চারা- শ্রীমৎ অনুসরণ করে নিজেদের কর্মকে দোষত্রুটি থেকে মুক্ত করে বিকর্মকে ভস্ম করো, মালার দানা হতে হলে এক বাবা ছাড়া দ্বিতীয় কাউকে স্মরণ করো না"

প্রশ্নঃ - বাবা কোন্ বাচ্চাদের স্বতোই রক্ষা করেন ?

উত্তরঃ - যারা অতি নির্মল এবং প্রতিশ্রুতিরক্ষায় বদ্ধপরিকর, বাবার অনুগত তারা নিজে থেকেই সুরক্ষিত হয়ে যায়। যারা মিথ্যাকে আশ্রয় করে তারা সুরক্ষিত হতে পারেনা। মায়া তাদের নিজের দিকে টানতে থাকে। তাদের জন্যে সাজাও স্থির হয়ে আছে ।

প্রশ্নঃ - বাচ্চারা কেন তাদের দুর্বলতা রূহানী সার্জনের থেকে লুকিয়ে রাখে ?

উত্তরঃ - কারণ তাদের সম্মান হারানোর ভয় থাকে। তারা জানে মায়া কৌশলে তাদের ভুল পথে চালিত করেছে এবং তাদের চোখও ক্রিমিনাল হয়ে গেছে সেইজন্যে তারা বাবার থেকে লুকিয়ে রাখে। বাবা বলেন, বাচ্চারা তোমরা যত বেশী লুকিয়ে রাখবে ততই তোমরা ক্রমাগত নীচে নামবে। মায়া তোমাদের খেয়ে ফেলবে আর তোমরা তখন পড়া বন্ধ করে দেবে। এইজন্য তোমাদের খুব সচেতন থাকতে হবে। নিজের মনোমত বা আসুরিক মত অনুসরণ করো না ।

ওম্ শান্তি । রূহানী বাবা রূহানী বাচ্চাদের বোঝান, তোমরা বাচ্চারা এই নিশ্চয় তো করেছ যে রূহানী বাবা আত্মাদের পড়াচ্ছেন ! এই কারণে গাওয়া হয় দীর্ঘ সময় ধরে আত্মারা পরম আত্মার থেকে আলাদা থেকেছে। নিরাকার দুনিয়ায় সব আত্মারা একসাথে থাকে; তারা আলাদা থাকেনা। আত্মারা পরে আলাদা হয়ে যায়; সেখান থেকে এসে তাদের নিজেদের পার্ট প্লে করে। সতোপ্রধান থেকে নামতে নামতে তারা তমঃপ্রধান হয়ে যায়। মানুষ ডাকে, হে পতিতপাবন এসো ! এসে আমাদের পবিত্র করো। বাচ্চারা, তোমাদের বাবা বোঝান, তিনি প্রতি পাঁচ হাজার বছরে আসেন। এই সৃষ্টি চক্র পাঁচ হাজার বছরের। নিরাকার বাবাকে অবশ্যই শরীর দ্বারা শোনাতে হবে। উপর থেকে তিনি কোনও প্রেরণা দেননা। তোমরা আত্মারা যেমন দেহ ধারণ করে কথা বলো, বাবাও তেমন বলেন আমি এই তনের মাধ্যমে তোমাদের সাথে কথা বলি। বাচ্চারা আমি তোমাদের ডিরেকশন দিই। যে যতটা তাঁর ডিরেকশন অনুসরণ করবে সে ততই নিজের উপকার করবে। বাবা তো বুদ্ধিয়ে দেন, কিন্তু এটা তোমাদের উপর নির্ভর করছে তোমরা শ্রীমত অনুসরণ করবে অথবা করবে না, টিচারের কথা শুনবে বা শুনবে না, হয় তোমরা নিজেদের উপকার করো নয়তো নিজেদের কাঁধে লোকসানের দায়ভার তুলে নাও। যদি তোমরা তাঁর কথা না শোনো তবে ভূপতিত হবে। শিববাবা খুব স্পষ্টভাবে বুদ্ধিয়ে দেন। বাচ্চারা তোমাদের শিববাবার থেকে শিখে, তারপর অন্যদের শেখাতে হবে। সন্ শোজ ফাদার। এটা শরীর সম্বন্ধীয় বাবার কথা নয় ; রূহানী বাবার কথা। তোমরা বাচ্চারা জানো যে, তোমরা যে যত শ্রীমত অনুসরণ করবে বরসাও ততই লাভ করবে। বাবা বলেন, আমাকে স্মরণ করো, তোমাদের বহু জন্মের পাপ কেটে যাবে। রাবণ রাজস্বে যদিও পাপ আত্মারা, পুণ্য আত্মাদের সামনে মাথা নত করে, কিন্তু তারা জানেনা যে সেই পুণ্যাত্মারাই পরে পাপাত্মায় পরিণত হয়। তারা ভাবে তারা সবসময় পুণ্যাত্মা। বাবা বোঝান, পুনর্জন্ম নিতে নিতে তারা পুণ্যাত্মা থেকে পাপাত্মায় রূপান্তরিত হয় ; ৮৪ জন্ম নিয়ে তারা সতোপ্রধান থেকে তমোপ্রধানে আসে। পাপাত্মা

হয়ে তারা বাবাকে স্মরণ করে। যখন তারা পুণ্যাত্মা হয় তখন আর বাবাকে স্মরণ করার প্রয়োজন হয়না। এইসব জিনিস প্রত্যেককে বোঝানোর জন্যে বাবা বসে নেই। বাচ্চারা সার্ভিস করে। মানুষ এই সময় অসুর হয়ে যায়, এই কারণে তাদের বুদ্ধিতে বসেনা যে, পরমাত্মা সর্বব্যাপী নন। সবকিছু এর উপর নির্ভর করে। কৃষ্ণ দেহধারী, তাঁকে দেবতা বলা হয়। আত্মাদের ফাদার নিরাকার বাবা, তাঁকে স্মরণ করতে হবে। যদিও তোমরা প্রজাপিতার কথা বলা, তিনি তো সাকার। এই সমস্ত জিনিস খুব স্পষ্টভাবে তোমাদের বুঝিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু কোনও কোনও বাচ্চা সেইসব বুঝতে পারেনা। তারা ভুল পথ বেছে নেয়, যে পথের সমাপ্তি জঙ্গলে। বাবা তোমাদের শহরের পথ দেখায় যা স্বর্গের দিকে যায়, কিন্তু না বোঝার কারণে কিছু পথ শেষ হয় জঙ্গলের মধ্যে। যখনই তারা জঙ্গলের ভিতরে যায় তারা কাঁটায় পরিণত হয়। এমনকি এখানে থেকেও তারা যথাযথ ভাবে পথটা অনুসরণ করেনা। তারা মাঝখানে থেকে যায়। তারপর সেখানেও তারা শেষের দিকে আসে। তোমরা এখানে আসো স্বর্গে যাওয়ার জন্যে। বাস্তবে, ত্রৈতিকেও স্বর্গ বলা যায়না, কারণ শতকরা ২৫ ভাগ তো কম হয়ে গেল তাই না! তোমরা এখন সঙ্গম যুগে। বাবা বলেন, পুরানো দুনিয়া ত্যাগ করে নতুন দুনিয়াকে স্মরণ করো। তিনি কখনও বলেননা, পুরানো দুনিয়া ভুলে ত্রৈতিকে স্মরণ করো। ত্রৈতিকে নতুন দুনিয়া বলা যায়না। কারণ সঠিক পথ অনুসরণ না করায় তাদের স্থিতি ক্রমশঃ উপর-নীচ হয়। ড্রামা অনুসারে কল্প পূর্বে যারা পরীক্ষায় সম্পূর্ণ পাশ করেছিল তারাই আবার করবে। যারা ত্রৈতায় যায় তারা অকৃতকার্য হবে। যারা স্বর্গবাসী হবে তারা সম্পূর্ণভাবে পাশ করবে। যারা কল্প কল্পান্তরে, জন্ম জন্মান্তরে সঙ্গমে, তারাই পরীক্ষায় পাশ করে। যেমন এখন করছে। যারা ফুল হওয়ার নয়, তাদের যতই তোমরা তোমাদের দিকে টানো তারা ফুল হবেনা। আকন্দ, সেও তো ফুল তাই না! কাঁটা তো তোমাদের বিঁধবেই। সবকিছু পড়ার উপর নির্ভর করছে। মায়া ভালো ভালো বাচ্চাদের কাঁটা বানিয়ে দেয়। তারা ট্রেটর হয়ে যায়। যারা নিজের ঘর ছেড়ে অন্যদিকে চলে যায় তাদের ট্রেটর বলা হয়ে থাকে। বাবা তোমাদের মায়ার থেকে মুক্ত করতে এসেছেন। বাচ্চারা বলে, বাবা মায়া খুব শক্তিশালী। সে আমাদের তার দিকে আকৃষ্ট করে। মায়া চুষকের চেয়ে কিছু কম নয়। এই সময়ে দেখ উপর উপর সৌন্দর্য কত বেড়ে গেছে। এই কারণে মানুষ কত ফ্যাশনেবল হয়ে গেছে। বায়োস্কোপে দেখ তারা কি কি না দেখায়। আগে এই বায়োস্কোপ ছিলনা। গত একশ' বছরের মধ্যে এই সবকিছু আবিষ্কার হয়েছে। এতে ড্রামার রহস্যও বোঝাতে হবে। একশ' বছরের মধ্যে এটা যেন স্বর্গ হয়ে গেছে। এমনকি সেখানে সায়েন্সও অনেক সুখ দেবে। সেখানে সায়েন্সের অযথা গর্ব থাকেনা। সায়েন্স অনেক সুখ দেয়। যাই হোক, সেই সুখ যাতে স্থায়ী হয় তার জন্যে পুরানো দুনিয়ার বিনাশ অবশ্যস্বার্থী। দেখ, বাচ্চাদের শ্রেষ্ঠ বানানোর জন্য বাবা কত মেহনত করেন। কিন্তু কোনো কোনো বাচ্চারা বিশ্বাস করেনা যে, বাবা আমাদের পড়ান। এমনকি ভালো ভালো বাচ্চারাও মায়ার তীক্ষ্ণ বাঁকা নখের পাঞ্জায় ধরা পড়ে যায়। মায়া সম্পূর্ণরূপে বশ করে নেয়। যাই হোক, যারা একবার অন্তত জ্ঞান শুনেছে তারা অবশ্যই স্বর্গে যাবে, কিন্তু তারা উঁচু পদ লাভ করতে পারবেনা। সবাই তো বলে যে, আমরা নারায়ণ হব। সুতরাং, তোমাদেরও অনেক মেহনত করতে হবে। যেমনই হোক, ড্রামাতে এই সব হল একটি খেলা। কেউ ওঠে, আর বাকিরা নামে। তোমাদের ওঠানামা চলতেই থাকে। সবকিছু স্মরণের যাত্রার উপর নির্ভর করে। বাবা তোমাদের অনন্ত রাশি ধনসম্পদ দেন। ওখানে কর্মভোগের কোনো প্রশ্নই নেই। এই সময় এখানে যারা পুঁজি সঞ্চয় করে তারাই পুরো বর্ষা লাভ করে। তোমাদের অবশ্যই এই খেলায় আসা উচিত নয় যে আমরা উঠব আবার পড়েও যাব। তোমরা অনেক নীচে পড়েছ এখন শুধু উপরে উঠতে হবে। ড্রামা অনুসারে তোমরা পুরুষার্থ করে যাচ্ছ। দেখ তাঁদের দু'জনের কত পূজা হয়। শিবের পূজা সবচেয়ে বেশী হয়। অথচ তাঁর সম্বন্ধে

বলা হয় তিনি নুড়ি পাথরের মধ্যে আছেন । কত অজ্ঞানতা ! এখন তোমরা বাচ্চারা জানো আমরাই ছিলাম, পুনরায় আমরাই হচ্ছি । যদিও তারা শিবের পূজা করে, তাঁর কাছে বলিও চড়ায়, তবুও শিবকে কেউ জানেনা যে, তিনি জ্ঞানের সাগর, বাবা, কিভাবে এসে আমাদের পড়ান । এখন পড়াশোনা করে পুরুষার্থ দ্বারা উঁচু পদ লাভ করতে হবে । মায়াও কাউকে ছাড়েনা , একদম জাপটে ধরে । বাবা বলেন, বাচ্চারা প্রকৃত চার্ট লেখো । কোনও কোনও বাচ্চা সত্যি বলেনা তাই তারা সাজাও পুঁজি করে । তারপর সাজার সময় নিদারুণ মর্মসীড়ায় চিৎকার করে, আমায় ক্ষমা করো, আমি আর কখনও এইরকম করবনা । যখন ছোট বাচ্চা ভুল করে, বাবা ধমক দেয়, আর সে নিদারুণ যন্ত্রণায় চিৎকার করে । ইনি বেহদের বাবা । এমন মহান পিতা, সবকিছু কত নম্রতার সাথে চলেন । কত নমনীয় ! ঠিক যেমন ছোট বাচ্চা নম্র আর ভদ্র হয় । যখন তাদের কিছু হয়, তোমরা বলো, ঠিক আছে, এটা কোনও ব্যাপার নয় । কারণ তারা ড্রামার পথ অনুসরণ করে চলে, এটা ঠিক । সেটাই ছিল ভবিষ্যৎ । তারপর তিনি বোঝান, এরপর যেন এইরকম না হয় । শ্রীমত্ আর আসুরিক মত্ । এই ব্রহ্মা অলৌকিক বাবা । আবার তিনি বেহদের বাবাও । কয়েকজন হয়তো তাদের লৌকিক বাবার কথা শোনেনা কিন্তু বেহদের বাবা এঁনাকে নিমিত্ত বানিয়েছেন সুতরাং, তাঁকে তো তোমাদের মানাই উচিত্ তাই না ! এইজন্য এই বাবা বলেন, মায়া কিছু কম নয় । সে তোমাদের দিয়ে ভুল কাজ করিয়ে নেয় । তোমাদের বোঝা উচিত্, এটা ঈশ্বরীয় মত্ । বাবা বলেন, যদি এঁর থেকে তোমরা ভুল নির্দেশ পাও, তখনও আমিই সেটাকে ঠিক করে দেব । বাবা অনুভাবী রথ নিয়েছেন । তিনি অনেক অপমানিত হয়েছেন । তোমাদের অনেক স্বচ্ছ এবং বাবার প্রতি অনুগত থাকা উচিত্ । যে যত স্বচ্ছতার সাথে চলবে, ততই সে সুরক্ষিত থাকবে । যাদের চালচলন মিথ্যা তাদের সুরক্ষা হতে পারেনা, তাদের জন্যে সাজা কায়ম হয় । মায়া তাদের প্রত্যেককে তাদের নাক দ্বারা ধরে নেয় । বাচ্চারা জানে, মায়া খেয়ে নিয়েছে অর্থাৎ মায়ার বশীভূত হয়েছে এইজন্য তারা পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছে । বাবা বলেন, যা কিছুই হোক তবুও পড়া কখনও বন্ধ করোনা । যে যেমন করবে, সে তেমন পাবে । কখন সে পারিতোষিক লাভ করবে ? ভবিষ্যতে, কারণ দুনিয়া এখন চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে । তোমরা ছাড়া এটা কেউ জানেনা । তোমাদের মধ্যেও এমন অনেক বাচ্চা আছে যারা ভুলে যায় । যদি তোমরা স্মরণে থাকো তাহলে খুশিতে থাকবে, কিন্তু মায়া একদম ভুলিয়ে দেয় । মায়ার সাথে এই লড়াই শেষ পর্যন্ত চলবে । এমনকি ভালো ভালো বাচ্চারাও জানে, তারা কখন ভুল করেছে এবং তারা বাবাকে বলেনি কারণ তাদের সম্মান নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয়ে । তখন তাদের উল্লসিত ক্রমাগত ব্যাহত হতে থাকে । হ্যাঁ, তোমরা কেউ যুগল হলে এবং তোমাদের একজন বলে দিলে বুঝতে পারো, তবে আমিও বলে দিই । ভাগ্যে উঁচু পদ না থাকলে তবে সার্জনের থেকে লুকাতে থাকে । তোমরা যত লুকাবে ততই নীচে পড়তে থাকবে । এই চোখ এমন হয় যে, তাদের ক্রিমিনাল হওয়া আটকাতে পারেনা । কোনও কোনও বাচ্চা খুব ভালো, যারা কখনও অন্য কাউকে স্মরণ করেনা । ঠিক যেমন ধর্মপরায়ণা স্ত্রীর দৃষ্টি অন্য পুরুষের দিকে যায়না । বাবা বোঝান, তোমরা যদি জপমালার রুদ্রাক্ষ হতে চাও, তবে তোমাদের স্থিতি সেইরকমই হতে হবে । বিশ্বের মালিক হওয়া কি কম কথা ? বেহদের বাবা পড়াচ্ছেন তো আর কি চাই ! বাবাই তোমাদের প্র্যাকটিক্যাল দেখান, অমুক অমুকের মধ্যে এই বিশেষত্ব আছে । এই কারণে তিনি নম্বরের ভিত্তিতে স্লরণ-স্নেহ দিতে থাকেন । এখানে বসেও বাবার দৃষ্টি সার্ভিসেবল্ বাচ্চাদের দিকে থাকে । অজ্ঞান কালেও অজ্ঞাকারী বাচ্চাদের প্রতি ভালবাসা থাকে । বাবা জানেন তাঁর কোন্ বাচ্চা ভালো সার্ভিস করে । তোমরা ব্রহ্মাকুমার এবং ব্রহ্মাকুমারী, শিববাবার পৌত্র-পৌত্রী, তাই দাদার থেকে অবশ্যই তোমাদের উত্তরাধিকার পাওয়া উচিত্ । ব্রহ্মার কাছে বর্সা নেই । বাবা নিজে বলেন, আশ্চর্য্য তোমাদের আমি বেহদের বাবা । তোমাদের বেহদের বরসা দিই, এইজন্য এখন আমার

শ্রীমতে চলো । বাচ্চারা, আমি এসেছি তোমাদের অশরীরি বানিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে । তোমাদের জ্যোতি এখন জ্ঞান আর যোগের দ্বারা প্রজ্জ্বলিত হচ্ছে । তোমরা যদি জ্ঞান আর যোগ ভালোভাবে অনুসরণ না করো তবে ধর্মরাজের থেকে শাস্তি পেতে হবে । এইজন্য প্রথমেই তোমাদের বিকর্ম ভস্ম করো । যদিও কিছু কিছু মানুষ ভাবে এই সময় তারা স্বর্গে আছে কিন্তু এটা অল্প কালের সুখ । তাদের বেহদের বাবা বর্ষা দেননা । বাবা বলেন, আমি দীননাথ । আমি তাদের ধনবান বানাই যারা একেবারে গরীব, পতিত এবং পাথর বুদ্ধির । তোমাদের কাছে যদি পতিত কেউ আসেও তবে সে নীচু পদ পাবে । বিজয়মালায় সে কখনও আসতে পারবে না । এখানে বেহদের বাবার সাথে তোমরা সওদা করে নিতে পারো । বাবা এই সবকিছুই তো ধুলায় মিশে যাবে, এই কারণে আমি নিজেকে তোমার কাছে অর্পণ করছি । এই সবকিছু তুমি নিয়ে আমাকে স্বর্গের মালিক বানিয়ে দাও । বাবা বলেন, আমি দাতা । এই রাজধানী স্থাপন করতে অথবা বিশ্বের মালিক হতে কোনও খরচা নেই । ওখানে দেখ লড়াইয়ের জন্যে কত খরচ হয় । এখানে তোমাদের কি খরচ আছে ! এখানে, তোমাদের কিছুই খরচা নেই কারণ তোমাদের কোনও হাতিয়ার ইত্যাদি নেই । যোগবলের দ্বারা তোমরা স্বর্গের মালিক হও । ওই সমস্ত লোকেরা বাহুবলের দ্বারা এত লড়াই করে তবুও বিশ্বের মালিক হতে পারেনা । ড্রামায় তাদের পার্ট নেই । বেহদের বাবাই প্রকৃত রাজযোগ শেখান । তোমরা জানো যে, পরমপিতা পরমাত্মা রাজযোগের মাধ্যমে স্বর্গ স্থাপনা করেছিলেন । সঙ্গমযুগে তোমরা এখন পড়ছ এবং তোমরা কতটা পড়ছ সেই অনুযায়ী শ্রেষ্ঠত্বের নম্বরে তোমরা পদপ্রাপ্ত হবে । আচ্ছা -

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর গুড মর্নিং । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) বাবা সম নম্রতার গুণ ধারণ করতে হবে । কাউকে কাঁটা বিঁধে দিও না । ফুল হয়ে সৌরভ ছড়াতে হবে ।

২) প্রতিশ্রুতি রক্ষার গুণ ধারণ করে সার্জনের থেকে কোনও কথা লুকিয়ে রেখো না । যে কোনও রকম পরিস্থিতিতে পড়া বন্ধ করোনা । আগুতাকারী হতে হবে ।

বরদানঃ- সমগ্র ধনভাণ্ডার কার্যে লাগিয়ে বর্ধিত কারী যোগী তথা প্রয়োগী আত্মা হও

বাপদাদা সর্ব খাজানা প্রয়োগের জন্যে দিয়েছেন । তোমাদের উন্নতির দ্বারা কতটা প্রয়োগ করেছ দেখাও । যদি কোনো রকম প্রগতি না হয়, তার মানে তোমরা প্রয়োগী হওনি । যোগের অর্থই হল প্রয়োগে নিয়ে আসা । তাই তন, মন, ধন বা বস্তু যা কিছুই বাবার দ্বারা প্রাপ্ত আমানত আছে, অমনোযোগী হওয়ার কারণে নষ্ট হতে দিওনা । বরং তাকে কার্যে লাগিয়ে এক থেকে দশ গুণ বাড়তে হবে । কম খরচ করে গুরুত্বপূর্ণ সাফল্যের উত্তরাধিকার হতে হবে - এটাই হল যোগী তথা প্রয়োগী আত্মার লক্ষণ ।

স্লোগানঃ - বিকর্ম এবং বিকারের ত্যাগই হল প্রকৃত ত্যাগ ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে তাই এই দেহ-ভান ত্যাগ করো, আমি এতো ভালো, এতো ধনবান, এইসব ছেড়ে নিজেকে আত্মা ভাবো"।

প্রশ্ন :- কোন্ নিশ্চয়তা বা ধারণার আধারে তোমরা বাচ্চারা নিজেদের ভাগ্যকে অনেক উঁচু বানাতে সক্ষম হও ?

উত্তর :- প্রথম নিশ্চয়তাই হল আমরা আত্মা। এখন আমাদের এই শরীর ছেড়ে ঘরে ফিরে যেতে হবে, তাই নিজের মনকে এই দুনিয়ার নেশায় যুক্ত করো না। ২) শিববাবাই আমাদের পড়ান এবং তিনিই আমাদের সাথে করে নিয়ে যান, তাই তাঁর শ্রীমতেই আমাদের চলতে হবে। বাবার শ্রীমতে চলে নিজেদের এবং নিজেদের মিত্র-সম্বন্ধীদের কল্যাণ করতে হবে। যেইসব বাচ্চারা বাবার শ্রীমতে চলে না বা যাদের শিক্ষক বাবার উপর কোনো নিশ্চয়তা নেই তারা কোনো কাজের নয়। তারা এই পথে চলতে চলতে হারিয়ে যায়। তারা উঁচু ভাগ্য বানাতে পারে না।

গীত - ওম্ নমঃ শিবায়

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা বসে থাকে এবং তারা জানে যে তারা বাবার সামনে বসে আছে। তারা জানে যে তারা কোনো সন্ন্যাসী, উদাসী মিত্র বা সম্বন্ধীদের সামনে বসে নেই। তারা জানে যে আমরা বরাবর আমাদের অতি মিষ্টি বাবা যাঁকে আমরা জন্ম - জন্মান্তর ধরে স্মরণ করি, তাঁর সামনে বসে আছি। আমরা জীবন্ত অবস্থাতেই তাঁর সন্তান হই। সন্ন্যাসীদের তো অনুসরণকারী তৈরী হয়। তারা বাড়িতেই থাকে। তাদের অনুসরণকারী বলা হয়, কিন্তু তারা অনুসরণ করে না। বাচ্চারা তোমাদের কিন্তু অনুসরণ করতে হবে। বুদ্ধিতে এই কথা স্মরণ রাখতে হবে যে আমরা হলাম আত্মা, বাবা যেখানে যাবে আমরাও সেখানেই যাব। নিরাকার বাবা পরমধাম থেকে এখানে এসেছেন পতিত মানুষকে পবিত্র বানাতে। তিনি তো পতিত দুনিয়ায় পতিত শরীরেই আসবেন। শিক্ষক কি কখনো একজনকে পড়াবেন? ভগবানুবাচঃ কেবল অর্জুনের প্রতি, এমন তো আর হয় না। বাচ্চারা জানে যে আমরা আত্মারা বাবার সামনে বসে আছি। আর কোনো সতৃপ্তেই এমন করে বোঝানো হয় না। তোমাদের বোঝানো হয় যে তোমাদের এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে। এই শরীরকে তো এখানেই ছাড়তে হবে, তাই দেহের ভান ত্যাগ করো। আমি খুব ভালো বা ধনবান, এইসব চিন্তা ত্যাগ করতে হবে। আমি আত্মা, এই কথা নিশ্চিত করতে হবে। বাবাকে স্মরণ করতে করতে বাবার সাথেই চলে যেতে হবে। শিববাবা বলেন যে আমার তো দেহের অভিমান নেই কারণ আমার নিজের কোনো দেহ নেই। তোমাদেরও প্রথমে এই দেহ অভিমান ছিলো না। তোমরা আত্মারা আমার কাছে ছিলে তারপর তোমরা ৮৪ জন্ম অভিনয় করে এসেছ। তোমরা বলবে আমরা একসময় রাজ্য ভাগ্য পেয়েছিলাম, তারপর হারিয়ে ফেলেছি। এখন আবার তোমাদের মুক্তিধামে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি। তোমাদের শরীরকে তো আর নিয়ে যাবো না। এই শরীর হল পুরানো তাই এই শরীরের অভিমান বুদ্ধির দ্বারা ছাড়তে হবে। গৃহস্থ জীবনেই তোমাদের থাকতে হবে। এ কোনো সন্ন্যাস বা মঠ নয়। তোমাদের নিজেদের সংসার সামলাতে হবে, সন্ন্যাসীরা তো সংসার ছেড়ে চলে যায়। বাবা কিন্তু বাচ্চাদের সংসার ছাড়তে বলেন না। বাবা বলেন যে তোমরা নিজেদের সন্তানদেরও মনে করাও যে শিববাবাকে স্মরণ করো। তাদের যদি এই কথা বোঝাতে থাকো তাহলে তাদেরও শিববাবার প্রতি

ভালোবাসা জন্মাবে । শিববাবা কতো মিষ্টি এবং প্রিয় । সবাইকে যদি তোমরা এখানে বসিয়ে দাও বাচ্চাদের কে সামলাবে । এমন অনেক বাচ্চা আছে যারা এখানে থাকতে থাকতেই শরীর ত্যাগ করে তারপর জন্মান্তর নিয়ে এখানেই আসে বাবার থেকে বর্সা নিতে, বাবার সাথে তাদের মিলনও হয় । আমরা যে আত্মা এই কথা নিশ্চিত হওয়া দরকার । আমাদের এই শরীর ছেড়ে ঘরে ফিরে যেতে হবে । এখানে আমাদের মনই লাগে না । আবার সন্ধ্যাসীরা বলে আমরা ব্রহ্ম তত্ত্বে লীন হয়ে যাব । জগতে অনেক মত মতান্তর আছে, এখানে এক বাবাই আছেন । বাবা এসেছেন বাচ্চারা তোমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে । সত্যযুগে কিন্তু এইসব বিভিন্ন ধর্ম ছিল না । এখন সেই সত্যযুগ স্থাপন হচ্ছে । এখন আবার বাবার রিইনকারনেশন (পুনঃঅবতরণ) । তোমরাও আবার পুনরুজ্জীবিত হচ্ছ । রিইনকারনেশন একজনের জন্যই বলা হয় । অনেক বাচ্চা এই কথা লেখে যে, বাবা আমাদের জীবনে খুব সুন্দর পরিবর্তন এসেছে । কখনো অবশ্য সমান্য ক্রোধ এসে যায় । হ্যাঁ বাচ্চারা, এমন তো হতেই পারে । রোগ কি কখনো সহজে দূর হয় ? সব গুণ একটু একটু করে দূর হতে হতে নিগুণ হয়েছ । এখন আবার সর্বগুণবান হতে হবে । তোমরা অনেক সম্পদ প্রাপ্ত করতে পারো । ওখানে তো লোভের কোনো কথাই থাকে না । এখানে লোভের বশবর্তী হয়ে লোকে চুরি করে ফেলে । অফিসারদের গাফিলতির জন্য অনেক সময় সন্ত্রাস গুদাম খারাপ হয়ে যায় তখন তা জ্বালিয়ে দেওয়া হয় । এখানে তো মানুষ অনেকসময় না খেয়ে থাকে । তোমরা জানো যে আমাদের শিববাবা পড়ান । যতক্ষণ না কারোর এই নিশ্চয়তা আসে যে শিববাবা আমাদের পড়ান ততক্ষণ কাজের কাজ কিছুই হয় না । বাবা বোঝান যে এখন তোমাদের আত্মা পতিত হয়ে গেছে । আবার নতুন করে পবিত্র হচ্ছে । বাবার শ্রীমতে অবশ্যই তোমাদের চলতে হবে । নিজের মত প্রয়োগ করবে না । মিত্র সম্বন্ধীদেরও শ্রীমতের দ্বারা কল্যাণ করতে হবে । বাবাকে চিঠিও লিখতে হবে । শ্রীমত মেনে যদি চিঠি না লেখো তাহলে নিজের অকল্যাণ করবে । অনেকেই আছে যারা লুকিয়ে চিঠি লেখে । বাবা তো শিক্ষক রূপে বসেই আছেন, তাই বাবাকে সব বলা উচিত । বাবা তোমাদের এমন চিঠি লিখতে শেখাবেন যে যারা পড়বে তারা রোমাঞ্চিত হয়ে উঠবে । বাবা কোনো কিছু বারণ করেন না, তিনি বলেন আত্মীয় পরিজনদের প্রতি মোহ ত্যাগ করে কর্তব্য পালন করো । না হলে চ্যারিটি বিগিন্স অ্যাট হোম কিভাবে হবে । যারা শ্রীমতে চলে না তারা পরবর্তীকালে হারিয়ে যায় । ভাগ্যে না থাকলে এই পথে চলতে পারবে না । এমন অনেক পুরুষ এখানে আসেন যাদের স্ত্রীরা এখানে আসে না । মানেও না । শিববাবা বলেন, তোমরা দুর্বল । ওদেরও তোমরা বোঝাও । তোমরা তো প্রতিজ্ঞা করেছিলে যে আত্মা পালন করবে । তোমরা তোমাদের স্ত্রীকেই বশ করতে পারো না তাহলে বিকারকে কিভাবে বশ করবে । তোমাদের দায়িত্ব হল স্ত্রীকে নিজের কাছে রাখা আর ভালোবেসে বুঝিয়ে বলা । শাস্ত্রে এইসময়ের কথাই লেখা আছে । তোমরা ব্রাহ্মণরাও আগে বোকা ছিলে । এখন বাবা তোমাদের বুদ্ধিমান বানিয়েছেন ।

তোমরা জানো যে ৫ হাজার বছর আগে শিববাবা এমনই অভিনয় করেছিলেন । তিনি এমনভাবেই তখন বুঝিয়েছিলেন আর ব্রহ্মাও এমনভাবেই জেনেছিলেন । তোমরা এখন পুরুষার্থ করছ । যারা খুব ভালোভাবে সেবার কাজ করবে তারাই ফরিষ্টা হতে পারবে । যদি হিসাবপত্র থেকে যায় তাহলে কিন্তু সাজা খেতে হবে । এখন তোমরা বাবার সামনে বসে আছ । শিববাবাই তোমাদের শোনান । এমন ভেবো না যে ব্রহ্মাবাবা তোমাদের শোনান । শিববাবা বলেন বাচ্চারা, এখন এই নাটক সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে । তোমরা যদি আমার সঙ্গে যোগ লাগাও তাহলেই পবিত্র হতে পারবে । তোমরা এই কথাও জানো যে এখন সাজন তোমাদের নিতে এসেছেন এবং তিনিই তোমাদের পড়ান । কতো আশ্চর্যের কথা । তোমরা কতো সৌভাগ্যশালী তাই একের মতেই তোমাদের চলা উচিত, তাই না ? বলা হয়

তোমরাই হলে শ্রেষ্ঠর থেকে শ্রেষ্ঠ । আর আমি হলাম শ্রী-শ্রী । আমি তোমাদের শ্রী-শ্রী শ্রেষ্ঠ বানাই । শ্রেষ্ঠ দুনিয়াও আমিই বানাই । এখানে তো অনেক পতিত আছে যারা নিজেদের শ্রী উপাধিতে ভূষিত করেন । তোমরা বিকাররূপী রাবণের উপর বিজয় পাও । তোমাদের আত্মা রূপী সূঁচে এখন জং ধরে গেছে । এখন চুষক এসে তা পরিষ্কার করে । পরিষ্কার হতে পারলেই বাবার সাথে যেতে পারবে তাই এই জং মুক্ত হওয়ার জন্য বাবাকে স্মরণ করো । মায়েরা শ্রীকৃষ্ণের মুখে মাখন দেখে থাকেন । এ হলো স্বর্গ রূপী মাখন । দুই বিল্লি নিজেদের মধ্যে লড়াই করবে, মাঝখান থেকে মাখন শ্রীকৃষ্ণই খেয়ে নেবে । শ্রীকৃষ্ণ কি একা রাজত্ব করবে ? তা নয় । সূর্যবংশী আর চন্দ্রবংশী সাম্রাজ্য চলতে থাকে । তারপর অন্য রাজাদের বংশ আসে । সেই রাজত্বও অনেকদিন ধরে চলতে থাকে । পরের দিকে প্রজার ওপর প্রজার রাজত্ব চলে ।

এখন তোমরা জানো যে, বাবা আমাদের অভিনয় করতে পারিয়েছিলেন । স্বর্গে আমরা খুব সুখী ছিলাম । এই ২১ জন্মের বর্ষা বা সম্পত্তির গায়ন ভারতেই গাওয়া হয় । এই কুমারীদের দ্বারাই তোমরা ২১ জন্মের জন্য বর্ষা বা সম্পত্তি পেয়ে থাকো । বাবা কতো ভালোভাবে বুঝিয়ে বলেন তবুও কোনো কোনো বাচ্চার ওপর থেকে দীর্ঘদিনের অপগুণ সহজে বের হতে চায় না । বাবা হলেন বড় সেনাপতি । বাবার সাথে ধর্মরাজও থাকেন । যদি শ্রীমতে না চলো তাহলে তাঁর ডান হাত ধর্মরাজও থাকেন । বাবার কাছে নবজন্ম নেওয়ার পর যদি বাবার কাছ থেকে সরে মৃত্যুর দিকে যায়, তাহলে কতো ক্ষতি করে ফেলে । শ্রীমতে না চললে তা মৃত্যুতুল্য । কতো বোঝানো হয় যে বুদ্ধির দ্বারা বোঝ যে বাবা আমরা আপনার । এইসময় দুনিয়ার মানুষের বুদ্ধি পাথরতুল্য । এই ব্রহ্মাবাবাও বলতেন, আমিও অনেক শাস্ত্র ইত্যাদি পড়েছি, কিন্তু কিছুই জানতাম না । যদি কেউ বলে যে আমি এই শিক্ষা গুরুর থেকে পেয়েছি তাহলে গুরুর থেকে কি একজনই শিক্ষা পায় ? গুরুর অনুসরণকারী তো অনেকে হয় । যদি তারা গুরুর থেকে প্রকৃত শিক্ষাই পেয়ে থাকে তাহলে গুরুর উপাধিও তারাই পাবে । এই কথা অতুলনীয় । শিববাবা এই ব্রহ্মাবাবার দ্বারাই শিক্ষা দেন, সবার থেকে বুদ্ধির যোগ সরিয়ে আনতে হবে । একজনই হঠাৎ করে সবকিছু ছাড়িয়ে দেন । অনেক বাচ্চারা এমনই করেছে । পাকিস্তানে যখন ভাঙি হত তখন কিভাবে বাচ্চাদের দেখাশোনা করা হত । বুদ্ধিমানের বুদ্ধিতে বাবাই থাকে । আমরা পাকিস্তান সরকারকে বলতাম, ভালো সন্ধি পাওয়া যায় না । তখনই অফিসাররা বলে দিতেন যা পছন্দ নিয়ে যাও । বুদ্ধির তালো একমাত্র বাবাই খুলে দিতেন । কিছু তো সহ্য করতেই হতো । কুমারীরা কতো মারও খেতো । তারা কতো স্মরণ করত বাবাকে । বলতো, বাবা আপনি আশ্চর্য করে দেখালেন যে আমরা ঈশ্বরীয় লটারি পেয়েছি । বাচ্চাদের কত মিষ্টি হয়ে চলতে হবে, কত প্রেমের সাথে চলতে হবে । বাড়ির লোকেদেরও জাগ্রত করতে হবে । রচয়িতাই যদি না থাকে তাহলে এই রচনার কি অবস্থা হবে । এখানে সন্ন্যাসীদের এই অভিনয়ই ছিল, সেই সময় পবিত্রতার দরকার ছিলো । এই সম্পূর্ণ খেলাই বানানো আছে । সম্পূর্ণ রাজধানী এখানেই স্থাপন হচ্ছে । সত্যযুগে পতিতকে পবিত্র বানানো হয় না । এই সঙ্গম যুগ হলো বিখ্যাত । বাবা বলেন যে আমি আগেই বলেছিলাম কল্পে কল্পে আমি এই সঙ্গম যুগেই আসি । মানুষ যুগে যুগে কথা আর কচ্ছ, মচ্ছ ইত্যাদি অবতারের কথা লিখে দিয়েছে । মানুষ এই কথাকেই সত্য বলে থাকে । এ হলো রাবণ রাজ্য । সন্ন্যাসীরা সবসময় শান্তি চায় । তারা কখনো সুখ চায় না । তারা বলে সঠিক জ্ঞান নেই তাই এই দুনিয়াতে সুখ কোথায় । রাম যখন ছিলো তাহলে রাবণও ছিলো । কৃষ্ণ যখন ছিলো তখন কংসও ছিলো । আর স্বর্গে ছিল অপার সুখ । কৃষ্ণকে মানুষ কতো ভালোবাসে । তাঁকে তো স্বর্গেই পাওয়া যাবে । এখানে তো তোমাদের মনোকামনা পূরণ হয় । তোমরা জানো যে বাবা তোমাদের কৃষ্ণপূরীতে নিয়ে যাবার জন্য এই

পুরুষার্থ করাচ্ছেন । তাই বাবার সঙ্গে তোমাদের স্বচ্ছতার সম্পর্ক রাখতে হবে । কোনোকিছু লুকালে অনেক বড় ক্ষতি হয়ে যাবে । বাবাকে না শোনানোর জন্য এই ক্ষতির পরিমাণ বাড়তেই থাকে । বাবা প্রতি পদে পদে রায় দেন তবুও যদি কেউ সেই কথা না শোনে তাহলে বাবা কি করবেন ।

বাবা বোঝান যে তোমাদের, এই ঈশ্বরীয় সন্তানদের মধ্যে রাজকীয় ভাব আর বুদ্ধি থাকা দরকার । তোমাদের সমস্ত মানুষকে প্রেমের সঙ্গে বাবার পরিচয় দিতে হবে । জিজ্ঞেস করো, পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গে তোমাদের কি সম্বন্ধ ? তিনি স্বর্গের রচয়িতা তাই স্বর্গের মালিকানার বর্সা বা সম্পত্তি তাঁরই দেওয়া উচিত । তোমাদের এই সম্পত্তি ছিলো, একসময় হারিয়ে ফেলেছিলে আবার তিনিই তা ফিরিয়ে দিচ্ছেন । এখানে তোমাদের লক্ষ্যই হল লক্ষ্মী-নারায়ণ । বাবা তো অবশ্যই তোমাদের সত্যযুগের রাজ্য ভাগ্যই দেবেন । বাচ্চারা তোমাদের এই সেবা করতে হবে । সবাইকে ২১ জন্মের জন্য জীবন দান দিতে হবে । তোমরাই হলে মহান পুণ্য আত্মা । তোমাদের মতো পুণ্য আত্মা কেউই হতে পারে না । যেহেতু তোমরা পুণ্যের দুনিয়ার দিকে চলেছো তাই তোমাদের খুবই মিষ্টি স্বভাবের হতে হবে । এনারা হলেন পতিত-পাবন বাবা আর দাদা । ইনিই বাচ্চাদের বেশ্যালয় থেকে মুক্ত করে শিবালয়ে নিয়ে যাবার জন্য এসেছেন, এইসময়কে অতি নরক বলা হয় । এখানে কেবল দুঃখই দুঃখ । বাবা এসেছেন এই দুঃখধাম থেকে তোমাদের মুক্ত করে সুখধামে নিয়ে যেতে । আমরা এমন পারলৌকিক মাতা - পিতার থেকে সর্বদার জন্য সুখ পাবার জন্য মিলিত হতে এসেছি । এ হলো খুবই খুশীর কথা । তোমাদের খুশী হওয়া উচিত যে শিবালয় স্থাপনকারী ভোলানাথ ভাণ্ডারীর কাছেই আমরা যাই । স্মরণও কিন্তু সেই শিবকেই করতে হবে, তাঁর রথ অর্থাৎ আধারকে নয় । আচ্ছা ।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) বাবার সাথে সবসময় স্বচ্ছতা বজায় রাখতে হবে । কিছুই লুকানো উচিত নয় । খুবই রাজকীয়ভাবে আর বুদ্ধির দ্বারা চলতে হবে ।

২) ২১ জন্মের জন্য প্রত্যেককে জীবনদান দেবার সেবা করে পুণ্য আত্মা হতে হবে । আত্মারূপী সূঁচে যে জং লেগেছে তা স্মরণের যাত্রার দ্বারা দূর করতে হবে ।

বরদান :- জ্ঞানের আলো হয়ে সেই জ্ঞান এবং যোগের শক্তিকে প্রয়োগ করে প্রয়োগী আত্মা হও ।

জ্ঞানী বা যোগী আত্মা তো তোমরা হয়েইছো এখন সেই যোগের শক্তিকে প্রয়োগ করে প্রয়োগী আত্মা হও । যেমন লাইটের দ্বারাই সাইন্সের সাধনের প্রয়োগ হয় । তেমনি সাইন্সের শক্তির আধারও এই লাইট । অবিনাশী পরমাত্ম লাইট, আত্মিক লাইট আর সাথে সাথে প্রাকটিক্যাল স্থিতিও লাইট । তাই যখন কিছু প্রয়োগ করতে চাও তখন দেখো যে তোমাদের মধ্যে সেই লাইট আছে কিনা ? যদি স্থিতি আর স্বরূপ ডবল লাইট থাকে তাহলে প্রয়োগের সফলতা সহজেই হবে ।

স্লোগান :- জীবনমুক্ত অবস্থার অনুভব করার জন্য বিকল্প আর বিকর্ম থেকে মুক্ত হও ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের সাথে যা কিছুই ঘটুক না কেন, সব সহ্য করেও এই অন্তিম জন্মে অবশ্যই পবিত্র থাকতে হবে, কেননা বাবা একমাত্র পবিত্র আত্মাদেরই সেবা নিয়ে থাকেন।"

প্রশ্ন :- অন্তিম দৃশ্য কি হবে ? যা বোঝার জন্য খুব সূক্ষ্ম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন ?

উত্তর :- এই অন্তিম দৃশ্যে সবাইকে নিজধামে ফিরে যেতে হবে। তাই বলা হয়- রাম গেল, রাবণও গেল। অবশিষ্ট আত্মা যারা থাকবে তারা সৃষ্টিকে পরিচ্ছন্ন করে নতুন দুনিয়া স্থাপন করবে। আমরা ফিরে যাবো এবং আবার জন্ম নেব- যখন বিজয় হবে। ভারতই জয়ী হবে, বাকি সব ধ্বংস হয়ে যাবে। রাজস্ব পেয়ে তারাই ধনবান হবে, যারা বেঁচে থাকবে। তাদের ঘরেই আমাদের জন্ম হবে। এভাবেই আমরা সৃষ্টি-জগতের মালিক হব। এসব বোঝার জন্য অবশ্য বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন।

গীত :- নয়নহীন কো রাহ দিখাও প্রভু।
(অন্ধকে সঠিক পথের দিশা দেখাও ভগবান.....।)

ওম্ শান্তি! বাচ্চারা গীত তো শুনলে। জগতের মানুষ বলে থাকে, প্রভু আমরা অন্ধ। তাই তো প্রতি মুহূর্তে এদোরে, ওদোরে হেঁচট খেতেই থাকি। তারা নিজেরাই নিজেদেরকে অন্ধ এবং অন্ধের সন্তান বলে। তাই তো তারা ঈশ্বরকে আসতে বলে। তারা ভিন্ন ভিন্ন গুরুর কাছে, কত মন্দিরে মন্দিরে, বিভিন্ন নদ-নদীর ধারে ধাক্কা খেতেই থাকে। কারণ তারা তো জানে না যে, এই এক পরমাত্মাই হলেন প্রকৃত বাবা। এই বাবাকেও তারা কত ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়েছে। অথচ, তারাই আবার বলে, ভগবান তো নিরাকার যাঁর কোনও নাম-রূপ থাকে না। কিন্তু, নাম-রূপ ছাড়া তো কোনো কিছুই হয় না। তোমরা তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর, ঈশ্বর কি কখনো নাম-রূপ থেকে পৃথক হতে পারেন ? জগতের মানুষ তো নিজে থেকে তাঁকেই উদ্দেশ্যে করে গান গেয়ে থাকে- 'অন্ধ আমরা।' বাবা এসে যখন সঠিক পথের দিশা দেন, একমাত্র তখনই তোমরা সোজা (পুণ্যের) পথে চলতে পারো। বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর, তিনি স্বয়ং তোমাদের সকল ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের এই জ্ঞানের পাঠ পড়ান এবং তিনিই মুক্তি এবং জীবন-মুক্তির পথ বলে দেন। কিন্তু, তিনি ব্যতীত অন্য কোনো সাধু-সন্ন্যাসীরা কখনোই মুক্তি কিম্বা জীবন-মুক্তির পথ দেখাতে পারে না। সেক্ষেত্রে তাদেরকে কিভাবেই বা গুরু বলা সম্ভব ! ভারতকে পবিত্র বানাবার জন্য ড্রামাতে অবশ্যই ওঁনারও অভিনয়ের পাট আছে। অন্যেরা যদিও বা পবিত্র আত্মা হতে পারেন, কিন্তু জ্ঞান-যোগের ক্ষেত্রে তারা সম্পূর্ণ পবিত্র হতে পারে না। তারা ঔষধি সেবনের দ্বারা নিজেদের ইন্দ্রিয়গুলিকে অসাড় করে প্রায় চেতনাহীন হয়ে থাকেন, তাই তারা শক্তিহীন। শক্তি তো তখনই বৃদ্ধি পাবে, যখন গৃহস্থ পরিবারে থেকেও, স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়েই স্বয়ম্বরের মাধ্যমে বিবাহ করে, একে অপরের সাথে থেকেও পবিত্র থাকতে সক্ষম হবে। তাদেরকে বলা হয় বাল ব্রহ্মচারী যুগল। এখানে বাবার কাছ থেকে সেই শক্তিই পাওয়া যায়। পরমপিতা পরমাত্মাই স্বয়ং এসে সেই পবিত্র মার্গের স্থাপনা করেন। সত্যযুগে দেবী-দেবতারা পবিত্র ও প্রবৃত্তি-মার্গ সম্পন্ন আত্মা ছিলে। তারা পবিত্র থাকা সত্ত্বেও তাদের সন্তানাদিও ছিল। জগতের মানুষ এটা জানে না যে, পরমপিতা পরমাত্মা এখানে বসে কিভাবে তোমাদেরকে শক্তি প্রদান করে থাকেন, যার ফলে তোমরা ঘর-সংসারে থেকেও অপবিত্র হও না। যে রকম দ্রৌপদী যখন ঈশ্বরকে আহ্বান করে বলেছিল- 'দুঃশাসন আমার বস্ত্র-হরণ করছে,' সেইরকম এখানেও অনেক কন্যারা পরমাত্মাকে

ডাকে অপবিত্র হওয়া থেকে বাঁচানোর জন্য। এখন তাই পরমাত্মা স্বয়ং এসেছেন, তোমাদেরকে ২১-জন্মের জন্য অপবিত্র হওয়ার থেকে রক্ষা করতে। দ্রৌপদী কোনও বিশেষ একজন নয়, তোমরা সবাই এক একজন দ্রৌপদী। যেহেতু তোমরা বাচ্চারা বাবার থেকে জ্ঞানের শিক্ষা লাভ করেছে, এজন্য স্বামী যদি মারধরও করে, তবুও তোমাদের তা সহ্য করতে হবে, যেহেতু পবিত্র হতে না পারলে তোমারা সেই পবিত্র দুনিয়ার মালিক যে হতে পারবে না। প্রতি কল্পেই তোমরা মায়েরা শিব-শক্তিদ্বারী হয়ে আসছ। তারই চিহ্ন স্বরূপ জগৎ-অম্বা সরস্বতীকে বাঘের উপর অধিষ্ঠাত্রী দেবী হিসাবে দেখানো হয়ে থাকে, এই মহিমা তোমাদেরকে উদ্দেশ্য করেই দেখানো হয়। বর্তমানের এই দুনিয়া হল সম্পূর্ণ পতিত দুনিয়া অর্থাৎ আসুরী দুনিয়া। পবিত্র দুনিয়া হল ঈশ্বরীয় দুনিয়া। রাম এসে সেই পবিত্র দুনিয়াতেই রামরাজ্য স্থাপনা করেন। কাম-বিকার যতই শক্তিশালী হোক না কেন, পবিত্রতার প্রাধান্য সর্বগ্রাে। অনেক জ্ঞানী-গুণী মানুষও বলে থাকে যে, পবিত্র থাকা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। অথচ সত্যযুগে দেবী-দেবতারা ছিলেন সম্পূর্ণ নির্বিকারী। তোমরাই তো তাদের মহিমা কীর্তন করে বল, 'আপনি সর্বগুণ সম্পন্ন আর আমরা কত নীচ পাপী-আত্মা।' কিন্তু, তাদেরকে এমন তৈরী করার কারিগর অবশ্যই কেউ আছে - তাই না! বাবা সঙ্গমযুগে এসে সত্যযুগের স্থাপনা করেন। তিনিই এসে এই আসুরী দুনিয়াকে দৈবী দুনিয়াতে পরিবর্তিত করে থাকেন। জগতের মানুষ তো পতিত কথার সঠিক অর্থটাই বোঝে না। আরে, তোমরা পরমাত্মাকে উদ্দেশ্য করে আহ্বান কর, 'হে পতিত পাবন তুমি এসো, আমরা সবাই পতিত হয়ে পড়েছি।' এই ভারতই যখন পবিত্র ছিল, তখন সবাই দ্বি-মুকুটধারী ছিল। এখন তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চারা, প্রত্যেকেরই জীবন-চরিত জানতে পেরেছ, যেহেতু এখন তোমরা এই বাবার সন্তান হয়েছ। তোমাদের বুদ্ধিতে এখন কেবলমাত্র এক ও একমাত্র পরমাত্মা তথা গড ফাদারই স্মরণে আসবে, যিনি হলেন পরমধাম নিবাসী নিরাকার শিববাবা। এরকম প্রকৃত বাবাকে না জানার কারণে জগতের মানুষ এখন এতই দুঃখের মধ্যে আছে। তারা মৃত্যুর সম্মুখীন হতে কত ভয় পায়। কিন্তু স্বয়ং বাবা এখন বলছেন, মৃত্যু তো তোমাদের সামনেই দাঁড়িয়ে আছে। প্রথমে রক্তের বন্যা বইবে, তারপর দুধের নদী বইতে থাকবে।

তাই, বাবা এখন তোমাদের বিষয়-সাগর থেকে উদ্ধার করে অমৃতের সাগরে নিয়ে যাচ্ছেন। লক্ষ্মী-নারায়ণ, অমৃত সাগর এসবই আছে সত্যযুগে। আর এই দুনিয়ায় তো পান করার জন্য পর্যাপ্ত দুধও পাওয়া যায় না, যা পাওয়া যায় তা পাউডার-দুধ। কিন্তু সত্যযুগে কোনো জিনিসেরই ঘাটতি থাকে না। পূর্বে আগাগোড়া পুরো ভারতই ছিল স্বর্গরাজ্য। যা এখন নরকে পরিণত হয়েছে। সবাই একে অপরকে মারতে-কাটতে উদ্যত। তাদের মুখশ্রী যদিও মানুষের মতনই, কিন্তু চাল-চলন খুবই খারাপ। তারা নিজেদের মধ্যে সবসময় লড়াই-ঝগড়াতেই ব্যস্ত থাকে। বর্তমানের এই দুনিয়াটাই হল পাপাচারী আত্মাদের দুনিয়া, তাই সদাচারী আত্মারা এখানে আসবেই বা কিভাবে ! কোনো আত্মা দান পূণ্য করলেই কি তিনি সদাচারী হয়ে যাবেন ? এখন তো সবাই রাবণেরই মত অনুসরণ করে থাকে। কিন্তু, দেবতারা কতই না সুখী ছিলেন। রামরাজ্য এবং রাবণ রাজ্য কাকে বলা হয়, সেটাই এখন ভারতবাসী ভুলে গেছে। যদিও তারা রামরাজ্যেরই আকাঙ্ক্ষা করে থাকে, কিন্তু সেই রামরাজ্য কে স্থাপনা করে সে ব্যাপারেই তারা অবগত নয়। এই সময় মানুষকে অর্থ সাহায্য করলে, তা দিয়ে তারা পাপ কর্মই করবে, কেননা এই দুনিয়াই এখন পাপাচারী আত্মাদের দুনিয়া হয়ে গেছে। তাই তোমরা ব্রাহ্মণ সন্তানেরা এখন কেবলমাত্র বাবার শ্রীমতেই চলবে। তোমরা হয়তো ভাবছ বাবার থেকে আশীর্বাদী বর্ষা তো পাবেই, কিন্তু তার জন্য তো এই অন্তিম জন্মে তোমাদের অবশ্যই সম্পূর্ণ পবিত্র হতেই হবে। ৬৩ জন্ম তো তোমরা বিকার-গ্রস্তই ছিলে। এখন এই একটা জন্ম তোমরা

পবিত্রতা রক্ষায় সাহায্য করো, যার জন্য তোমাদেরকে পবিত্র থাকতে হবে। কৃষ্ণও প্রথমে গোরা তথা পবিত্র ছিল, তারপর কাম-রূপ চিতায় অধিষ্ঠান করার ফলে শ্যাম তথা অপবিত্র হয়েছে। আবার জ্ঞান রূপ চিতায় অধিষ্ঠান করার ফলে গোরা তথা পবিত্র হয়ে স্বর্গের মালিক হয়ে থাকে। তেমনি তোমরাও আগে দেবতা ছিলে, যা এখন অসুরে পরিণত হয়েছে। এই চক্রই হল পূজ্য থেকে পূজারী...। সন্ন্যাসীরা বলে থাকে, যিনি আত্মা তিনিই পরমাত্মা। তবে তো তা একদম রাত-দিনের তফাৎ হয়ে যায় ! যদিও অবিনাশী নাটক (ড্রামা) অনুসারে সবাইরই এভাবে নিম্ন-স্তরে আসতে হবে। কিন্তু *এখন তো তোমারা গুরুরও গুরু, পতিদেরও পতি - বেহদের বাবাকে পেয়েছ, তাই অবশ্যই কেবল ঔনার শ্রীমতে চলতে হবে*। পরমপিতা পরমাত্মাকে তোমরা স্বীকার তো করেই থাক। শিব জয়ন্তীও পালন কর, কিন্তু এটাই সেভাবে বোঝো না যে, শিববাবা এসে কি করেন ! আর কিভাবেই বা তা করেন ? সোমনাথের এত বিশাল মন্দিরও বানিয়েছ। তাহলে নিশ্চয়ই তিনি এই ভারতেই আসেন। কিন্তু তিনি কিভাবে আসেন এবং এসে তিনি কি বা করেন - এসবের কিছুই কিন্তু জগৎবাসী বলতে পারবে না। যদিও বলে এসবই পরম্পরা অনুযায়ী চলেই আসছে। যেরকম বলা হয়ে থাকে গঙ্গা সাগরের মেলা, কুস্তুর মেলা ইত্যাদি পরম্পরা অনুযায়ী হয়ে আসছে। জগতের অন্য মানুষেরা তো এরকম উল্টো কথাই বলে। তাই যদি হয়, তবে কি সত্যযুগেও এই দুনিয়া পতিত ছিল ? তারা যা কিছু বলে, তার প্রকৃত অর্থ কিছুই বোঝে না। একেই বলা হয় ভক্তিমার্গ। যেমন, যীশুখ্রীষ্ট (ক্রাইস্ট) এসেছিলেন, আবার কবে আসবেন ? জগতের মানুষরা এসব কিছুই জানে না। প্রদর্শনীতে তো তোমরা হাজার হাজার আত্মাদেরকে এসব বোঝাও, তবুও কোটির মধ্যে মাত্র কয়েকজনই তা বুঝতে সক্ষম হয়।

এখন তোমরা বেহদের বাবার থেকে বেহদের আশীর্বাদী বর্ষা পাচ্ছ। তোমরা জানো কি এখন *এই দুনিয়ার পরিবর্তন হচ্ছে! তোমরা বলে থাক যে আমাদের সন্ন্যাসীদের সামনে পবিত্র হয়ে দেখাতে হবে, ভবিষ্যতে যা দেখে অন্যেরাও বলবে যে, এদের শিক্ষাদাতা শিক্ষক নিশ্চয় পরমপিতা পরমাত্মা। তোমরা ব্রাহ্মণ সন্তানেরা কেবল এটাকেই প্রমাণ করতে সবাইকে বোঝাও যে, পরমাত্মা সর্বব্যাপী নন, এমন কি গীতা শ্রীকৃষ্ণের বাণী নয়। এসব শোনা মাত্রই তাদের অন্ধশ্রদ্ধা ও ভুল ধারণা সমাপ্ত হবে। অবশ্য তা একেবারে শেষের দিকেই হবে। তোমরা এখন জেনেছ যে, পরমপিতা পরমাত্মাই হলেন আমাদের প্রকৃত পিতা।* বাবা প্রথমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শংকরকে সূক্ষ্ম-বতনে রচনা করেন। ব্রহ্মা হলেন প্রজাদের পিতা প্রজাপিতা ব্রহ্মাবাবা। এই ব্রহ্মাবাবাই ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের সৃষ্টি করেন। এই ব্রাহ্মণ শ্রেণীই হল সবচেয়ে উচ্চ মানের। তারা হল শিববাবার মুখ-বংশাবলী ব্রাহ্মণ সন্তান। জগতের ব্রাহ্মণেরা তো হল কুখ-বংশাবলী (অর্থাৎ বিকারের দ্বারা জন্ম) । বাবার শ্রীমতে চলার ফলে তোমরা পবিত্র হতে চলেছ। দেহধারীদের অবশ্যই ভুলে যেতে হবে। যদিও এর জন্য যথেষ্ট পুরুষার্থের পরিশ্রম করতে হবে। নাটক এবার সমাপ্ত হতে চলেছে, যে সকল অভিনেতারা এসেছে, তাদের প্রায় সবাইকে এবার নিজধামে ফিরে যেতে হবে, অবশিষ্ট কিছু আত্মারা এই ধরায় থাকবে। রামও গেছে, রাবণও গেছে... তবে আর অবশিষ্ট কি বা থাকবে ? অবশ্য দু-তরফেরই অল্প কিছু তো বেঁচে থাকবে। বাকি সবাইকেই চলে যেতে হবে। শুধুমাত্র নতুন নতুন বাড়ি-ঘর বানানোর কারিগর এবং পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করার জন্য কিছু আত্মারা থেকে যাবে এখানে। তবে, সময় তো লাগবে এতে - তাই না! তোমাদেরকেও ফিরে যেতে হবে। তোমাদের জন্ম অবশ্য রাজ-রাজ্যের ঘরেই হবে। বাকি অন্যেরা ধ্বংস-প্রাপ্ত যা কিছু তার সাফ-সাফাই করবে। বাবা আরও জানাচ্ছেন, যারা জয়ী অর্থাৎ রাজা ইত্যাদি ধনবান সম্পদশালীরা থাকবে, তাদের ঘরেই তোমরা জন্মগ্রহণ করবে। একমাত্র

ভারতেরই এই জয় হবে। বাকী অংশ সব ধ্বংস প্রাপ্ত হবে। ধন-সম্পদে সমৃদ্ধ রাজারাই বেঁচে থাকবেন। তোমরা তাদের ঘরেই জন্ম নেবে। পুরো সৃষ্টি-জগতেরই মালিক হবে তোমরা। কিন্তু তা এমন নয় যে, এখানকার এই ধন-সম্পত্তি ওখানেও কাজে আসবে। এখানকার যা ধন-সম্পদ তা তো মূল্যহীন কানাকড়ির মতন অচল সেখানে। সেখানে সবকিছু নতুন রূপে তৈরি হবে। হীরে-জহরতের খনিগুলিও সম্পদে ভরপুর হয়ে উঠবে। তা না হলে তেমন সুদৃশ্য প্রাসাদ তৈরী হবে কিভাবে ! এসব বোঝার জন্য যথেষ্ট সূক্ষ্ম বুদ্ধির প্রয়োজন।

তোমরা বাচ্চারা এখন ডবল অহিংসক হয়েছ, তোমাদের ধারণা হয়েছে যে, কোনো প্রকারের হিংসা করা উচিত নয়। কিন্তু বর্তমান জগৎ তো ডবল হিংসার জগৎ, যেখানে সত্যযুগে হিংসার নাম মাত্র থাকে না। তাই তো সত্যযুগকে স্বর্গ বলা হয়। বাবা বলেন, বাচ্চারা তোমরা তো এসব কথা বুঝতে পারো কিন্তু এই জ্ঞান বিতৃশালী আত্মাদের কাছে একটু মুশকিল মনে হয়। *বাবা হলেন গরীবের ভগবান, দীনবন্ধু। শিববাবা হলেন শ্রেষ্ঠ দাতা।* এইসব বাড়ী-ঘর ইত্যাদি যা কিছু, এ সবই তোমাদের জন্য। বাবা বলছেন- তোমাদেরকেই বিশ্বের মালিক বানিয়ে থাকি। ব্রহ্মাবাবা বলেন, তবে আর কি করেই বা আমি সেই নতুন ধামে বসবাস করতে পারি ? শিববাবা বলেন, সেই নতুন জগতে আমি যাবো না, ব্রহ্মাবাবা বলেন, কিন্তু আমিও যদি না যাই, তবে বাচ্চারাই বা কিভাবে যাবে সেখানে! শিববাবা বুঝিয়ে বলেন, "আমি হলাম অভোক্তা (কর্ম ফলের উর্ধ্বে) এবং অসোচতা (সকল চিন্তার উর্ধ্বে)। এই অভোক্তা এবং অসোচতার অর্থ তো তোমরা জানোই ? আচ্ছা -

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি তাদের মাতা-পিতা ও বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণের ভালোবাসা আর সুপ্রভাত। রুহানী বাবা রুহানী বাচ্চাদেরকে জানায় নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) নাটক এখন সম্পূর্ণ (শেষ) হতে চলেছে, এবার নিজধামে ফিরে যেতে হবে, তার জন্য অবশ্য পবিত্র হতে হবে। কোনও দেহধারীদের স্মরণে রাখা চলবে না।

২) বাবার থেকে শক্তি সঞ্চয় করে, এই অন্তিম জন্মে স্ত্রী পুরুষ একসাথে থেকেও পবিত্রতা রক্ষা করে- প্রমাণ দিতে হবে। বেহদের বাবার সান্নিধ্য লাভের সৌভাগ্য যখন হয়েছে, তখন তাঁর শ্রীমতে অবশ্যই চলতে হবে।

বরদান:- দূততার শক্তি দ্বারা সফলতা প্রাপ্তকারী প্রয়োগশালী, ত্রিকালদর্শী হও (ভব)।

বিস্তার:- বাপদাদার বরদান হল - যেখানে দূততা সেখানেই সফলতা। তাই দূততার দ্বারা যে কোনও গুণ বা শক্তি প্রয়োগের প্রোগ্রাম তৈরি কর আর প্রথমে নিজে সন্তুষ্টতার অনুভব কর। দূত সংকল্প এমন হবে যে, "আমাকে এটা করতেই হবে।" অপরের অমনোযোগীতার প্রভাব যেন নিজের উপর না পড়ে। ত্রিকালদর্শী স্থিতির আসনে বসে যেমন সময়, তেমনি বিধির দ্বারা আগে স্বয়ং সিদ্ধি স্বরূপ হও, তবেই প্রয়োগশালী আত্মাদের শক্তিশালী সংগঠন তৈরী হবে আর সেই সংগঠনের কিরণ অনেক কার্য করে দেখাতে পারবে।

স্লোগান:- সকলের আশীর্বাদ প্রাপ্তকারী আল্লারাই হল সন্তুষ্টমণি।

"মিষ্টি বাচ্চারা — বাবা এসেছেন তোমাদেরকে জ্ঞান যোগের দ্বারা শৃঙ্গার করতে, সেই শৃঙ্গার কায়েম রাখতে মায়ার কাছে কখনই পরাজিত হবে না ।"

প্রশ্ন :- কি এমন ক্ষুদ্র কথা আছে যা নিশ্চয়বুদ্ধির বাচ্চাদের থেকে "নিশ্চয়" ভেঙে সংশয়বুদ্ধির বানিয়ে দেয়?

উত্তর :- নিশ্চয়বুদ্ধির বাচ্চারা যদি চলতে ফিরতে কোনো ক্ষুদ্র ভুলের বিভ্রমের ফাঁদে আটকা পড়ে যায় আর সেই কারণেই তাদের নিশ্চয়বুদ্ধি ভেঙে যায় । শ্রীমতে চলাকালীন বিভ্রম উৎপন্ন হলে মায়া এসে সংশয়বুদ্ধির বানিয়ে দেবে । যে সংশয়বুদ্ধির হয়ে যায় সে সার্ভিস করতে পারে না আর তারা বিকার থেকে বিজয়ী হওয়ার জন্য মেহনতও করে না । এই রকম দুর্বল বাচ্চাদেরকে দয়ালু বাবা এই রায় দেন যে, বাচ্চারা যদি বিকার তোমাদের কষ্ট দেয় , আর সার্ভিসও না করো, তাহলে বাবাকে তো অন্তত স্মরণ করো ।

গান :- তুমিই মাতা, তুমিই পিতা.....

ওম্ শান্তি । এটা কার মহিমা ? মাতা পিতার । তোমরা সেই মাতা পিতার সন্তান । ওঁনাকে বলা হয় বেহদের রচয়িতা । কত ব্রহ্মাকুমার-ব্রহ্মাকুমারীরা আছে । জগত অশ্বা আর জগত পিতা, ব্রহ্মারও চিত্র আছে । কেবল ভিন্ন ভিন্ন চিত্র বানানো হয়েছে । তোমরা তো জানো যে বিশ্বের আদি অর্থাৎ সত্যযুগে অগাধ সুখ ছিল । এখন আবার বেহদের বাবার থেকে বেহদের সুখের বর্সা নিষিদ্ধ । এই মহিমা লৌকিক মা বাবার হতে পারে না । এ হল বেহদের মা বাবার কথা । পরমপিতা পরমাত্মাকেই মাতা পিতা বলা হয় । কিন্তু তিনি হলেন নিরাকার । এটা তো অনেকবার বোঝানো হয়েছে যে নতুন রচনা, নতুন ধর্মের জন্য এই নতুন জ্ঞান । দেবী দেবতার ধর্ম এখন নেই । কেউ বলবে না যে আমাদের দেবী দেবতার ধর্ম, কেননা সেটা তো সম্পূর্ণ নির্বিকারী ছিল । এখন তো সব বিকারী আর ধর্ম সব প্রায় নিশ্চয়ই লুপ্ত হয়ে যাওয়ার কথা, তবেই তো আবার করে সেই ধর্মের স্থাপনা করার জন্য বাবাকে আসতে হবে । এখন বাচ্চারা তোমাদের বাবা আর তাঁর বর্সা স্মরণ করতে হবে। বর্সার (উত্তরাধিকার) জন্য মায়ের গর্ভ হতে জন্ম নিয়ে তারপর বাবাকে স্মরণ করা হয় । জন্ম তো হল কিন্তু কার মাধ্যমে ? মায়ের থেকে জন্ম নেওয়া হয় । এটা এমন যে — মায়ের মাধ্যমে তোমরা সন্তান হয়েছে । বর্সা (অধিকার) নেওয়ার জন্য স্মরণ করো শিববাবাকে , মাকে মাধ্যম করে নিয়ে । কিন্তু কেউ কেউ এতে নিশ্চয় বিশ্বাসী থাকে আবার কেউ তা থাকে না, মায়া বিভ্রান্ত করে ফাঁদে ফেলতে থাকে । কোথাও না কোথাও ফাঁদে পড়ে যায় । যারা শ্রীমতে চলে না তারা নিজেদের ভুলের বিভ্রমে ফেঁসে যায়, নিশ্চয় বিশ্বাস থাকলে অন্য সমস্ত কিছু ছেড়ে দেবে । শুনতে হবে আর শোনাতে হবে । কেউ বলে যে আমি সার্ভিস করতে পারি না । প্রজা না থাকলে রাজাও থাকবে না । আত্মা, আর কিছু না করলেও কেবলমাত্র শিববাবাকে স্মরণ করো । স্বর্গে পৌঁছে যাবে । ভালো বিকার প্রাপ্ত করার জন্য মেহনত না করলেও, কেবলমাত্র বাবাকে স্মরণ করলে স্বর্গে পৌঁছে যাবে, কিন্তু পদমর্যাদা কম হবে ।

বাবা বোঝাচ্ছেন — এখন ভক্তির পাট সমাপ্ত হওয়া দরকার । ভক্তির ফল প্রদান করতে বাবা এসেছেন । তোমরাই নম্বর অনুযায়ী সম্পূর্ণ ভক্তি করেছ । প্রথমে শিববাবার তারপর ব্রহ্মার, বিষ্ণুর, শংকরের । দেখো এখন কত অলিতে গলিতে মন্দির বানানো হয়েছে, কত সংসঙ্গ হয় । এই মুহূর্তে এখানে এইসব জিনিস অনেক আছে, কিন্তু পরে সেখানে এই সব কিছু আর থাকবে না । একটাও মন্দির থাকবে না । এখন তো ভক্তির কত সামগ্রী আছে । দ্বাপর, কলিযুগ হল ভক্তি মার্গের যুগ, তমোপ্রধান হওয়ার যুগ । এখন বাবা এই সমস্ত ঝঞ্ঝাট থেকে মুক্ত করে দেন । বাবা বলেন — খারাপ কিছু শুনবেও না, কিছু দেখবেও না (hear no evil, see no evil).. দেহ সমেত এই সমস্ত কিছুর থেকে মমত্ব মিটিয়ে দাও । এখন তোমাদের নতুন ঘরে যেতে হবে । যখন স্থাপনা হয়ে যাবে তখনই তো যাবে, তাই না — এটা হল পুরানো দুনিয়া, দুঃখধাম । এটা হল অন্তিম জন্ম । এখন তোমরা ঈশ্বরের কোলে বসে আছ। মাতা পিতার কোলে বসে আছ । নিয়ম মার্কিন বাবা, ব্রহ্মা-মুখ নিঃসৃত তোমাদের জন্ম দেন, তাহলে ইনি তো তোমাদের মা হয়ে যাবেন, কিন্তু তোমাদের বুদ্ধি শিববাবার দিকেই চলে যায় । তুমিই মাতা তুমিই পিতা, আমরা তোমার সন্তান.... শিববাবার দিকে সব প্রেম প্রীতি ধাবিত হয় । তোমরা তো আবার সজনীও (brides) । শিববাবা এসেছেন, তোমাদের শৃঙ্গার করে যথা যোগ্য করে তুলতে । জ্ঞান আর যোগের দ্বারা বাচ্চারা, বাবা তোমাদের শৃঙ্গার করেন । কেবলমাত্র তোমরাই নও, এই আওয়াজ তো সমস্ত সেন্টারে শোনা যায় । হাজার হাজার জন শুনতে থাকে । সকলের শৃঙ্গার হয়ে চলছে । কতজন তো শৃঙ্গার করতে করতে আবার ময়লা হয়ে যায় । বাবা গাধার উদাহরণ দেন না? বাচ্চারা তোমাদের সর্বগুণ সম্পন্ন, ১৬ কলা সম্পূর্ণ.... হতে হবে । বারংবার মায়ার কাছ থেকে হার স্বীকার করা ঠিক নয় । তোমরা বলো যে, বাবা আজ মায়া খাপ্পড় মেরে দিয়েছে । বাবা বলেন যে তুমি কুলকে কলঙ্কিত করে দিচ্ছ । বাবার নিন্দা করা মানেই বাচ্চাদেরও নিন্দা করা হয় । সেই কারণে আরও নীচে নেমে যাবে । এই কাম মহাশত্রুর থেকে সম্পূর্ণ বিজয় লাভ করতে হবে । বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করতে হবে । বাবা হলেন স্বর্গের রচয়িতা, সেই জন্য নিশ্চয়ই স্বর্গের মালিক বানাবেন । যারা এই সহজ রাজযোগ শিখবে, তারাই স্বর্গে যাবে । এমন না যে সবাই স্বর্গে যাবে । যদিও এটা বোঝে যে নতুন দুনিয়া গড ফাদার রচনা করেন, কিন্তু নতুন দুনিয়ায় কে রাজত্ব করবে — এই রহস্য ভেদ হয় তখনই যখন কেউ বুঝিয়ে দেয় । যদিও জানা আছে যে ভারত প্রাচীন, কিন্তু যথার্থ ভাবে ভারতবাসী নিজেই জানে না, তাহলে অন্যকে কি করে বলবে । তোমরা জানাতে পারো যে ভারতের মতন পবিত্র ভূখণ্ড আর কোথাও হতে পারে না । ভারতের মতন সমৃদ্ধশালী ভূখণ্ড আর কোথাও নেই । বর্তমানে আমেরিকার কাছে অনেক ধন সম্পদ আছে কিন্তু ভারতের তুলনায় এরা তো কানা কড়ি মাত্র । ভারত হল সব ধর্মের তীর্থস্থান । সব আত্মাদের বাবা এখানে আসেন, নরককে স্বর্গ বানাতে । সবাইকে মুক্তি দিতে । ওঁনারই তো মহিমা । ফুলও ওঁনাকে অর্পণ করা উচিত । কিন্তু গীতাতে নাম হারিয়ে গেছে, এই জন্য ওঁনার মহত্ব কম হয়ে গেছে । ক্রিস্চানরা অনেক ভুল ধারণার কথা শুনেছে তারপর তারা গ্লানিময় বার্তা দিয়ে নিজেদের ধর্মে অনেককে ধর্মান্তরিত করে দেয় । কতজন খৃষ্টান হয়ে যাচ্ছে। এটা তো কল্প কল্প ধরে হতে থাকছে । বাবা বলেন যখন এমন ধরণের ধর্মের গ্লানি শুরু হবে তখনই আমার আবির্ভাব হবে আর তখন আমি ভারতকে হীরে তুল্য বানিয়ে দেব । বেহদের বাবার থেকে বেহদের সুখ প্রাপ্ত হয়, স্বর্গের স্থাপনা হয় । উনি হলেন শিববাবা । তোমরা হলে শিব শক্তি ভারত মাতা আর তোমরা হলে গুপ্ত । তোমরা, শিব শক্তি সেনাদের মানুষ কি করে বুঝবে । তোমরা সবসময় এটা জানো যে আমরা হলাম শিবশক্তি পান্ডব সেনা । এখন এক নতুন রাজধানী স্থাপিত হচ্ছে । এ হল পুরানো পতিত দুনিয়া, আর ওটা হল পবিত্র নতুন দুনিয়া ।

এই পতিত দুনিয়ায় পবিত্র কেউ হতে পারবে না । শাস্ত্রে কত কিছু লেখা হয়েছে । যারা এই সব শোনায় তারা খুব বুদ্ধিমান হয় । শাস্ত্রও অধ্যয়ন করেছে, আবার সাত দিবসের পড়াশোনা করেছে । রুদ্র যজ্ঞ ইত্যাদি রচনা করে থাকে । এই সব সত্ত্বেও দুনিয়া তমোপ্রধানে পরিণত হবেই । যা কিছুই করা হোক না কেন, ফেরত যেতে হবে একদিন । মানুষের মধ্যে জ্ঞান তো নেই কিন্তু তাদের শাস্ত্রের সুন্দর জ্ঞান শুনতে ভালো লাগে । তোমাদের এখন আর এই সব ভালো লাগে না তাই বাবা বলেন - খারাপ কোনো কিছু শুনো না (hear no evil).... কেবলমাত্র আমাকে স্মরণ করো, শ্রীমতে চলো তাহলেই শ্রেষ্ঠ হয়ে যাবে । আসুরী মতে চললে অসুরই হয়ে যাবে । ওটা হলো রাবণ মত । সাধারণ মানুষ রাবণ মতে থাকে তাইতো রাবণকে দহন করতে থাকে । বাবা সমস্ত কথা বসে থেকে খুব ভালো ভাবে বোঝান । বীজ আর ঝাড়ের জ্ঞান আছে, একে কল্প বৃক্ষ বলা হয় । এর আয়ু পাঁচ হাজার বছরের । যদি সত্যযুগ লাথো বছরের হয় তাহলে তো হিন্দু অনেক অনেক হওয়া উচিত।

এখন বাচ্চারা তোমরা খুব ভালোভাবে জানো যে বিনাশ তো হবেই, প্রাকৃতিক দুর্যোগ হতে থাকবে । একে ওরা আবার বলে ঈশ্বরীয় (গডলি) দুর্যোগ । কিন্তু ঈশ্বর থোড়াই দুর্যোগ আনেন । এটা তো ড্রামাতে গাঁথা আছে । বিনাশ না হলে নতুন দুনিয়া কেমন করে রচিত হবে । মহাভারতের যুদ্ধের দ্বারাই তো দ্বার খুলে যাবে । বাচ্চারা সাফাৎকার করছে, গলুব্যস্তল অনেক কঠিন । কেউ কেউ আবার সাহস করতে পারে না । দেখো, গতকালই বাবা বোঝাচ্ছিলেন যে এই মৃত্যু লোকে এটাই তোমাদের অন্তিম জন্ম । এখন আমি অমরলোকের অধীশ্বর বানাতে এসেছি । এই অন্তিম জন্মে বাবার কথা শোনো । পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করো । লৌকিক বাবার সন্তান যদি তার কথা না শোনে, তাহলে লৌকিক বাবা বলে যে তুমি কুপুত্র । বাবা তো সর্বশক্তিমান, ঔঁনার আদেশ অনুযায়ী চললে ঔঁর সাহায্যও প্রাপ্ত হবে, তখন বাচ্চারা বলে ঠিক আছে ভেবে দেখব । আরে! কালই যদি শরীর ছেড়ে যায় তাহলে তো বর্সা প্রাপ্ত হবে না । পাঁচ বিকারের অসুখ খুব কঠিন । মায়া সবাইকে রুগী বানিয়ে দিয়েছে । এখন বাবা বলেন আমার শ্রীমতে চলো । মায়া তো অনেক পাপের চিন্তা নিয়ে আসে, অনেক তুফান আসে । দেউলিয়া হয়ে যাবে । এরপর বলবে যে, বাবার হয়ে গিয়ে কি হাল হয়েছে ! কিন্তু বাবা বলেন যে তোমরা তো শিববাবাকে সব অর্পণ করে দিয়েছ, তোমরা তো ট্রাষ্টি হয়ে গেছ । উনি তোমাদের সব হিসাব বুঝিয়ে দেবেন । তোমরা চিন্তা কেন করছ ।

তোমরা তো এখন জান যে ভারতের তরী এখন ডুবে আছে, বাবা এসেছেন উদ্ধার করতে । বাবা ব্যতীত স্বর্গ কে বানাবে! বলা হয় যে দ্বারকা জলের নীচে ডুবে গেছে, এখন ওপরে কেমন করে আসবে । কুমীর, কচ্ছপ ওপরে আনবে কি ? এ হল ড্রামার চক্র, যা আমাদের বুঝতে হবে । সত্যযুগ, ত্রেতাযুগ যখন ওপরে থাকে, তখন কলিযুগ নীচে চলে যাবে । সৃষ্টি চক্রের চিত্র এতো বড় বানানো দরকার যত বড় একটা ফুল সাইজ আয়না হয় । বাবা বলেন — বাচ্চারা আয়নায় নিজেদের মুখ দেখতে থাকো, আর দেখো যে বাঁদর সমান হয়ে যাচ্ছে না তো ! যার মধ্যে বিকার আছে সে বাঁদরের থেকেও কুৎসিত । দেবতারা তো মন্দিরের যোগ্য । বাস্তবে সন্ন্যাসীদের জন্য কখনো মন্দির বানানো হয় না । মন্দির কেবল দেবতাদের জন্যই হয় কেননা দেবতাদের আত্মা আর শরীর দুই - ই পবিত্র হয় । এখানে পবিত্র শরীর তো পাওয়া যায় না । মানুষ কত যজ্ঞ রচনা করে, কথা বা ব্রত শুনতে থাকে । বাবা তো একটাই বেহদের যজ্ঞ রচনা করেন, যাকে রুদ্র যজ্ঞ বলা হয় । এই যজ্ঞ থেকেই বিনাশের আগুন প্রজ্জ্বলিত হয়েছে, বাকী সব যজ্ঞ সমাপ্ত হয়ে যায় । রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞই বিখ্যাত, শিব জ্ঞান যজ্ঞ নয় । রুদ্রের আর শালগ্রাম শিলার পূজো করা হয় ।

কত শালগ্রাম শিলা বানানো হয় । কিন্তু শিব তো এখানেই বানানো হয় । প্রজা তো অনেক অনেক হবে, কিন্তু এতো তো খোড়াই বানাতে পারবে । শিববাবা আর বাচ্চারা তোমাদের পূজো করা হয় কেননা তোমরা সমগ্র দুনিয়ার মুক্তি প্রদান করো। তোমরা হলে শিব শক্তি — উদ্ধারকারী (Salvation army) সৈন্যদল । এমন অনেক আছে যারা নিজেকে সর্বোদয়া লীডার বলে । আর সমগ্র দুনিয়ায় তো দয়া কেউ করতে পারে না । সবার ওপরে দয়া করবেন একমাত্র দয়াময় শিববাবা । মানুষ নাম তো অনেক বড় বড় রাখে । সকলের ওপর দয়া অথবা কৃপা করা অর্থাৎ সুখধামে নিয়ে যাওয়া — এই কাজ তো একমাত্র পরমাত্মাই করেন । সবার গতি সদগতি দাতা হলেন একমাত্র শিববাবাই । মানুষ কারোর সদগতি করতে পারে না । একজনেরও করতে পারে না, অসম্ভব ব্যাপার । তোমাদের বলে যে তোমরা শাস্ত্র মানো না । যদিও তারা আমাদের সামনে আছে, চোখের সামনে রয়েছে, তাহলে কেমন করে মানব না ! কিন্তু এখন আমরা শ্রীমতে চলছি , যার ফলে শ্রেষ্ঠ হয়ে যাব । শ্রীমত হল ভগবানের, কৃষ্ণের মত অনুযায়ী চলা হয় না । কৃষ্ণের আত্মা পূর্ব জন্মে শ্রীমত অনুসরণ করে এমন শ্রেষ্ঠ দেবতা হয়েছিলেন, তত স্বপ্ন । ওনার রাজধানী ও তো থাকবে । একা কৃষ্ণ কি করবেন ! কাঁটা থেকে ফুল বাবা ব্যতীত আর কেউ বানাতে পারবে না । বাবা যখন এসেছেন তখন স্বর্গের রচনাই তো হবে, তাই না । তা নাহলে অবতার নেবার কি দরকার ছিল । নিশ্চয়ই ভারতকে স্বর্গ বানিয়েছিলেন আর এখন আবার স্বর্গ রচনা করছেন । ওখানে(সর্গে) মন্দির ইত্যাদি হবে না । তোমরা জানো যে বাবা ভারতে এসেছেন, ভারতকে স্বর্গ বানাতে । বাবা বুঝিয়েছেন মায়ার তুফান তো সবার কাছে আসবে । বাবাকে জিজ্ঞেস করো । জ্ঞান আর যোগের অনুভবের কথা জিজ্ঞেস করো । সংকল্প যা বিকল্প হয়ে যায়, সেই অনুভবের কথাও ওঁনাকে জিজ্ঞেস করো । বাবা সবার সামনে থাকেন, তাহলে এই তুফানও বাবার সামনে দিয়েই প্রথমে যাবে । আমরা বাবাকে স্মরণ করি। তা সত্ত্বেও মায়ার প্রকোপ কম হয় না। যত শক্তিশালী তুমি হবে ততই মায়ার প্রকোপ বেশি হবে, ভয় পেয়ো না । তোমরা লেখো যে বাবা মায়াকে বলো যে আর যেন যন্ত্রণা না দেয় । কিন্তু মায়া তো তুফান পাঠাবেই, ভয় পেয়ো না। আচ্ছা ।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি বাপদাদার ভালোবাসা ও স্মরণ আর সুপ্রভাত । রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার ।

***ধারণার জন্য মুখ্য সার* :-**

১) বাবাকে সম্পূর্ণ হিসাব দাও, ট্রাস্টী হয়ে সব চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে যেতে হবে । বাবার আদেশে পুরোপুরি অনুসরণ করে সাহায্যের পাত্র হতে হবে ।

২) মানুষের ডুবন্ত তরীকে উদ্ধারকারী সৈন্য হয়ে পার করতে হবে । বাবার সাহায্যকারী হয়ে পূজনীয় হওয়ার যোগ্য হতে হবে ।

***বরদান :-** যথা সময়ে যোগের শক্তির প্রয়োগকারী এবং " স্ব"-এর সংস্কারক তথা সংসার পরিবর্তক ভবঃ*

যেমন যোগ করতে আর করানোর জন্য যোগ্য হয়েছ তেমনি যোগের প্রয়োগ করার জন্য যোগ্য হও। সর্ব প্রথম নিজের সংস্কারের ওপর যোগের শক্তি প্রয়োগ করো কেননা তোমার শ্রেষ্ঠ সংস্কারই শ্রেষ্ঠ সংসার রচনার ভিত্তি। তাহলে চেক করো যে কোনও সংস্কার সময়ে সময়ে ঠকাচ্ছে না তো? যেমনই ব্যাপার হোক না কেন, ব্যক্তি বা বায়ুমণ্ডলে হোক, শ্রেষ্ঠ সংস্কারকে পরিবর্তন করে সাধারণ বা ব্যর্থ হতে দিও না। যে নিজের সংস্কারকে পরিবর্তন করে নিতে পারে সে-ই সংসারের পরিবর্তন করার নিমিত্ত হয়ে যায়।

স্লোগান :- নিজের নশ্বর আগে রাখতে হলে স্বভাব সহজ করো আর পুরুষার্থে মনোযোগী হও ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - সদগতিতে যেতে চাইলে বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করো যে বাবা, আমি কেবল তোমাকেই স্মরণ করবো।"

প্রশ্ন:- কোন পুরুষার্থের আধারে সত্যযুগের জন্মসিদ্ধ অধিকার প্রাপ্ত হয়?

উত্তর:- এখন সম্পূর্ণ নিঃস্ব হওয়ার পুরুষার্থ করো। পুরাতন দুনিয়ার প্রতি আমিষকে ত্যাগ করে যখন সম্পূর্ণ নিঃস্ব হয়ে যাবে, তখনই সত্যযুগের জন্মসিদ্ধ অধিকার প্রাপ্ত হবে। বাবা বলছেন - মিষ্টি বাচ্চারা, তোমরা এখন ট্রাস্টি হও। পুরাতন জঞ্জাল যা কিছু আছে সব কিছু ট্রান্সফার করো, বাবা এবং উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো তাহলে তোমরা স্বর্গতে এসে যাবে। বিনাশ অতি নিকটে, তাই এখন পুরাতন ব্যাগ ইত্যাদি গুছিয়ে নাও।

গীত:- ভোলানাথের মতো কেউ নেই... অনুপম তিনি ...
(ভোলানাথ সে নিরালা...)

ওম্ শান্তি। তোমরা হলে শিক্ষার্থী। উঁচুর থেকেও উঁচু জ্ঞানের সাগর বাবা তোমাদেরকে পড়াচ্ছেন। তাই অবশ্যই নোট করতে হবে কারণ পরে রিভাইজ করা বা অন্যকে বোঝাতে সুবিধা হয়। নাহলে মায়া এমনই যে অনেক পয়েন্টকে ভুলিয়ে দেয়। এইসময় মায়ারূপী রাবণের সঙ্গে তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের যুদ্ধ হচ্ছে। তোমরা যত শিববাবাকে স্মরণ করবে, মায়া তত ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে। জ্ঞানের পয়েন্টও ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে। কখনও কখনও খুব ভালো পয়েন্ট স্মরণে আসবে, তারপর সঙ্গে সঙ্গে সেটা ভুলেও যাবে কারণ এই জ্ঞান হল নতুন। বাবা বলছেন, আগের কল্পেও তোমাদেরকে অর্থাৎ ব্রাহ্মণদেরকে এই জ্ঞান দিয়েছিলাম। ব্রাহ্মণদেরকেই তিনি ব্রহ্মামুখের দ্বারা আপন করে নেন। এইসকল কথা কোনো গীতাতে লেখা নেই। শাস্ত্র তো পরবর্তীকালে বানানো হয়। বাচ্চাদেরকে এটা বোঝানো হয়েছে যে আগে হল জ্ঞান, তারপরে ভক্তি। প্রথমে সতোপ্রধান তারপরে সতো, রজো, তমো-তে আসে। মানুষ যখন রজো-তে আসে তখন থেকে ভক্তি শুরু হয়। সতোপ্রধান সময়ে ভক্তি করা হয়না। নাটকে ভক্তি মার্গের জন্যও সময় নির্দিষ্ট আছে। এই সকল শাস্ত্র ইত্যাদি ভক্তিমার্গে কাজে আসে। তোমরা জ্ঞান-যোগের যেসব বই বানাও সেগুলো পুনরায় পাঠ করে সতেজ হওয়ার জন্য। কিন্তু শিক্ষককে ছাড়া তো কারোর পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। শ্রীমদ ভগবানই হলেন গীতার শিক্ষক। তিনি হলেন বিশ্বের রচয়িতা, স্বর্গের রচনা করেন। তিনি যেহেতু সকলের বাবা তাই বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার হিসাবে স্বর্গের বাদশাহী পাওয়া উচিত। সত্যযুগে দেবী-দেবতাদের রাজ্য ছিল। এখন তোমরা হলে সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণ। বিষ্ণুর চিত্রতে ৪ বর্ণ তো দেখানো হয়, তাই না? দেবতা, ঋত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র... এবং পঞ্চম বর্ণ হল ব্রাহ্মণ। কিন্তু দুনিয়ার মানুষ এইসব জানেই না। উঁচুর থেকেও উঁচু হল ব্রাহ্মণ ধর্ম। মানুষ উচ্চ থেকেও উচ্চ পরমাত্মাকেই ভুলে গেছে। শিব হলেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শঙ্করের রচয়িতা। ত্রিমূর্তি ব্রহ্মা বলে দেয় যার কোনো অর্থই হয়না। যদি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকর তিন ভাই হয় তাহলে তাদের একজন বাবাও থাকবে। সেই বাবাই হলেন ব্রাহ্মণ, দেবী-দেবতা এবং ঋত্রিয় - এই তিন ধর্মের রচয়িতা, যাঁকে গীতার ভগবান বলা হয়। দেবতাদেরকেও ভগবান বলা যাবে না , তাহলে কোনো মানুষকে কিভাবে বলা যাবে। উঁচুর থেকেও উঁচু হলেন শিববাবা, তারপরে সূক্ষ্মবতনবাসী ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শংকর। এই জগতে প্রথম হলেন শ্রীকৃষ্ণ। শুরু

শুরুতে শিব জয়ন্তীর গায়ন করা হয়। কিন্তু কোথাও ত্রিমূর্তি জয়ন্তী দেখানো হয়না। কারণ এই তিনজনকে কে জন্ম দেন সেটা কারোর জানা নেই, বাবাই এসে বলেন। তিনি হলেন উঁচুর থেকেও উঁচু, বিশ্বের মালিক, নতুন দুনিয়ার রচয়িতা। স্বর্গে এই লক্ষ্মী-নারায়ণ রাজত্ব করেন। সূক্ষ্মবতনে তো রাজত্বের কোনো প্রশ্নই নেই। এখন যে পূজ্য হচ্ছে তাকেই আবার পূজারী হতে হবে। দেবতা, ঋত্রিয়... তারপর এখন আবার ব্রাহ্মণ হয়েছে। কেবল ভারতেই এইসকল বর্ণ আছে। অন্য কেউ এই বর্ণগুলোতে আসতে পারবে না। কেবল তোমরাই এই বর্ণগুলোতে চক্রাকারে আসা যাওয়া করো। তোমাদেরকেই পুরো ৮৪ জন্ম নিতে হয়। জ্ঞানের তৃতীয় নয়নও কেবল তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মনদেরই খোলে। তারপর এই জ্ঞান প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়। তাহলে গীতা শাস্ত্র কোথা থেকে এল। যীশু খ্রিস্ট যখন ধর্ম স্থাপন করে তখন বাইবেল শোনায় না, *পবিত্রতার বলের দ্বারা ধর্ম স্থাপন করে*। বাইবেল ইত্যাদি তো পরে বানানো হয়। যখন সেই ধর্মের বৃদ্ধি হয় তখন চার্চ তৈরি করে। এইরকম ভাবেই অর্ধেক কল্প পরে ভক্তিমার্গ শুরু হয়। প্রথমে একজনেরই অবিমিশ্র ভক্তি শুরু হয়, তারপর ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শঙ্করের। এখন তো দেখো পঞ্চতত্ত্বেরও পূজা করে। একে বলা হয় তমোপ্রধান পূজা। এটাও অবশ্যই হবে। ভক্তিমার্গে শাস্ত্রও প্রয়োজন। দেবী-দেবতা ধর্মের শাস্ত্র হল গীতা। ব্রাহ্মণ ধর্মের কোনো শাস্ত্র নেই। মহাভারতের যুদ্ধের কথাও গীতাতে আছে। গায়ন আছে যে এই রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ থেকেই বিনাশ জ্বালা নির্গত হয়েছে। সত্যযুগী রাজধানী অবশ্যই বিনাশের পরেই স্থাপন হবে। ভগবানই এই যজ্ঞের রচনা করেছেন, একে *রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ* বলা হয়। জ্ঞান কেবল শিববাবাই দেন। *বাস্তবে ভারতের শাস্ত্র হল একটাই*। যেরকম যীশু খ্রিস্টের বাইবেল - তাঁর জীবন কাহিনীকে বাইবেল বলা হয়না। আমাদের কেবল জ্ঞানের সাথেই সম্বন্ধ। জ্ঞানদাতা কেবল একজনই, তিনিই বিশ্বের মালিক। তাঁকে ব্রহ্মান্ডের মালিকও বলা যাবে। কিন্তু তিনি সৃষ্টির মালিক হননা। তোমরা বাচ্চারাই সৃষ্টির মালিক হও। বাবা বলছেন, আমি অবশ্যই ব্রহ্মান্ডের মালিক, তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের সাথে ব্রহ্মলোকে থাকি। যেরকম বাবা ওখানে থাকেন সেইরকম আমরাও ওখানে যাবো। তাই আমরাও মালিক হয়ে গেলাম। বাবা বলছেন, তোমরা সমস্ত সন্তানরা আমার সাথে ব্রহ্মান্ডে থাকো। তাই আমার মত তোমরাও ব্রহ্মান্ডের মালিক। কিন্তু তোমাদের পদ আমার থেকে উঁচু। তোমরাই মহারাজা, মহারানী হও। তোমরাই আবার পূজ্য থেকে পূজারী হও। আমি এসেই তোমাদেরকে পতিত থেকে পবিত্র বানাই। আমি তো জন্ম-মরণের উর্ধ্বে। তাই সাধারণ শরীরের আধার নিয়ে সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য তোমাদেরকে শোনাই। তোমরা বাচ্চারা ছাড়া এমন কোনো বিদ্বান-পন্ডিত নেই যে ব্রহ্মান্ড, সূক্ষ্মবতন এবং সৃষ্টি চক্রের রহস্যকে জানে। তোমরা জানো যে জ্ঞানের সাগর, পবিত্রতার সাগর তো এক পরমাত্মাই। তাঁর মহিমা তখনই করা হয় যখন উনি আমাদেরকে জ্ঞান দেন। জ্ঞান না দিলে কিভাবে মহিমা করা হবে। তিনি কেবল একবার এসেই বাচ্চাদেরকে ২১ জন্মের জন্য উত্তরাধিকার দেন। ২১ জন্মের সীমিত সময়ের জন্য, এমন নয় যে সদাকালের জন্য দেন। ২১ প্রজন্ম অর্থাৎ ২১ জন্মের বৃদ্ধাবস্থা পর্যন্ত। তোমরা ২১ জন্মের জন্য রাজ্য ভাগ্য পাও। এমন নয় যে একজনের জন্য ২১ প্রজন্মের উদ্ধার হয়ে যাবে। এটা তো বোঝানো হয়েছে যে এই রাজযোগের দ্বারা তোমরা রাজাদের রাজা হয়ে যাও। তারপর ওখানে আর জ্ঞানের প্রয়োজন থাকেনা। সেখানে তোমাদের সদগতি হয়ে যায়। জ্ঞান তো তাদেরই প্রয়োজন যারা দুর্গতিতে আছে। তোমরা এখন সদগতিতে যাচ্ছ, রাবণ তোমাদেরকে দুর্গতিতে নিয়ে এসেছিল। এখন সদগতিতে যেতে হলে বাবার হতে হবে, প্রতিজ্ঞা করতে হবে - বাবা, কেবল তোমাকেই সর্বদা স্মরণ করব। দেহের অভিমান ত্যাগ করে সর্বদা দেহী-অভিমানী হয়ে থাকব, ঘর গৃহস্থতে থেকেও আমরা পবিত্র থাকব। মানুষ বলে যে এটা কিভাবে সম্ভব। আরে, বাবা বলছেন যে এই অন্তিম জন্মতে পবিত্র হয়ে

আমার সাথে যোগ লাগলে তোমাদের বিকর্ম অবশ্যই বিনাশ হবে এবং সৃষ্টিচক্রকে স্মরণ করলে তোমরা চক্রবর্তী রাজা হয়ে যাবে। বাবার কাছ থেকে অবশ্যই স্বর্গের উত্তরাধিকার পাওয়া যাবে। *দৈবী দুনিয়ার সার্বভৌমত্ব* হল তোমাদের জন্মসিদ্ধ অধিকার, সেটাই এখন পাচ্ছ। তারপর যে যত প্রতিজ্ঞা করবে, বাবার সহযোগী হবে... এটা তো তোমরা জানো যে বিনাশ অতি নিকটে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ও এলো কি এলো। তাই বাবা বলছেন নিজের সমস্ত জিনিসপত্র ট্রান্সফার করে তুমি ট্রাস্টি হয়ে যাও। বাবা তো দালালও, সকল পুরাতন জিনিস নিয়ে নতুন জিনিস দেন। মানুষ মারা গেলে সমস্ত পুরাতন জিনিস কোনো ব্রাহ্মণ পুরোহিতকে দিয়ে দেয়। তোমাদের সকল পুরাতন জিনিস মাটিতে চাপা পড়ে যাবে। তাই পুরাতন জিনিসের প্রতি আমিষ ত্যাগ করো, একদম নিঃস্ব হয়ে যাও। বাবা এবং উত্তরাধিকারকে স্মরণ করলে তোমরা স্বর্গের মালিক হয়ে যাবে যেটা তোমাদের জন্মসিদ্ধ অধিকার। যেই আসুক, তাকে প্রথমে জিজ্ঞেস করো যে বিশ্বের রচয়িতা কে? গড ফাথার তো আছেনই, তাই না? স্বর্গই হল নতুন রচনা। যখন বাবা স্বর্গের রচনা করেন তাহলে আমরা নরকে কেন আছি? কেন স্বর্গের মালিক হচ্ছি না? রাবণ তোমাদেরকে নরকের বাদশাহ বানিয়েছে। বাবা তো স্বর্গের বাদশাহ বানান। রাবণ দুঃখী করে দেয়, তাই তার প্রতি বিরক্ত হয়ে মানুষ তাকে জ্বালানোর চেষ্টা করে। কিন্তু রাবণ তো পোড়েই না। রাবণ কি জিনিস সেটা মানুষ বোঝেই না। বলে দেয় যে যীশু খ্রিস্টের জন্মের ৩ হাজার বছর আগে... গীতা শুনিয়েছিলেন। কিন্তু সে সময়ে কোন্ জাতি ছিল সেটা তো বুঝতে হবে। মায়া একদম পতিত বানিয়ে দিয়েছে। কেউই জানেনা যে স্বর্গের রচয়িতা কে। অভিনেতা হয়ে যদি নাটকের লেখক, নির্দেশককেই না জানে তাহলে কি বলবে। বিনাশের জন্য মহাভারতের এই লড়াই হল সবথেকে বড় লড়াই। গায়নও আছে যে ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা... এইরকম তো বলা হয়না যে কৃষ্ণের দ্বারা স্থাপনা। মুখ্য হল রুদ্র জ্ঞান যন্তু, যেখান থেকে বিনাশ জ্বালা প্রজ্জ্বলিত হয়। বাবা স্বয়ং বলছেন, আমিই এই জ্ঞান যন্তুর রচনা করেছি। তোমরা হলে সত্যিকারের ব্রাহ্মণ, রুহানী পান্ডা। তোমাদেরকে এখন বাবার কাছে যেতে হবে। ওখান থেকে পুনরায় এই পতিত দুনিয়াতে আসতে হবে। এইগুলো (সেন্টার) হল সত্যিকারের তীর্থ, যা সত্যথন্ডে নিয়ে যায়। ওইসব তীর্থ হল মিথ্যা থন্ডের জন্য। সেসব হল লৌকিক দেহ-অভিমানের যাত্রা। এটা হল দেহী-অভিমানের যাত্রা। তোমরা জানো যে আমরা নতুন দুনিয়াতে এসে সোনার মহল বানাব। এমন নয় যে সাগর থেকে কোনো মহল বেরিয়ে আসবে। তোমাদের তো অনেক খুশি হওয়া উচিত। যেমন পড়াশুনার সময়ে খেয়াল থাকে যে আমি ব্যারিস্টার হব, এই এই করব। *তোমাদেরও এইরকম পরিকল্পনা করা উচিত যে স্বর্গে এইরকম মহল বানাব। আমরা প্রতিজ্ঞা করি যে লক্ষ্মীকেই বিবাহ করব, সীতাকে নয়। কিন্তু এর জন্য অনেক ভালো পুরুষার্থ করতে হবে*। বাবা এখন সত্যিকারের জ্ঞান শোনাচ্ছেন যেটা শুনে আমরা দেবতা হচ্ছি। পয়লা নম্বর দেবতা হল শ্রীকৃষ্ণ। ম্যাট্রিক পরীক্ষাতে যারা পাস হয় খবরের কাগজে তাদের তালিকা বেরোয়ে। তোমাদের স্কুলের তালিকারও গায়ন আছে। ৮ জন সম্পূর্ণ পাস হয়, এই ৮ জনই নামিদামি যারা প্রকৃত কাজে আসে। ১০৮ এর মালা তো অনেকেই জপ করে। কেউ কেউ আবার ১৬ হাজারের মালাও তৈরি করে। তোমরা পরিশ্রম করে ভারতের সেবা করেছ তাই সকলেই তোমাদের পূজা করে। একটা হয় ভক্ত মালা, আরেকটা হয় রুদ্র মালা। এখন তোমরা জানো যে শ্রীমৎ ভগবৎ গীতা হল মাতা এবং শিববাবা হলেন পিতা। দৈবী রাজ্যে প্রথমে প্রথমে জন্ম নেয় শ্রীকৃষ্ণ। তাহলে রাধাও অবশ্যই জন্ম নেবে এবং অন্যরাও সাথে থাকবে। পরমপিতা পরমাত্মার থেকে বিমুখ হওয়ার জন্য আজ সমগ্র দুনিয়া দরিদ্র হয়ে গেছে। সবাই নিজেদের মধ্যে লড়াই ঝগড়া করছে। এখানে কেউই ধনী কিংবা প্রভু নয়। এইসময়ে তোমাদেরকেই সবাইকে বাবার পরিচয় দিতে হবে। আচ্ছা -

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা , বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১) দেহ-অভিমান ত্যাগ করে দেহী-অভিমानी হয়ে স্মরণের যাত্রাতে তৎপর থাকতে হবে। এই অন্তিম জন্মে পবিত্র হয়ে পুরোপুরি বাবার সহযোগী হতে হবে।

২) পুরাতন যা কিছু আছে সেই সবকিছুর প্রতি মমত্ব ত্যাগ করে ট্রাস্টি হয়ে বাবা এবং উত্তরাধিকারকে স্মরণ করে বিশ্বের মালিক হতে হবে।

বরদান:- নিজেকে বিশ্ব কল্যাণের নিমিত্ত মনে করে ব্যর্থ থেকে মুক্ত থেকে বাবার সমান হও ।

বাবা যেমন বিশ্ব কল্যানকারী, সেইরকম বাচ্চারাও বিশ্ব কল্যাণের নিমিত্ত। তোমাদের মত নিমিত্ত আত্মাদের বৃত্তির দ্বারা বায়ুমণ্ডল পরিবর্তন হয়। সংকল্প যেমন হয় বৃত্তিও সেইরকমই হয়। সেইজন্য বিশ্ব কল্যাণের নিমিত্ত আত্মারা এক সেকেন্ডের জন্যও সংকল্প বা বৃত্তিকে ব্যর্থ করতে পারেনা। যেমনই পরিস্থিতি হোক, ব্যক্তি হোক কিন্তু নিজের ভাবনা এবং বৃত্তি যেন কল্যাণের হয়। যে গ্লানি করে তার প্রতিও যেন শুভ ভাবনা থাকে। তাহলেই ব্যর্থ থেকে মুক্ত বাবার সমান বলা যাবে।

স্লোগান:- সহযোগের শক্তির দ্বারা অসম্ভব ব্যাপারও সম্ভব হতে পারে।

রাজ্য সত্ত্বা এবং ধর্ম সত্ত্বার অধিকারী বাচ্চাদের সাথে বাপদাদার সাক্ষাত্কার

বাপদাদা তাঁর সর্বাধিকারী বাচ্চাদের দেখছেন। শ্রেষ্ঠ আত্মারা, তোমাদের হাতে যে রাজ্য সত্ত্বা আর ধর্ম সত্ত্বার অধিকার আছে, সেই উভয় অধিকারের মহিমা করা হয়। এই মহিমা গাওয়া হয় তোমাদের ভবিষ্যৎ প্রালঙ্কের। যাই হোক, তোমাদের ভবিষ্যৎ প্রালঙ্কের আধার হল বর্তমানের শ্রেষ্ঠ জীবন। বাচ্চারা, বাপদাদা সর্বত্র তোমাদের দেখছেন, তোমরা কত পর্যন্ত রাজ্য সত্ত্বা আর ধর্ম সত্ত্বার অধিকারী হয়েছ। এখন এই সময়েই তোমরা নিজেদের মধ্যে এই সমস্ত সংস্কার ভরে নাও। যারা এখনকার রাজ্য ভবিষ্যতে তাঁদের রাজত্বের অধিকার থাকবে। এখনকার ধারণা স্বরূপ আত্মারা ধর্ম সত্ত্বা প্রাপ্ত করবে। তাহলে, তোমরা সকলে কতখানি নিজেদের মধ্যে এই দুই সত্ত্বা ধারণ করেছ ?

রাজ্য সত্ত্বার অর্থটি অর্থাৎ সর্ব অধিকারের স্বরূপ হওয়া। *রাজ্য সত্ত্বার আত্মা নিজের সর্ব অধিকারের মাধ্যমে স্কুল এবং সূক্ষ্ম শক্তিকে তার ইচ্ছে মতো প্রয়োগ করতে সমর্থ হবে*। এই অর্থটি রাজ্য সত্ত্বার নিদর্শন। দ্বিতীয় নিদর্শন - *রাজ্য সত্ত্বার অধিকারী, প্রত্যেক কার্যকে ল' অ্যান্ড অর্ডার দ্বারা চালাতে পারে*। রাজ্য সত্ত্বা অর্থাৎ মাতাপিতার মতো নিজেদের প্রজাদের উন্নতিতে সামর্থ্য দান করা। রাজ্য সত্ত্বা অর্থাৎ নিজে সর্বদা সব কিছুতে সম্পন্ন হওয়া এবং অন্যকেও সম্পন্ন রাখা। রাজ্য সত্ত্বা অর্থাৎ নির্দিষ্ট সব কিছুর প্রাপ্তি - সুখ, শান্তি, প্রেম, আনন্দ সর্ব গুণের সঞ্চিত সম্পদে পরিপূর্ণ হওয়া। এর অর্থ নিজে সর্ব গুণে ভরপুর হয়ে প্রত্যেককে ভরপুর করা। রাজ্যসত্ত্বার সর্ব অধিকারী আত্মা হয়েছ তোমরা ? মাতাপিতার মতো পালনা দেওয়ার বিশেষত্ব তোমরা একজনও কি অনুভব করো ? যে আত্মারাই তোমার সম্বন্ধ-সম্পর্কে আসবে তারা অনুভব করবে, তোমরা শ্রেষ্ঠ আত্মারা তাদের পূর্বজ। তাদের অনুভব করতে দাও যে, তোমরা- আত্মাদের দ্বারাই তারা প্রকৃত ভালবাসা এবং জীবনের উন্নতির সাধন প্রাপ্ত করতে পারবে। কারণ পালনা দ্বারাই একজন উপলব্ধি করতে পারে ভালবাসা আর জীবনের উন্নতি। পালনা প্রাপ্তি দ্বারা, আত্মারা সুযোগ্য হয়ে ওঠে। ঠিক যেমন ছোট বাচ্চারা জীবনের লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্যে অন্তর্নিহিত শক্তি বিকশিত করে পালনা প্রাপ্তির মাধ্যমে, একইভাবে সেইরকম রহনী পালনা প্রাপ্ত করে দুর্বল আত্মারা শক্তিস্বরূপ হয়ে ওঠে। তীর গতিতে লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য তারা তাদের অন্তর্নিহিত শক্তি আরও উন্নত করে। পালনার মাধ্যমে তারা ভালবাসার সাগর, বাবার থেকে অবিরত অনন্ত প্রকৃত ভালবাসার অনুভূতি করে। এইভাবে রাজ্যসত্ত্বার এই লক্ষণগুলো তোমরা অনুভব করো ? অধীনতার সংস্কার পরিবর্তিত হলে সর্বাধিকারীর সংস্কার তোমরা নিজের মধ্যে অনুভব করো ? রাজ্য সত্ত্বার সংস্কার দ্বারা তোমরা নিজেরা পূর্ণ হয়েছ ? এই নিদর্শন এখানে দেখা যাবে নাকি ভবিষ্যতে উন্মোচিত হবে ? রাজ্য সত্ত্বার আরও একটা বিশেষত্ব আছে, সেটা জানো তোমরা ? সদা অটল এবং অখণ্ড রাজত্ব। তোমাদের রাজ্যের এই মহিমা তোমরা গাও, তাই না ! রাজ্য সত্ত্বার লক্ষণগুলোও কি তোমরা চেক করো, যে লক্ষণগুলো অনড় এবং অখণ্ড ? সত্ত্বা কখনও খণ্ডিত হয়না, হয় কি ? এক মুহূর্তে সর্বাধিকারী আর পর মুহূর্তে অধীন, তবে কি তাকে অখণ্ড বলা যাবে ? এর থেকেই তোমরা নিজেদের জানতে পারো, তোমাদের প্রারব্ধ কি হবে ! আমি রাজ্য অধিকারী হব নাকি রাজ্যে বসবাসকারীদের একজন হব ?

একইভাবে, ধর্ম সত্ত্বা অর্থাৎ নিজের মধ্যে ধারণার শক্তি অনুভবকারী আত্মা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, পবিত্রতার ধারণার শক্তিকে নিজের মধ্যে অনুভবকারী আত্মা।

- * পবিত্রতার শক্তি দ্বারা তোমরা পরম পূজ্য হয়ে যাও ।
- * পবিত্রতার শক্তি দ্বারা তোমরা পতিত দুনিয়াকে পরিবর্তন করো ।
- * পবিত্রতার শক্তি বিকারগ্রস্ত আত্মাদের শীতল করে দেয় ।
- * পবিত্রতার শক্তি আত্মাদের অনেক জন্মের বিকার-বন্ধন থেকে মুক্ত করে দেয় ।
- * পবিত্রতার শক্তি নেত্রহীন আত্মাদের তৃতীয় নয়ন প্রদান করে ।
- * পবিত্রতার শক্তি দ্বারা এই সৃষ্টিকৰ্মী কাঠামোর ভেঙে পড়া প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয় ।
- * পবিত্রতার পিলারের আধারে দ্বাপর থেকে শুরু করে সৃষ্টি কোনও না কোনও সাপোর্ট পেয়ে যাচ্ছে ।

* পবিত্রতা হল লাইটের শিরোভূষণ বা রাজমুকুট ।

এইরকম পবিত্রতার ধারণাই হল ধর্ম সত্ত্বা । একইভাবে প্রত্যেক গুণের বৈশিষ্ট্য আত্মার মধ্যে সমাযিত, একেই ধর্ম সত্ত্বা বলা হয়ে থাকে । ধর্ম সত্ত্বা অর্থাৎ ধারণার সত্ত্বা । তোমরা কি এইরকম ধর্ম সত্ত্বার আত্মা হয়েছ ? ধর্মের দুটো বিশেষত্ব আছে, যা নিজেকে এবং অন্যদেরও সহজেই পরিবর্তন করিয়ে নেয় । পরিবর্তনের শক্তি অতি স্পষ্ট হতে হবে । দেখ, সারা চক্রে যে ধর্ম সত্ত্বার আত্মারা এসেছে তাদের বিশেষত্ব হলো মানব আত্মাদের পরিবর্তন করা । সাধারণ মানুষ থেকে পরিবর্তিত হয়ে কেউ বৌদ্ধ, কেউ খ্রিস্টান আবার কেউ কেউ অন্য ধর্মের অনুগামী হয়েছিল । যেমনই হোক, তাদের পরিবর্তন হয়েছিল, তাই না ! সুতরাং ধর্ম সত্ত্বা অর্থাৎ পরিবর্তন আনার সত্ত্বা - সর্বপ্রথম নিজের তারপর অন্যান্যদের । ধর্ম সত্ত্বার দ্বিতীয় বিশেষত্ব হলো, যোগ্যতা । পরিস্থিতির চাপে তারা কোনভাবে চঞ্চল হয়না । যোগ্যতার শক্তি দ্বারাই পরিবর্তন করতে পারবে । কোনও ব্যাপার নয়, কোথাও হঠাত্ আক্রমণ হলে, বদনাম হলে অথবা অপজিশন হলে, তোমরা তোমাদের ধারণায় স্থির অটল থাকবে । এটাই হলো ধর্ম সত্ত্বার বিশেষত্ব ।

* ধর্ম সত্ত্বারা তাদের প্রত্যেক কর্মে নিরহংকারী হবে ।

* যতদূর সম্ভব তারা সর্ব গুণের ধারণায় সম্পন্ন হবে অর্থাৎ তারা যতটা গুণরূপী ফলস্বরূপ হয় ততটা তারা নম্রতায়ও পরিপূর্ণ হবে ।

* তাদের নিরহংকার স্থিতি দ্বারা তারা প্রত্যেক গুণ প্রত্যক্ষ করতে পারে ।

* ব্রাহ্মণ কুলের যতরকম গুণের ধারণা আছে সেই সব ধারণার শক্তি কারও মধ্যে থাকা অর্থাৎ ধর্ম সত্ত্বাধারী হওয়া ।

সুতরাং, রাজ্য সত্ত্বা এবং ধর্ম সত্ত্বা, এই উভয় সত্ত্বায় তোমরা নিজেদের পরিপূর্ণ করেছ ? এই দুইয়ের মধ্যে ব্যালাস আছে ?

বাম্ভারা, আজ বাপদাদা তোমাদের চাট দেখছিলেন, এটাই দেখতে যে, কত পর্যন্ত তোমরা রাজ্য সত্ত্বা এবং ধর্ম সত্ত্বা অধিকারী হয়েছ । তোমরা নম্ররবার হয়েছ নাকি সবাই তোমরা একরকম ? তোমাদের নম্রর কি তোমরা জানতে পারো ? এখানে সব রাজারা বসে আছ তাই না ! তোমরাই তো প্রজা বানাও তাই তো ! তোমরা নিজেরা তো প্রজা নও তাই না ! তবে তোমরা নিজেদের রাজ্য সত্ত্বা এবং ধর্ম সত্ত্বা অধিকারী বানাও । তোমরা বুঝেছ, রাজ্য বংশের লক্ষণগুলো কি ?

যারা দিল্লি এবং মহারাষ্ট্র জোন থেকে এসেছে তারা এখানে বসে আছে । যারা রাজধানীতে বাস করছে তারাও রাজ্য অধিকারী হবে, তাদের কি হওয়া উচিত না ! আর মহারাষ্ট্রবাসী মহান হবে । মহান হওয়া অর্থাৎ রাজ্য অধিকারী হওয়া । সুতরাং, দুই জায়গা থেকেই মহান এবং শ্রেষ্ঠ আত্মারা

এখানে এসেছে । আর বিদেশীরা কি হবে ? রাজত্ব করবে নাকি রাজ্যকে শুধু দেখবে ? তোমরা সকলের আগে যাবে, তাই না ! আচ্ছা ।

এইরকম রাজ্য সত্ত্বা এবং ধর্ম সত্ত্বা অধিকারী, সদা সম্পন্ন হয়ে অন্যদেরও একই রকম সম্পন্ন বানায়, পরিবর্তন শক্তি দ্বারা নিজেদের পরিবর্তন করে বিশ্বের পরিবর্তন করে, এমন শ্রেষ্ঠ আত্মা সারা কল্পে যাদের মহিমা এবং পূজন হয়, যারা সর্ব গুণসম্পন্ন আত্মা, তারা তাদের পবিত্রতার গুণ দ্বারা প্রত্যেককে গুণবান বানায়, এমন গুণমূর্ত আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ -স্নেহ এবং নমস্কার ।

পার্টির সাথে বাপদাদার সাক্ষাত্কারঃ সময়ের সাথে স্ব পরিবর্তন করো

এখন, সময় অনুসারে পরিবর্তনের গতি তীব্র হতে হবে । যখন সময় বয়ে যাচ্ছে, তখনও যদি যারা পরিবর্তন আনবে তীব্রগতি না হয় তাহলে সময় চলে যাবে কিন্তু দুর্বলতা তখনও তাদের মধ্যে থেকে যাবে । দুর্বল আত্মাদের প্রতিকৃতি আঁকতে কোন চিহ্ন ব্যবহার করা হয় । ধনুক ও তির । তোমরা কি ধনুর্ধারী হতে চাও নাকি ছত্রধারী ? তোমরা সূর্যবংশী হতে চাও, তাই না ! সূর্য সর্বদা তেজোময় এবং সবকিছু তীব্রগতিতে করে । সূর্যের তুলনায় চাঁদকে অনেক শীতল দেখানো হয় । সুতরাং, অবশ্যই তোমরা পুরুষার্থে শীতল হবেনা । তোমরা যদি তোমাদের পুরুষার্থে শীতল হও তাহলে চন্দ্রবংশী হয়ে যাবে । সূর্যবংশীর লক্ষণ হল, তাদের গভীর আবেগপূর্ণ পুরুষার্থ - ভাবা মাত্র কাজ । এইরকম নয় যে, তোমরা ভাবলে এই বছরে আর কাজটা করলে পরের বছরে ! তীব্র পুরুষার্থ অর্থাৎ উড়তি কলায় স্থিত হওয়া । এখন চড়তি কলার স্থিতির সময়ও চলে গেছে । সামনে অগ্রসর হওয়ার সহজ সাধন তোমাদের দেখানো হয়েছে । শুধু একটা শব্দের গিস্ট স্মরণ করো । সেটা কি ? 'আমার বাবা' । এই একটা শব্দ এমন একটা লিফট যাতে তোমরা এক সেকেণ্ডে নীচে থেকে উপরে যেতে পারো । কিভাবে এই লিফট ইউজ করতে হয়, তোমরা জাননা ? এখন তো লিফট ব্যবহারের সময়, তাহলে সিঁড়ি কেন চড়ছ ? লিফট ব্যবহারে কোনও ক্লান্তি হয়না । যেইমাত্র ভাবছ সেইমাত্র পৌঁছে যাচ্ছ । তাহলে ! তোমরা কে ? লিফট হল শুধুমাত্র একটা প্রতীক; তোমাদের বেশী ভাবার প্রয়োজন নেই । কেবল একটা শব্দ, একটা নাম্বার, সেখানে পৌঁছানতে তোমাদের সমর্থ বানাবে । যেইমাত্র তোমরা বলো, আমার বাবা, আমি তার মধ্যে মিশে যাই । এই সহজ লিফট তোমরা ব্যবহার করো । যারা এটা ইউজ করে তারা সেখানে পৌঁছে যাবে আর সেক্ষেত্রে যারা শুধু দেখবে আর ভাববে তারা পিছনে পড়ে থাকবে । সুতরাং, এখন এই এক মহা শিল্পকৌশলের স্মৃতি স্বরূপ হয়ে সদা সমর্থ আত্মা হয়ে যাও ।

প্রতি পদক্ষেপে সদা এগিয়ে যেতে যেতে অন্যকেও এগিয়ে নিয়ে চলো । তোমরা যত স্বয়ং সম্পন্ন হবে ততই অন্যকেও সম্পন্ন বানাতে পারবে ।

অব্যক্ত মুরলি থেকে প্রশ্নোত্তরঃ

প্রশ্নঃ - যে কোনও পুরুষার্থে সফলতার আধার কি ?

উত্তরঃ - যথার্থ বিধি । যে সংকল্পই করো, যদি যথার্থ বিধি-পূর্বক হয় তবে সফলতা অবশ্যই প্রাপ্ত হবে । যদি তোমরা সঠিক বিধি প্রয়োগ না করো তাহলে তোমরা সাফল্য পাবেনা, সেইজন্য ভুক্তিমার্গে যে কার্যই সম্পাদন করা হয়, ভ্যালু নির্ভর করে তার প্রয়োগ বিধির উপর ।

প্রশ্নঃ - কোন্ বিধির দ্বারা সেবা করলে তোমরা সফলতা প্রাপ্ত করতে পারো ?

উত্তরঃ - তিন রূপে এবং তিন রীতিতে একই সাথে সেবা করলে তোমরা সফল হবে । সেই তিন রূপ হল - ১) নলেজফুল ২) পাওয়ারফুল এবং ৩) লাভফুল - লাভের সাথে ল (law) অন্তর্ভুক্ত । এর সাথে তিন রীতি হলো মন্সা -বাচা -কর্মণা । যখন তোমরা বাণী দ্বারা সেবা করবে, তোমাদের মন্সাও পাওয়ারফুল হতে হবে । তোমাদের পাওয়ারফুল স্টেজ দ্বারা তাদের মন্সা চেঞ্জ করে তারপর বাণী দ্বারা তাদের নলেজফুল বানাও এবং তারপরে তোমাদের কর্মণা দ্বারা অর্থাৎ যে কেউই তোমার সম্পর্কে আসে, তখন এমন লাভফুল সম্পর্ক হোক যাতে অটোমেটিক্যালি তারা উপলব্ধি করবে যে, আমরা আমাদের গডলি ফ্যামিলিতে অর্থাৎ ঈশ্বরীয় পরিবারে এসে গেছি । তোমাদের ক্রিয়াকলাপ এমন হতে হবে যাতে তারা নিজেরা অনুভব করে যে বাস্তবে এই আমার আসল পরিবার ।

প্রশ্নঃ - পাওয়ারফুল স্টেজের লক্ষণ কি হবে ?

উত্তরঃ - যে বাস্তবের পাওয়ারফুল স্টেজ হবে তারা এক সেকেণ্ডে যে কোনও বায়ুমণ্ডল, পরিবেশ বা মায়া দ্বারা সৃষ্ট কোনও সমস্যা সব সমাপ্ত করে দেবে, তারা কখনও পরাজিত হবেনা । যে আত্মারা সমস্যা রূপে আসে, তারা নিজেরা তার উপর সমর্পিত হয়ে যায় অন্যভাবে বলা যায় 'প্রকৃতি অর্থাৎ বিষয়বস্তু তোমার দাস' হয়ে যায় ।

প্রশ্নঃ - কিভাবে তোমরা জানবে, সব সাবজেক্টে কত পর্যন্ত তোমরা পাশ করেছ ?

উত্তরঃ - যে কোনও সাবজেক্টে তুমি কতটা পাশ করছ, সেই সাবজেক্টের আধারে তোমরা লক্ষ্য এবং রেসপেক্ট লাভ করবে । এর সাথে একইসঙ্গে তোমরা প্রাপ্তি অনুভব করবে । যেমন, জ্ঞানের নলেজ, তোমরা লাইট আর মাইট প্রাপ্তির অনুভব করবে । নলেজের সাবজেক্টের আধারে তোমরা দৈবী পরিবার থেকে যেমন রেসপেক্ট পাবে তেমনই অন্যান্য আত্মাদের থেকেও এমন অনেক রেসপেক্ট পাবে । একইভাবে, যোগের সাবজেক্টের অবজেক্ট হলো, তারা যে সংকল্পই করবে তা অতি কার্যকর বা উপযুক্ত হবে । যে কোনও সমস্যা উপস্থিত হওয়ার আগেই যোগের শক্তিতে অনুভব হবে কিছু হতে চলেছে, এই কারণে তারা কখনও পরাজিত হবেনা । যোগের শক্তি দ্বারা তাদের অতীত সংস্কারের বোঝা সমাপ্ত হয়ে যাবে । তাদের সংস্কার তাদের পুরুষার্থে কোনরকম বাধার সৃষ্টি করতে পারেনা ।

প্রশ্নঃ - যে কোনও সাবজেক্টের অবজেক্ট চেক করার সাধন কি* ?

উত্তরঃ - রেসপেক্ট হল চেক করার সাধন, তোমরা কতখানি তোমাদের অবজেক্টের কাছাকাছি হয়েছে । যদি আমি নলেজফুল হই তবে যাকেই নলেজ দিচ্ছি সে এই নলেজের অনেক রেসপেক্ট দেবে । নলেজের রেসপেক্ট দেওয়ার অর্থ হলো নলেজফুল কাউকে রেসপেক্ট দেওয়া । যখন প্রত্যেক সাবজেক্টে এবং প্রত্যেক সংকল্পে তোমার অবজেক্ট এবং রেসপেক্ট প্রাপ্তি হবে তখন তুমি পারফেক্ট হয়ে যাবে ।

প্রশ্নঃ - যে প্রত্যেক সাবজেক্টে পারফেক্ট, তার লক্ষণ কি হবে ?

উত্তরঃ - যারা পারফেক্ট তারা যে কোনও এফেক্টের উর্ধ্বে থাকবে । তাদের শরীরের, সংকল্পে, সম্পর্কে আসা আত্মাদের ভাইব্রেশন অর্থাৎ বায়ুমণ্ডলের প্রভাব থেকে অথবা অন্য যে কোনও এফেক্ট থেকে তারা উর্ধ্বে হবে ।

বরদানঃ- মাস্টার স্নেহের সাগর হয়ে ঘৃণাভাব সমাপ্তকারী নলেজফুল হও

নলেজফুল অর্থাৎ 'জ্ঞানী তু আত্মা' বাচ্চারা সকলের জন্য মাস্টার স্নেহের সাগর হয় । তাদের কাছে স্নেহ ছাড়া কিছুই নেই । আজকাল সম্পত্তির থেকেও অধিক, স্নেহের প্রয়োজন । সেইজন্যে মাস্টার স্নেহের সাগর হয়ে তাদের প্রতি দয়াশীল হও, যারা তোমাদের অপমান করেছিল । অপকারীরও উপকার করো । বাবা যেমন সমস্ত বাচ্চাদের প্রতি দয়াশীল এবং কল্যাণকারী ভাবনা রাখেন, তেমনই বাবাসম ক্ষমার সাগর এবং হৃদয়বান বাচ্চাদের কারও প্রতি ঘৃণা ভাব থাকতে পারেনা ।

স্লোগানঃ- সসীমের(হৃদের) সমাপ্তি ঘটিয়ে অসীমের(বেহৃদের) দৃষ্টি আর বৃত্তিকে গ্রহণ করাই হল ইউনিটির আধার ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - মাতা-পিতার বংশাবলীতে আসতে হলে সম্পূর্ণ অনুসরণ করো, তাদের মতো মিষ্টি হও এবং ভালো করে পড়তে থাকো।"

প্রশ্ন:- কোন গভীর রহস্যযুক্ত কথা বোঝার জন্য খুব ভালো বুদ্ধির প্রয়োজন?

*উত্তর:- ১) ব্রহ্মা এবং সরস্বতী বাস্তুবে মাম্মা-বাবা নয়। সরস্বতী তো ব্রহ্মার কন্যা, সেও একজন ব্রহ্মাকুমারী। ব্রহ্মাই হল তোমাদের বড় মা। কিন্তু তিনি তো পুরুষ, তাই জগৎ আশ্রয় কে মাতা বলা হয়েছে। এটা খুব গভীর রহস্যযুক্ত কথা যেটা বোঝার জন্য খুব ভালো বুদ্ধির প্রয়োজন। ২) সূক্ষ্মবতনবাসী ব্রহ্মাকে প্রজাপিতা বলা যাবে না। প্রজাপিতা এখানেই আছেন। ইনি যখন ব্যক্ত অবস্থা থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র হয়ে যান তখন সম্পূর্ণ অব্যক্ত রূপ দেখতে পাওয়া যায়। ওখানে কেবল চলচ্চিত্রের (মুভি) ভাষা আছে। ওখানে দেবতাদের সভা হয়। বোঝার উদ্দেশ্যে এটাও একটি রহস্যপূর্ণ বিষয়।

গীত:- মাতা, হে মাতা তুমি যে এ জগতের কল্যাণী.....

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা জানে যে এটা হল ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে কে পড়ান? ঈশ্বর। ঈশ্বর তো একজনই, তাই তাঁর একটাই শাস্ত্র হওয়া উচিত। যেমন কোনো ধর্মের স্থাপক তো একজনই, তাই তার শাস্ত্রও একটাই হওয়া উচিত। পরে হয়ত ছোট খাটো কোনো বই বানিয়েছে কিন্তু আসলে শাস্ত্র তো একটাই। আর এটা হল বিশ্বপিতার বিশ্ববিদ্যালয় (গড ফাদারের ইউনিভার্সিটি)। পিতার বিশ্ববিদ্যালয় বলে কিছু হয় না, সরকারের বিশ্ববিদ্যালয় হয়। এটাকে বলা হয় মাতা-পিতার বিশ্ববিদ্যালয়। মাতা-পিতা কে? তখন সবাই বলবে ভগবান-ভগবতী। গায়নও করে যে তুমি আমাদের মাতা পিতা... তাহলে আগে অবশ্যই পিতা হবেন। ভগবানুবাচ। স্বয়ং ভগবান বসে পড়াচ্ছেন, অন্যান্য সমস্ত জায়গাতে মানুষ মানুষকে পড়ায়। এখানে নিরাকার বাবা তোমাদেরকে অর্থাৎ আত্মাদেরকে পড়াচ্ছেন। মানুষ এই বিচিত্র কথাটা বুঝতে পারেনা। কেউই এইরকম বলবেনা যে নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা গড ফাদার আমাদেরকে পড়ান। এখানে তোমাদেরকে পরমপিতা পরমাত্মা পড়ান। এই কথাটা দুনিয়ায় কারোর বুদ্ধিতেই নেই। যারা পড়ছে তাদের বুদ্ধিতেও নেই আর যারা পড়াচ্ছে তাদের বুদ্ধিতেও নেই। তোমরা জানো যে এখানে গড ফাদার আমাদেরকে পড়াচ্ছেন। তিনিই হলেন সকলের পিতা - উঁচুর থেকেও উঁচু, তিনি ছাড়া আর কোনো পিতা নেই। তিনি ব্রহ্মারও পিতা। তিনিই আমাদেরকে পড়ান, ব্রহ্মা পড়ায় না। নিরাকার বাবা পড়ান। হয়তো মানুষ জানে যে ব্রহ্মা এবং সরস্বতী হল আদম (আদি মানব) এবং ইভ (আদি মানবী)। কিন্তু নিরাকার বাবা হলেন তাদের থেকেও উঁচু। তারা তো তবুও সাকার রূপে আছেন। তোমরা বাচ্চারা এটা জানো যে নিরাকার বাবা এসে পড়ান। গড ফাদারই তোমাদেরকে জ্ঞান দেন। তিনি বলেন, গৃহস্থ ব্যবহারে থেকেই তোমাদেরকে পড়া পড়তে হবে। বাস্তুবে গার্হস্থ্য জীবনে কেউ পড়াশুনা করে না। অনেক কষ্ট করে হয়তো কেউ সেকেন্ড কোর্স আয়ত্ত করে। এখানে তোমাদের সম্পূর্ণ নিশ্চয় আছে যে আমাদেরকে নিরাকার পরমাত্মা পড়াচ্ছেন। এই সাকার মাম্মা-বাবাও তাঁর কাছেই পড়ছেন। এইসব খুবই গুপ্ত কথা। যতক্ষণ না বাবা এসে বোঝাচ্ছেন ততক্ষণ কেউই বুঝতে পারবেনা। তোমরা হয়তো একে (সরস্বতীকে) মাম্মা বলা, কিন্তু এটা জানো যে সরস্বতী হল ব্রহ্মার দণ্ডক নেওয়া

কন্যা। তোমরাও তার দত্তক নেওয়া সন্তান কিন্তু তোমাদেরকে মাম্মা বলা যাবেনা। এইটা হল দৈবী পরিবার - মাম্মা, বাবা, দাদু, ভাই-বোন। তোমরা হলে ব্রহ্মাকুমার এবং কুমারী। সরস্বতীও ব্রহ্মাকুমারী কিন্তু তাকে জগৎ-আত্মা বলা হয় কারণ ব্রহ্মা হল পুরুষ। মাম্মাকেও শিববাবা ব্রহ্মার দ্বারা রচনা করেছেন। কিন্তু নিয়ম অনুসারে একজন মাতার (নারী) প্রয়োজন, তাই তাকে নিমিত্ত বানানো হয়েছে। এইগুলো কত সুন্দর কথা। নতুন কেউ বুঝতে পারবেনা। যতক্ষণ না সে বাবা এবং রচনার পরিচয় পাচ্ছে ততক্ষণ খুব কঠিন লাগবে। বেদ ইত্যাদি শাস্ত্র পড়া, ডাক্তারি পড়া, এইসব হল মানুষের পড়াশুনা। মানুষ মানুষকে পড়ায়, এইরকম কখনোই কেউ বলবেনা যে আমি আত্মা, আত্মাদেরকে পড়াচ্ছি। এখানে তোমাদেরকে দেহ-অভিমানী থেকে দেহী-অভিমানী বানানো হয়। দেহ-অভিমান হল এক নশ্বর বিকার। কেউই দেহী-অভিমানী নয়। এটা জানে যে আত্মা এবং শরীর দুটো জিনিস আছে কিন্তু আত্মা কোথা থেকে আসে, তার পিতা কে এইসব জানেনা। এইগুলো হল নতুন দুনিয়ার জন্য নতুন কথা। নতুন দিল্লি বলা হয়। কিন্তু নতুন দুনিয়াতে এই জায়গার নাম দিল্লি হবেনা, একে পরীস্থান বলা হবে। প্রথমে এইটা নিশ্চয় হওয়া দরকার যে আমরা হলাম ঈশ্বরীয় সন্তান। দৈবী সন্তান এবং আসুরী সন্তানের মধ্যে রাত-দিনের পার্থক্য। ওরা হল ব্রষ্টাচারী আর তোমরা হলে শ্রেষ্ঠাচারী। গায়নও করে যে হে, পতিত-পাবন তুমি এসো, এসে আমাদেরকে শ্রেষ্ঠাচারী বানাও। গুরু নানকও বলেছে যে ভগবান এসে ময়লা কাপড় পরিষ্কার করেন। তোমরাই পূজ্য আবার তোমরাই পূজারী কিভাবে হও সেইসব রহস্য বুঝতে হবে। একমাত্র পরমপিতা পরমাত্মাই সর্বদা পূজ্য। তিনিই লক্ষ্মী-নারায়ণকে পূজ্য বানিয়েছেন। তারও আগে তিনি মাম্মা-বাবাকে দত্তক নিয়ে মাতা-পিতা সৃষ্টি করেছেন। তিনি পতিতকে পবিত্র বানান। পবিত্র বানানোর জন্যই তিনি পতিত দুনিয়াতেই আসেন, তাই ব্রহ্মার চিত্র সবার ওপরে দেওয়া হয়েছে। সেই ব্রহ্মাই আবার নিচে তপস্যা করছে। পতিতদেরকে দত্তক নেওয়া হয়, তখন ব্রহ্মা-সরস্বতী এবং বাচ্চাদের নামও বদল করা হয়। তোমরা জানো যে ব্রহ্মাকুমার এবং কুমারীরা দেবী-দেবতা হওয়ার জন্য রাজযোগ শিখছে। এরা সবাই হল ঈশ্বরীয় সন্তান অথবা বংশাবলী। একটা বীজ থেকেই এই বংশাবলীর বৃক্ষের উৎপত্তি হয়েছে। ওটা হল আত্মাদের ঝাড় (বৃক্ষ), আর এটা হল মানুষদের ঝাড়। রুদ্রমালাও হল আত্মাদেরই সংকলন। তাহলে মানুষের বংশাবলীর বৃক্ষ কোনগুলো? দেবতা, ঋগ্বেদ, বৈশ্য এবং শূদ্র। এটা হলো রচয়িতা এবং রচনার জ্ঞান যা কেবল তোমরা বাচ্চারাই শুনছ। কিন্তু ক্রমানুসারে ধারণা হওয়ার জন্য কেউ রাজা-রানী হয় আবার কেউ প্রজাও হয়। মাম্মা-বাবাকে অনুসরণ (ফলো) করার পুরুষার্থ করতে হবে, অনেক মিষ্টি স্বভাবের হতে হবে। মাম্মা কত মিষ্টি স্বভাবের। তাই সবাই তার কথা স্মরণ করে। শিববাবাই এই মাম্মা-বাবা এবং তোমাদেরকে অর্থাৎ বাচ্চাদেরকে এত মিষ্টি বানান। এটা হল মাম্মা-বাবা এবং যেসব বাচ্চারা ভালো করে পড়ছে তাদের বংশাবলীর বৃক্ষ। তাদেরকে তো অনেক মিষ্টি হতে হবে। সরস্বতীর হাতে বীণা দেখানো হয়েছে, আবার কৃষ্ণের হাতেও বাঁশি থাকে। শুধু নামটাই বদলে দিয়েছে। বাবা বলছেন, ভালো করে পড়তে থাকো। দুনিয়ায় যেসব স্টুডেন্ট পড়াশুনা করে তাদের বুদ্ধিতে সমগ্র ইতিহাস ভূগোল থাকে। মুহম্মদ গজনবী কবে এসেছিল, কিভাবে লুট করে গিয়েছিল, মুসলমানরা অমুক জায়গাতে লড়াই করেছিল। ইসলাম, বৌদ্ধ যারা এই এসেছিল তাদের সকলেরই ইতিহাস তারা জানে। কিন্তু এই বেহদের ইতিহাস ভূগোলকে কেউই জানেনা। কিভাবে নতুন দুনিয়া থেকে পুরাতন দুনিয়া হয়, কোথা থেকে নাটকের আরম্ভ হয়, মূলবতন-সূক্ষ্মবতন-স্থূলবতন তারপর এখানে, এই চক্র কিভাবে আবর্তিত হয় সেইসব পড়া এখন তোমরা বাচ্চারাই পড়ছো। মূলবতন হল আত্মাদের নিবাসস্থান। সূক্ষ্মবতনে ব্রহ্মা বিষ্ণু শংকর আছে। যেসব আত্মারা প্রথমে পবিত্র ছিল তারাই কিভাবে পতিত হল এবং পুনরায় কিভাবে পবিত্র হবে সেই

সকল কথা বোঝানো হয়। সূক্ষ্মবতনবাসী ব্রহ্মাকে প্রজাপিতা বলা যাবে না। প্রজাপিতা তো এখানেই আছে। তোমাদের সাক্ষাৎকার হয়। যখন এই ব্যক্ত ব্রহ্মা পবিত্র হয়ে যায় তখন ওখানে সম্পূর্ণ অব্যক্ত রূপ দেখা যায়। যেমন সাদা আলোর সূক্ষ্ম রূপ হয়। ওখানে বার্তালাপও চলচ্চিত্রের (মুভি) দ্বারা হয়। সূক্ষ্মবতন কি, সেখানে কে যেতে পারে তা তোমরা জানো। ওখানে তোমরা মাম্মা-বাবাকে দেখতে পাও। ওখানে দেবতারাও আসে, তাদের সভা হয়। কারণ দেবতারা তো পতিত দুনিয়াতে পা পর্যন্ত রাখেন না। তাই তারা সূক্ষ্মবতনে মিলিত হয়। ওটা হল বাপের বাড়ির লোকেদের সাথে শশুরবাড়ির লোকেদের মিলন। নাহলে তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের সাথে দেবতাদের মিলন কিভাবে হবে। তাই এইটা হল উপায়। সামনে থেকে সাক্ষাৎকার করাটাও হল বুদ্ধির দ্বারা জানা। নাটকে এইরকমই আছে। যেমন ঘরে বসে মীরার বৈকুণ্ঠের সাক্ষাৎকার হত, নাচ করত। শুরুর দিকে তোমরাও অনেক সাক্ষাৎকার করেছ। কিভাবে রাজধানী পরিচালিত হয়, কেমন নিয়ম কানুন হবে সব তোমরা বলতে। তখন তোমরা খুব কমজনই ছিলে। বাকিরা সবাই অন্তিমে দেখবে। দুনিয়ার লোকেরা নিজেদের মধ্যে লড়াই ঝগড়া করবে আর তোমরা সাক্ষাৎকার করবে। মানুষ তো অনেক হাহাকার করেছে। কারোর সম্পত্তি মাটিতে চাপা পড়ে যাবে... এই সময়ে তো প্রজাদের ওপর প্রজাদের রাজত্ব। তাও তাদের পজিশন কত উঁচু। কিন্তু এইসময়ে কারোরই পরমাত্মার সাথে বুদ্ধির যোগ না থাকার জন্য তাকে কেউই চেনে না। কন্যা যখন একবার পাত্রকে জেনে নেয় তখন থেকেই প্রীত জুড়ে যায়। না জানলে ভালোবাসাও থাকেনা। তোমাদের মধ্যেও ক্রমানুসারে প্রীত আছে। সর্বদা স্মরণ করার জন্যও প্রীত থাকতে হবে, কিন্তু প্রীতমকেই ভুলে যায়। এই বাবাও (ব্রহ্মাবাবা) বলেন যে আমিও ভুলে যাই। ৫০০০ বছর পরে তোমরা বাচ্চারা এই শিক্ষা পাছ যে নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো, পরমাত্মাকে স্মরণ করো। এই স্মরণের দ্বারাই বিকর্মের বিনাশ হবে। এখন তো বিকর্মজিৎ হতে হবে। যারা প্রথমে সত্যযুগে আসবে তাদেরই বিকর্মজিৎ বলা হবে। পতিতকে বিকর্মী এবং পবিত্রদের সুকর্মী বলা হয়। সত্যযুগেই বিকর্মজিৎ রাজ্য হয়। তারপর ধীরে ধীরে বিকর্মের যুগ শুরু হয়। যারা ২৫০০ বছর বিকর্মজিৎ থাকে তারাই এরপর বিকর্মী হয়ে যায়। তোমরা এখন বিকর্মজিৎ সাম্রাজ্যতে আসার জন্য পুরুষার্থ করছো। মোহজিৎ রাজার অনেক গল্প আছে। কখন পতিত রাজ্য থাকে, কখন পবিত্র রাজ্য থাকে সেইসব কথা তোমরাই জানো। শিববাবাই পবিত্র বানান। তাঁর চিত্রও আছে। তোমরা জানো যে এখন রাবণ রাজ্য চলছে। তাই সৃষ্টিচক্রের ছবিতে লিখে দাও - এটা হল বর্তমানের ভারত, এটা হল আগামী দিনের ভারত। এইরকম তো একদিন হবেই, তাই না? তোমরা জানো যে এইটা হল মৃত্যুলোক। এখানে অকালে মৃত্যু তো হতেই থাকে। ওখানে এইরকম হয়না। তাই ওই দুনিয়াকে অমরলোক বলা হয়। সত্যযুগ থেকে রামরাজ্য শুরু হয়। দ্বাপরযুগ থেকে রাবণ রাজ্য শুরু হয়। এইসব কথা কেবল তোমরাই বোঝো। দুনিয়ার মানুষরা তো সবাই কুস্কর্ণের নিদ্রায় মগ্ন। আমি তোমাদেরকে অর্থাৎ বাচ্চাদেরকে সমস্ত রহস্য বোঝাই। তোমরা হলে ব্রহ্মামুখবংশাবলী, তোমাদেরকেই বোঝাই। যার মধ্যে এই ব্রহ্মা সরস্বতীও আছে। ইনি হলেন জগৎ-আত্মা। মহিমা করার জন্য এর গায়ন আছে। কিন্তু বাস্তবে বড় মা তো এই ব্রহ্মাই, কিন্তু শরীর তো পুরুষের। এইসব হল খুব গুপ্ত কথা। জগৎ আত্মার তো অবশ্যই কেউ মাতা আছে। ব্রহ্মার কন্যারা তো আছে। কিন্তু সরস্বতীর মাতা কে? কার দ্বারা ঐর রচনা হয়েছে? তো এই ব্রহ্মা হল বড় মা। এর দ্বারাই কুমার এবং কুমারীদের রচনা হয়। এইসব কথা বোঝার জন্য খুব ভালো বুদ্ধি থাকতে হবে। কুমারীরা ভালো বুঝতে পারে। মাম্মাও কুমারী। ব্রহ্মচর্য ভঙ্গ হয়ে গেলে আর ধারণা হয়না। গৃহস্থ ধর্ম তো সত্যযুগেও ছিল, কিন্তু তাকে পবিত্র বলা হত। এখন পতিত হয়ে গেছে। শ্রীকৃষ্ণের কত মহিমা করে - সর্বগুণ সম্পন্ন, ১৬ কলা সম্পূর্ণ... এখানে তো এইরকম

একজন মানুষও নেই। ওখানে রাবণ রাজ্য হয় না। দেহ-অহংকারের নামই থাকে না। ওখানে ওদের এই জ্ঞান থাকবে যে আমরা এই পুরাতন শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর নেব। তারা আত্ম-অভিমानी থাকে। এখানে সবাই দেহ-অভিমानी। এখন তোমাদেরকে শেখানো হচ্ছে যে নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো। তোমাদেরকে এখন পুরানো শরীর ত্যাগ করে ফিরতে হবে। তারপর নতুন দুনিয়াতে আবার নতুন শরীর নেবে। আচ্ছা -

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা , বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-*

১) সর্বদা স্মরণে থাকার জন্য হৃদয়ের প্রীতি কেবল বাবার সাথেই রাখতে হবে। প্রীতিমকে ভুলে যাওয়া চলবে না।

২) বিকর্মাজিৎ সাম্রাজ্যে যাওয়ার জন্য মোহজিৎ হতে হবে, সুকর্ম করতে হবে। কোনো বিকর্ম করা যাবেনা।

বরদান:- উদারচিত্ত হয়ে সবাইকে অসীম খাজনায় ভরপুর করতে সমর্থ মাস্টার দাতা হও।

তোমরা হলে দাতার সন্তান, মাস্টার দাতা। কারো কাছ থেকে কিছু নিয়ে তারপর দেওয়া - এটাকে দান বলা হয় না । নেওয়া এবং দেওয়া - এটা তো ব্যবসা হয়ে গেল। তোমরা দাতার বাচ্চারা উদারচিত্ত হয়ে দান করো। অসীম খাজনা আছে। যার যেটা দরকার তাকে সেটা দিয়ে ভরপুর করে দাও। কারোর খুশি চাই, কারোর স্নেহ চাই, কারোর শান্তি চাই, তাদের সেটা দিতে থাকো। এটা হল মুক্ত খাতা, হিসাবপত্রের খাতা নয়। এখন দাতার দরবার খোলা আছে। তাই যার যতটা দরকার তাকে ততটা দাও। এতে কোনো কার্পণ্য করো না ।

স্লোগান:- নিজের মানসিক বৃত্তিকে এতটাই শক্তিশালী বানাও যার দ্বারা খারাপও ভালো হয়ে যায়।

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা কর্মযোগী, সবসময় চলতে ফিরতে তোমাদের স্মরণের অভ্যাস করতে হবে, অবিরত বাবার স্মরণে থেকে নর থেকে নারায়ণ হওয়ার পুরুষার্থ করো"

প্রশ্নঃ - নিশ্চয় বুদ্ধি বাচ্চাদের মুখ্য নিদর্শন কি ?

উত্তরঃ - বাবার প্রতি তাদের পূর্ণ ভালবাসা থাকবে। তারা বাবার প্রতিটা আদেশ পূর্ণরূপে পালন করবে। তাদের বুদ্ধি বাইরের জগতে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে পারেনা। তারা রাত্রি জেগেও বাবাকে স্মরণ করবে। স্মরণে থেকে ভোজন তৈরি করবে।

গীতঃ- তোমার নিশিথ কেটেছে শয়নে, দিবস গেছে ভোজনে.....

ওম্ শান্তি । সর্বাগ্রে, বাচ্চারা তোমাদের এই বিশ্বাস থাকা উচিত যে, বাবা এখানকার নিবাসী নন। পরমধাম থেকে এসে তিনি আমাদের পড়ান। কি পড়ান? মানুষ থেকে দেবতায় রূপান্তরিত করতে উচ্চতম থেকেও উচ্চ বাবা, আমাদের উচ্চতম থেকেও উঁচু পড়া পড়াচ্ছেন। এই পড়া অতি প্রসিদ্ধ। এই পড়ার মাধ্যমে অসুর থেকে দেবতায় এবং বানরেরা মন্দিরে বিরাজিত পূজ্যতে পরিণত হয়। মানুষের মতন মুখ হওয়া সত্ত্বেও তাদের বিকার সেই বানরের থেকে অধিক থাকে। বানরের ক্ষমতার থেকে মানুষের ক্ষমতা অনেক বেশী, তারা অনেককিছু শিখে শক্তি কাম্যে করে। এখানেও কেউ কেউ বাবার থেকে শিখে স্বর্গের রাজধানী স্থাপন করে। কেউ আবার সায়েন্স পড়ে নরকের বিনাশ করে। যথাযথভাবে এখন এই সময়ে স্থাপনা এবং বিনাশের কাজ হচ্ছে। বিনাশ সবসময় পুরানো জিনিসেরই হয়। তারা সবাই রাবণকে সেলাম করে। একমাত্র তোমরাই রামকে সেলাম করো। তোমরা বাচ্চারা রাম এবং রাবণ উভয়কেই জানো। মানুষ বলে, ব্যাস গীতা শুনিয়েছেন। গীতায় তারা ভগবানুবাচ বলে যা উল্লেখ করেছে তা সত্য। কিন্তু তারা ভগবানের নাম পরিবর্তন করে তাকে মিথ্যে করে দিয়েছে। বাবা তোমাদের অনেক বুঝিয়েছেন। প্রদর্শনীতে একটা কথা শুধু মানুষকে বুঝে নিতে হবে যে, গীতার ভগবান নিরাকার শিব কোনও মানুষ নন, তবুও তারা এটা বোঝেনা। এও ড্রামাতে নির্ধারিত হয়ে আছে। একমাত্র সন্ন্যাসীরা তাদের নিজেদের অসুখী মনে করেনা। বাস্তবে, তারাও নিশ্চয়ই অসুখী, তবুও তারা বলবে যে, তারা অসুখী নয়; অথবা বলবে এই দেহ অসুখী, আত্মা কখনও অসুখী হয়না। তারা বলে, আত্মা যে, সেই তো পরমাত্মা, তাহলে আত্মা কিভাবে দুঃখী হতে পারে! এই জ্ঞান রং নলেজ। এখন এই ভূমি অসত্যের। ভারত যখন স্বর্গ ছিল, তখন ছিল সত্যভূমি। বাবা বোঝান, ড্রামা অনুসারে দিন-দিন দুঃখ বেড়েই চলবে। যতই তোমরা যজ্ঞ করো অথবা দান পুণ্য করো না কেন তবুও তার ফলাফল কি হবে? তোমরা ক্রমশঃ সেই নীচেই নামবে। এই সময়ে তারা নরকের, ১০০% ভ্রষ্টাচারী বাসিন্দা। এই কারণে, এমন সময় বাবা আসেন যখন সবাই দুঃখী এবং সমস্ত অ্যাক্টররা এখানে নীচে নেমে এসেছে। কিছু এখনও আসছে, তবে মেজরিটি এসে গেছে। কিন্তু মানুষ এখন আরও দুঃখী হয়ে যাবে, তারা ঈশ্বরকে স্মরণ করবে। ভগবান তো তোমাদের নিজেই পড়ান। তাহলে! কত ভালোভাবে তোমাদের পড়া উচিত! বাবা, টিচার, সঙ্কর এই তিনই একত্রিকৃত, এখন আর কার কাছে যাবে? বাবা বলেন, তোমরা গৃহস্থ ব্যবহারে থেকেও যদি আমি- নিরাকার পরমাত্মার মতে চলো, তবে তোমরা শ্রেষ্ঠ হতে পারো। অন্য কোনও গুরুর মত অনুসরণ করোনা। তোমরা জিজ্ঞাসা করো, পরমপিতা পরমাত্মার সাথে তোমাদের

সম্পর্ক কি ? তিনি গড় ফাদার হলে তবে তো নিশ্চয়ই বাবার থেকে নতুন দুনিয়ার উত্তরাধিকার পাওয়া উচিত । এটা কারও বুদ্ধিতে আসেনা যে ফাদার মানেই রচয়িতা, যিনি একমাত্র স্বর্গের রচনা রচেন । যাই হোক তিনি নিরাকার । মানুষ তো এও জানেনা আত্মা নিরাকার । আত্মার রূপ কি ? পরমাত্মার রূপ কি ? আত্মা অবিনাশী এবং পরমাত্মাও অবিনাশী । প্রত্যেক আত্মার মধ্যে অবিনাশী পার্ট লিপিবদ্ধ করা আছে । মানুষ যখন এই সমস্তগুলো শোনে, তাদের বুদ্ধিতে পাক খেতে থাকে । যারা পূর্ব কল্পে উত্তরাধিকার লাভ করেছিল, তারাই পুরুষার্থের ক্রমানুসারে সবকথা বুঝতে পেরে যায় । এখন, বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে দৃঢ় নিশ্চয় আছে এবং বাবার প্রতিও তোমাদের লাভ আছে । শিববাবা এক ফরমান জারি করেছেন, খেতে শুতে আমায় স্মরণ করো । স্মরণের অভ্যাসে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে আর তোমরা উঁচু পদও লাভ করবে । যদিও কেউ কেউ এখানে বসে আছে তবুও তাদের বুদ্ধি বাইরের জগতে বিচরণ করছে । ভক্তিমার্গে যেমন হয় । মায়ার রাজ্য যে, তাই না ! তোমাদের বুদ্ধি বাহ্যিক জগতে ঘুরে বেড়ালে গুণান ধারণ করতে তোমরা অপারগ হবে । খুব মুশকিলের সাথে হয়তো কয়েকজন বাবার নির্দেশে চলে । বাবা বলেন, তোমাদের মাথার উপর পাপের ভারী বোঝা এবং এই কারণে রাত্রি জেগে আমাকে স্মরণ করো, তোমরা সহায়তা লাভ করবে । চলতে ফিরতে আমাকে স্মরণ করার অভ্যাস করো । ভোজন বানানোকালীন স্মরণ করতে অনেক মেহনত দরকার । তোমরা বারংবার বাবাকে ভুলে যাও । বাচ্চারা, স্মরণের এই অভ্যাস তোমাদের যথার্থভাবে করতে হবে । ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তো ১৬ ঘণ্টাই তোমরা ফ্রি । সুতরাং, নিশ্চয়ই করে আট ঘণ্টা তোমাদের স্মরণে থাকতে হবে । তোমরা কর্মযোগী । বাবা বলেন, সবকিছু করতে করতেই আমার স্মরণে থাকো । সাধারণ নর থেকে নারায়ণ হওয়ার পুরুষার্থ করলে ঘরে বসেই প্রচুর উপার্জন করতে পারো । গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরও আসবে কিন্তু তখন সেটা হয়ে যাবে টু লেট । তোমাদের মধ্যেও অনেকে বলে, আমি লক্ষ্মীকে অথবা নারায়ণকে বরণ করব, অথচ মুহূর্ত্ত ভুলে যায় । এইরকম অনেক আছে যারা বলে, এই কথা আমার বুদ্ধি মানতে নারাজ যে, শিববাবা এঁনার মধ্যে আসেন ; হয়তো কোনও শক্তি আছে, আকর্ষণ আছে । যাই হোক, বাচ্চারা বাবাকে বুঝতে পারেনা, কারণ শাস্ত্রে বলা হয়নি বাবা আসেন । গীতা সবচেয়ে উঁচু শাস্ত্র । সেখানেও মানুষের নাম ঢুকিয়ে দিয়েছে । তাহলে, উচ্চতম থেকেও উচ্চ ভগবানের নাম কিভাবে নীচের দিকের শাস্ত্রে হতে পারে ? বাবা বলেন, তারা কত বড় ভুল করেছে ! আমি এই রুদ্র গুণান যন্তু রচনা করেছি । কৃষ্ণকে তো শ্যামসুন্দর বলা হয়ে থাকে । রাধা-কৃষ্ণই তো লক্ষ্মী-নারায়ণ হন । তাঁরাই পুরো ৮৪ জন্ম নেন । এমনকি তোমরা যদি ৮৪ লাখ জন্মের কথা বলো, তাহলেও লক্ষ্মী-নারায়ণই স্বর্গে প্রথম আসেন । বাবা বোঝান, তোমরা যারা দেবী-দেবতা ধর্মের তারা ৮৪ জন্ম নিয়েছ । তোমরাই ছিলে নাস্ত্রার ওয়ান । তোমাদের রাজধানী এখন স্থাপন হচ্ছে । লক্ষ্মী-নারায়ণ তোমাদের মাতাপিতা ছিলেন । এখন তোমাদেরই রাজধানী গড়ে উঠছে । তোমরা এখনও সম্পূর্ণ হওনি, কিন্তু অবশ্যই তোমরা সেইরকম হয়ে যাবে । এই কারণেই তো তোমাদের সূক্ষ্ম বতনের সাফাত্কার হয় । তোমরা নিজেদের সম্পূর্ণ ফরিস্তা মনে করো । ফরিস্তা হওয়ার পরে তারা লক্ষ্মী-নারায়ণ হয় । তাঁদেরও সাফাত্কার হয় তোমাদের । ততস্বম্ অর্থাৎ তোমাদের ক্ষেত্রেও তা' প্রযোজ্য, তোমরাও তৈরি হচ্ছে । কত স্পষ্টভাবে তোমাদের বুঝিয়ে দেওয়া হয় । আজকাল স্কুলগুলোতে গীতা পড়ানো হয়, যা পড়ে তারা দক্ষ হয়ে ওঠে এবং তারা নিজেরাই পরে অন্যদের পড়ায় । এইভাবে তারা পণ্ডিত হয়ে যায় । গীতা শোনার অনেক শ্রোতাই তাদের অনুগামী হয়ে যায় । তাদের কথা অতি মধুর, তারা খুব সুন্দরভাবে শ্লোক আবৃত্তি করে শোনায়, তাসত্ত্বেও তারা কিছু লাভ করেনা ; তারা তমঃপ্রধান হয়ে যায় । বাবা এসে তোমাদের সতাপ্রধান বানান, কিন্তু তোমরা সেটা হও পুরুষার্থের ক্রমানুসারে । সকল আত্মা শক্তিমান হতে পারেনা । একমাত্র বাবাকে সর্বশক্তিমান বলা হবে

। লক্ষ্মী-নারায়ণকে বলা যাবেনা । একমাত্র এই সময় তোমরা শক্তির কথা বলো । এখন তোমরা তোমাদের রাজ্যপাটের অধিকার লাভ করছ । এখন তোমরা বরপ্রাপ্ত হচ্ছ । বাবা বলেন, অমর হও, দীর্ঘজীবী হও ! সত্যযুগে মৃত্যু তোমাদের কাছে আসতে পারবেনা । এমনকি 'মৃত্যু' শব্দের লেশমাত্র থাকবেনা । তোমরা বলবেনা অমৃতের মৃত্যু হয়েছে, তোমরা বলবে- আমি এই পুরাতন দেহ ছেড়ে আরেক নতুন দেহ নেব । মহাকালেরও মন্দির আছে । তারা মন্দিরের ভিতরে শুধু শিবলিঙ্গ রেখে অনেক পতাকা লাগিয়ে দিয়েছে । এমন অনেক পাথর আছে যার অভ্যন্তরে সোনা থাকে । তারা সেই পাথর খোদাই করে এর একটা নির্দিষ্ট আকার দেয় । নেপালে নদীর বালুতে সোনা বয়ে আসত । সত্যযুগে তোমাদের অনেক সোনার প্রাপ্তি হয় । এখন সোনা নেই, সম্পূর্ণরূপে শেষ হয়ে গেছে । সমস্ত খনি শূন্য হয়ে গেছে । স্বর্গে সোনার মহল তৈরি হতো । আবারও একবার আমরা আমাদের স্বর্গের স্থাপনা করছি । এমন অনেক বাচ্চা আছে যারা বাবাকে কখনও না দেখেই লেখে, বাবা আমরা তোমার হয়েছি । এখন তোমরা অমর হওয়ার জন্য শিববাবার থেকে অমরকথা শুনছ । বিশ্বাস থেকেই বিজয় প্রাপ্তি । বিশ্বাসও দৃঢ় হতে হয় । আচ্ছা -

মিষ্টি -মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্মরণ -স্নেহ আর গুড মর্নিং । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সারঃ-

১) নিশ্চয় বুদ্ধি হয়ে বাবার প্রতি সম্পূর্ণ লাভ রাখতে হবে । বাবার ফরমান অনুসরণ করে মায়ার উপর বিজয় প্রাপ্ত করতে হবে ।

২) জীবিকা নির্বাহের জন্য কর্ম করতে করতে তোমাকে কর্মযোগী হতে হবে । আট ঘণ্টার স্মরণের চার্ট অবশ্যই তৈরি করতে হবে ।

বরদানঃ- স্মৃতির মহত্ব জেনে নিজের শ্রেষ্ঠ স্থিতি বানিয়ে অবিনাশী তিলকধারী ভব

ভক্তিমার্গে তিলক অনেক মহত্বপূর্ণ । যখন রাজ্য হস্তান্তর হয়, তিলক লাগানো হয়, হিন্দু সতী-সাক্ষী রমণী এবং ভাগ্যেরও চিহ্ন তিলক । ভক্তিমার্গে স্মৃতি তিলকের অনেক মহত্ব । যেমন স্মৃতি তেমন স্থিতি । যদি স্মৃতি শ্রেষ্ঠ হয় তবে স্থিতিও শ্রেষ্ঠ হবে এইজন্য বাপদাদা বাচ্চাদের তিন স্মৃতির তিলক এঁকেছেন । স্ব-স্মৃতি, বাবার স্মৃতি এবং শ্রেষ্ঠ কর্মের জন্য ডামার স্মৃতি - অমৃতবেলায় এই তিন স্মৃতির তিলক লাগায় এমন অবিনাশী তিলকধারী বাচ্চাদের স্থিতি সদা শ্রেষ্ঠ থাকে ।

স্লোগানঃ- সর্বদা, অনবরত শুভ ভাবনা ভাবতে থাকলে সব কিছু শুভ হয়ে যাবে ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা, শিক্ষক এবং সঙ্গী এই তিনজনই আমাদের পরম প্রিয়, তিনজনই কিন্তু এক, তাই তাঁকে স্মরণ করাও সহজ হওয়া চাই।"

প্রশ্ন :- এই কলিযুগে চিরযুবা কে থাকে এবং কিভাবে থাকে ?

উত্তর :- এখানে বিকার রূপী রাবণ সর্বদা যুবাবস্থায় থাকে। মানুষ বুড়ো হলেও তার মধ্যে যে বিকার থাকে বা ক্রোধ থাকে তা কখনোই বুড়ো হয় না। এই বিকার সবসময় যুবাবস্থায় থাকে। মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের মধ্যে এই বিকার থেকেই যায়। বাবা বলেন যে কাম হল মহাশত্রু কিন্তু মানুষের কাছে তা আবার পরম মিত্র আর এই কারণে একে অপরকে বিরক্ত করতেই থাকে।

গীত :- আমি এক অতি ছোট বাচ্চা

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা বাবাকেই স্মরণ করে। তারা ভাবে যে আমরা এইসময় মায়া অথবা রাবণ রূপী বলবান বিকারের শিকলে আবদ্ধ হয়ে আছি। বাবা বলেন যে এর থেকে মুক্ত করার জন্য সমর্থবানকে চাই। তোমরা বাচ্চারা জানো যে তোমরা আস্কারা হলে বলহীন। রাবণ তোমাদের বলহীন করেছে। এই জ্ঞান কোনো মানুষের মধ্যে নেই। বাবা বসেই বাচ্চাদের জ্ঞান দেন। তোমরা কতো সর্বশক্তিমান, এই বিশ্বের মালিক ছিলে। এখন কত কাঙ্গাল আর নির্বল হয়ে গেছো তাই সকলেই ডাকতে থাকে হে পরমপিতা পরমাত্মা, তুমি এসে আমাদের এই রাবণের শিকল থেকে মুক্ত করো। হে পতিত পাবন এসো। তিনিই পতিতকে পবিত্র করেন। এই সময় হল রাবণ রাজ্য, স্বর্গকে রাম রাজ্য আর নরককে রাবণ রাজ্য বলা হয়। রাবণও বলবান আবার রামও বলবান কারণ দুজনেই অর্ধেক কল্প ধরে রাজত্ব করে। এখন মানুষ তো সকলেই পতিত। তোমরাও আগে পতিত ছিলে, এখন পতিত-পাবন এসে তোমাদের পবিত্র হওয়ার জ্ঞান দিচ্ছেন। যোগ আর জ্ঞান। প্রথমে তো বাবার সাথে যোগ হওয়া চাই। দুনিয়াতে বাবা, শিক্ষক আর গুরু সকলেই আলাদা। আলাদা করে মনে করতে হয় যে অমুক শিক্ষক আমাকে পড়ান। তোমরা কিন্তু এই তিন ধরনের সম্বন্ধে একজনকেই স্মরণ করো। তিন সম্বন্ধেরই একটিই নাম - শিব। পরমপ্রিয় পরম পিতা, পরমপ্রিয় শিক্ষক, পরমপ্রিয় সঙ্গী হলেন একজনই। সাধারণ মানুষ তো শিক্ষক, গুরু বা বাবাকে আলাদা আলাদাভাবে স্মরণ করে থাকে। এদের সকলেরই নাম এবং রূপ আলাদা আলাদা। এখানে বুদ্ধি দিয়ে চিন্তা করলে তিনজনের নাম রূপ একই। রূপ হলো নিরাকার আর নাম হলো শিব। বুদ্ধিতে একজনের কথাই স্মরণে আসে। শিব বাবা বলেন যে আমি আসি বাচ্চারা, তোমাদের এই মৃত্যুলোক থেকে নিয়ে যেতে, তার চিহ্নই তোমরা এখন দেখতে পাচ্ছো। বলবান হতে গেলে মায়াকে সামনা করতে হয়, মায়া অনেক বিঘ্নও আনে। তোমরাও অনেক আঘাত পাও। মায়া কখনো জোরে চড় মারে আবার কখনো হালকা। মায়া এমন জোরে চড় মারে যে বিকারের মধ্যে পড়ে যায়। তারপর এর প্রভাব অনেক সময় ধরে চলতে থাকে। বুদ্ধিতে যেন তালা লেগে যায়। এখন বাবা বলেন যে মায়া তোমাদের ভোলাবার অনেক চেষ্টা করবে। কিন্তু তোমরা ভুলে যেও না, তোমরা যত আমাকে স্মরণ করবে, আমার বর্ষা বা সম্পত্তির কথা ততোই তোমাদের মনে আসবে আর উঁচু পদও পেতে পারবে। এমন কোনো বাচ্চাই নেই যার বাবার বর্ষা বা সম্পত্তির কথা স্মরণেই আসে না। এই বর্ষা বা সম্পত্তি বাচ্চাদের থেকে লুকানোই যায় না। তোমরাও জানো যে আমরা এই বিশ্বের বাদশাহী পুরুষার্থের নম্বর অনুসারে নিয়ে

থাকি । সবাই তো একই ধরনের রাজধানী নিতেই পারবে না । এখন এই রাজধানী স্থাপন হচ্ছে, অন্যেরা যারা আসে তারা কিন্তু রাজধানী স্থাপন করে না । এমন বলা হবে না যে তারা রাবণ রাজ্যে আসে । রাবণের সম্পর্ক এই ভারতের সাথেই । এখানেই রাবণকে জ্বালানো হয়, অন্য জায়গায় তো রাবণকে কেউ জানেই না । অর্ধেক কল্পের পর রাবণ রাজ্য আসে । অবশ্যই সূর্যবংশী এবং চন্দ্রবংশীদের থেকেই এই ইসলাম ধর্মের লোকেরা এসেছিলো । এক ধর্ম থেকেই পরবর্তীকালে অন্য ধর্মের সৃষ্টি হয়েছিলো । এমন নয় যে যখন এক ধর্ম ছিলো তখন রাবণ রাজ্য ছিলো । না এমন নয় । সে তো অনেক পরে আসে । বাবা এসেই রাজধানী স্থাপন করেন । অন্যান্যরা অর্ধেক কল্পের পর বা কল্পের কোয়ার্টার অংশ পার হবার পর এসে থাকে । সত্যপ্রধান থেকে তোমাদের তোমোপ্রধান হতেই হবে । অন্যদের জন্য অল্পকালের সুখ আর অনেককালের দুঃখ । এই খেলাও তোমাদের বোঝানো হয়েছে । প্রথমে তোমরা পবিত্র ছিলে তারপর ধীরে ধীরে পতিত হয়ে যাও । প্রথমে এক দেবী - দেবতা ধর্মই ছিল । তারপর ধীরে ধীরে অন্য ধর্মের বৃদ্ধি হতে থাকে । দেবতারাই হিন্দু হয়ে যায় তারপর বিভিন্ন ধর্ম অনেকগুণ বাড়তে থাকে । পরবর্তীকালে অন্য ধর্মের লোকেরা তাদের ধর্মস্থাপকদের সাথেই চলে যায় । দেবতা ধর্ম প্রায় লোপ হয়ে যায় । তোমরা সবাই দেবী - দেবতা ধর্মের কিন্তু এখন তোমরা নিজেদের দেবতা বলতে পারো না কারণ তোমরা এখন পবিত্র নও । পবিত্রতা ছাড়া নিজেদের দেবতা বলা নিয়ম বিরুদ্ধ । যারা আসলে দেবতা ছিলো তারাই পরবর্তীকালে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং তারও পরে শূদ্র হয়ে যায় । এখন তোমরা আবার ব্রাহ্মণ হয়েছো । এই কথা অন্য ধর্মের লোকেরা বুঝবে না । দেবতা ধর্মের লোকেরাই এখানে আসবে বাকিরা পরে আসতে থাকবে । আগে তোমাদের অনেক বৃদ্ধি হতে থাকবে । ব্রহ্মার মুখ বংশাবলীদের অনেক বৃদ্ধি হয় । প্রজাপিতা ব্রহ্মা এখন ব্রাহ্মণ ধর্ম স্থাপন করছেন । প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তানরা অবশ্যই ব্রহ্মাকুমার আর ব্রহ্মাকুমারীই হবে, তাই না ? ব্রাহ্মণ বর্ণের লোকেরাই দেবতা হবে । অনেকেই এসে এখানে জ্ঞান ধারণ করবে ।

তোমরা সূর্যবংশী রাজধানীতে যাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করো । এর মধ্যেও মুখ্য হল আট বাকি তো বৃদ্ধি হতে থাকে । যারা মাঝমাঝে বাবার হতে পারবে, এই জ্ঞানের কথা শুনবে তারাই এগোতে পারবে । প্রদর্শনীতে তো অনেকেই আসে । তাদের মধ্যে কেউ কেউ আসে যারা খুব ভালো পুরুষার্থ করে । প্রথমে সকলকে অবশ্য করে বাবার পরিচয় দিতে হবে । তবুও যদি কেউ লিঙ্গ রূপ বলে বা জ্যোতি স্বরূপ বলে , একে বাবা মনে করলে, অন্তত ব্রহ্ম মহত্বকে ভগবান বলবে না । পরমপিতা পরমাত্মা তো জ্ঞানে পরিপূর্ণ । ব্রহ্ম কি জ্ঞানে পরিপূর্ণ ? তোমরা জিজ্ঞেস করো তাহলে আত্মার রূপ কি ? মানুষ তখন আত্মার রূপকে লিঙ্গ বলে দেয় কেননা এই লিঙ্গ রূপেরই পূজা হয়ে থাকে । তারাদের তো কোনো পূজাই হয় না । আসলে না জানার কারণে কিছু না কিছু বানিয়ে বলে দেয় । মানুষ কাঠ, পাথর, নুড়ি সব কোণে কোণেই ভগবান বলে দেয় । বাবা বোঝান যে আত্মা হলো তারার মতো, আত্মাদের একসাথে একত্রিত রূপ তোমরা দেখতে পাবে । যখন সমস্ত আত্মারা একসাথে ফিরে যাবে তখন এই বড় একত্রিত রূপ দেখা যাবে । আত্মাকে সুক্ষ্মর থেকেও সুক্ষ্ম বলা হয় । সাক্ষাত্কার হলেও কেউ কিছুই বুঝতে পারে না । ভাবো, কেউ যদি শিব অথবা ব্রহ্মা বিষ্ণু বা শংকরের সাক্ষাত্কারও করে, তাহলেও কোনো লাভ নেই । এখানে তো এই সৃষ্টির আদি - মধ্য বা অন্তকে জানতে হবে । এই হলো পড়া । পরমাত্মাও একটি তারার মতো । কতো ছোট, কিন্তু দেখো কতো মহিমা । তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর, প্রেমের সাগর, সুখের সাগর, তিনিই সমস্ত কিছু করে থাকেন । একেই বলা হয় - অতি গুহ্য কথা ।

বাবা বললে, বুদ্ধিতে আসা দরকার যে তিনিই হলেন অবশ্যই এই স্বর্গের রচয়িতা। এই কথা বলা হয় যে, ভগবান কোথাও না কোথাও এসেছেন। যদি গীতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হল তাহলে তো কোনো দেহধারীকে কারোর থেকেই লুকানো যাবে না। এ তো সম্পূর্ণ গোপন কথা। পরমপিতা পরমাত্মা কে বা আত্মা কেমন, এই কথা কখনোই শোনা হয় নি। কেবল মানুষ বলে - ক্রকুটির ভিতরে অতি উজ্জ্বল চকচকে একটি অদ্ভুত তারা। তাকেই আবার পরমপিতা পরমাত্মা বলে দেয়। তাহলে তো আত্মা আর পরমাত্মার রূপের মধ্যে কোনো তফাতই থাকে না। পরমাত্মা কি কোনো ভারী জিনিস বা কোনো বড় আলো? না, তিনি তো কেবল জ্ঞানে পরিপূর্ণ। গতি বা সঙ্গতির জন্য তিনিই জ্ঞান দিয়ে থাকেন। তাই তিনি জ্ঞানের সাগর। তাহলে জ্ঞানের সাগর কি পরমপিতা পরমাত্মাকে বলবে নাকি রাবণের মতে চলা মানুষদের বলবে? বাবা বলেন যে আমিই হলাম সর্বময় কর্তা, বাকি এই সমস্ত কিছুই ভক্তিমার্গের সামগ্রী। ব্রহ্মার হাতে শাস্ত্র দেখানো হয় কিন্তু মানুষ জানেই না যে ব্রহ্মা কে! বাবা বলেন, আমি আগেও বলেছি যে আমি সাধারণ বুড়ো মানুষের শরীরেই আসি। এই নন্দী রূপী ব্রহ্মার শরীরে এসেই আমি এই জ্ঞান শুনিয়ে থাকি। মানুষ শাস্ত্রে ভগীরথের সাথে সাথে গো মুখও দেখিয়ে থাকে। এখন গঙ্গার উদয় ভগীরথের থেকেও দেখানো হয় আবার ষাঁড়ের থেকেও দেখানো হয়। কোনটা ঠিক আর কোনটা ভুল মানুষ বুঝতেই পারে না। ষাঁড়ের থেকে কি গঙ্গা নির্গত হতে পারে? গোমুখ যখন দেখানো হয় তাহলে তো গরু থাকা চাই। নন্দীগণদের ষাঁড় হিসাবে দেখানো হয়। এই পুরুষ চিত্র ঠিক। এ হলো মানুষ। যদি গরুও বলা হয় তাহলে তিনিও মাতাই হলেন। এইসব কথা মানুষ সম্পূর্ণ ভুলে গেছে, কিছুই ঠিক বলতে পারে না। এই ব্রহ্মার দ্বারাই সূর্যবংশী রাজ্যের স্থাপন হচ্ছে। এখানে তো কোনো রাজ্য নেই। এই বেহদের বাবাই এই বেহদের রাজ্য দেন। যারা সূর্যবংশী বা চন্দ্রবংশী সাম্রাজ্যের হবে, এই পড়ার দ্বারা তাদেরই বুদ্ধিতেই এই কথা বসবে। প্রথমে এই বিষয়ে নিশ্চয়তা চাই যে, শিববাবাই আমাদের এখান থেকে সাথে করে নিয়ে যাবেন। অন্য কোনো গুরু বা গোঁসাইয়ের এই কথা বলার শক্তিই নেই। পতিত - পাবন হলেন একমাত্র বাবা, তাঁকেই মানুষ স্মরণ করে যে তুমি এসেই আমাদের পবিত্র বানাও। নতুন থেকে পুরানো আবার পুরানো থেকে নতুন -- এ তো হতেই হবে। পরমপিতা পরমাত্মা ছাড়া আর কেউই এই পবিত্র দুনিয়া বানাতে পারে না। বাবার থেকেই তোমরা সূর্যবংশী আর চন্দ্রবংশী সাম্রাজ্যের বর্সা বা সম্পত্তি পেয়ে থাকো। এখানে তো কোনো রাজত্বই নেই। এ খুবই বোঝার কথা। মানুষ বোঝায় যে শাস্ত্রই হলো ঠিক কারণ ভগবান নাকি শাস্ত্র বানিয়েছেন। তারা জানেই না যে ভগবান মানুষের শরীরে এসেই এই গীতা শুনিয়েছিলেন। তারা কৃষ্ণের নাম দিয়ে দিয়েছে। এই ভুলকে বুদ্ধি থেকে বের করতে হবে। প্রথমে শিব বাবাকে জানতে হবে, তখনই বুঝতে পারবে যে তিনি স্বর্গের স্থাপন করেন। না জানার ফলেই লড়াই ঝগড়া করতে থাকে। বাবা বলেন যে তোমরা এখনও স্বর্গে উঁচু পদ পাবার যোগ্য হও নি। যদি দৈবী গুণ অর্জন করতে না পারো বা ধারণা করতে না পারো তাহলে তো অবশ্যই বিকার থেকেই যাবে। যদিও কোনো কোনো বুড়ো মানুষের মধ্যেও বুড়ো হলেও ক্রোধ অনেক পরিমাণে থাকে। *এই ক্রোধ কখনো বৃদ্ধ হয় না। আজকাল বৃদ্ধ মানুষের মধ্যেও বিকার থেকে যায়। বাবা বলেন, কাম হল মহাশত্রু, কিন্তু মানুষের জন্য তা আবার মিত্র। এই বিকারের কারণে মানুষ মানুষকে কত বিরক্ত করে দেখো। এখানে রাবণ হল সকলের মিত্র। এই রাবণ রূপী বিকারের মধ্যেই তো বিকারের জন্ম। আবার বিকারের জন্ম মানেই রাবণেরও জন্ম। মানুষ এইসব কথা জানেই না*। বাবার শ্রীমতে চললেই তাকে সুপুত্র বলা হবে। তোমরা বিকর্ম করলেই তোমাদের চট করে সাবধান করে দেওয়া হয়। অনেকের মধ্যেই অনেক ধরনের স্বভাব থাকে। মিথ্যা বলার,

চুরি করার বা চাওয়ার স্বভাবও থাকে। বাবা বলেন, আমিও তো দাতা, তোমরা কেন অন্যের থেকে চাও ! *যারা ইনসিওর করবে তারা নিজের থেকেই করবে। কখনোই কারোর থেকে কিছু চেয়ো না। আজ বাবার জন্মদিন, কিছু তো পাঠাও এমন ভাবে কখনো চেয়ো না। এইভাবে বোঝাও যে, যদি ইনসিওর করতে চাও, করতে পারো*। ভক্তিমার্গে মানুষ তো নিজের সমস্ত কিছুই উৎসর্গ করে ঈশ্বরের কাছে, যাকে দান বলা হয়। তার ফলও বাবাই দেন। সে হল হদের ইন্সুরেন্স, আর এ হল বেহদের। ভক্তি মার্গে মানুষ বলে এসেছে যে পরমপিতা পরমাত্মা ভক্তির এই ফল দিয়েছেন। যারা সাহকার তারা বলবে এ হলো পূর্বজন্মের ফল। আবার গরীব মানুষ বলবে কোনো দান করিনি তাই অর্থভাগ্য পাই নি। বাবা বলেন যে, আমার কাছেই সবাই সমস্ত কিছু ইনসিওর করে। তারা বলে, ভগবান এই সব কিছু দিয়েছেন। ভক্তিমার্গে তোমরা এই হদের জিনিস ইনসিওর করো। এখন সরাসরি বেহদের ইন্সুরেন্স করো। মাতা-পিতাকে দেখো ইন্সুরেন্স করেছে, পরিবর্তে বাবা কতকিছু দেন। মেয়েদের কাছে তো টাকা ছিলো না। তারা যদি এই সেবায় নিযুক্ত হয় তাহলে সবার থেকে এগিয়ে যেতে পারবে। মাঝা কোনো কিছুই ইনসিওর করেন নি। কেবলমাত্র তাঁর শরীর এই সেবায় দিয়েছিলেন, তাই কতো উঁচু পদও পান। আত্মা জানে, আমি এই শরীরের মাধ্যমে বেহদের বাবার সেবা করছি। জগদম্ভার কত বড় পদ। জগদম্ভা প্রথমে জ্ঞান - জ্ঞানেশ্বরী তারপর রাজ - রাজেশ্বরী হন। এই সমস্ত কিছুই তোমরা জানো। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি(সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) সুপুত্র হওয়ার জন্য বাবার শ্রীমতে চলতে হবে। চুরি করা, চাওয়া বা মিথ্যা কথা বলার মতো খারাপ স্বভাবকে দূর করতে হবে।

২) নিজের সব কিছুই বাবার কাছে ইনসিওর করতে হবে। এই শরীরও ঈশ্বরীয় সেবায় নিবেদন করতে হবে। যাতে কোনো কারণেই মায়া প্রবেশ করতে না পারে সেদিকে সতর্ক থাকতে হবে।

বরদান :- "আমার আমার" কে "তোমার" - এ পরিবর্তন করে শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য প্রাপ্ত করার জন্য নষ্টমোহা(মোহনাশ) হও।

যেখানে " আমিছ " ভাব থাকে, সেখানে পরিস্থিতির ওঠানামাও চলতে থাকে। আমার তৈরী, আমার দোকান, আমার টাকা, আমার ঘর এমন "আমিছ" ভাব সামান্য মাত্রায়ও থাকলে লক্ষ্য থেকে অনেক দূরে থাকবে। শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য প্রাপ্ত করার জন্য "আমার আমার" কে "তোমার" ভাবে পরিবর্তন করো। এই হৃদ অর্থাৎ লৌকিক কিছুই আমার নয়, বেহদ হল আমার। শিববাবা হলেন আমার বাবা। বাবার স্মৃতি আর এই নাটকের জ্ঞান থেকে কিছুই নতুন নয়, এমন অচল স্থিতি যদি থাকে তাহলেই নষ্টমোহা হতে পারবে।

স্নোগান :- সত্যিকারের সেবাধারী হয়ে নিঃস্বার্থ সেবা যদি করে চলো তাহলে সেবার ফল ততক্ষণাত্ পাবে।

"মিষ্টি বাচ্চারা - জ্ঞানের গুহ্য বিষয়গুলিকে প্রমাণিত করার জন্য গভীর বুদ্ধি-সম্পন্ন আত্মা হয়ে অনেক যুক্তির দ্বারা তা বোঝাতে হবে, অর্থাৎ সাপও মরবে কিন্তু লাঠিও ভাঙবে না।"

প্রশ্ন : (১):- নিদারুণ দুর্দশার সময়ে পাস (সফল) হওয়ার জন্য কোন্ মুখ্য গুণগুলি অবশ্যই থাকা প্রয়োজন?

উত্তর :- ধৈর্য-শক্তি। যা চরম লড়াই চলাকালীন সময়েও তোমরা কেবল প্রত্যক্ষদর্শী হয়েই থাকবে। যারা শক্তিশালী আত্মা হবে, কেবল তারাই তাতে পাস করতে সক্ষম হবে, আর যারা ভয় পেয়ে ঘাবড়ে যাবে তারা ফেল হয়ে যাবে। এই অন্তিম সময়েই তোমাদের তথা ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের প্রভাবের প্রকাশ হবে। তখন বলবে, "হে প্রভু সবই তোমার লীলা। অন্যেরা সবাই তখন বুঝবে, গুপ্ত বেশে প্রভু স্বয়ং এসেছেন।"

প্রশ্ন : (২):- সব থেকে বড় সৌভাগ্য কি ?

উত্তর :- স্বর্গ-রাজ্যে পৌঁছতে পারাটাই সব থেকে বড় সৌভাগ্য। বাচ্চারা, স্বর্গ-রাজ্যের সেই সুখ, কেবল তোমরাই দেখতে পারো। সেখানে আদি-মধ্য-অন্তের কোনও দুঃখ-ভোগ হয় না। এই কথাটাই অনেক কষ্টেই মানুষদের বুদ্ধিতে টেকে।

* গীত :- নব যৌবনা কুঁড়িরা*

ওঁ শান্তি! ভগবান উবাচঃ। প্রথমে বলা হত শ্রীকৃষ্ণ ভগবান উবাচ। এখন তোমরা এটা নিশ্চিত হয়েছ যে, শ্রীকৃষ্ণ ভগবান উবাচ কখনই নয়। শ্রীকৃষ্ণ তো আর ত্রিকালদর্শী অর্থাৎ স্বদর্শন চক্রধারী নন। কিন্তু, এসব কথাই যদি ভক্তেরা শোনে, তাহলে তো তারা বিগড়ে যাবেই। তখন তারা বলবে, "তোমরা কেন অন্য ভক্তদের শ্রদ্ধাতে আঘাত করছ !" যেখানে এদের বিশ্বাস কৃষ্ণেই আছে যে, তিনিই হলেন স্বদর্শন চক্রধারী। যেহেতু স্বদর্শন চক্রধারী রূপে কেবল বিষ্ণুকে অথবা কৃষ্ণকেই তারা দেখে আসছে। জগতের মানুষদের তো এটাও জানা নেই যে- শ্রীকৃষ্ণ এবং বিষ্ণুর মধ্যে কি সম্বন্ধ। আর তা না জানার কারণেই তারা কেবল বিষ্ণুকে অথবা কৃষ্ণকে চক্রধারী বলে থাকে। স্বদর্শন চক্রের প্রকৃত অর্থও তাদের কারও জানা নেই। শুধুমাত্র তাদের হাতে একটা চক্র ধরিয়ে দিয়েছে মারার জন্য। চক্রকে কেবল একটা হিংসাত্মক হাতিয়ার স্বরূপে দেখিয়েছে। কিন্তু বাস্তবে তো -না তাদের (বিষ্ণু বা কৃষ্ণ)-র কাছে থাকে হিংসাত্মক চক্র আর না থাকে অহিংসক চক্র। এই জ্ঞানও তখন রাধা-কৃষ্ণ অথবা বিষ্ণুর মধ্যে থাকে না। কিন্তু তা তবে কোন্ জ্ঞান ? -এই সৃষ্টি চক্রের আবর্তনের জ্ঞান। যে জ্ঞান কেবল তোমাদের ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের মধ্যেই আছে। এসব হলো অতি গুহ্য তথ্য। এসব কথা যুক্তির মাধ্যমে কিভাবে বোঝানো যায়, যাতে সবাই তা বুঝতে পারে এবং সম্প্রীতিও বজায় থাকে! সরাসরি বোঝাতে গেলে তারা (জগতের মানুষেরা) মনক্ষুব হয়ে বিমুখ হবে এবং বলবে, "আপনারা দেবতাদেরও নিন্দা করছেন!" তারা সবাই তখন একই মত পোষণ করবে, শুধুমাত্র তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চারা ব্যতীত। অন্যদিকে তোমরা হলে বাবার ছোট ছোট কন্যা। বাবা তো বলেই থাকেন, এই ছোট ছোট কন্যাদের এমন পারদর্শী হুঁশিয়ার হতে হবে, যাতে প্রদর্শনীতে

বোঝাবার জন্য তারা একেবারে উপযুক্ত হতে পারে। যার আত্মায় প্রকৃত জ্ঞান আছে, সে নিজেই প্রদর্শনীতে বোঝাবার নিমিত্তে প্রতিশ্রুতি দেবে আর বলবে, আমি পারব প্রদর্শনীতে বোঝাতে। এইসব ব্রাহ্মণীদের অবশ্যই বিশাল বুদ্ধি-সম্পন্ন আত্মা হতে হবে। প্রদর্শনীতে বোঝানোর জন্য কেবলমাত্র কার্যোপযোগী সেবাদারী আত্মাদেরই পাঠাতে হবে। এমন যেন না হয় যে তারা নিজেরাই কেবল তা দেখার জন্য আসবে। *সর্বপ্রথমে তো এটা নিশ্চিত করাতে হবে যে, গীতার ভগবান নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা শিববাবা। শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান বলা যায় না, তা থাকলে সেই গীতাকেও ভুল বলা হবে।* যা সম্পূর্ণ নতুন তথ্য বর্তমান জগৎবাসীর কাছে। যেখানে দুনিয়াতে সবাই ভাবে গীতার বাণীগুলি শ্রীকৃষ্ণেরই মুখ-নিঃসৃত। কিন্তু, এখানে যে বোঝানো হচ্ছে- কৃষ্ণ কখনই গীতার বাণী শোনাতে পারেন না। শ্রীকৃষ্ণ ময়ুরের পেখমধারী মুকুটের অধিকারী, যা সূর্য বংশীয়দের অর্থাৎ দ্বি-মুকুটধারীদের রাজস্বকে নির্দেশ করে, আর চন্দ্র-বংশীয়দের থাকে সিংসেল তথা এক মুকুটধারী। এরপর আসে বৈশ্য ও শূদ্র-বংশীয় রাজস্ব। এদের কারওরই গীতার প্রকৃত জ্ঞান নেই। সেই জ্ঞান একমাত্র ভগবানই তা শুনিয়ে ভারতে স্বর্গ-রাজ্য স্থাপনা করেছিলেন। তা হলে দুনিয়াতে সত্য গীতার এই জ্ঞান এলো কোথা থেকে ? আর ওসব যা কিছু তা তো আসছে ভক্তির সারি অনুসারে। বেদ-শাস্ত্র ইত্যাদি পড়ার ফল কি বা হয়েছে? ক্রমশ তাতে আরও নিম্নগামীই হয়েছে আর উৎকর্ষতার কলারও হাস ঘটেছে। যতই না ঘোর তপস্যা করো, মস্তক ছেদন করে দাও, লাভ তাতে কিছুই হবে না। প্রত্যেক মানুষ আত্মাকেই তমোপ্রধান অবশ্যই হতেই হবে। তার মধ্যে বিশেষত ভারতবাসীরা অর্থাৎ দেবী-দেবতা ধর্মের আত্মারাই সবচেয়ে বেশী নীচে নেমে গেছে। এরাই শুরুতে সবচেয়ে বেশী সতোপ্রধান ছিল, যা এখন ততোধিক তমোপ্রধানে পরিনত হয়েছে। যারা একদা সর্বোচ্চ প্যারাডাইস তথা স্বর্গের মালিক ছিল, তারাই এখন নরকের মালিক হয়েছে। *তোমাদের বুদ্ধিতে এটা অবশ্যই রাখতে হবে যে, বর্তমানের এই শরীর হোলো পুরানো জুতোর মতন, যাকে আমরা আত্মার পরিধান করে আছি।* একদা দেবী-দেবতাদের শরীরধারীরাই হল বর্তমানের সব থেকে পুরানো জুতো। এই ভারতই ছিল শিবালয় এবং দেবী-দেবতাদের রাজস্ব। তখনকার মহলগুলো ছিল হীরে-জহরতে খঁচিত। এখন যা বিকার রূপী অসুরদের রাজ্য তথা বেশ্যালয়ে পরিণত হয়েছে। ড্রামা (অবিনাশী নাটক) অনুসারে আবার এই ভারতভূমিই বেশ্যালয় থেকে শিবালয়ে পরিণত হবে। বাবা জানাচ্ছেন, সবচেয়ে বেশি অধঃপতন এই ভারতবাসীদেরই হয়েছে। যেহেতু পুরো অর্ধকল্পই তোমরা বিষয় বিকারীতে ছিলে, তাই তো অজামিলের মতন পাপী আত্মাও এই ভারতেই ছিল। সবচেয়ে বড় পাপ হল বিকার গ্রস্ত হওয়া। যারা একদা স্বর্গ-রাজ্যের মালিক দেবী-দেবতা ছিল, তারাই এখন এত বিকার গ্রস্ত হয়েছে। গোরা তথা পবিএ থেকে শ্যামলা তথা অপবিত্র হয়েছে। যে সবচেয়ে উঁচু আসনের অধিকারী ছিল, সে এখন সবচাইতে নীচে হয়েছে। বাবা বলেন, "যখন তোমরা সকল আত্মারা সম্পূর্ণ তমোপ্রধান হয়ে যাও, তখনই আমি এসে তাদেরকে সম্পূর্ণ সতোপ্রধান বানিয়ে থাকি। এখন কাউকেই সম্পূর্ণ নির্বিকারী বলা যাবে না, তাদের মধ্যেও আবার নানা ধরণের পার্থক্য আছে। *এই জন্মটা তবুও মন্দের ভাল।* পরবর্তী জন্মে অজামিলের মতন হতে হবে। বাবা বলেন- "আমি তো কেবল পতিত দুনিয়া এবং পতিত শরীরেই প্রবেশ করি, যিনি পুরো ৮৪ জন্ম ভোগ করে তমোপ্রধানে পরিণত হয়েছে।" যদিও এই জন্মে তার ভালো ঘরেই জন্ম হয়েছে, কারণ বাবার রথ হতে হবে যে তাকে। যদিও এ সবই ড্রামার নিয়ম-কায়দা অনুযায়ী আগে থেকেই লিপিবদ্ধ হয়ে আছে, তাইতো বাবা সাধারণ রথকেই আধার করেন। এটাও অবশ্যই বোঝার প্রয়োজন। তোমাদেরও বাবার মতন সেবার সার্ভিসে যথেষ্ট আগ্রহ থাকতে হবে। *ব্রহ্মাবাবাকে দেখ, সেবায় ওনার কি উৎসাহ! আর শিববাবা হলেন পতিতদের পবিত্র বানাবার কারিগর এবং সকল অবিনাশী আত্মাদের অবিনাশী

সার্জন।*তাই তো তিনি তোমাদেরকে কত ভাল-ভাল ঔষধও জানিয়ে থাকেন। *তিনি বলেন, "আমাকে স্মরণ করলে তোমরা কখনো রোগী হবে না। তোমাদের আর অন্য কোনও পথ্য-ঔষধ ইত্যাদির প্রয়োজন হবে না।যেহেতু এটা হল বাবার শ্রীমং, কোনও গুরুর মন্ত্র নয়। বাবা বলেন, কেবল আমাকে স্মরণ করলেই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে, তখন আর মায়া রূপ বিঘ্নও আসবে না। ফলে তোমারা মহাবীরের মতন বীর হতে পারবে।* স্কুলের রেজাল্টও তো একদম শেষ লগ্নে প্রকাশ পায়। এখানেও তোমরা শেষ পর্যায়ে সব জানতে পারবে। যখন লড়াই শুরু হবে, তখন সব কিছুই তোমাদের দৃষ্টিগোচর হবে। অন্যেরা তখন দেখবে তোমরা কতই না নির্ভয় ও অদম্য সাহসী হয়েছ। বাবাও তো সম্পূর্ণ ভয়হীন -তাই না ! যতই হা হা-কার হতে থাকুক, ধৈর্য্যতার সাথে অন্যদের বোঝাতে হবে যে, আমাদের সকলকেই তো যেতে হবে। তা হলে চলো আমরা সবাই যাই নিজেদের গন্তব্যে তথা মাউন্ট আবুতে বাবার কাছে। এতে ভয়ের কিছু নেই, ভয় পেলেই সে না পাস অর্থাৎ ফেল হয়।

এতটাই মজবুত হতে হবে তোমাদের। প্রথমে ক্ষুধার দুর্ভিক্ষ শুরু হবে। এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় আনাজ-শস্য আসতে পারবে না, যা নিয়ে মারামারি-কাটাকাটি শুরু হয়ে যাবে। সেই সময় একদম নির্ভয় আর সাহসী হয়ে থাকতে হবে। লড়াইতে কত বলশালীরা থাকবে, তারা একে অপরকে বলবে 'হয় মরবো না হয় মারবো।' তারা তাদের নিজেদের জীবনের পরোয়াও করবে না। যদিও তাদের এই জ্ঞানটুকুও নেই যে, তাদেরকে এই শরীর ছাড়লে আবার অন্য শরীর ধারণ করতে হবে যে। তখন তো আবার সেই শরীরের সেবাই করতে হবে তাদের। শিথেরা তো সবাইকে শিথিয়ে থাকে, "বলো গুরু নানকের জয় হনুমানের জয়। *কিন্তু তোমাদের প্রকৃত শিক্ষা একমাত্র শিববাবাকে স্মরণ করা। এটুকু তো তোমাদের করতেই হবে, যেহেতু দেশের ও দশের সেবা তো করতেই হবে তোমাদের।* যে পদ্ধতি ও নির্ণা সহকারে তোমরা শিববাবাকে স্মরণ করে থাকো, তেমনি আর কেউ-ই বাবাকে স্মরণ করে না। শিবের ভক্তের সংখ্যা তো অজস্র-অগুণ্ঠি, কিন্তু *শিববাবাকে স্মরণ করার প্রকৃত পদ্ধতি ও নির্দেশাবলী (ডাইরেকশন) -একমাত্র তোমরাই পেয়ে থাকো।* তোমাদেরকে নিজ ঘরে ফিরে যেতে হবে, তারপর আবার সত্যযুগের স্বর্গ-রাজ্যে আসতে হবে। এখন সূর্যবংশী ও চন্দ্রবংশী দুটোরই রাজ্যই স্থাপনার কাজ চলেছে। *(যারা পাশ করবে, অর্থাৎ সূর্যবংশীরা সত্যযুগের স্বর্গরাজ্যে, আর যারা ফেল হবে অর্থাৎ চন্দ্রবংশী, তারা ত্রেতায় আসবে, তখন সূর্যবংশীরাও চন্দ্রবংশীতে পরিণত হবে।) সবাই এই একই জ্ঞান পেয়ে থাকে। কিন্তু, যারা প্রজা হওয়ার উপযুক্ত, তারা ততটাই বুদ্ধিতে সক্ষম হবে।* অন্তিম সময়ে তোমাদের অনেক বেশী প্রভাবের প্রকাশ ঘটবে। তবেই তো তোমরা বলবে "হে প্রভু সবই তোমার লীলা তখন তোমাকে সবাই জানবে, আর বুঝবে বাবা নিশ্চয় এসেছেন কিন্তু গুপ্ত বেশে। কেউ কেউ বলে (তাদের) আত্মার সাথে পরমাত্মার সাক্ষাৎকার হয়েছে, কিন্তু সাক্ষাৎকার হলে কোনো লাভ হয় না। যেমন শুধুমাত্র আলোর স্ফুলিঙ্গ দেখা, কিন্তু তাতে বোঝা যায় না যে সেটা আসলে কি, অর্থাৎ তা কি কোনও আত্মা না কি তা পরমাত্মা- তা সঠিক বুঝতে পারা যায় না। দেবতাদের সাক্ষাৎকারে তবুও কিছুটা রোমাঞ্চ জাগে এবং মন পুলকিত হয়। এই জগতের মানুষেরা তো এটাও জানে না যে, পরমাত্মার রূপ কেমন! কিন্তু, সময় যতই শেষের দিকে এগোবে, বুদ্ধির তালা ততই খুলতে থাকবে। স্বর্গ-রাজ্যে যেতে পারা খুবই সৌভাগ্যের ব্যাপার। স্বর্গের মতন সুখ আর কোথাও পাওয়া যায় না। স্বর্গে রাজা-রাণী ও প্রজা সবারই এক সমান অবস্থা। বর্তমানে যার নিউদিল্লি নামকরণ করা হয়েছে, কিন্তু নতুন ভারত -তা কোন সময়কালে ছিল ? বর্তমানের এটা তো হল পুরানো ভারত। নতুন ভারত তো কেবল দেবতা ধর্মের। যখন তারা অতি অল্প সংখ্যক ছিল। বর্তমানে তো এত অনেক

বিশাল সংখ্যক আত্মা, যা রাত দিনের তফাৎ। তোমরা খবরের কাগজেও এ সবার ব্যাখ্যা বোঝাতে পারো। তোমরা যে নিউ দিল্লি, নব্য ভারত বলে থাকো কিন্তু নব ভারত, নিউ দিল্লি, তা তো থাকবে নতুন দুনিয়াতে। আর সেই দুনিয়াটা হবে প্যারাডাইস্ তথা স্বর্গ-রাজ্য আর তা তোমারা বানাতে পারবেই বা কিভাবে! যেখানে বর্তমান দুনিয়াতে এত অনেক ধর্মের অবস্থান। অথচ স্বর্গে তো একটাই মাত্র ধর্ম। এসব খুবই বোঝার ব্যাপার। আমরা সবাই এসেছি মূলবতন বা পরমধাম থেকে। আমরা সকল আত্মারা জ্যোতি-বিন্দু স্টার স্বরূপ, যেমন ভাবে আকাশে স্টারেরা অবস্থান করে, অথচ কেউ কিন্তু পড়ে যায় না- তেমন ভাবে আমরা আত্মারাও ব্রহ্মাণ্ডে অবস্থান করি। বাচ্চারা, তোমরা এখন বুঝতে পেরেছো যে, নির্বাণধামে আত্মাদের শরীর না থাকার কারণে তারা কথা বলতে পারে না। তোমরা এও বলতে পার যে, আমরা আত্মারা হলাম পরমধাম নিবাসী এটা একটু নতুন ধরনের কথা। শাস্ত্রে আছে আত্মা হল বুদ্ধ (শূন্যগর্ভ), যা সাগরে সমাহিত হয়ে মিলিয়ে যায়। তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চারা এখন জেনেছো যে, পতিত পাবন বাবা এসেছেন সকলকে নিজধামে নিয়ে যাওয়ার জন্য। প্রতি পাঁচ হাজার বছর বাদে ভারত পুনরায় স্বর্গ-রাজ্যে পরিণত হয়। যদিও এসব জ্ঞান অন্যদের বুদ্ধিতেই নেই। *বাবা স্বয়ং এসে আমাদের তা বোঝান, তাই আমরাই সেই রাজ্য পেয়ে থাকি, আবার (বিকার গ্রস্ত হয়ে) আমরাই তা খুঁয়ে ফেলি।* যার কোনো অন্ত নেই। যেহেতু ড্রামা থেকে কারও মুক্তি নেই। কত সহজ কথা এটা, তবুও কারও বুদ্ধিতে তা স্থায়ী হয় না। এখন আত্মারা তাদের নিজেদের ৮৪ জন্মের চক্র সম্বন্ধে জানতে পেরেছে, যা থেকে তারা চক্রবর্তী মহারাজা-মহারানী হতে পারে। এখনকার যা কিছু, সবকিছুই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। বর্তমান দুনিয়া যে এখন বিনাশের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে, তবুও কেন এত বেশী লোভ, ধন সম্পত্তি এত সঞ্চয় করছে! সার্ভিসেভেল তথা সেবানায়ী বাচ্চা হলে তো তার পালনা যজ্ঞে প্রাপ্ত জিনিষের দ্বারাই নির্বাহ হয়ে থাকে। আবার সেবা না করলে উচ্চ পদের অধিকারী হওয়া যায় না। বাবাকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারো, "বাবা আমি যে এত সেবা করছি, তাতে কি আমার উচ্চ পদ প্রাপ্তি হবে?" বাবা তখন বলেন, তোমার লক্ষ্য এমনি যে তুমি প্রজার মধ্যেই চলে যাচ্ছে। এখানে থাকাকালীনই সবকিছু বোঝা যায়। ছোট ছোট বাচ্চাদেরকেও এমন ভাবে শিখিয়ে এমনি ইন্ডিয়ান বানাতে হবে, যাতে তারা প্রদর্শনীতে সেবা করে নিজেদেরকে যোগ্য প্রমাণ করতে পারে। *আচ্ছা*

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি তাদের মাতা-পিতা ও বাপদাদার স্নেহ-সুমনস্বরণের ভালোবাসা আর সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের প্রতি নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) বাবার মতো নির্ভয় ও অদম্য সাহসী হতে হবে। ধৈর্যের সাথে কাজ করাতে হবে, কোনও কিছুতে ঘাবড়াবে না।

২) বিনাশ দোরগোড়ায় উপস্থিত, তাই ধন-সম্পত্তি জড়ো করার লোভ করো না। উচ্চপদ প্রাপ্তির লক্ষ্যে ঈশ্বরীয় সেবায় প্রাপ্ত অমূল্য সম্পদই কেবল জমা করতে হবে।

বরদান:- অটুট নিশ্চয়ের আধারে বিজয়ের অনুভবকারী, সর্বদা হর্ষিত ও নিশ্চিন্ত হও।

ব্যখ্যা :- নিশ্চয়ের চিহ্ন হল - মন্সা-বাচা-কর্মণা, সম্বন্ধ-সম্পর্ক সকল বিষয়েই সহজ বিজয়ী। যেখানে নিশ্চয় অটুট থাকে সেখানে ভবিষ্যতের বিজয়কে কেউ টলাতে পারে না। এমনই নিশ্চয়বুদ্ধি আত্মারা সর্বদা নিশ্চিন্ত এবং হর্ষিত থাকবে। কোনও কথার মধ্যে কি, কেন, কিভাবে এসব কথা বলা মানে- চিন্তার নিদর্শন। নিশ্চয়বুদ্ধি, নিশ্চিন্ত আত্মার স্লোগান হল, "যা হয়েছে তা ভালর জন্যই হয়েছে, যা হচ্ছে তা ভালই হচ্ছে এবং যা হবে তাও ভালই হবে।" প্রতিটা অমঙ্গলের পিছনেই মঙ্গলের রয়েছে এমনটাই অনুভব করবে। চিন্তা বলে কোনও শব্দই থাকে না তাদের মধ্যে।

স্লোগান:- সর্বদা প্রসন্নচিত্ত থাকতে হলে, বুদ্ধিরূপী কম্পিউটারে ফুলস্টপ তথা বিন্দুর মাত্রা লাগাও।

"মিষ্টি বাচ্চারা — কলিযুগের সবাই রাবণের শৃঙ্খলে আবদ্ধ । সকলে জীবন-বন্ধনে বেঁধে আছে, এখন তাদের জীবন মুক্ত করতে হবে।"

প্রশ্ন :- তোমরা ব্রাহ্মণরা কোন্ উত্তরাধিকার লাভ করছ যা সমস্ত মানব আত্মারাও লাভ করছে?

উত্তর :- সকলে জীবন মুক্তির উত্তরাধিকার লাভ করে। তোমরা ব্রাহ্মার সন্তান হয়েছ, তাই তোমাদের ২১ জন্মের জীবন মুক্তির বর্ষা প্রাপ্ত হয়, বাকি সকলের নিজ নিজ ধর্মে প্রথমে জীবন মুক্তি অর্থাৎ প্রথমে সুখ তারপর দুঃখ প্রাপ্ত হয়। প্রত্যেকে অর্ধ সময় সুখ ভোগ করে, আর অর্ধ সময় দুঃখ ভোগ করে । সকলে স্বর্গসুখ লাভ করতে পারে না । কারণ এই সুখ লাভ করতে হলে তাকে ব্রাহ্মণ হতে হবে, এই পাঠশালায় শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে, মায়ার উপরে বিজয় প্রাপ্ত করতে হবে ।

গীত :- হৃদয় দর্পনে তোমার মুখ দর্শন করো, হে প্রাণী.....

ওম্ শান্তি । কে বলল ? নিজের হৃদয় রূপী দর্পণে দেখো, কত পাপ আর কত পুণ্য জমা হয়ে আছে অর্থাৎ পাঁচ বিকারকে তুমি কতটা জয় করতে পেরেছ ! শ্রীনারায়ণকে বরণ করার মতো আমরা কি যোগ্য হয়েছি ? কেননা জীবন মুক্তি বা স্বর্গের মালিক তো রাজা রানীও হয় আবার প্রজারাও হয় । তাহলে দর্পনে নিজেকে দেখতে হবে মাতাপিতা সমান আমরা সেবা করতে পারি ! এটাতো কেবল তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চারা জানো যে, এখন কলিযুগ আর সবাই জীবন বন্ধনে আবদ্ধ । একজনও জীবন মুক্তিতে নেই । তোমরাও জীবন বন্ধনে ছিলে; এখন জীবন মুক্তি পাওয়ার জন্য বাবা পুরুষার্থ করাচ্ছেন । বাবা বুঝিয়েছেন - এই সময়ে মানুষ মাত্রই জীবন বন্ধনে বেঁধে আছে, কেননা এটা কলিযুগ। রাবণের শৃঙ্খলে সব আবদ্ধ, কলিযুগ অর্থাৎ জীবন বন্ধন দশা । রাবণের শেকলে তারা বাঁধা । কলিযুগ হলো জীবন বন্ধন, সত্যযুগ জীবন মুক্তির । রামরাজ্যে রাজা, রানী এবং প্রজারা সবাই জীবন মুক্ত হয় । রাবণ রাজ্যে রাজা, রানী এবং প্রজারা জীবন বন্ধনে বাঁধা থাকে । এই সময়ে মানুষমাত্রই জীবন বন্ধনে আবদ্ধ, তমোপ্রধান এবং দুঃখীও । এখন সবাইকে সতোপ্রধান হতে হবে । সত্যযুগের সাথে শুরু হয় সতোপ্রধান অবস্থা । প্রত্যেক আত্মাকে নিজের নিজের পার্ট অভিনয় করতে হবে । আত্মা যখন শান্তিধাম থেকে এসে নিজ ধর্মে প্রবেশ করে সে জীবনমুক্ত থাকে। সত্যযুগে, ত্রেতাযুগে তো কাউকেই জীবন বন্ধন বলা যাবে না কেননা ওখানে রাবণ রাজ্য হয়ই না । কলিযুগেই রাবণ রাজ্য হয় । সমগ্র পৃথিবীতে জীবন বন্ধনের রাজত্ব । এমনকি আদি সনাতন দেবী দেবতার ধর্মে যে নাস্ত্রার ওয়ান ছিল সেও জীবন বন্ধনে বেঁধে আছে । এখন জীবন মুক্ত হতে চলেছে । জীবন মুক্তির অর্থ এটা নয় যে সবাই ত্রেতাযুগে বা সত্যযুগে এসে যাবে । না এরকম নয় । রাবণের দুঃখ থেকে মুক্ত হওয়াই জীবন মুক্তি । মানুষ মানুষকে মুক্তি দিতে পারে না । মুক্তি অর্থাৎ নির্বাণধামে সবাইকে বাবাই নিয়ে যান । প্রথমে সবাই মুক্তিতে যাবে তারপর জীবনমুক্তিতে যাবে নম্বর অনুযায়ী, ধর্ম অনুসারে প্রবেশ করবে । এমনও না যে সত্যযুগে না এলে জীবন মুক্ত বলা যাবে না। প্রথম প্রথম তো যারাই নিজের ধর্মের অন্তর্গত থাকে , তারা জীবন মুক্তিতে থাকে । আত্মাদের প্রথমে সতোপ্রধান হতে হবে, তারপর সতো রজো তমোতে আসতে হবে । প্রত্যেকটা জিনিস নতুন থেকে পুরানো হয়, পুরানো থেকে আবার নতুন

হয় । এই সময় সাধু সন্ত সবাই জীবন বন্ধনে আছে । আসলে এইটা হলো কলিযুগ, যতক্ষণ না পর্যন্ত বাবা আসেন । ওঁনাকেই বাবা বলা হয়, তারপর তাঁকে মহাকালই বলা বা অন্যকিছু, তাঁর প্রকৃত নাম হলো শিববাবা । তোমরা বাবা- বাবা বলে ডাকো । তোমরা বলা গড ফাদার, পরমপিতা, পরমাত্মা । বাবা বোঝান, আমি এসে বাচ্চাদের মুক্তি, জীবনমুক্তি দুটোই প্রদান করি । যারা প্রথমে আসে তারা অবশ্যই সুখে যাবে আর যারা পরে, তারা দুঃখে । মুক্তির পরে জীবনমুক্তিতে যাবে । একদম শুরুতে তোমরা নিশ্চয়ই সুখের অনুভব করো । বাবা সবাইকে সুখের বর্ষা দেন কিন্তু কারও কারও মাত্র এক জন্মের জন্য সুখ থাকে । তারা এসে স্বল্পকালীন সুখলাভ করতে করতেই মৃত্যু হয়ে যায় । ড্রামাতে তাদের পার্ট মাত্র এইটুকুই আছে । জনসংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে । এমনকি এখনও তারা আসছে, কিন্তু তারা এখানে দীর্ঘ সময় থাকেনা কারণ বিনাশ সমুখে দাঁড়িয়ে । এমনকি নতুন যারা আসছে তারা কলিযুগে আসলেও কিন্তু এসেই শুরু থেকে দুঃখ ভোগ করবে না । তাদের কোনও না কোনও যোগ্য মান অবশ্যই থাকবে । মুক্তিদাম থেকে সবসময় জীবনমুক্তিতে যেতে হয় । মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে প্রথমে তোমরা সুখে আসবে, তারপর দুঃখে যাবে । এই সময় প্রত্যেকের অধোগতি অবস্থা প্রাপ্ত হয় । নিজের সুখ আর দুঃখের পার্ট অভিনয় করে সবাই মুক্তি আর জীবনমুক্তিতে যাবে । ভায়া (via) মুক্তি । তোমরা যাবে তারপর অবশ্যই নীচে আসবে । সারা বিশ্বের মানুষ আবারও সেই ধর্মে আসবে পূর্বে যেমন এসেছিল । রাজা জনকেরও জীবনমুক্তি প্রাপ্ত হয়েছিল । তার অর্থ এমন নয় যে, এই সময় রাজত্ব নেই । তারাও শেষে এসে অবশ্যই জ্ঞান গ্রহণ করবে । জীবনমুক্তি তোমরা সবাই প্রাপ্ত করো কিন্তু পুরুষার্থ করার নম্বর অনুযায়ী । যারা অন্য ধর্মের তাদের জন্য বলা হয় পুরুষার্থের নম্বর অনুযায়ী আর ধর্ম অনুযায়ী তারা জীবনমুক্তি লাভ করবে । দেবী দেবতা ধর্মের যারা অন্যান্য ধর্মে চলে গেছে তারা সব বেরিয়ে আসবে । সবাইকে ফেরত আসতে হবে । প্রথমে তোমাদের ব্রাহ্মণ হতে হবে । বাস্তবে, সবাই ব্রাহ্মার সন্তান কিন্তু সকলে ব্রাহ্মণ হতে পারবে না । যারা ব্রাহ্মণ হবে তারা ২১ জন্মের জীবনমুক্তি লাভ করবে । রাজ সিংহাসনের অধিকার নিতে হলে রাজযোগ শিখতে হবে । এইটা হলো পার্শালা । পার্শালায় শিক্ষা নিতে হয় । অনেক নিয়মও আছে , একবার যদি লক্ষ্য স্থির হয়ে যায়, তোমরা এই পড়া বিদেশে গিয়েও পড়তে পারো । নিশ্চয়ই আমরা শিববাবার সন্তান । বাবার থেকে বর্ষা নিশ্চয়ই নিতে হবে । কেউ কেউ পত্রও লেখে, বাবা রাবণের ভূত আমাকে কষ্ট দিচ্ছে । কখনো কখনো কাম -ক্রোধের হাঙ্কা নেশা এসে পড়ে । বাবা বলেন, এর ওপরে তোমাদের অবশ্যই বিজয় পেতে হবে । এটা তোমাদের যোগবলের লড়াই । তোমরা স্মরণে স্থিত হতে চেষ্টা করবে আর মায়া তোমাদের বুদ্ধিযোগ ভেঙ্গে দেবে । তাই তো বাবা বুঝিয়েছেন যে, সবাই জীবনমুক্তি লাভ করবে কিন্তু তার মানে এই নয় যে সবাই স্বর্গে যাবে । সবাই মুক্ত হতে চায় । তাহলে ভাবো যারা শেষ সময়ে নিজের নিজের পার্ট অভিনয় করতে আসে, তারা কত দীর্ঘ সময় মুক্তিতে থাকে, তাই না ! কত শান্তি ! ৪৫০০ বছর অথবা ৪৭৫০ বছর তারা শান্তিতে থাকে । সেটাই তাদের পার্ট । তোমরা সুখ আর শান্তি দুইয়েই থাকো । তাদের মতো শুধু সেখানে বসেই থাকবে, এমন শান্তি মানুষ চায় না । চাইলেই তা পাওয়া যায় না । এই ড্রামা অনাদি, পূর্ব নির্ধারিত । এতে কোনোকিছু পরিবর্তিত হতে পারবে না । অনেকের শান্তি লাভের আকুল আকাঙ্ক্ষা থাকে । তোমাদের সুখের থেকেও তাদের শান্তির প্রাপ্তি অনেক বেশি । তোমাদের সুখ আর শান্তি দুটোই প্রাপ্ত হয় । এখানে সুখ শুধু অল্প কালের, কোনও শান্তি নেই ; এটা হলো দুঃখধাম । জঙ্গলে গিয়ে বাস করলেই প্রকৃত শান্তি লাভ করা যায়না । যদি ওখানে শান্তি থাকত তাহলে তারা ওখানেই থাকত, শহরে এসে এতসব ক্ল্যাট ইত্যাদি কেন বানাতো ? ওখানে সত্যযুগে তো কেবল শান্তি আর শান্তি । যারা শেষে আসে তারা ভাবে যে এখানে

শুধুই অশান্তি। অন্যেরা অশান্তিতে আছে বুঝতে পারলেও কিন্তু তারা নিজেরা শান্তিতে থাকে অর্থাৎ সর্বদা তাদের শান্তি অনুভূত হয়। এই সমস্ত কথা বুঝতে হবে। সকলের জীবন মুক্তির প্রাপ্তি হয়। ২১ জন্ম তোমরা রাজ্য শাসন করো, বাকিরা পরে আসে। তারা ওপরে শান্তিতে থাকে। শান্তিধাম থেকে কেউ কেউ সত্যযুগের শেষে অথবা ত্রেতাযুগেও আসে। ওখানে কোনো দুঃখ নেই। তোমরা নম্বর অনুযায়ী আসবে, হিসাব কিতাব তো আছে, তাই না! মানুষ ভাবে সায়েন্স খুব শক্তিশালী। আমরা বলি, আমাদের সাইলেন্স সবথেকে শক্তিশালী। বাবার স্মরণের দ্বারাই আমরা শক্তি লাভ করি। তারা সায়েন্সের শক্তিসহযোগে ওপরে চাঁদে পৌঁছানোর পুরুষার্থ করে, তোমরা সেখানে সেকেন্ডে সূর্য, চাঁদের থেকেও ওপরে চলে যাও। মূলবতন, সূক্ষবতনের থেকে ওপরে তো কিছু নেই। সূর্য, চাঁদের অনেক অনেক উর্ধ্বে মূলবতন আর সূক্ষবতন। যাই হোক এটা কেউ জানতে পারে না। এই সব হলো বিস্তারিত কথা অর্থাৎ ডিটেলে বলা। সূর্যবংশী রাজা রানী হওয়ার ভাগ্য না থাকলে কিছু বুঝতে পারবে না, আর কাউকে বোঝাতেও পারবে না। কেউ এমন বলতে পারেনা যে, মুক্তি এবং জীবনমুক্তির জ্ঞান আমার আছে (রাজা জনকের উদাহরণ)। সবাইকে জেলে পুরে দেওয়া হয়েছে। এই সময়ে রাবণ সবাইকে জেলবন্দী করে রেখেছে, এখন রাম এসেছেন সবাইকে মুক্ত করতে। বাবার দ্বারা তোমরা নিমিত্ত হয়েছ, সবাইকে রাবণের কবল থেকে মুক্ত করে জীবনমুক্তি দিতে। তোমাদের শিবশক্তি সেনা নাম, প্রসিদ্ধ। এই ড্রামার শেষ সময়ের দিকে তোমাদের নাম অনেক উঁচুতে হবে। যখন থেকে বাবা এসেছেন তখন থেকেই মাতাদের পদমর্যাদা দুনিয়ায় অনেক উচ্চ হয়েছে। প্রথমে বিদেশে মাতাদের পদমর্যাদা অনেক উঁচুতে ছিল। সেখানে কারও কণ্যা সন্তান জন্মালে তারা খুব খুশি হয়, আর এখানে যদি কণ্যা সন্তান জন্মায় তারা বিছানা সব উল্টে দেয়। এমনকি তারা কন্যাদের বার্থডেও পালন করেনা। এমনিতে তারা কুমারীদের কানাইয়া বলে, বাস্তবে তোমরা সবাই কণ্যা। তোমাদের এটা নব জন্ম। এরপরে নম্বর অনুযায়ী পড়াশোনা। আত্মা আকারে ছোট বা বড় হয় না। শরীর ছোট বড় হয়। কেউ কেউ খুব তাড়াতাড়ি বুঝতে পারে যায়, সকলের ভাগ্যে নেই বলে অন্যান্যরা বুঝতে পারে না। জীবন মুক্তি আর জীবনবন্ধন এই দুটোই এই স্থূলবতনের কথা। সত্যযুগে তোমরা জীবনমুক্ত অবস্থায় থাকো। তারপরে দ্বাপর থেকে তোমরা আবার জীবনবন্ধনপ্রাপ্ত হও। এখন সবাই সুখের সময় ভুলে গেছে, দুঃখে পড়ে আছে। এমন কেউ নেই যে বলতে পারে, আমি ২১ জন্মের সুখ লাভ করেছিলাম। এখন রাবণ রাজ্য হওয়ার কারণে প্রত্যেকে কালিমালিপ্ত বস্ত্রের মতো হয়ে গেছে। ওখানে রাবণ রাজ্য নেই, তাই কিভাবে তাদের কলঙ্কময় বস্ত্র বলা যাবে! যোগবল এবং ভোগবলের উল্লেখ করা হয়। এখানে যোগবলের দ্বারা শিশুর জন্ম হয়। তোমরা বাচ্চারা রীতিনীতি সব জানো। অন্যদের জানার তো কোন প্রশ্নই নেই। আমেরিকানরা তাদের রীতি-রেওয়াজ জানে। আমরা এখন আমাদের রীতি নীতি জানি। আমরা সত্যযুগের অধিবাসী এবং সেখানে আমাদের রীতি নীতি সব নতুন হবে। আমরা সেটাই অনুসরণ করব, যেমন পূর্ব কল্পেও করেছিলাম। যা আগে হয়েছিল তাই আবারও হবে। বাচ্চারা ধ্যানে বসে নিয়মনীতি দেখে নেয়। কিন্তু উচ্চপদপ্রাপ্ত হওয়ার জন্য তোমাদের পুরুষার্থও করতে হবে। যাঁরা ওখানকার রীতিনীতি বলেছেন, সেইসব এখন নেই। তাই এর থেকে কিছু লাভবান হওয়া যায় না। তাই সব কিছুই পড়াশোনার ওপর নির্ভর করছে। যোগ আর জ্ঞান, যোগ অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ করা। জ্ঞান অর্থাৎ চক্র ঘোরানো। এতো খুব সহজ। বাবা বলেন, আমার কাছে তোমাদের আসতে হবে তাই অবশ্যই আমাকে স্মরণ করো। মৃত্যুর সময় মানুষ রামকে স্মরণ করার কথা বলে, কিন্তু তারা তার মর্মার্থ কিছু বোঝে না। শুধু শ্রীকৃষ্ণ ডাকলেই তো ওখানে পৌঁছানো যাবে না, কারণ বাবাই সবাইকে ঘরে নিয়ে যাবেন। বিকর্ম বিনাশ না করে কি করে

তোমরা ঘরে ফিরে যাবে ? এখন সকলের অন্তিম সময় । তারপর প্রত্যেকে আবার নিজ নিজ সময়ে ফিরে আসবে । এই পয়েন্ট ধারণ করতে হবে । নোট করতে হবে ! মাতাপিতাকে তোমাদের অনুসরণ করতে হবে । মাঝে কখনো কাউকে কষ্ট দিও না । বাবার কাছে অনেকের সম্পর্কে রিপোর্ট আসে যে ম্যানার্স নেই । পরমপিতা পরমাত্মা পড়াচ্ছেন, কত বুদ্ধি দরকার । ভালো চালচলন যাদের তাদের সবাই ভালোবাসে । কেউ কেউ তো খুব হয়রান করে । তারপর নিজেই নিজেকে চপেটাঘাত করে এবং তাইজন্য পদত্রস্ত হয়ে যায় । বলাও হয় যে হিন্দুরা নিজেরা নিজেদের চড় মেরেছে । ঈশ্বর, যিনি রাজ্যভাগ্য দিয়েছেন তাঁকে সর্বব্যাপী বলা হয়েছে । নিজেকে এই চড় মারার জন্য এমন দশা হয়েছে । শাস্ত্রে দেখানো হয়েছে যে, ভগবান বলেন আমি সর্বব্যাপী । কিন্তু ভগবান স্বয়ং বলেন, আমি তোমাদের মতন নই, যে নিজেই নিজেকে চড় মারবে ! আমি কি কুকুর বিড়ালের মধ্যে আছি ! বাবা বলেন, তোমরা আমাকে গ্লানিময় করেছ — এটাও ড্রামা । আবার এই রকমই হবে । আচ্ছা ।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার ভালোবাসা ও স্মরণ আর সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) কোনো বিপরীত চলন চলা উচিত নয় । ভালো ভালো গুণ ধারণ করতে হবে । মাতাপিতাকে অনুসরণ করতে হবে ।

২) যোগবলের দ্বারা কাম ক্রোধের হাঙ্কা নেশাও সমাপ্ত করতে হবে । নিমিত্ত হয়ে সবাইকে রাবণের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার সেবা করতে হবে ।

বরদান :- চিন্তা মুক্ত বাদশার স্থিতিতে স্থির থেকে বায়ুমণ্ডলে নিজের প্রভাব বিস্তারকারী মাষ্টার রচয়িতা ভবঃ

যেমন, বাবার এত বৃহৎ পরিবার হওয়া সত্ত্বেও তিনি চিন্তামুক্ত বাদশাহ হয়ে আছেন, সব কিছু জেনে, সব কিছু দেখেও চিন্তামুক্ত । এমনই ফলো ফাদার করো । বায়ুমণ্ডলে নিজের প্রভাব বিস্তার করো, বায়ুমণ্ডলের প্রভাব যেন নিজের ওপরে না পড়ে, কেননা বায়ুমণ্ডল হল রচনা আর তোমরা হলে মাষ্টার রচয়িতা । রচনার ওপর রচয়িতার প্রভাব জরুরী । যে কোনও সমস্যা আসুক না কেন স্মরণ করো, আমি বিজয়ী আত্মা, তাহলে সর্বদা দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত থাকবে, ঘাবড়ে যাবে না ।

স্নোগান :- প্রসন্নতার ছায়ায় দ্বারা শীতলতার অনুভব করলে নির্মল আর নির্মাণ থাকবে ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - নিজের অবস্থাকে সুন্দর বানানোর জন্য ভোরবেলা উঠে একান্তে বসে বিচার করো যে আমি আত্মা, আমাকে এখন ঘরে ফিরতে হবে, এই নাটক এখন সম্পূর্ণ হয়েছে।"

প্রশ্ন:- নিজেকে সম্পূর্ণ বলি দেওয়ার অর্থ কি?

উত্তর:- নিজেকে সম্পূর্ণ বলি দেওয়া অর্থাৎ বুদ্ধির যোগ সর্বদা একের দিকেই থাকবে। সন্তান এবং অন্য কোনো দেহধারীর স্মৃতি আসবে না। দেহের ভান চলে যাবে। যে নিজেকে এই রকম সম্পূর্ণ বলি দেয় সে-ই বাবার কাছ থেকে ২১ জন্মের জন্য উত্তরাধিকার পায়। যারা একে অন্যের নাম-রূপে চক্কর খায় তারা বাবার এবং নিজের নাম বদনাম করে দেয়।

প্রশ্ন:- বাবা সকল সন্তানদের ওপরে কোন কৃপা করছেন?

উত্তর:- বাবা কড়িতুল্য থেকে হীরেতুল্য বানানোর কৃপা করেন। যে বাচ্চা প্রত্যেক পদক্ষেপে বাবার মতামত নেয়, কিছু লুকায় না, তার ওপর স্বাভাবিক ভাবেই কৃপা হয়ে যায়।

*গীত:- এই খেলার রচনা কে করেছেন..... *

ওম্ শান্তি। যে এই গানটা লিখেছিল সে এর অর্থ জানেনা। তোমাদেরকে অর্থাৎ বাচ্চাদেরকে বাবা বুঝিয়েছেন যে তোমাদেরকে যখন রচনা করেছিলাম তখন কত উত্তরাধিকার দিয়েছিলাম। স্বর্গ হল নতুন রচনা। দুনিয়ার মানুষ জানেনা যে কিভাবে স্বর্গের রচনা হয়, তারপর কিভাবে মায়া রূপী ৫ বিকার আসে। প্রত্যেকটা কথাই হল নতুন, নতুন দুনিয়ার জন্য। সত্যযুগ কাকে বলা হয় সেটাই জানেনা, তাহলে এইসব কথা কিভাবে জানবে। কোনো শাস্ত্রে এই জ্ঞান নেই। স্বয়ং পরমাত্মাই এসে এই জ্ঞান দেন যেটা এরপর প্রায় লুপ্ত হয়ে যাবে। জ্ঞানের দ্বারা রাজযোগ শিখে রাজত্ব পাবে। একেই বলা হয় আধ্যাত্মিক জ্ঞান। আত্মাকেই আধ্যাত্মিক বলা হয়। বাবাকে পরমাত্মা বলা হয়। তাকে অনেক নাম দিয়ে দিয়েছে। এটা বলে যে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের প্রয়োজন। দর্শন তো সেই শাস্ত্রেরই জ্ঞান হয়ে গেল, যেটা শাস্ত্র পড়েই জানা যায়। কিন্তু পরমপিতা পরমাত্মা তো শাস্ত্র পড়েন না। তাঁকে জ্ঞানের সাগর বলা হয়। মানুষ মনে করে যে তিনি হলেন অন্তর্যামী। কিন্তু আসলে তো এইরকম নয়। যে যেমন কর্ম করে ড্রামা অনুসারে তার সেইরকম ফলই প্রাপ্ত হয়। বাচ্চাদেরকে কর্ম, অকর্ম এবং বিকর্মের গতিও বোঝানো হয় - কর্ম কখন অকর্ম হয়, তারপর কিভাবে বিকর্ম হয়। স্বর্গতে এমন কোনো খারাপ কাজই হয়না যার জন্য বিকর্ম হবে। কারণ ওখানে রাবণ রাজ্যই নেই। তাই সমস্ত কর্ম সেখানে অকর্ম হয়ে যায়। যখন বিকর্ম করে তখনই প্রলেপ পড়ে। রাবণই পাপ করায়। এখন তোমাদেরকে বাবা বোঝাচ্ছেন। দুনিয়ার মানুষতো জানেনা যে সত্যযুগে কিভাবে বিকার ছাড়া সন্তানের জন্ম হয়। অনেকে বলে যে ওখানেও অবশ্যই বিকার থাকবে, তবে এতটা হয়তো থাকবে না। যেমন এখানেও অনেক গুরু বলে যে বছরে বা মাসে একবার বিকারে যাও। কিন্তু বাবা বলছেন যে কাম বিকার হল মহাশত্রু। এর ওপর পুরো বিজয়ী হও। সম্পূর্ণ নির্বিকারী হতে হবে। ওখানে তো রাবণই থাকেনা, তাহলে বিকার আসবে কোথা থেকে। শিখরাও বলে যে তিনি ময়লা কাপড় পরিষ্কার করেন। কিন্তু এতে কারোর নিন্দা করা হয়না। যে যেমন তাকে তো সেইরকমই বলবে। চোর কে চোরই বলবে। বিভিন্ন গ্রন্থতেও অনেক কিছু লেখা আছে। গুরু নানক পরমপিতা

পরমাত্মারই মহিমা করেছেন, বলেছে যে জপ সাহেব, সুখমণী... বাবা বলছেন আমাকে স্মরণ করো। যাকে অর্ধেক কল্প ধরে স্মরণ করেছিলাম সে যদি মিলে যায় তাহলে কত খুশি হওয়া উচিত। কিন্তু খুশি তারই হয় যে প্রতি মূহর্তে নিজেকে আত্মা মনে করে। নিজেকে আত্মা বলে বুঝলেই বাবার সাথে ভালোবাসা থাকবে। এখন আত্মারা তো জানেই না যে কে আমাদের বাবা। কিন্তু বাবার হয়ে গিয়ে যদি বাবার পেশা না জানে তাহলে তাকে বুদ্ধি বলা হবে। প্রহ্লাদের গল্পে বলে যে তাকে রক্ষা করার জন্য ভগবান থাম থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু তিনি থাকেন কোথায়? তাঁর ঠিকানা তো জানেনা। তোমরা বাচ্চারা এখন সেটা জানো। তোমরা হল ব্রহ্মাকুমার এবং কুমারী। প্রজাপিতা ব্রহ্মার নামও প্রসিদ্ধ। কিন্তু তাঁর তো স্ত্রী নেই যার দ্বারা সন্তানের জন্ম দেবে। তাহলে তার সন্তানরা অবশ্যই মুখ বংশাবলী। এটা তোমরাও বোঝাতে পারো। আমরা হলাম ব্রহ্মাকুমার এবং কুমারী। প্রজাপিতা ব্রহ্মার নাম তো শুনেছে। পরমপিতা পরমাত্মাই ব্রহ্মার দ্বারা রচনা করেন। প্রথমে ব্রহ্মার রচনা করেছেন, তারপর ব্রহ্মার দ্বারা বাকি সন্তানদেরকে রচনা করেছেন। বাবা বোঝাচ্ছেন যে দেখ আমার কত মুখ বংশাবলী। শিববাবার কাছ থেকেই তো সবাই উত্তরাধিকার পায়। যাকে দত্তক নিয়েছেন সে তো অবশ্যই গরিব হবে। প্রথমে ব্রহ্মাকে রচনা করেছেন। তারপর ব্রহ্মার দ্বারা মুখ বংশাবলী হয়েছে। দুনিয়ার ব্রাহ্মণরা, যাদের বিকারের দ্বারা জন্ম তারা শরীরের যাত্রা করায়। কিন্তু এখানে ব্রহ্মা মুখ বংশাবলীরা রুহানি যাত্রা করায়। কেউই এই রুহানি যাত্রা সম্বন্ধে জানেনা। নির্বাণধামে যাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করে। তাই ব্রহ্মের দিকেই বুদ্ধি যায়। ওটা তো ব্রহ্মের যাত্রা হয়ে গেল। ওরা ভাবে যে আমরা ব্রহ্মতে লীন হয়ে যাবো। তাহলে শারীরিক যাত্রা করার কি প্রয়োজন। যাত্রা তো নির্বাণধামেরই। কিন্তু তাকে জ্যোতিতে কিংবা বুদ্ধিতে মিশে যাওয়া বলা যাবেনা। আত্মা যাত্রা করে। ব্রহ্ম তত্ত্বতে যায়। কেবল এটাই হল রুহানি যাত্রা, বাকি সব শারীরিক যাত্রা। ওরা তো জানেই না যে কে নির্বাণধামে নিয়ে যেতে পারেন। এখন বেহদের বাবা বলছেন যে আমিই সবাইকে নিয়ে যাই। বাবাই সকলের পান্ডা হন। সত্যযুগে খুব কমজন মানুষ থাকবে। তাহলে বাকি আত্মারা অবশ্যই ফিরে যাবে। নীতিকথা কেবল বাবাই শোনান। এখন তোমরা সত্যিকারের যাত্রা করছ। আমরা হলাম আত্মা, এই নাটক এখন সম্পূর্ণ হয়েছে, আমাদের ফিরে যেতে হবে। এটা যেন একেবারে পাচ্চা হয়ে যায়। একান্তে বসে ভাব যে আমরা আত্মা, বাবা আমাদেরকে নিতে এসেছেন। এইভাবে নিজের সাথে কথা বলতে হয়। একেই বিচার সাগর মন্ডন বলা হয়। বাবা তো কাজ করার অনুমতি দিয়েছেন। কিন্তু রাত্রিতে জেগে এইরকম অভ্যাস করলে সারাদিন অবস্থা (স্থিতি) ভালো থাকবে, সাহায্য পাওয়া যাবে। রাত্রের এই অভ্যাস দিনের বেলাতেও কাজে আসবে। রাত্রিতে ২টার পর থেকে জাগতে হবে। কারণ ৯টা থেকে ১২টা পর্যন্ত সময় খুব খারাপ হয়। সেইজন্য ভোরবেলাতেই বিচার সাগর মন্ডন করা হয়। আমরা হলাম আত্মা, এখন তো বাবার কাছে যেতেই হবে। একটা শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর নেব। এটা হল নিজের সাথে কথা বলার পদ্ধতি। এখন ৮৪ জন্ম পূর্ণ হয়েছে। আর মাত্র কয়েকটা দিন আছে। এটা হল বেহদের নাটক। এইগুলো বুদ্ধিতে থাকলে দেহের ভান চলে যাবে। কেবল বাবা এবং উত্তরাধিকারই স্মরণে আসবে। বাবা এসেই শিক্ষা দেন। নাহলে আমরা কিভাবে এত শ্রেষ্ঠ পবিত্র হবে। এই সময় তো চারদিকে ভ্রষ্টাচার। তাই কোনো কোনো সমিতির নাম রাখে সদাচার সমিতি। আগে এইরকম ছিলনা। এইসব ভ্রষ্টাচার ইত্যাদি এখনই হয়েছে। কেউ মন্ত্রী হয়ে গেলে কত টাকা লুটে নেয়। কত ভ্রষ্টাচার করে। সত্যযুগে শ্রেষ্ঠাচারী সরকার হবে। তোমরা এখন অনেক শ্রেষ্ঠাচারী হচ্ছে। ওখানে পাপের নামই থাকবে না। বাবা এসে স্বর্গের যোগ্য বানান। যারা সবাই নোংরা হয়ে গেছে তাদেরকে ফুলের মত বানান। স্বর্গ স্থাপন করে সবাইকে সদগতি দিয়ে তারপর নিজে লুকিয়ে যান। আমার পার্ট হল সবাইকে সদগতি দেওয়া। আমি সমগ্র

দুনিয়াকে কি থেকে কি বানাই। এখন তো মানুষই বলছে যে যুদ্ধ হবে। খবরের কাগজে পড়ে যে ৫ বছরের মধ্যে এটা হবে ওটা হবে। আত্মা বিনাশ তো হবে। কিন্তু তারপর কি হবে? কেন এই বিনাশ হয় তার কারণও তো বলেছি, তাই না? তোমরা বাচ্চারা এখন জানো যে বাবা যখন স্বর্গের স্থাপনা করছে তাহলে নরকের বিনাশ তো অবশ্যই হবে। বাবা এসেই পুরাতন দুনিয়া থেকে নতুন দুনিয়া বানাচ্ছেন। ওখানে অকালে মৃত্যু হয়না। আত্মার জ্ঞান থাকে, তাই মৃত্যুভয়ও থাকেনা। আমরা একটা শরীর ছেড়ে অন্য শরীর নিই। তোমরা এটাও বোঝো, যে দেরিতে আসবে সে অবশ্যই কম জন্ম নেবে। আমাদের এখন ৮৪ জন্ম পূর্ণ হয়েছে। এটা দুনিয়ার মানুষ জানেনা। তোমাদেরকে অর্থাৎ আমাদেরকে পরমপিতা পরমাত্মা বসে বোঝাচ্ছেন। প্রজাপিতার সন্তানরা তো নিজেদের মধ্যে ভাই-বোন হবে। তাই কোনো বিকর্ম করা উচিত নয়। এমনিতেও বলে যে হিন্দু আর চীনারা হল ভাই ভাই। তাহলে বিকারে কিভাবে যাবে। বলে দেওয়া তো সহজ, কিন্তু এর অর্থ বোঝেনা। ভাই বোনের সম্বন্ধের মধ্যে বিকারী দৃষ্টি থাকা উচিত নয়। লোকিকেও যদি নিকট কোনো আত্মীয়কে বিয়ে করে তাহলে হাহাকার পড়ে যায়। বাবা বোঝাচ্ছেন যে তোমরাই দেবী দেবতা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠাচারী ছিলে। ব্রষ্টাচারী হয়ে গেছ। এখন পুনরায় শ্রেষ্ঠাচারী হচ্ছ। আমরাই শ্রেষ্ঠাচারী, ১৬ কলা সম্পূর্ণ ছিলাম। তারপর ১৪ কলাতে এসেছি। এরপর ব্রষ্টাচারী হতে হতে আরো তমোপ্রধান ব্রষ্টাচারী হয়ে গেছি। এটা গোপাল চিত্রতেও (সৃষ্টি চক্র) স্পষ্ট করে লেখা আছে। বিভিন্ন বর্ণের রূপও বানায়। কিন্তু তাতে ব্রাহ্মণ চটিকেই দেখায় না। না শিববাবাকে দেখায়, না ব্রাহ্মণ চটিকে দেখায়। বাকি দেবতা, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রদেরকে দেখায়। তোমরা এখন জেনেছ যে আমরা বাজুলি খেলি। এখন আমরা ব্রাহ্মণ থেকে আবার দেবী-দেবতা হব। তাই দৈবী গুণ ধারণ করতে হবে। এখন ফেরত যেতে হবে। তারপর সমগ্র দুনিয়া আমাদের জন্য স্বর্গ হয়ে যাবে। ধরনীও জল পেয়ে যাবে। রাত্রিতে এইভাবে বিচার সাগর মন্থন করলে দিনের বেলা অনেক সাহায্য পাওয়া যাবে। এখন আমরা মিষ্টি বাবার কাছে যাচ্ছি, যেটার জন্য আমরা এতদিন দ্বারে দ্বারে ধাক্কা খেয়েছি। কিন্তু কোথাও রাস্তা পাইনি। এখন তোমরা উত্তরাধিকার পাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছ। কিন্তু মায়াও প্রবল। খুব ধোঁকা দিয়ে দেয়, তোমাদের নাক কান পাকড়ে নেয়। তখন তোমরা ব্রষ্টাচারী হয়ে যাও। কাম বিকারের নেশা এসে যায়। আশিক-মাসুকের মত কারোর নাম রূপের পেছনে চক্কর খেতে থাকে। অনেকেই ধোঁকা খেয়ে যায়। যে লোভী সেও পুরো বদনাম করে দেয়। এইসব তো হতেই থাকে। বাবা বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন যোগযুক্ত হয়ে থাক। যারা ভালো যোগী হয় তারা ৪-৫ দিন খাবার না খেলেও পরোয়া করেনা। অনেক খুশিতে থাকে। এইরকম অবস্থা হতে হবে। দেখতে হবে যে আমার মধ্যে কোনো কিছুর প্রতি লোভ নেই তো। লক্ষ রাখতে হবে যে আমি পুরো পাস হয়েই দেখাব। এটা হল কল্প-কল্পান্তরের বাজি। নিজেকে বিচার করো - আমি কি লক্ষ্মী-নারায়ণকে বিবাহ করার অথবা রাজস্ব নেওয়ার মত যোগ্য হয়েছি? যদি কোনো খামতি থেকে থাকে তাহলে তা বের করে দিতে হবে। খামতি কখনো লুকিয়ে থাকবে না। এখন তোমাদের যোগ শিববাবার সাথে। কাউকে ওঠানোর জন্য দৃষ্টি দাও। বাবা অনেক সাহায্য করেন। অনেক ব্রহ্মাকুমারী বলে যে আমি এটা করেছি। আমি এত ভালো মুরলী পড়েছি - এইরকম অহংকার অবস্থাকে খারাপ করে দেয়। যারা ভালো ভালো বাচ্চা তারা বোঝে যে এতে বাবার সহায়তা প্রাপ্ত হয়। কারোর মধ্যে তো মায়া প্রবেশ করলে সে পড়ে যায়। তাই সম্পূর্ণ আত্ম-অভিমानी হতে হবে। দেহের দিকে দৃষ্টি গেলে চলবে না। বাবা শিক্ষা দিচ্ছেন যে নিজেকে শুধরে নাও। মায়ার কাছে ধোঁকা খেওনা। না হলে পদ হারিয়ে ফেলবে। ওই পতিকে তো তোমরা কত স্মরণ করো। আর সমস্ত পতিদের পতি, যিনি তোমাদেরকে অমৃত খাওয়ান, কড়িতুল্য থেকে হীরেতুল্য বানান তাকে স্মরণ করো না। এইরকম বাবাকে তো কত স্মরণ করতে

হবে। শ্রীমৎ অনুসারে পুরুষার্থ করতে হবে। যেকোনো ব্যাপারে বাবাকে জিজ্ঞেস করতে হবে বাবা, আমার মধ্যে কি কি খারাপ গুণ আছে। দেহের ভান ছাড়তে হবে। যে নিজেকে পুরো বলি দিয়ে দেয় সেই ২১ জন্মের উত্তরাধিকার পায়। নিজেকে পুরো বলি দেওয়ার অর্থ হল তাঁর দিকেই যেন বুদ্ধি থাকে। সন্তান ইত্যাদি যারা আছে সবার থেকে বুদ্ধি সরিয়ে নিতে হবে। বাবা বলছেন এর বদলে ওখানে তোমরা সব কিছু নতুন পাবে। অনেক বলে যে ভগবানের কৃপায় সন্তান হয়েছে। এখন স্বয়ং ভগবান বলছেন ওইসব কৃপা তো ঋণিকের জন্য। এখন তো তিনি তোমাদের ওপর অনেক কৃপা করবেন। তোমাদেরকে কড়িতুল্য থেকে হীরেতুল্য বানিয়ে দেবেন। গৃহস্থ ব্যবহারে থেকেও সবকিছুকে বাবার বলে মনে কর। প্রতি পদক্ষেপে মতামত নাও। বাবাই মতামত দেবেন। তিনি কোনো খারাপ কাজ করতে দেবেন না। বিকারীকে দান করতে দেবেন না। অবিনাশী সার্জনের কাছে কিছু লুকানো উচিত নয়। সবকিছু জিজ্ঞেস করে করতে হবে। অনেক বাচ্চাই জিজ্ঞেস করে। লেখে যে বাবা, এই বিকার খুব বিরক্ত করে। আবার কেউ তো মুখ কালো করেও বাবাকে বলেন। লুকাতে থাকলে আরও কালো হতে থাকবে। আচ্ছা -

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা , বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১) সম্পূর্ণ পাস হওয়ার জন্য যা কিছু খামতি আছে, বিকারের অংশ আছে সেইগুলোকে সমাপ্ত করতে হবে। কোনো ব্যাপারে অহংকার করা উচিত নয়।

২) দৃষ্টিকে খুব শুদ্ধ পবিত্র বানাতে হবে। কখনো কোনো দেহধারীর প্রতি আটকে থাকা উচিত নয়। সম্পূর্ণ আত্ম-অভিমानी হতে হবে।

বরদান:- সর্বদা এক বাবার স্নেহে মিশে থেকে সর্বপ্রাপ্তিতে সম্পন্ন এবং সন্তুষ্ট হও।

যে বাচ্চা সর্বদা কেবল বাবার স্নেহেই মিশে থাকে, বাবা তার থেকে আলাদা হয়না এবং সেও বাবার থেকে আলাদা হয়না। সব সময় সে বাবার স্নেহের প্রতিদান হিসাবে সর্ব প্রাপ্তিতে সম্পন্ন এবং সন্তুষ্ট থাকে। তাই তাকে অন্য কোনো প্রকারের আশ্রয় আকৃষ্ট করতে পারেনা। যে আত্মা স্নেহে মিশে থাকে সে সর্বপ্রাপ্তিতে সম্পন্ন হওয়ার জন্য সহজেই 'এক বাবা, আর কেউ না' এইরকম অনুভূতিতে থাকে। এইরকম আত্মাদের কাছে কেবল বাবাই হলেন সংসার।

স্লোগান:- সীমিত সম্মান এবং সৌন্দর্যের পেছনে না ছুটে স্বমানে থাকাটাই হল শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য।

ব্রাহ্মণ জীবনের বিশেষত্ব হল --- পবিত্রতা

আজ বাপদাদা নিজের পবিত্র বাস্কাদের দেখছেন। প্রত্যেকটি ব্রাহ্মণ আত্মা কতখানি পবিত্র হয়েছে -- প্রত্যেকের চার্ট দেখছেন। ব্রাহ্মণদের বিশেষত্ব-ই হল পবিত্রতা । ব্রাহ্মণ অর্থাৎ পবিত্র আত্মা । পবিত্রতা কতখানি ধারণ হয়েছে , এই বিষয়টি পরীক্ষণের যন্ত্র-টি কি ? "পবিত্র হও", এই মন্ত্রটি সকলকে স্মরণ করাও কিন্তু শ্রীমত অনুসারে এই মন্ত্রের ধারণা নিজ জীবনে কতখানি করেছে ? জীবন অর্থাৎ সদাকাল। সর্বদা-ই জীবনে রয়েছে তো তাইনা ! সুতরাং জীবনে ধারণ করা অর্থাৎ পবিত্রতাকে সদাকালের জন্যে আপন করে নেওয়া । এই বিষয়টি পরীক্ষা করার যন্ত্র কি ? জানো ? সবাই জানো আর বলেও থাকো যে পবিত্রতা-ই হল সুখ-শান্তির জননী অর্থাৎ যেখানে পবিত্রতা বিদ্যমান থাকবে সেখানে সুখ-শান্তির অনুভূতি অবশ্যই হবে। এই আধারে নিজেকে চেক করো যে মনের সংকল্প গুলি যেন পবিত্র হয় , তার প্রমাণ হল - মনে সর্বদা-ই সুখ-স্বরূপ , শান্তি-স্বরূপ স্থিতির অনুভূতি হবে। যদি কখনও মনের ভেতরে ব্যর্থ সংকল্প আসে তখনই শান্তির পরিবর্তে অশান্তি অনুভব হয়। কেন ও কিভাবে এইরকম অনেক প্রশ্ন উঠলেই সুখ-স্বরূপ স্থিতির অনুভব হবেনা ফলে সর্বদা-ই বোঝা-পড়া করার আশা বাড়তেই থাকবে --- এইরকম হওয়া উচিত , এইরকম হওয়া উচিত নয় , এইটা কেমন, সেইটা অমন। এইরূপ বিভিন্ন বিষয় সুরাহা করার চেষ্টায় ব্যস্ত থাকবে তাই যেখানে শান্তি নেই সেখানে সুখ-ও নেই। তাই সবসময় চেক করো যে কোনো রকমের বিভ্রান্তি সুখ-শান্তির প্রাপ্তির পথে বিঘ্ন রূপ হয়না তো ! যদি কেন-কি ইত্যাদি প্রশ্নও রয়েছে তাহলেও সংকল্প শক্তিতে একাগ্রতা থাকবেনা। যেখানে একাগ্রতা নেই , সেখানে সুখ-শান্তির অনুভূতি হতে পারেনা। বর্তমান সময় অনুযায়ী ফরিস্তা-স্বরূপের সম্পন্ন স্টেজ বা বাবা সম স্বরূপ স্থিতির সমীপ আসছ , সেই রকম পবিত্রতার পরিভাষাও অতি সুক্ষ্ম জানবে। শুধুমাত্র ব্রহ্মচারী হওয়া সম্পূর্ণ পবিত্রতা নয় কিন্তু ব্রহ্মচারীর হওয়ার সাথে ব্রহ্মা আচার্যও চাই। শিব আচার্যও চাই অর্থাৎ যে ব্রহ্মাবাবার আচরণে চলে। ফুট স্টেপ অর্থাৎ পদ-চিহ্ন অর্থাৎ ব্রহ্মাবাবার প্রতিটি কর্ম রূপী কদমে কদম রেখে চলে যে আত্মারা , তাদেরকে বলা হয় ব্রহ্মা আচার্য । তাহলে এমন সুক্ষ্ম রূপে চেকিং করো যে সর্বদা পবিত্রতার প্রাপ্তি , সুখ-শান্তির অনুভূতি হচ্ছে ? সর্বদা সুখের শয্যায় শান্তি-স্বরূপ স্থিতিতে বিরাজিত থাকো ? এই হল ব্রহ্মা আচার্যের চিত্র।

সর্বদা সুখের শয্যায় শায়িত আত্মার জন্যে এই বিকারও ছত্রছায়া রূপে পরিণত হয়ে যায়। শত্রু পরিণত হয় সেবাধারী রূপে। নিজের চিত্র দেখেছ তো তাইনা ! সুতরাং শেষ-শয্যা নয় এই হল সুখ-শয্যা । সদা সুখী ও শান্তি-স্বরূপের প্রমাণ হল -- সর্বদা প্রফুল্লিত থাকা, খুশী থাকা। বিশুদ্ধ আত্মার স্বরূপ সর্বদা-ই খুশীতে পরিপূর্ণ থাকবে। কনফিউজ আত্মা কখনও হর্ষিত দেখা দেবেনা । সে সর্বদা-ই অপ্রাপ্তির চেহারায় দেখা দেবে আর সে সর্বদা-ই প্রাপ্তির চেহারায় হর্ষিত দেখা দেবে। যখন কোনো জিনিস হারিয়ে যায় তো অস্থিরতার প্রমাণ হয় -- কেন , কি , কিভাবে । এই রহনী স্থিতিতেও যে পবিত্রতাকে হারায় , তার ভেতরেও কেন , কি ও কিভাবে ইত্যাদি জট বেঁধে যায়। তাহলে বুঝেছ কিভাবে চেক করতে হবে ! সুখ-শান্তির প্রাপ্তি স্বরূপের আধারে মনের পবিত্রতা চেক করো।

দ্বিতীয় কথা হল --- যদি তোমাদের মন দ্বারা অন্য আত্মাদের সুখ-শান্তির অনুভূতি না হয় অর্থাৎ পবিত্র সংকল্পের প্রভাব অন্য আত্মাদের কাছে না পৌঁছায় তাহলে তার কারণটি চেক করো। যদি কোনো আত্মার ক্ষুদ্র দুর্বলতা অর্থাৎ অশুদ্ধি নিজের সংকল্পে ধারণ হয় তাহলে সেই অশুদ্ধির ভাইব্রেশন অন্য আত্মাদের সুখ-শান্তির অনুভূতি হতে দেবেনা। হয়তো সেই আত্মার প্রতি ব্যর্থ বা অশুদ্ধ ভাব আছে অথবা নিজের মনের পবিত্রতার শক্তির পার্সেন্টেজে ঘাটতি রয়েছে। যেকারণে অন্যদের উপরে ঐ পবিত্রতার প্রাপ্তির প্রভাব পড়েনা। নিজের মধ্যেই রয়েছে, কিন্তু অন্যদের প্রভাবিত করেনা। লাইট আছে, কিন্তু সার্চলাইট নেই। তাই পবিত্রতার সম্পূর্ণতার পরিভাষা হল "সর্বদা নিজের মধ্যে সুখ-শান্তি স্বরূপ স্থিতি এবং অন্যদেরও সুখ-শান্তির প্রাপ্তির অনুভূতি করাতে সক্ষম।" এমন পবিত্র আত্মা নিজের প্রাপ্তির আধারে অন্যদেরও সর্বদা সুখ-শান্তির, শীতল কিরণ দ্বারা ভরিয়ে দেবে। তাহলে বুঝলে সম্পূর্ণ পবিত্রতার অর্থ কি ?

পবিত্রতার শক্তি এতটাই মহান যে নিজের পবিত্র মন অর্থাৎ শুদ্ধ বৃত্তি দ্বারা প্রকৃতিকেও পরিবর্তন করে দেয়। মনের পবিত্র শক্তির প্রত্যক্ষ প্রমাণ হল --- প্রকৃতিরও পরিবর্তন। স্ব-পরিবর্তন দ্বারা প্রকৃতির পরিবর্তন। প্রকৃতির অগ্রে ব্যক্তি। তো ব্যক্তি পরিবর্তন এবং প্রকৃতি পরিবর্তন --- এতখানি প্রভাব আছে কি মনের পবিত্র শক্তির। আজ মনের পবিত্র শক্তির বিষয়ে স্পষ্ট বলা হল -- - পরের বার বচনে এবং কর্মে অর্থাৎ সম্বন্ধে ও সম্পর্কে পবিত্রতার পরিভাষাটি হল কি, সেই বিষয়ে কথা হবে।

যদি পবিত্রতার পার্সেন্টেজে ১৬ কলা থেকে ১৪ কলা হয়ে যাও তবে ভবিষ্যতে কোন্ স্বরূপের প্রাপ্তি হবে ? যখন ১৬ কলা সম্পন্ন পবিত্রতা অর্থাৎ সম্পূর্ণতা নেই তখন সম্পূর্ণ সুখ-শান্তির সাধনের প্রাপ্তি কিভাবে হবে ! যুগ পরিবর্তিত হলে মহিমাও পরিবর্তিত হয়ে যায়। একটি সতোপ্রধান অন্যটি সতো। যেমন সূর্যবংশী অর্থাৎ সম্পূর্ণ স্টেজ, ১৬ কলা অর্থাৎ ফুল স্টেজ তেমনই প্রতিটি ধারণায় সম্পন্ন স্বরূপ অর্থাৎ ফুল স্টেজ প্রাপ্ত করাটা হল সূর্যবংশী হওয়ার প্রমাণ চিহ্ন। সুতরাং এই বিষয়েও সম্পূর্ণ হতে হবে, কখনও সুখের শয্যায় শায়িত কখনও বিভ্রান্তির শয্যায় শয়ন করলে সম্পন্ন বলা যাবেনা তাইনা ! কখনও বিন্দুর তিলক লাগাও, কখনও কেন -কি ইত্যাদি প্রশ্নের তিলক লাগাও। তিলকের অর্থ-ই হল স্মৃতি। সর্বদা তিন বিন্দুর তিলক লাগাও। তিন বিন্দুর তিলক হল সম্পন্ন স্বরূপ। লাগাতে পারো না নাকি ! লাগাও কিন্তু অ্যাটেনশন রুপী হাতটি নড়ে যায়। নিজের প্রতি উপহাস অনুভব হয় তাইনা ! লক্ষ্য যদি পাওয়ারফুল হয় তবে লক্ষণ সহজেই সম্পূর্ণ হয়ে যায়। পরিশ্রম করতেও হয়না। কমজোর থাকো বলেই পরিশ্রমও বেশী করতে হয়। শক্তি স্বরূপ হও তাহলেই পরিশ্রম সমাপ্ত হবে। আচ্ছা।

সদা সফলতা আমাদের জন্মগত অধিকার, এই অধিকার প্রাপ্ত আত্মারা, সদা সম্পূর্ণ পবিত্রতা দ্বারা স্বয়ংকে এবং সর্বকে সুখ-শান্তির অনুভব করায়, অনুভূতি করার এবং করানোর যন্ত্র দ্বারা সদা পবিত্র হও -- এই মন্ত্র-টি কে জীবনে ধারণকারী, এমন সম্পূর্ণ পবিত্রতা, সুখ-শান্তির অনুভবে অবস্থানকারী, বাবা সম ফরিস্তা-স্বরূপ আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ এবং নমস্কার।

পার্টির *সঙ্গে* :-

সর্বদা *রুহানী* *সৌরভে* *সুরভিত* *থাকে* *এমন* *সত্যিকারের* *রুহানী*
গোলাপ :-

সব বাচ্চারা ই সর্বদা রুহানী নেশায় স্থির হয়ে থাকে এমন সত্যিকারের গোলাপ হয়েছে কি ? যেমন রুহে-গোলাপের নামটা বিখ্যাত, তেমনই তোমরা অর্থাৎ সব আত্মারা হলে রুহানী গোলাপ । রুহানী গোলাপ অর্থাৎ যারা চারিদিকে রুহানীয়তের সৌরভ অর্থাৎ আত্মিক সৌরভ ছড়িয়ে দেয়। নিজেকে এমন রুহানী গোলাপ ভাবো কি ? সর্বদা আত্মার দর্শন ক'রে আর আত্মার মালিকের সঙ্গে রুহ-রিহান (কথোপকথন) ক'রে , এই হল রুহানী গোলাপের বিশেষত্ব । সর্বদা শরীরকে দেখে আত্মার দর্শন করার পাঠ পাকা হয়েছে তো ! এই আত্মাকে দেখার অভ্যাসী রুহানী গোলাপ হয়েছে। বাবার বাগানের বিশেষ পুষ্প হয়েছে কারণ সবচেয়ে নম্বরওয়ান রুহানী গোলাপ হয়েছে । সর্বদা একের স্মরণে স্থিত থাকা অর্থাৎ একনম্বরে আসা , সর্বদা এই লক্ষ্য রাখো।

(দিদি জি - দিল্লির মেলার ওপেনিঙে যাওয়ার ছুটি নিচ্ছেন)

সবাইকে ওড়াতে যাচ্ছ তাইনা ! স্মরণে , স্নেহে , সহযোগে সব বিষয়ে ওড়াতে যাচ্ছ । ড্রামাতে এইরূপ বাইপ্লট আছে। তবেতো ভালই , আত্মা -ই প্লেন হয়ে গেল। যেমন প্লেনে আসা যাওয়া মুসকিল নয় তেমনই আত্মা নিজেই উড়ন্ত পাখি হয়ে গেল ফলে আসা যাওয়া সহজ হয়ে গেল। ড্রামাতে এওতো হল হিরো পার্ট - কম সময়ে বেশী অনুভব করানোর। তো এই হিরো পার্ট প্লে করতে যাচ্ছ । আচ্ছা -- সবাইকে স্মরণ স্নেহ দিও আর সর্বদা সফলতা স্বরূপের শুভ সংকল্প রেখে এগিয়ে চলো - এইরকম স্মৃতি স্বরূপ করে এসো। আওয়াজ তবুও দিল্লি থেকেই আসবে। সবার মাইক দিল্লিতে পৌঁছাবে। যখন গভর্নমেন্টের আওয়াজ শোনা যাবে তখন সমাপ্তি হবে। তখন ভারতের নেতারাও জাগবে। সেই তৈয়ারী করতেই যাচ্ছ তাইনা ।

অব্যক্ত *মুরলী* *থেকে* (*প্রশ্ন-উত্তর*)

প্রশ্ন :- নিজের বা অন্য আত্মাদের সংকল্প গুলিকে জাজ করতে পারে এমন জাস্টিস কারা হয় ?

উত্তর :- যাদের বুদ্ধির কাঁটা একাগ্র হয় , কোনোরকম অস্থিরতা নেই , নির্বিকল্প স্টেজ ও স্থিতি হয় , যাদের বোল এবং কর্মে , প্রেম (Love) এবং নিয়মের (law), স্নেহ এবং শক্তির ব্যালেন্স থাকে তো এমন জাস্টিস যথার্থ জাজমেন্ট দিতে পারে, এমন আত্মা সহজেই যেকোনো আত্মাকে পরখ করতে পারে।

প্রশ্ন : - লৌকিক জাস্টিস এবং রুহানী জাস্টিস অর্থাৎ তোমাদের দায়িত্ব কি?

উত্তর :- লৌকিক জজসাহেব যদি ভুল জাজমেন্ট দেন তবে কোনো আত্মার একটি জন্ম বা কিছুটা সময় ব্যর্থ হয়ে যাবে। অনেক রকমের ক্ষয় ক্ষতির নিমিত্ত হতে পারেন কিন্তু তোমরা হলে রুহানী জাস্টিস যদি কোনো আত্মাকে পরখ না করতে পারো তবে তার বহু জন্মের দুর্ভাগ্যের নিমিত্ত হয়ে যাবে !

প্রশ্ন :- কোন মুখ্য ধারণার আধারে বুদ্ধি রূপী কাঁটা একাগ্র থাকতে পারে ?

উত্তর :- যে স্বয়ং ইচ্ছা মাত্রম অবিদ্যা স্বরূপ স্থিতিতে স্থির হবে তাদের বুদ্ধির কাঁটা একাগ্র হবে , সে-ই যে কোনো আত্মার ইচ্ছা পূরণ করতে পারবে। তাদের সামনে যেকোনো প্রকারের তৃষ্ণার্ত কাতর আত্মাই আসুক না কেন সেই আত্মাদের প্রাপ্তির ইচ্ছাকে পরথ করে তাদের ভরপুর করে দেবে। এমন একাগ্র বুদ্ধির অধিকারী আত্মারাই যথার্থ বা সম্পূর্ণ জাজমেন্ট দিতে পারে।

প্রশ্ন :- ইচ্ছা মাত্রম অবিদ্যার স্টেজ কখন থাকবে ?

উত্তর :- যখন আত্মা স্বয়ং যুক্তি- যুক্ত সম্পন্ন , নলেজফুল এবং সর্বদা সাক্ষেসফুল অর্থাৎ সফলতামূর্ত হবে। সম্পন্ন হওয়ার পর-ই ইচ্ছা মাত্রম অবিদ্যার স্টেজ আসে , তখন অপ্রাপ্ত কোনো বস্তু থাকেনা। এমন স্টেজ -কেই কর্মাতীত অথবা ফরিস্তা-স্বরূপ স্টেজ বলা হয়। এমন স্থিতিতে অবস্থানকারী প্রত্যেকটি আত্মাকে যথার্থ ভাবে পরথ করতে পারে এবং অন্যদের প্রাপ্তি করতে পারে।

প্রশ্ন :- কোন্ চারটি মুখ্য সম্বন্ধের আধারে ৪টি ধারণা বা ৪টি স্লোগান সামনে আনো যার দ্বারা সহজ সম্পন্ন হয়ে যাবে ?

উত্তর :- ১. পিতা ২. শিক্ষক ৩. সঙ্গুরু ৪. প্রিয়তম । এই চারটি সম্বন্ধের আধারে মুখ্য চারটি ধারণা রয়েছে । প্রথমতঃ পিতার সম্বন্ধে - অনুকরণকারী । দ্বিতীয়ত শিক্ষকের সম্বন্ধে - সততাপরায়ণ অর্থাৎ অনেস্ট । তৃতীয়ত গুরুর সম্বন্ধে আন্তরিকারী এবং চতুর্থ প্রিয়তমের সম্বন্ধে বিশ্বাসী । এর সাথে চারটি স্লোগানও যদি স্মরণে থাকে যে --- পিতার সম্বন্ধে স্লোগান হল 'সান সোজ ফাদার ' অর্থাৎ পুত্র পিতাকে অনুকরণ করে প্রত্যক্ষ ক'রে । শিক্ষকের রূপে স্লোগান হল যতদিন জীবন থাকবে পড়াশোনা নিরন্তর চলবে। গুরুর সম্বন্ধে স্লোগান হল --- যেখানে যেমন বসাবে, যেভাবে যেমন শোনাবে , যেমন চালাবে যেমন শোয়াবে এবং প্রিয়তমের সম্বন্ধে স্লোগান হল -- তোমারই সঙ্গে উঠি , বসি , খাই , প্রতিটি শ্বাসে সঙ্গে থাকি। এইসব কথাগুলো নিজের সামনে রেখে নিজের পুরুষার্থকে চেক করো তাহলেই সম্পন্ন হয়ে যাবে। আচ্ছা । ওমশান্তি ।

*বরদান:- সাধন গুলির উপর নির্ভরশীল না থেকে নিমিত্ত ভাবে কাজে ব্যবহার ক'রে এমন সাক্ষী-দ্রষ্টা হও (ভব)।

ব্যখ্যা :- অনেক বাচ্চারা (আত্মারা) একটানা চলতে চলতে বীজকে ছেড়ে শাখা-প্রশাখার দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে , কেউ আত্মাকে অবলম্বন করে নেয় আর কেউ সাধনকে , কারণ বীজের রূপ-রঙ আকর্ষণীয় হয়না কিন্তু শাখা-প্রশাখার রঙ-রূপ শোভনীয় হয়। মায়া বুদ্ধির এমন পরিবর্তন ঘটায় যে মিথ্যে অবলম্বন গুলি সাক্ষা অনুভব হয়। সেইজন্য এখন সাকার স্বরূপে বাবার সঙ্গ এবং সাক্ষী-দ্রষ্টা স্থিতির অনুভব বাড়াও , সাধন গুলিকে অবলম্বন না করে নিমিত্ত মাত্র কাজে ব্যবহার করো।

স্লোগান:- রুহানী গরিমায় স্থিত থাকলে অভিমানের অনুভূতি হবে না ।